ব্রহ্মসঙ্গীত

দ্বাদশ সংস্করণ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা

দ্বাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ব্রহ্মসঙ্গীতের দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহার পূর্ব্বের সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহা এবারেও মুদ্রিত করা গেল। এই সংস্করণের উপর নির্ভর করিয়া ও উহার পদ্ধতি অবলম্বনে বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আজকাল কাগজ দুর্ম্মূল্য, ছাপা খরচ প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ব্রহ্মসঙ্গীতের বহু গান বর্ত্তমানে অপ্রচলিত, এই সকল বিবেচনা করিয়া অনেক গান এই সংস্করণে বাদ দেওয়া হইল; কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য ও বৈশিষ্ট্য যাহাতে যথাসম্ভব রক্ষিত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। এবারেও বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নূতন গান (যাহা একাদশ সংস্করণে নাই) ব্রহ্মসঙ্গীতে ছাপাইবার অনুমতি দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি গানের স্বরলিপি-গ্রন্থের পরিচয় এবারে নূতন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেগুলি মূল গানের সঙ্গে দেওয়া যায় নাই, তাহা বহির শেষে সংযোজিত হইয়াছে। দুই চারিটি আরও নূতন সঙ্গীত ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। "কীর্ত্তন" অংশে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। গত বহু বৎসর যাবৎ "নগর কীর্ত্তন" বা "ধারাবাহিক" কীর্ত্তন গীত হয় নাই; এইরূপে সেগুলি অপ্রচলিত হওয়াতে বর্ত্তমানে কেহ জানেন বলিয়া জানা যায় নাই। তাই নগরকীর্ত্তনে এখন তাহার সকল অংশের প্রয়োজন হয় না; খণ্ড খণ্ড ভাবে নগর কীর্ত্তনে গীত হয়। সেইজন্য যে কীর্ত্তনগুলি এখনও প্রচলিত আছে, সেইগুলিই বর্ত্তমান সংস্করণে মুদ্রিত হইল।

মাঘোৎসবের মধ্যে এই সংস্করণ বাহির করিবার উদ্দেশ্যে প্রেসের কাজ খুব অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইয়াছে, সেজন্য মুদ্রণ-ত্রুটি ও বিচ্যুতি থাকিয়া গেল।

মাঘ, ১৩৫৬

ব্রহ্মসঙ্গীত সব্ কমিটি

একাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ব্রহ্মসঙ্গীতের একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত সঙ্গীত-প্রকাশ কমিটি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এই সংস্করণে প্রায় ৩৮০টি নূতন সঙ্গীত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং স্থানাভাবে ও অন্যান্য কারণে প্রায় ১৩০টি পুরাতন সঙ্গীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সংস্করণের শেষ গানটির সংখ্যা ২০১৩। কিন্তু কীর্ত্তনের গানের পৃথক পৃথক অংশগুলি গণনা করিলে মোট গানের সংখ্যা ২১৫০এর কিঞ্চিদধিক হয়।

যে যে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

গানগুলি সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের মূল গ্রন্থের সহিত এবং প্রামাণ্য সংগ্রহ-গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া, পাঠ সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। কোন কোন গানে মূলগ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে, অথবা বিভিন্ন সংগ্রহ-গ্রন্থে, পাঠভেদ লক্ষিত হইয়াছিল; এরূপ স্থলে যে পাঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করা গিয়াছে।—পরিশিষ্টভুক্ত অল্প-সংখ্যক গান ব্যতীত আর সমুদয় পুরাতন ও নূতন গান, ভাব ও বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে। "বিষয়-সূচী দেখিলেই তাহার ক্রম বুঝিতে পারা যাইবে।—গান গাহিতে ও বাজাইতে শিখিবার সাহায্য হইবে বলিয়া, গানের নীচে যথাসম্ভব স্বরলিপি-গ্রন্থের নাম ও পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে; কোথাও বা সমান সুরের কোনও প্রসিদ্ধতর গান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।—যথাসম্ভব গানের রচনার তারিখ, ও প্রায় সমুদয় নগর-সঙ্কীর্ত্তনের তারিখ, প্রদত্ত হইয়াছে। রচয়িতার নাম-সম্পর্কে অনেক ভ্রম সংশোধন করা হইয়াছে। "বিবিধ তথ্য" শীর্ষক একটি প্রস্তাব যোজিত হইয়াছে।—যাহাতে গান গাহিবার সময় পাতা উল্টাইতে না হয়, সেই জন্য (দীর্ঘ কীর্ত্তন ব্যতীত আর সমুদয় স্থলে) বাম ও দক্ষিণ দুই পত্রের মধ্যেই

কয়েকটি গান সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রয়াসের অধিকাংশই অতিশয় শ্রমসাধ্য ও বহুসময়সাপেক্ষ; এবার যে তাহাতে সম্পূর্ণ সফল হওয়া গেল, তাহা নহে। আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সকল বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্যতালাভ করিতে পারা যাইবে।

কোন কোন গানের আরম্ভে 'ঐ', 'সে', আজ, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ আছে কি নাই, এ বিষয়ে প্রায়ই সংশয় উপস্থিত হয়। গানের আদির সূচীতে এইরূপ গান উভয় প্রকারেই দেওয়া হইল। দুই প্রকার আরম্ভের যেটি পুস্তকে আছে, সূচীপত্রে কেবল তাহাতেই রচয়িতার নাম দেওয়া হইল।

গ্রন্থমধ্যে কোন কোন গানের নীচে তারকাচিহ্ন আছে। সেগুলিতে মূল হইতে কিছু পরিবর্ত্তন আছে বুঝিতে হইবে।

সংস্কৃত হিন্দী ও উর্দ্দু গানে কয়েকটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "ব়" (অন্তস্থ ব) প্রধান। অপরগুলিতে অক্ষরের পার্শ্বে বিন্দু চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রণের সময়ে সর্ব্বত্র এই চিহ্নগুলি উঠে নাই।

কীর্ত্তন ও নগরসঙ্কীর্ত্তনগুলি নানা অমৃতময় ভাবের আধার; উহা কত মানুষের চিত্তকে প্রবল ব্যাকুলতার স্রোতে ভাসাইয়া ঈশ্বরের চরণের দিকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা উৎসাহের সহিত ঐ সকল গান গাহিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখন পরলোকে। এজন্য এবার দেখা গেল যে কীর্ত্তনের গানের মধ্যে অনেকগুলির সুর, এবং বিভিন্ন কলির বিভাগ, অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই জানা আছে। গাহিতে শিখিবার একটু সুবিধা হইবে বলিয়া এই সংস্করণে ঐ গানগুলিকে সমান তাল ও সুর অনুসারে সজ্জিত করিয়া তাহার একটি স্বতন্ত্র সূচী প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল। এই প্রয়াসে নিশ্চয়ই অনেক ভ্রম ও ত্রুটি রহিয়া গেল; আশা করা যায়, ভবিষ্যতে যোগ্যতর লোকের দ্বারা এই কার্য্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।

"বিষয়সূচীর" প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক নিশ্চয়ই ইহা অনুভব করিয়া সুখী হইবেন যে ব্রহ্মসঙ্গীতের গানের মধ্যে সংসারের সম্বন্ধে অভিযোগের ও বিরাগের ভাব ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে। অপর দিকে, ঈশ্বরের করুণা প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি, তৎপ্রসূত আনন্দ, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর, প্রফুল্ল চিত্তে দুঃখ ও সংগ্রাম বরণ, প্রভৃতি ভাবের গানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।—পাঠক ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে এখনও সঙ্কল্প-দ্যোতক গানের সংখ্যা বড়ই কম। পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর সেবা করিয়া ধন্য হইব, সংসারকে একটু অধিক বিমল ও সুন্দর করিয়া রাখিয়া যাইব, জীবনে ঈশ্বরের আদেশ পালনে আপনাকে অতন্দ্রিত ভাবে নিয়োগ করিব, পাপ ত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব,—এই সকল ভাবের গান এখনও অধিক রচিত হয় নাই। অনুতাপের ভাবটি অধিকাংশ গানে বেদনা ও বিলাপের আকারেই প্রকাশিত হইতেছে; অতি অল্প সংখ্যক সঙ্গীতে তাহা আশা উদ্যম ও সঙ্কল্পের আকার গ্রহণ করিয়াছে।—তৎপরে ইহাও বিবেচ্য যে ধর্ম্মজীবনে সত্যতার সাধন বিষয়ে সহায়তা করিতে হইলে সঙ্গীতের ভাষা অনাড়ম্বর স্পষ্ট ও সরল হওয়া আবশ্যক।

ব্রহ্মসঙ্গীত সাধু ভক্ত ও দুঃখী পাপী সকলেরই হৃদয়ের ধন। ইহা বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ; ইহার দ্বারা বিগত যুগে বাঙ্গালীর চরিত্র, আশা, উদ্যম বহু পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, ব্রহ্মসঙ্গীত উত্তরোত্তর সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিতে থাকিবে।

ব্রহ্মসঙ্গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে অনেকেই এখন জীবিত নাই। তাঁহাদের যে-যে পুস্তক এবং অন্যকৃত যে সকল সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতে গান সঙ্কলন করা হয়, ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রত্যেক সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত সে সকল উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এবারও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে আদি ব্রাহ্মসমাজের "ব্রহ্মসঙ্গীত" হইতে, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সঙ্গীতহার" হইতে, রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের "বাণী" ও "কল্যাণী" হইতে, কালীনাথ ঘোষ মহাশয়ের "ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী, "অনুষ্ঠান-সঙ্গীত" ও "নামসুধা" হ‌ইতে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের

"কীর্ত্তন ও বন্দনা" এবং "সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইতে এবং অন্যান্য অনেক ভক্ত ও সাধকগণের গীতাবলী হইতে এই পুস্তকে সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" হইতে রচয়িতার নাম, এবং প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়ের "বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত" হইতে রচয়িতার নাম ও কোন কোন তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সংস্করণের জন্য যাঁহাদিগের সহিত বিশেষ ভাবে পত্রব্যবহার হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষগণ রবীন্দ্রনাথের গান গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গীতাবলীর বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী "শ্রী দরবার" তাঁহার সঙ্গীত গ্রহণের, এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ অন্যান্য কয়েকজন ভক্তের সঙ্গীত গ্রহণের অনুমতি, এবং যে যে সঙ্গীত বহু-বৎসর পরিবর্ত্তিত আকারে মুদ্রিত হইয়া সেই আকারেই প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মূল পাঠ ফুটনোটে দিয়া পরিবর্ত্তিত পাঠটি গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত করিবার অনুমতি, প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় তাঁহার গান গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এবং কোন কোন গানে প্রয়োজনানুরূপ পাঠ-পরিবর্ত্তন নিজেই করিয়া দিয়াছেন।

গানের আদির সূচীতে রচয়িতাদিগের নাম দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, কত বিভিন্ন যুগের ও কত বিভিন্ন শ্রেণীর ভগবৎপিপাসু নরনারীর রচনার দ্বারা এই সঙ্গীতপুস্তক পরিপুষ্ট। বৈদিক যুগের মন্ত্ররচয়িতা ঋষিগণ; মধ্যযুগের কবীর, নানক, মীরাবাই প্রভৃতি ভক্তগণ; ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণ; তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার বন্ধুগণ ও পুত্র পৌত্রগণ; আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের যুগের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কুঞ্জবিহারী দেব, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি; তৎপরবর্ত্তী যুগের আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি; কবি ও গায়ক দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এবং ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী; সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কৃ[illegible]চন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র

রায়, ও রজনীকান্ত সেন : সাধক হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল), প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ফিকির চাঁদ) প্রভৃতি ; জীবিত সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, সুন্দরী মোহন দাস প্রভৃতি ; নারী কবি ও সঙ্গীত লেখিকাদিগের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, কামিনী রায় প্রভৃতি ;—এইরূপ কত নরনারীর রচিত সঙ্গীত এই পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভূমিকায় সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নহে ; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই প্রতি আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ,
২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ডিসেম্বর, ১৯৩১

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীত-প্রকাশ কমিটির
সম্পাদক

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক বচন

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সত্যমেবজয়তে।

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ

তদুপাসনমেব।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং, সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি, প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং, ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য

১। ঈশ্বর এক, ও চিন্ময়। তিনি নিরবয়ব, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, নিয়ন্তা, বিধাতা। তিনি জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, আনন্দময়।

২। মানবাত্মা অবিনশ্বর ও অনন্ত উন্নতির অধিকারী; সে তাহার কর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

৩। পরমেশ্বরের উপাসনা মনুষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহা দ্বারাই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। উপাসনা মনের দ্বারা করিতে হয়, বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা।

৪। কোন পরিমিত ব্যক্তি বা বস্তু ঈশ্বর রূপে বা তাঁহার অবতার রূপে অথবা মধ্যবর্ত্তীরূপে উপাস্য নহে।

৫। জাতি ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্রের ও সকল সাধুর উপদেশ হইতেই শ্রদ্ধার সহিত সত্য গ্রহণীয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি কিংবা কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত, বা ধর্ম্মসাধনের একমাত্র উপায় নহে।

৬। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বই ধর্ম্মের সারকথা।

৭। ঈশ্বর পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা। এই পুরস্কার ও দণ্ড তাঁহার করুণা-প্রণোদিত; উভয়ই মানবাত্মার কল্যাণের জন্য।

৮। পাপের জন্য অকৃত্রিম ও ব্যাকুল অনুতাপ, এবং পাপ হইতে নিবৃত্তিই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

৯। জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতাতে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়াই মুক্তির অবস্থা।

ব্রহ্মোপাসনা

ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চিত্তকে বহির্বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিতে হয় ; ব্রহ্মসহবাসে থাকিবার আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল করিয়া তুলিতে হয়। এই প্রয়াসের নাম উদ্বোধন।

ঈশ্বর আমার নিকটে আছেন, ইহা অনুভব করিয়া তাঁহার স্তুতি করা এবং তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করার নাম আরাধনা। আরাধনাই উপাসনার প্রাণ। ইহার দ্বারা আত্মা ক্রমশঃ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত, ও তাঁহার প্রেমানুভূতিতে অভ্যস্ত হইতে শিক্ষা করে।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যের এবং তাঁহার প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে নীরবে মনকে মগ্ন করার নাম ধ্যান।

আরাধনা ও ধ্যানের পর স্বভাবতই হৃদয় হইতে ঈশ্বরের অভিমুখে প্রার্থনা উত্থিত হয়।

উপাসনা দুই প্রকারের,—একাকী ও মিলিত। একান্ত মনে একাকী পরমেশ্বরের উপাসনা করা আবশ্যক ; এবং সমবিশ্বাসিগণের এবং পরিবারস্থ সকলের সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি৩ হইয়াও ঈশ্বরের উপাসনা করা আবশ্যক।

অনুকূল স্থানে এবং অনুকূল সময়ে উপাসনা করাই প্রশস্ত। কিন্তু যখন যেখানে মন ব্যাকুল হইবে, সে সময়ে ও সে স্থানেই ঈশ্বরের উপাসনা ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা উচিত।

নিম্নে একটি উপাসনার আদর্শ প্রদত্ত হইল। সামাজিক উপাসনায় সাধারণতঃ (১) প্রথমে, অর্থাৎ উদ্বোধনের পূর্ব্বে, (২) আরাধনার পূর্ব্বে, (৩) সাধারণ প্রার্থনার পরে, এবং (৪) উপদেশ ও প্রার্থনার পরে, চারি বারে চারিটি সঙ্গীত হয়। একাকী উপাসনায়, যখন মন ব্যাকুল হয় তখনই মনের ভাবের অনুকূল সঙ্গীত করা যাইতে পারে।

উদ্বোধন

যিনি সুখে দুঃখে আমাদের একমাত্র সহায় ও আশ্রয়, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্তমঙ্গলের প্রস্রবণ পরমেশ্বরের উপাসনাতে আমরা প্রবৃত্ত হই। তাঁহার উপাসনাই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। শান্ত, সরল ও ব্যাকুল চিত্তে আমরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই; তাঁহাকে মনের কথা নিবেদন করি। তিনি দয়া করিয়া আমাদের মনকে প্রস্তুত করিয়া দিন, যেন তাঁহার প্রেম অনুভব করিতে পারি, যেন তাঁহার হাতে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে পারি।

আরাধনা

সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতম্। শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

হে পরমেশ্বর, তুমি সত্য। সকল সত্তার মূলে তুমি পরম সত্তা। তুমি আছ বলিয়াই যাহা কিছু সব আছে; তুমি আছ বলিয়াই আমরা আছি। এই বিশ্বজগতের সকলই তোমাকে প্রকাশ করে। প্রভাতে পূর্ব্বাকাশ যে সুন্দর আলোকে রঞ্জিত হয়, তাহা তোমারই প্রেম-মুখের আভা। রাত্রির যে অন্ধকার আমাদিগকে বেষ্টন করে, তাহা তোমারই স্নেহ-কোলের বেষ্টন। গিরি সাগর নদী, বৃক্ষ লতা, ফুল ফল, এই সকল তোমারি সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল। আমাদের গৃহ পরিবারে যত স্নেহ প্রেম ভক্তি, মানব-জীবনে যত সুখ দুঃখ, জন্ম মরণ তাহার মধ্যে তোমারই লীলা, তোমারি বিধি। আমরা তোমাতেই জন্ম লাভ করি, তোমাতেই জীবিত থাকি; তোমারি ক্রোড়ে থাকিয়া এই জীবনের সুখ দুঃখ সকল অনুভব করি; তোমারি ন্যস্ত দায়িত্বসকল এই জীবনে বহন করি; এবং এই জীবনের অবসানে তোমাতেই নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হই।

হে জ্ঞানময়, জগৎ তোমার অপার জ্ঞান-কৌশলে রচিত। আমরা যখন তোমার সেই কৌশলের একটু পরিচয় পাই, তখন আমাদের অন্তর বিস্ময়ে

ও আনন্দে প্লাবিত হইয়া যায়। মানবের সকল জ্ঞান বিজ্ঞান তোমার অপার জ্ঞানের এক এক কণিকা মাত্র। আমাদের চেতনা তোমা হইতে; আমাদের মন বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেক, সকলি তোমা হইতে। আমরা আমাদের অন্তরে তোমার এই অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি, যে, আমরা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিব, হৃদয়কে বিকশিত করিব, বিবেককে চির-উজ্জ্বল রাখিব, এবং অন্তরে যখন তুমি তোমার যে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিব।

হে বিধাতা, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা তোমার সকল বিধির মর্ম্ম অনুভব করিতে পারি না; জন্ম মরণ সুখ দুঃখ কখন্ কেন আসে, তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু শিশু যেমন পিতামাতার সব অভিপ্রায় না বুঝিয়াও অনুভব করে যে পিতামাতা তাহাকে ভালবাসেন, এবং সেই অনুভবের বলে একান্ত হৃদয়ে পিতামাতার মঙ্গল ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে, আমরাও তেমনি, তোমার সব অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিলেও, তোমার ভালবাসা অনুভব করিতে পারি, এবং একান্ত হৃদয়ে তোমার মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করি।

হে অনন্ত, তোমার জ্ঞান, তোমার শক্তি তোমার মহিমা অসীম। নক্ষত্র-খচিত রাত্রির আকাশ তোমার অসীমতার পরিচয় দেয়। চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সাগরের গাম্ভীর্য্য, পর্ব্বতের উচ্চতা, তোমার মহিমা প্রকাশ করে। ভূকম্পে ঝটিকায় বজ্রে তোমার শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি। যাহাতে আমরা কেবল ক্ষুদ্র ভাবনা লইয়া না থাকি, যাহাতে আমাদের মন বড় হয়, হৃদয় বিস্ফারিত হয়, তাহার জন্য তুমি আমাদের চারিদিকে তোমার এই বিশাল সৃষ্টিকে প্রসারিত রাখিয়াছ। আবার, আমাদের আত্মাতে তুমি জ্ঞানের জন্য অনন্ত পিপাসা দিয়াছ; যতই জানি, ততই মনে হয় কিছুই জানা হইল না। আমাদের হৃদয়ে তুমি ভালবাসিবার জন্য অসীম তৃষ্ণা দিয়াছ; প্রেমে যতই আত্মবিসর্জ্জন করি, ভালবাসিয়া যতই খাটি, ততই মনে হয় কিছুই করা হইল না। আমাদের অন্তরে তুমি অপরিসীম পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করিয়াছ; চরিত্রে যতই উন্নত হই, ততই বুঝিতে পারি

যে আরও কত পবিত্র হইতে হইবে। তুমি মানুষের মনের সম্মুখে অনন্ত উন্নতির আদর্শটি ধরিয়া রাখিয়াছ। তাই যুগে যুগে মানুষের মন উন্নততর ও মানবসমাজ বিমলতর হইতেছে; তাহাতে কত সাধু ভক্ত আত্মার অভ্যুদয় হইতেছে; তাঁহাদের চরিত্র-জ্যোতিতে তোমার মহিমা প্রকাশিত হইতেছে।

তুমি আনন্দস্বরূপ। তুমি কত আনন্দের দ্বারা জগৎকে ও জীবের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ; মানুষকে অন্যান্য জীব অপেক্ষা আরও কত উন্নততর আনন্দের অধিকারী করিয়াছ। যখন তোমার দিকে চাহিয়া আমরা সুখ আস্বাদন করি, তখন সে সুখের দ্বারা আমাদের অন্তর কত কোমল, কত পবিত্র হয়। যখন তোমার দিকে চাহিয়া আমরা দুঃখ গ্রহণ করি, তখন সে দুঃখের দ্বারা আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়, তপস্যা দৃঢ় হয়, প্রেম উজ্জ্বল হয়। মানবজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র দুঃখ যে পাপের জন্য অনুতাপ, তাহাও মানবচরিত্রকে কেমন নির্ম্মল করে, উজ্জ্বল করে! জীবনে একদিন যাহা দুঃখ বলিয়া অনুভব করি, ক্রমে ক্রমে তোমার কৃপায় তাহারই মধ্যে কত কল্যাণ দর্শন করি; এমন দিন আসে যখন তাহার মধ্যে আনন্দও অনুভব করি। তুমি স্বয়ং আনন্দময়, তোমার জগৎ আনন্দময়, তোমার সকল বিধি আনন্দময়।

হে অমৃতস্বরূপ, তুমি তোমার প্রেমময় সান্নিধ্যে নিত্যকাল থাকিবার জন্যই আমাদিগকে জন্ম দিয়াছ। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই তোমার সঙ্গে ও কত প্রিয় আত্মীয়গণের সঙ্গে আমাদিগের পরিচয়ের আরম্ভ হয়, এবং প্রেমের সম্বন্ধের প্রথম উন্মেষ হয়। সেই পরিচয়কে ও সেই প্রেমের সম্বন্ধকে তুমি ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত কালে নিত্য বিকশিত কর। দেহের জন্য জরা ও মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মাকে ও প্রেমের সম্বন্ধসকলকে তুমি অমরত্ব দান করিয়াছ।

তুমি দয়াময়, তুমি প্রেমময়। পৃথিবীতে পিতামাতার স্নেহের তুলনা নাই; সে স্নেহ তোমার স্নেহের ক্ষীণ ছায়ামাত্র। তুমি তোমার প্রেম

হইতে এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিয়াছ। শুধু আমাদিগকে অন্নপান দিয়া, আমাদের অভাব পূরণ করিয়া, তুমি তৃপ্ত নও। যাহাতে আমরা পরস্পরের ভালবাসা বুঝিতে ও পরস্পরকে ভালবাসিতে শিখি, যাহাতে আমরা তোমার ভালবাসা বুঝিতে ও তোমাকে ভালবাসিতে শিখি, তাহার জন্য এ সংসারকে তোমার প্রেমের লীলাভূমি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ। তোমার সকল নিয়মের মূলে তোমার প্রেম ; তোমার সকল বিধানের মূলে তোমার প্রেম। তোমার ঐ প্রেমমুখ না দেখিলে আমরা আমাদের সুখে স্বাদ পাই না, আমাদের দুঃখ বহন করিতে পারি না, আমাদের মানবীয় প্রেম উজ্জ্বল হয় না।

তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি বিনা আমাদের অন্য উপাস্য নাই ; তোমার সমান কেহ নাই। তুমি এক স্নেহে জগদ্‌বাসী সকলকে পালন কর ; জগদ্‌বাসী সকলে এক ভক্তিতে, একরূপ ব্যাকুলতায় তোমাকে চাহে। তোমার কাছে আমরা সব ভেদ ভুলিয়া যাই, জগদ্‌বাসী সকলে পরস্পরের ভাই বোন হইয়া যাই।

তুমি শুদ্ধ, তুমি পরম সুন্দর। বাক্যে কার্য্যে চিন্তায় আমরা পবিত্র হই ও সুন্দর হই, ইহাই তুমি ইচ্ছা কর। তোমার নিকটে বসিলে, তোমার কাছে হৃদয় সমর্পণ করিলে, অন্তরে যাহা কিছু অশুদ্ধ ও কলুষিত, তাহাকে আর অন্তরে পুষিয়া রাখিতে পারি না। তখন এমন ঘোর বেগে অন্তর আলোড়িত হয় যে পাপ-বাসনা অন্তর হইতে বিদূরিত না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। তুমি পাপহরণ, তুমি পাপদমন, তুমি পাপদলন। তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া কত পাপী পবিত্রাত্মা হইয়া গিয়াছে, কত দুরাচার মানব সাধুজীবন লাভ করিয়াছে। আবার, মানব-অন্তরে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব, যত সুকোমল বৃত্তি, তাহার উপরে তোমার কি স্নেহদৃষ্টি! তুমি সে সকলকে সযত্নে বিকশিত করিয়া, জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে মানবাত্মাকে বিভূষিত করিয়া, তাহাকে তোমার নিত্য সান্নিধ্যের অমৃতময় জীবন দান কর। ধন্য তুমি! এ জীবনে তোমার যত দয়া, কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্মরণ করি ; তোমার প্রকাশিত যত আদর্শ,

আদরে তাহা বরণ করি ; তোমার যত আদেশ, একান্ত হৃদয়ে তাহা শিরোধার্য্য করি। আনন্দে ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তোমায় প্রণাম করি

[আরাধনার পরে উপাসক নিস্তব্ধ হইয়া কিছুকাল ধ্যান করিবেন। মিলিত উপাসনায় ধ্যানের শেষে সকলে সমস্বরে নিম্নলিখিত প্রার্থনা উচ্চারণ করেন ; ইহাকে সাধারণ প্রার্থনা বলা হয়।]

সাধারণ প্রার্থনা

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

[সামাজিক উপাসনায় ইহার পর সঙ্গীত হয়। তৎপরে আচার্য্য সদ্‌গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করেন, অথবা মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান করেন, এবং মণ্ডলীর অবস্থানুরূপ মণ্ডলীর জন্য ও জগদ্বাসীর জন্য প্রার্থনা করেন।

সমস্বরে পাঠের উপযোগী সংস্কৃত স্তোত্র ব্রহ্মসঙ্গীতের ৫৭৫—৫৭৮ পৃষ্ঠায় আছে।]

গানের আদির সূচী

[দুই জন সঙ্গীত রচয়িতার নাম "অমৃত লাল গুপ্ত"। তাঁহাদের নামে (১) ও (২) সংখ্যা দেওয়া হইল। (১), কুমিল্লার স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটিইন্‌স্পেক্টর ; (২), ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক অমৃতলাল গুপ্ত। এখন উভয়ে পরলোকগত।]

ব্রহ্মসঙ্গীত

প্রথম অধ্যায়

উদ্বোধন

ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মপূজায় আহ্বান

[ঊষায় ও প্রভাতে]

১

জাগো সকল অমৃতের অধিকারী,
নয়ন খুলিয়ে দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কপাট খুলি দেখ রে যতনে,
প্রেমময় মূরতি জন-চিত্ত-হারী;
ডাক রে নাথে, বিমল প্রভাতে
পাইবে শান্তির বারি॥

[আসোয়ারী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৪।৯৪]

আনন্দ মনে, বিমল হৃদয়ে, ভজ রে ভব-তারণে।
ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে, ঢালি দাও প্রভুর চরণে।

[টোড়ি, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৪।৭৭]

৩

ভজ প্রাণারামে ভুবনমোহনে,
ভব-ভয়-হরণ পতিতপাবনে, পাবে পরিত্রাণ।
শান্তি-সুধা আর কোথায় পাইবে, তিনি এক শান্তিনিধান।
মগন হও রে তাঁর প্রেম নীরে, জুড়াইবে তাপিত হৃদয় ;
প্রাণসখা আসি হৃদে প্রকাশিলে, শীতল হবে মন প্রাণ।
মুক্তি-ভিখারী আছ যত নরনারী, ডাক রে করুণানিধানে ;
দীনহীনসখা তিনি, পরম কৃপাময়, দাসে দিবেন দরশন॥

[আসোয়ারী, ঝাঁপতাল]

প্রাতঃসময় জাগ রে হৃদয়, স্মর রে ভবতারণে !
চেয়ে দেখ নিশি যায় যায় যায়, সরোজ-বান্ধব সমুদিত প্রায়,
ঝলসিছে নব নীল নীরদ, দেখ রে স্নিগ্ধ গগনে !
এই ছিল বিশ্ব নিস্তব্ধ নীরব, নিদ্রাগত প্রাণী, বিহঙ্গ, মানব,
জীবকোলাহল, আহা, ঐ শোন, উঠিল পুন ভুবনে।
যাঁহার প্রসাদে লভিলে জীবন, যাঁর কৃপাবলে মেলিলে নয়ন,
প্রেমমূর্ত্তি তাঁর হায় রে এখন হের না কেন নয়নে ?
পুঞ্জীকৃত পাপ হইবে বিনাশ, পরিতৃপ্ত হবে আশার পিয়াস,
মনস্তামরস প্রফুল্ল মানসে, সঁপ রে তাঁর চরণে॥

[ভৈরব, একতালা]

৫

মন, জাগো মঙ্গললোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতি বিভাসিত চোখে।
হের' গগন ভরি জাগে সুন্দর, জাগে তরঙ্গে জীবন সাগর
নির্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে
জাগো অভয় অশোকে॥

৬

বিমল প্রভাতে, মিলি এক সাথে, বিশ্বনাথে কর প্রণাম।
উদিল কনকরবি রক্তিম রাগে, বিহঙ্গকুল সব হরষে জাগে,
তুমি মানব, নব অনুরাগে, পবিত্র নাম তাঁর কর রে গান॥

ভৈরব, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।: ; বৈতালিক ৫১]

গা তোল পুরবাসী, রজনী পোহাইল, দয়াময় নাম কর গান।
কর হে ভজন, কর হে সাধন, কর হে চিত্ত-সমাধান।
অলস ত্যজিয়ে, হৃদয় ভরিয়ে, দয়াময় নামরস কর পান।
ভজ হে দয়াময়, পূজ হে দয়াময়, দয়াময় রূপ সদা কর ধ্যান।
শয়নে দয়াময়, স্বপনে দয়াময়, দয়াময় নাম বল অবিরাম।
অনলে অনিলে, অচলে সলিলে, দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।
নগরে প্রান্তরে, অন্তরে বাহিরে, দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।
ভূতলে গগনে, অরুণ-কিরণে, দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।
তরুলতা নীরবে, পশু পক্ষী মানবে, গাইছে সকলে দয়াময় নাম॥

ভয়রোঁ, ঠুংরি]

৮

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা ;
আজ কর রে জীবনের ফল লাভ।
হৃদয়-থাল ভার, ভক্তি-পুষ্পহার, প্রভুর চরণে ছাওরে ছাও।
নব নব রাগ-রচিত বন্দনা-মালা, গাঁথি গাঁথি দেও উপহার ;
বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি প্রচার সকল সংসার ॥

[ভৈরব, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১]

৯

সবে মিলে গাও রে এখন ;
গাও তাঁরে, গায় যাঁরে নিখিল ভুবন।
বিহঙ্গ কাকলি ক'রে, যাঁর নাম-সুধা ক্ষরে,
মোহিত গগন গিরি, সুধাংশু তপন।
ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দ-ধামে চল,
শোন সে আনন্দ-ধ্বনি, মুদিয়া নয়ন।
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে,
প্রেম-নয়ন মেলি কর দরশন
হৃদয়-মন্দির-মাঝে, দে'খে সে হৃদয়-রাজে,
মত্ত হ'য়ে কর তাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
ভাই ভগ্নী সবে মিলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
বিমল আনন্দ-রসে হও রে মগন ॥

[বাঁরোয়া, ঠুংরি]

১০

(আজি) মধুর প্রভাতকালে, মিলিয়ে সকলে,
প্রীতি-অঞ্জলি দিব মায়ের চরণকমলে।
(আজি) শুনিয়ে মায়ের মধুর আহ্বান, তাঁহার চরণে সঁপরে মনপ্রাণ,
ভক্তিরসে গ'লে, মা মা মা মা ব'লে, চল যাই মায়ের কোলে।
আমাদের জননী দিবস রজনী ডাকিছেন অমৃতের স্বরে ;
শুনি সে মধুর ধ্বনি চল ভাই ভগিনী, যাই সবে তাঁহার দ্বারে ;
যদি কৃপা করি দিয়াছেন এ জীবন, তাঁর চরণে তবে করি সমর্পণ,
ঘুচিবে বাসনা, পাপের যাতনা, মোক্ষধামে যাইব চ'লে ॥

ভৈরবী, কাওয়ালি]

১১

রাজেশ্বর, ব্রহ্ম পরাৎপর, বিরাজিত হের মহা সিংহাসনে
ধায় শত শত আকুল চিত তাঁহারি অমৃত পানে।
গাহিছে বিহঙ্গ প্রেমে মাতোয়ারা, বন্দিছে নীরবে রবি চন্দ্র তারা,
বীণাবাদিনী গাহে কল্লোলিনী, কি আনন্দ-ধ্বনি উঠিছে ভুবনে !
এসগো ভগিনী, এসরে ভাই, পিতার সিংহাসন ঘিরিয়া দাঁড়াই,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমে গলিয়ে, প্রাণ খুলি পিতার যশোগীতি গাই ;
যাঁর আবাহনে প্রাণ জাগিল, যাঁহার পরশে পাষাণ গলিল,
দেখি অনিমেষে, সে সত্য পুরুষে, হৃদয়-নিভৃত-কাননে ॥

[ভৈরবী, চৌতাল]

১২

বিমল প্রভাতে বিমল আলোকে বিমল হৃদয়ে জাগো।
প্রীতি-কুসুম-অঞ্জলি ঢালি চরণে আশীষ মাগো।
বিমল প্রাতে বিহগ গাহে, নিখিল ফুল্ল-নয়ানে চাহে,
আজি, লুটায়ে হৃদয় তাঁহারি পায়ে, তাঁহারি শরণ মাগো॥

[গান্ধারী, তেতালা। ভোরের পাখী, ৮]

ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মপূজায় আহ্বান
(সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে)

১৩

দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশঃ গাও,
কভু ভুল না, ভুল না রে করুণা তাঁর।
খুলে দাও হৃদয়-দ্বার, তাঁর মুখ-আলো দেখি নাশ মনের আঁধার

[পূরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।৯৬]

১৪

দিবা অবসান হ'ল, কি কর বসিয়া মন ?
উত্তরিতে ভব-নদী ক'রেছ কি আয়োজন ?
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তায়,
ভুলিয়ে মোহ-মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
ভব-কর্ণধার যিনি, পাপ-সন্তাপ-হরণ॥

[পূরবী, আড়া]

১৫

অন্তরে ভজ রে তাঁরে,
সৃজিত যাঁর এই দিনকর, শশধর, তারক,
যার বিমল ভাতি সব গগন ছায় রে !
হৃদি-দরপণে মাজি যতনে, দেখ রে সেই প্রেমচন্দ্র,
সুধা বরষণ হইবে এখনি মধুর মধুর !
সেই অমৃত-হ্রদে সবে মিলি করহ স্নান, পাইবে প্রাণ,
তাপিত চিত শান্ত হইবে, দূর হইবে পাপ।
সঙ্কট-হর নিত্য নিকট ; কেন হে ভ্রম দূরে,
তাঁর শরণ লও, যাইবে ভবের পারে ॥

মন ভূপালি, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৭৩।

১৬

জগতবন্দনে ভজ, পবিত্র হবে জীবন !
পাইবে অনন্ত ফল, লাভ হবে পরম ধন।
অন্ধতম কে এমন, তাঁরে যে কভু দেখে না !
ধিক্ সে জীবন তার, পাপ-তাপে মগন।
পরম করুণাধার সেই পতিতপাবন,
তাঁর পদে প্রণম, নাহি রহিবে মোহাবরণ ;
সুগভীর নিশীথে চন্দ্র সুন্দর মধুর
শোভয়ে যাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনোহরণ !

নাটিনীবাহার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১৮]

১৭

তাঁরে ভজ, ভজ রে মন, সেই আদিদেব ভুবননাথ,
পরম পুরুষ, পরমেশ্বর একায়নে।
ভক্তিযোগেতে পূজ অবিরত, মোক্ষ-সেতু পাপ-দমনে,
পবিত্র হৃদয়ে, শোভন স্বরে, গাও সতত
সেই জন্ম-মরণ-রহিত সনাতনে ॥

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।৭২]

১৮

ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥

[ইমনকল্যাণ, তেওট। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৯৯]

১৯

জাগে নাথ জ্যোৎস্না-রাতে ; জাগো রে অন্তর, জাগো।
তাঁহারি পানে চাহ মুগ্ধপ্রাণে, নিমেষ-হারা আঁখিপাতে।
নীরব চন্দ্রমা, নীরব তারা, নীরব গীত-রসে হ'ল হারা ;
জাগে বসুন্ধরা, অম্বর জাগে রে, জাগে রে সুন্দর সাথে ॥

[বেহাগ, ধামার। গীতলিপি ১।২১]

২০

আনন্দে আনন্দময় ব্রহ্মনাম গাও রে,
ছেদিয়ে পাপ-বন্ধন, তাঁর পানে ধাও রে।
মিলে ভাই ভগ্নীগণে, প্রীতি-কুসুম চন্দনে,
প্রেমময়ের শ্রীচরণে প্রেমাঞ্জলি দাও রে॥

পূরবী, চৌতাল।

২১

আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে ঘন রজনী,
নীরবে নিবিড় গম্ভীরে।
জাগ আজি জাগ জাগ রে, তাঁরে ল'য়ে প্রেম-ঘন হৃদয়-মন্দিরে॥

আড়ানা, চিমেতেতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৩৪।

২২

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার!
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে, উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি, পাই নে দেখা তার।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে,
জানিনে কোন্ বিপুল বাণী বাজে ব্যাকুল সুরে!
কোন্ বেদনায়, বুঝি না রে, হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আপন কণ্ঠহার!

বেহাগ, একতালা। গীতলিপি ৩।৪০]– ৪ বৈশাখ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

২৩

হরষে জাগো আজি, জাগো রে তাঁহার সাথে প্রীতিযোগে,
তাঁর সাথে একাকী !
গগনে গগনে, হের দিব্য নয়নে,
কোন্ মহা-পুরুষ জাগে মহা যোগাসনে,
নিখিল কালে, জড়ে জীবে জগতে, দেহে প্রাণে হৃদয়ে ॥

হাম্বীর, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭৩]

২৪

নিশীথ-নিদ্রার মাঝে জাগে কার আঁখি-তারা,
সুপ্ত লোক লোকান্তরে সে আঁখি নিমেষহারা !
শ্বাসহীন মহাপ্রাণ মহাকাশে স্তম্ভমান,
অচেতন বিশ্বে বহে অনন্ত চেতনা-ধারা।
ছাড় যোগী নিদ্রাবেশ, হের আঁখি অনিমেষ,
মিল' সে জাগ্রত প্রাণে, ভাঙ্গ এ কুহক-কারা ॥

[মিশ্র মেঘ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।৯২]

ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মপূজায় আহ্বান

(সাধারণ)

২৫

নিশিদিন চাহ রে তাঁর পানে, বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণ-গানে।
হের রে অন্তরে সে মুখ সুন্দর, ভোল দুঃখ তাঁর প্রেমমধু-পানে

[যোগিয়া, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৫৯]

২৬

ভজ সে পরমানন্দে নিত্য নির্ব্বিকার।
আর মজ তাঁর পদারবিন্দে, ত্যজিয়ে অসার।
যেথা নাহি দুঃখ, নাহি পাপ, বিচ্ছেদ বিয়োগ তাপ,
নাহি রোগ, নাহি শোক, নাহি মৃত্যুর আঁধার।
যাঁতে অনন্ত জীবন-স্রোত, নিত্যানন্দে প্রবাহিত,
করে অক্ষয় অমৃত-রসে নিত্য জীবন সঞ্চার ॥

[কীর্ত্তন, একতালা]

২৭

ভাব তাঁরে, অন্তরে যে বিরাজে ; অন্য কথা ছাড় না !
সংসার-সঙ্কটে, ত্রাণ নাহি কোন মতে, বিনা তাঁর সাধনা ॥

[বেহাগ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩৭]

২৮

ভজ রে প্রভু দেবদেব, সরব-হিতকারী রে !
মননে পাপ তাপ যায়, অন্তর-দুখ-হারী রে।
যাহার দয়ার নাহিক পার, অবিরত স্রোত বহিছে যার,
তাঁহারে সঁপিলে মন প্রাণ কি ভয় তোমারি রে ?
তাঁহারি প্রীতি কুসুমকাননে, তাঁহারি শকতি অসীম গগনে,
হেরিলে পুলকে পূরয়ে কায়, উথলে প্রেমবারি রে।
অমৃত জলেরি সেই ত সাগর, কেন কাছে থাকি তৃষায় কাতর,
অনায়াসে পান কর রে সে জল, চরম-শান্তি-কারী রে ॥

[ঝিঁঝিট, একতালা]

২৯

প্রথম নাম ওঁকার, ভুবন-রাজ দেব-দেব,
জ্ঞানযোগে ভাব হে, তিনি তোমার সঙ্গে।
ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত-হৃদয় তাঁর সাথ,
প্রাণ-প্রাণ হৃদয়নাথ, ভুল না রে তাঁরে।
রাগ-সঙ্গীত-মানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে,
তাঁর নাম একতানে গায় ত্রিভুবনে ;
ভয় কি ? অভয় দানে তোষেন জগত-জনে,
ডাক হে আনন্দময়ে, তিনি তোমার সঙ্গে ॥

[জয়জয়ন্তী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৮৭]

৩০

নিভৃত অন্তরে আছে দেবালয়
সেথা ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয় !
সেথা যে দেবতা জাগেন একা, তাঁরি পায় নমি আয়, নমি আয় !
সুখের লাগিয়ে মরিস রে ঘুরে, সুখ-আশে বৃথা যাস্ দূরে দূরে,
ব্যথা পেয়ে শেষে আঁখি দুটি ঝুরে, ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আ
অন্তর-ডালি সাজা' প্রীতি-ফুলে, হৃদয়-দুয়ার দে রে তুই খুলে,
মরমেরি মূলে চা' রে আঁখি তুলে, তুচ্ছ সুখ দুখ সকলি ভুলে ;
গভীর শান্তি নামিবে প্রাণে, ভরিবে হৃদয় কুসুমে গানে,
বাজিবে বীণা মধুর তানে, ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয় !

[সিন্ধু খাম্বাজ, তেওরা। পথের বাঁশী ৫৪]

৩১

রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে ;
প্রাণ মনে ধরি রাখো নিবিড় আনন্দ-বন্ধনে।
আলো জ্বালো হৃদয়-দীপে অতি নিভৃত অন্তর মাঝে ;
আকুলিয়া দাও প্রাণ গন্ধ-চন্দনে॥

[শ্যাম, কাওয়ালি। গীতলিপি ২।১৮]

৩২

দেখিয়ে হৃদয়-মন্দিরে, ভজ না শিবসুন্দরে !
কি ভ্রমে ভুলিয়ে তাঁরে, কর অযতন ? এখন করহ সাধন।
এই সে পতিতপাবন, এই সে জগত-তারণ,
এই সে পরম কারণ, করহ তাঁরে মনন।
হইয়ে বিষয়ে মত্ত, হারালে পরম তত্ত্ব,
ভাবিলে না সেই সত্য নিত্য বিভু নিরঞ্জন ;
হৃদয়ের প্রেমহার, দেও হে তাঁহারে উপহার,
পেয়েছ কৃপায় যাঁহার দেহ হৃদয় জীবন॥

[দেশ, সুরফাক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৪১]

৩৩

ডাকে বার বার ডাকে, শোনরে দুয়ারে দুয়ারে আঁধারে আলোকে,
কত সুখ দুঃখ শোকে, কত মরণে জীবন-লোকে,
ডাকে বজ্র-ভয়ঙ্কর রবে ; সুধা-সঙ্গীতে ডাকে দ্যুলোকে ভূলোকে॥

[কেদারা, কাওয়ালি। গীতলিপি ৫।১৩]

৩৪

সে ডাকে আমারে।
বিনা সে সখারে রহিতে মন নারে!
প্রভাতে যারে দেখিবে বলি দ্বার খোলে কুসুম-কলি,
কুঞ্জে ফুকারে অলি যাহারে বারে বারে!
নির্ঝর-কলকণ্ঠ-গীতি বন্দে যাহারে,
শৈলবন পুষ্পকুল নন্দে যাহারে;
যার প্রেমে চন্দ্র-তারা সারা নিশি তন্দ্রাহারা,
যার প্রেমের ধারা বহিছে শত ধারে!

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। কাকলি ১।৫২]

তাঁহাকে ভুলিও না

৩৫

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুল' না রে তাঁয়:
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে পাপ তাপ দূরে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে?
সেই সখা বিনে সুখ-শান্তি দিবে কে তোমায়?
ধন জন জীবন সব তাঁরি করুণা,
তাঁর করুণা মুখে বলা নাহি যায়;
এত যাঁর করুণা, তাঁরে কি ভুলিবে?
তাঁরে ছাড়িয়ে ভবসাগরে ত্রাণ কোথায়?

[আলাইয়া, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৯১]

৩৬

কেন ভোল, ভোল চিরসুহৃদে ? ভুল' না চিরসুহৃদে।
ধন প্রাণ মান সকলি যাঁ হ'তে, এমন সুহৃদে কেন ভোল ?
থেক না, থেক না, তাঁ হ'তে অন্তর ;
তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল ?
চিরজীবন-সখা চির-সহায়ে, করুণা-নিলয়ে কেন ভোল ?

[ককুভ, আড়াঠেকা]

৩৭

কেন ভোল, মনে কর তাঁরে ; যে সৃজন পালন করে সংসারে।
সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহি চরণ,
কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর,
নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, কে পারে বলিতে তাঁরে ?

[খাম্বাজ, চিমেতেতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।১০১]

শান্তিলাভের জন্য তাঁহার কাছে চল

৩৮

কার মিলন চাও, বিরহী ! তাঁহারে কোথা খুঁজিছ
ভব-অরণ্যে, কুটিল জটিল গহনে, শান্তিসুখহীন ও রে মন !
দেখ দেখ রে চিত্তকমলে চরণপদ্ম রাজে, হায় !
অমৃত জ্যোতি কি বা সুন্দর, ও রে মন ॥

[শ্রীরাগ, তেওরা]

৩৯

শান্তিনিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল ?
সংসারে শান্তির আশা,—মরীচিকায় যথা জল !
কভু সুখ-পারাবার, কভু হয় হাহাকার,
জীবন যৌবন ধন সকলি অতি চঞ্চল।
আজ পুত্রের আলিঙ্গন, কাল তারে বিসর্জ্জন,
আজ প্রিয়-প্রেমালাপ, কাল বিলাপ কেবল ;
সংসারের এই দশা, কোথায় শান্তির আশা,
শান্তিসুখ চাহ যদি, সেই আনন্দধামে চল ॥

[ললিত, আড়া]

৪০

প্রাণ খুলে সবে মিলে ডাক রে তাঁরে ;
আসিবেন প্রাণেশ প্রাণের মাঝারে।
বৃথা চিন্তা পরিহ'রে, ভাব রে ভাব তাঁহারে,
অনুপম শান্তিসুখ পাইবে অচিরে ;
দুঃখপূর্ণ এ জীবন, সফল কর এখন,
বসায়ে হৃদয়-নাথে হৃদয়-মন্দিরে।
যাঁহার প্রেমের বারি একবার পান করি,
বহু দিনের পাপের জ্বালা যাই পাসরে,
কেমনে তাঁরে পাসরি বল এ জীবন ধরি ?
এস আজ প্রাণ ভরি ডাকি সেই প্রাণেশ্বরে ॥

[ভৈরবী, যৎ]

শান্ত হও

৪১

শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল, শান্ত হ রে ওরে দীন !
হের চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে সর্ব্ব চরাচর লীন।
শুন রে নিখিল-হৃদয়-নিয়ন্দিত, শূন্যতলে উথলে জয় সঙ্গীত,
হের বিশ্ব চির প্রাণ তরঙ্গিত, নন্দিত নিত্য নবীন।
নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন, নাহি দুঃখ সুখ তাপ ;
নির্ম্মল নিষ্কল নির্ভয় অক্ষয়, নাহি জরা জ্বর পাপ !
চির আনন্দ, বিরাম চিরন্তন প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন,
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন, সান্ত্বন অন্তবিহীন ॥

ঝিঁঝিট, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৫৭]

মগ্ন হও

৪২

অপরূপ সৎস্বরূপ, চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ,
কর ধ্যান ও রে মন, হইবে ধন্য পূর্ণকাম।
ছাড়ি মোহ-কোলাহল, চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডে চল,
বিশ্বাস-অচল-শিরে কর ধীরে আরোহণ।
নিভৃত-হৃদি-কন্দরে, প্রেম-প্রস্রবণ-তীরে,
নির্ব্বিকার অন্তরে পাবে তাঁর দরশন ;
অতি সুন্দর সে স্থান, পুণ্যালোকে দীপ্তিমান,
যোগিজন পরমানন্দে করেন যথা যোগ ধ্যান ॥

জয়জয়ন্তী, চৌতাল]—মাঘ ১৭৯৬ শক (১৮৭৫)

৪৩

বিজন মন-মন্দিরে বিরাজে শিবসুন্দর,
অরূপ সে রূপ হেরি, আনন্দে হও মগন।
ঢালো তাঁর পূত-পদে প্রেম-কুসুম অঞ্জলি,
মিশাও তাহার সাথে, ভকতির চন্দন॥

[সুরট-জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৬।১৪]

৪৪

শিবসুন্দর চরণে মন মগ্ন হ'য়ে রও রে।
ভজ রে আনন্দময়ে সব যন্ত্রণা এড়াও রে,
বিভু-পাদ-পদ্ম সুধা-হ্রদে ডুবে প্রাণ জুড়াও রে।
শুদ্ধ সত্য হিরণ্ময় মানস পটে তাঁরে
নিরখিয়ে সচেতনে পূর্ণকাম হও রে॥

[সিন্ধু-ভৈরবী, একতালা]

৪৫

মজ রে মন আমার বিভু-পদে।
কে মিটাবে এ পিয়াসা না ডুব্‌লে সেই সুধাহ্রদে ?
জলে মিটে জল পিয়াসা, ধনে পূরে ধনের আশা,
অনন্ত প্রাণের তৃষা মিটে কি রে এ সম্পদে ?
পথ চিনে মন পথ ধর, অসার অনিত্যে ছাড়,
মরুভূমে জলের আশে যেও না, প'ড়্‌বে বিপদে॥

[ভৈরবী, ঠুংরি]

৪৬

মজ মন বিভু-চরণারবিন্দে ;
গাও তাঁর গুণ পরম আনন্দে।
(সেই) চিত্তবিনোদন মূরতি মোহন, ধ্যান ধর সদা হৃদে ;
ত্যজিয়ে বাসনা, অসার কল্পনা, পিয় প্রেমরস অবিচ্ছেদে।
(সেই) যোগী-জন-চিত সদা প্রলোভিত যাঁর প্রেম-মকরন্দে ;
জীবন-সঞ্চার, পাতকী-উদ্ধার, হয় নিমেষে যাঁর প্রসাদে।
করিয়ে সাধন, ইন্দ্রিয়দমন, লহ স্থান ব্রহ্মপদে ;
গাও তাঁর জয়, হইয়ে নির্ভয়, সুখ-সম্পদ দুঃখ-বিপদে॥

ভৈরবী, যৎ]

৪৭

হরি-পদ-কমল-পীযূষ-রসে,
মজ রে পিপাসু মন-মধুকর।
বিষয়-সুখ-আশে কেন রে মায়াবশে ভব-কণ্টকবনে বৃথা ভ্রমণ কর ?
মধু-লোভে কত প্রেমিক ভকত বিহরিছে ও পদ-পঙ্কজ ভিতর ,
বিমোহিত হ'য়ে আছে লুকাইয়ে, সুধাপানে আনন্দিত অন্তর।
ও চরণ-সরোজে, বিমল দল-মাঝে,
সাধুসঙ্গে সদা সুখে বাস কর ;
নিশ্চিন্ত মনে, বসি পদ্মাসনে, পিয় রে মকরন্দ নিরন্তর॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ, ঠুংরি]

তাঁহার নাম গান কর

৪৮

চল গাই সেই ব্রহ্মনাম !
যে নাম-স্মরণে প্রাণারাম, মরণ ঘুচে রে ।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়ে, মধুর রাগিণী তুলিয়ে,
গাও এক প্রাণে এক তানে, একেরি কীর্ত্তনে ;
ব্রহ্মনাম মহাধ্বনি, আহা কি মধুর পশিলে শ্রবণে !
শুনি শুনি গাই, গাইয়ে শুনাই, সরল ব্যাকুল অন্তরে,
কি আছে চিন্তা রে !

সে রাগে গাহিব ওঙ্কারে, ভ্রমর যেমন ঝঙ্কারে,
শুনিয়ে জগত হইবে মোহিত, পিয়াস পূরিবে ;
সঙ্গে ব্রহ্ম-নাম নিবে, হাসিবে কাঁদিবে, মাতিবে মাতাবে !
শত শত প্রাণ হ'য়ে একপ্রাণ ধর রে ধর রে ধর রে
স্বরগ স্ব-করে !

নামের ধ্বনির পুলকে সকল হৃদয় আলোকে,
এ লোক সে লোক উদয় এ লোকে লোকেশ-কীর্ত্তনে ;
বাঞ্ছা পূর্ণ প্রাণে প্রাণে, যে জানে সে জানে কি করে এ গানে !
মরাকে বাঁচায়, খোঁড়াকে নাচায়, বোবাকে গাওয়ায় সুস্বরে,
দেখায় অন্ধেরে ।

জান ত জান ত সকলে, নামেতে হৃদয়ে কি ফলে,
সাগর উথলে, নাচায় পুতুলে, হাসায় প্রাণ খুলে ;

ব্রহ্মনাম-গান তোলে, সে গান সে তান যে শুনে সে ভোলে !
ভুলে ভুলে গায়, গাইয়ে ভুলায়, তুলায় তুলিবে কে তারে ?
ভুলায় কি ক'রে !

ব্রহ্মনাম-বলে হৃদয়ে উথলে পরম ব্রহ্মজ্ঞান,
কি বা মান অপমান, ভেদ-জ্ঞান অবসান !
ক্রোধ মোহ লোভ রহে না এ সব, অতুল বৈভব বিস্মরে
নামের সুস্বরে ॥

[সুর,—"সবে মিলে মোরা বিভুপদে"]

৪৯

গাও রে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্ম সনাতন পাতকনাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা, বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা।
যাচে চরণ ভক্ত করযোড়ে, বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে ॥

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৫]

৫০

আজ সবে গাও আনন্দে,
তাঁর পবিত্র নাম ল'য়ে জীবন কর সফল।
সরল হৃদয় ল'য়ে, চল সবে অমৃতের দ্বারে, কত সুধা মিলিবে !
দুর্ব্বল সবল, ভীরু অভয়, অনাথ গতিহীন হয় সনাথ,
সেই প্রেমশশী যবে মধু বরষে সাধুর হৃদয়াধারে ॥

[হাম্বীর, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫৪]

৫১

গাও বীণা, বীণা গাও রে।
অমৃত মধুর তাঁর প্রেম-গান মানব সবে শুনাও রে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম জাগাও রে।
ব্যথা দিও না কাহারে, ব্যথিতের তরে পাষাণ প্রাণ কাঁদাও রে
নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী, প্রাণে নব বল দাও রে।
আনন্দময়ের আনন্দ-আলয়, নব নব তানে ছাও রে।
প'ড়ে থাক সদা বিভুর চরণে, আপনারে ভুলে যাও রে ॥

[মিশ্র টোড়ি, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৭]

৫২

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।
জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে, কীর্ত্তি-ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নব রাগে।
যাঁর নাম পরশ-রতন, পাপি-হৃদয়-তাপ-হরণ,
প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপ ভকত-হৃদয়ে জাগে ;
অন্তহীন, নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার,
যাঁর শক্তি বর্ণিবারে, বুদ্ধি বচন হারে ॥

[খাম্বাজ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৯০]

ঈশ্বরের স্বরূপ, মহিমা, করুণা

৫৩

কর তাঁর নাম গান ; যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যার হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত করে হে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি, সকল-জীব-সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি ?
যার প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে, দেশদেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে,
"অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর" এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন-নিকেতন পরশ-রতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যার দরশনে নাহি রহে দুঃখ-লেশ হে ॥

ঝিঁঝিট, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১১৮।

৫৪

ভজ রে ভজ রে ভবকারণে, ভজ রে বিশ্বজন-বন্দনে ;
জগত রঞ্জন ভকত-চিত্ত-বিনোদনে, মোদনে পালনে তারণে,
প্রণতজন-সৌভাগ্য-জননে।
শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানে, মুক্তিদাতা জগত-প্রাণে,
অন্তরযামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বত বিভু কৃপানিধানে ;
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত-পাতক-নাশনে,
সর্ব্বলোকাশ্রয়-প্রভবে, সত্যাত্মনে, প্রেমাত্মনে ॥

নারায়ণী, যৎ। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২০।

৫৫

এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে।
আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে ;
জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যেজন বিশ্বাস করে
অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, বিরাজিত হৃদি-কন্দরে ;
জ্ঞান প্রেম পুণ্যে ভূষিত নানাগুণে, যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
অনন্ত গুণাধার প্রশান্ত মূরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে,
পদাশ্রিত জনে দেখা দেন নিজগুণে, দীনহীন ব'লে দয়া ক'রে।
চিরক্ষমাশীল কল্যাণ-দাতা, নিকট সহায় দুঃখসাগরে ;
পরম ন্যায়বান, করেন ফলদান পাপ পুণ্য কর্ম্ম অনুসারে।
প্রেমময় দয়াসিন্ধু কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে ;
তাঁর মুখ দেখি সবে হও হে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে।
বিচিত্র শোভাময় নির্ম্মল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে রূপ বচন হারে ;
ভজন সাধন তাঁর কররে নিরন্তর, চিরভিখারী হ'য়ে তাঁর দ্বারে ॥

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, ঠুংরি]

৫৬

মহানন্দে হের গো সবে, গীতরবে চলে শ্রান্তিহারা
জগত-পথে পশু প্রাণী, রবি শশী তারা।
তাঁহা হ'তে নামে জড় জীবন-মন প্রবাহ,
তাঁহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া অসীম সৃজন-ধারা ॥

[তিলক কামোদ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬৫]

৫৭

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, অলক্ষ্য নিরঞ্জন,
নিরাময় অবিনাশী, অনাদিকারণ, পূর্ণজ্ঞান!
দীননাথ দয়াল, দারিদ্র্য-ভঞ্জন, শান্তি-সদন,
অন্তর্যামী, ভব-তারণ, হৃদয়-স্বামী, প্রাণের প্রাণ।
কে বা করিত হেথা বিচরণ, কে বা করিত জীবন ধারণ,
যদি আকাশে না হইত তাঁহার অধিষ্ঠান!
তিনি লোক-ভঙ্গ, নিবারণ সেতু, তিনি আত্মার চির উন্নতি-নিদান
তিনি অমৃতের সোপান॥

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৪৬]

৫৮

জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান!
এ যে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন, তৃপ্ত হয় কি মন ক'রে অনুমান?
এই ত সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়, জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়,
এই ত পাপীর বন্ধু দীন দয়াময়, পূর্ণকর্ম্মা* পুরুষপ্রধান!
এই ত চিন্তামণি চিরন্তন ধন, এই ত দয়াল হরি হৃদয়রতন,
এই ত প্রাণেশ্বর প্রাণের ভিতর, কোথা যাব আর করিতে সন্ধান?
এই ত নিত্য সত্য ব্রহ্মসনাতন, মধুর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,
কি বা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা, শান্তিরসে ভরা প্রসন্ন বদন!
স্থানেতে "এখানে", কালেতে "এক্ষণ", প্রাণসখা আমার প্রিয়দরশন,
দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন, হারা'লে হৃদয় হয় যে শ্মশান!

[মিশ্র একতালা]

* মূলের পাঠ,—"পূর্ণ কর্ম্মঠ"।

৫৯

চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই ;
সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে তাঁর পানে ছুটে যাই।
দিগন্ত প্রসার অনন্ত আঁধার, আর কোথা কিছু নাই,
তাহার ভিতরে মৃদু মধুস্বরে কে ডাকে, শুনিতে পাই।
আঁধারে নামিয়া আঁধার ঠেলিয়া না বুঝিয়া চলি তাই ;
আছেন জননী, এই মাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই।
কিবা তাঁর নাম, কোথা তাঁর ধাম, কে জানে ? কারে সুধাই ?
না জানি সন্ধান যোগ ধ্যান জ্ঞান, প্রাণে মত্ত হ'য়ে ধাই।
ডুবিব অতলে মহাসিন্ধুজলে, যা থাকে কপালে ভাই ॥

ভৈরবী, একতালা]

৬০

ভজ রে, ভজ তাঁরে ;
নিখিল বিশ্ব অবিরত দেশে কালে যাঁর মহিমা প্রচারে রে।
অপার যাঁর শক্তিসাধ্য, যিনি সুর-নর-পরমারাধ্য,
শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, বন্দ্য বেদ বন্দে যাঁরে রে।
যা হ'তে পাইলে জনকজননী, যা হ'তে দেখিলে বিশাল ধরণী,
যা হ'তে লভিলে জ্ঞান-দিনমণি এ মোহ-অন্ধকারে ;
যাঁহার করুণা জীবন পালিছে, যাঁহার করুণা অমৃত ঢালিছে,
যাঁহার করুণা নিয়ত বলিছে, "ল'য়ে যাব ভবসিন্ধু-পারে" রে ॥

[বেহাগ, একতালা]

৬১

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে ?
যে আঁখি জগতপানে চেয়ে রয়েছে।
রবি শশী গ্রহ তারা, হয় না ক দিশেহারা,
সেই আঁখি 'পরে তারা আঁখি রেখেছে।
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই ?
হৃদয়-আকাশ-পানে কেন না তাকাই ?
ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে ॥

[দেশ, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭৯]

৬২

জান না রে কত তাঁর করুণা !
যে জন দেখে না, চাহে না তাঁকে, তারেও করিছেন প্রেম দান।
রসনা, গাও তাঁর নাম প্রচারো,
তাঁর আনন্দ-জনন সুন্দর আনন, দেখ রে নয়ন, সদা দেখ রে ॥

[ছায়ানট, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৪২]

৬৩

অমৃতধনে কে জানে রে, কে জানে রে !
প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে ; তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে চাহ রে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে ;
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফেরে ॥

[বেহাগ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮৭]

৬৪

কার কোলে ধরা লভে পরিণতি ?—সেই অপার কারণ-সিন্ধু !
কার জ্যোতি-কণা ব্রহ্মাণ্ড উজলে ?—সেই চিরনির্ম্মল ইন্দু !
কার পানে ছোটে রবি শশী তারা ?—
নাহি পথভ্রান্তি, স্থির আঁখি-তারা ?
ভ্রমে মেঘ বায়ু হ'য়ে আত্মহারা ?—সে সচ্চিদানন্দ-বিন্দু !
কার নাম স্মরি দুঃখে পাই শান্তি ?
বিপদে পাই অভয়, মোহে যায় ভ্রান্তি ?
কার মুখকান্তি হরে ভব-শ্রান্তি ?—সেই নিখিল-পরমবন্ধু ॥

[গৌরী, একতালা]

৬৫

জননী সমান করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।
মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ নীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।
পাপী তাপী সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া ;
কে বা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা, ল'য়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে ॥

[জয়জয়ন্তী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫৬]

৬৬

সে যে পরম-প্রেম-সুন্দর, জ্ঞান-নয়ন-নন্দন ;
পুণ্য-মধুর নিরমল জ্যোতি জগত-বন্দন।
নিত্য-পুলক-চেতন, শান্তি-চির-নিকেতন,
ঢাল চরণে, রে মন, ভকতি-কুসুম-চন্দন ॥

[সুরট মল্লার, সুরফাঁক্তা]

৬৭

প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার ।

শুভ্র, সত্যস্বরূপ, সুন্দর, নাহি উপমা তাঁর।

যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়-ভার ;

সর্ব্ব সম্পদ তাহে মেলে, যখন থাকি তাঁর সাথ।

না থাকে সংসার-তাপ, করেন ছায়া দান ;

সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।

যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ,

ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান ॥

বেহাগ, রূপক। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৩]

৬৮

আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে !

আর কোন্ মা আছে এমন ক'রে পালিতে জানে ?

কি স্বদেশে, কি বিদেশে, মা আমার সর্ব্বদা পাশে,

প্রাণে ব'সে কহেন কথা মধুর বচনে !

আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী, ভুলে থাকি দিবানিশি,

মা আমার সকল বোঝা বহেন যতনে !

এ অনন্ত সিন্ধুজলে, মা আমায় রেখেছেন কোলে,

কত শান্তি কত আশা দিতেছেন প্রাণে !

হায়, আমি কি করিলাম ! এমন মায়ে না চিনিলাম,

না সঁপিলাম প্রাণ-মন এমন চরণে !

[আলাইয়া, যৎ। কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর]

৬৯

স্বরূপ তাঁর কে জানে ! তিনি অনন্ত মঙ্গল।
অযুত জগত মগন সেই মহা সমুদ্রে।
তিনি নিজ অনুপম মহিমা-মাঝে নিলীন,
সন্ধান তাঁর কে করে ? নিষ্ফল বেদ-বেদান্ত।
পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতি মহান্, তিনি আদিকারণ, তিনি বর্ণন-অতীত॥

[কেদারা, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৬৭]

৭০

মা আছে আর আমি আছি, ভাবনা কি আর আমার ?
আমি মায়ের হাতে খাই পরি, মা লয়েছে সকল ভার !
প'ড়ে সংসার-পাকে ঘোর বিপাকে দেখিয়াছি অন্ধকার :
সেই ঘোর আঁধারে মা আমারে (মাভৈঃ) বাণী শুনায় বারে বার।
এসে ছয় জনাতে একই সাথে পথ ভুলায় যে কত বার ;
সেই বিপদ হ'তে ধ'রে হাতে মা যে করিছে উদ্ধার।
আমি ভুলে থাকি, তবু দেখি ভোলে না মা একটিবার ;
এমন স্নেহের আধার কে আছে আর ? মা যে আমার, আমি মা'র।

[আলাইয়া, কাওয়ালি। সুর,—"কি ধন লইয়ে বল"]

৭১

চল চল ভাই, মায়ের কাছে যাই, ভাই ভাই মিলে।
মোদের কে আছে সংসারে দয়াময়ী বিনে ?
দেখি কি না হয় দয়ার উদয়, ভাইরে, সেই দয়াময়ী মায়ের প্রাণে !

দুঃখী পাপী মোরা অসহায় দুর্ব্বল, নাহি ভজন সাধন, জ্ঞান বুদ্ধি বল,
মায়ের চরণ ভরসা কেবল, মা বিনে মোদের কি আছে সম্বল ?
পাপে তাপে ভগ্ন যাদের হৃদয়, কোথা বা যাইবে, কে দিবে আশ্রয় ?
দুঃখ দুর্দ্দিনে পাপ প্রলোভনে, ভাইরে,
বল কে আর নিস্তারে গতিহীন জনে ?

[বিভাস, একতালা]

৭২

ভুবন হইতে ভুবনবাসি এস আপন হৃদয়ে !
হৃদয়-মাঝে হৃদয়নাথ আছে নিত্য সাথ সাথ,
কোথা ফিরিছ দিবারাত, হের তাঁহারে অভয়ে !
হেথা চির আনন্দধাম, হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পূরিবে সকল কাম, নিভৃত অমৃত-আলয়ে ॥

[বৃন্দাবনী সারঙ্গ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২৬]

৭৩

প্রাণ-মন-ডুবানো এমন কেহ নাইরে, কিছু নাইরে।
জুড়াতে এমন বেদন-দহন কেহ নাইরে, কিছু নাইরে।
আঁধার হৃদয়ে দিতে আলো, নিমেষে ঘুচাতে সব কালো,
সব দিকে এত ভালো, কেহ নাইরে, কিছু নাইরে।
ঢালিতে সুধা বিষ জ্বালায়, ভরিতে কুসুম হৃদি-ডালায়,
সাজাতে গেহ প্রীতি-মালায়, কেহ নাইরে, কিছু নাইরে ।
তাঁরে এস সবে নমি, 'তিনি' ধনে হই ধনী,
এ হেন পরশমণি কেহ নাইরে, কিছু নাইরে ॥

[সিন্ধু-বারোঁয়া তেতালা] (স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৮৫০ শক)

অভয়, আশ্বাস, আনন্দ

৭৪

সংসারে কোন ভয় নাহি নাহি।
ও রে ভয়-চঞ্চল-প্রাণ, জীবনে মরণে সবে রয়েছি তাঁহারি দ্বারে।
অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর,
দিশি দিশি, দিবা নিশি, সুখে শোকে, লোক-লোকান্তরে॥

[ইমনকল্যাণ, আড়া-চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।১৮]

৭৫

পেয়েছি অভয় পদ, আর ভয় কারে ?
আনন্দে চলেছি ভব-পারাবার পারে।
মধুর শীতল ছায়, শোকতাপ দূরে যায়
করুণা-কিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে !
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে॥

[খট, ঝাঁপতাল]

৭৬

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়,
যাঁহাতে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয়।
জড় মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল, তোমার সহায় ;
কিন্তু তুমি ভোল তাঁরে, এ ত ভাল নয়॥

[সাহানা, ধামার]

৭৭

বিপদ-রাশি দুঃখ দারিদ্র্য কি করে ?
যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান ধরে, কি ভয় লোক-ভয়ে।
বিশ্বপতি মহেশ রাজরাজের প্রসাদ-বারি গুণে,
বিপদসাগর অনায়াসে তরে।
নিয়ত বহে আনন্দ-পবন, তাহে পাই নবজীবন,
নিমেষে সকল পাপ তাপ হরে।
হৃদয় আকাশে জ্যোছনা প্রকাশে,
যখন দেখি সেই করুণাকরে ॥

[illegible], ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৩।৬০]

৭৮

তিমিরময় নিবিড় নিশা, নাহি রে নাহি দিশা !
একেলা ঘন-ঘোর পথে, পান্থ, কোথা যাও !
বিপদ দুঃখ নাহি জান, বাধা কিছু না মান,
অন্ধকার হ'তেছ পার ; কাহার সাড়া পাও !
দীপ হৃদয়ে জ্বলে, নিভে না সে বায়ু-বলে,
মহানন্দে নিরন্তর এ কি গান গাও !
সমুখে অভয় তব, পশ্চাতে অভয় রব,
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখ চাও !

[[illegible], ঝাঁপতাল। গীতলিপি ১।২৬]

৭৯

নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে মোর, পাথারে হ'স্‌নে দিশেহারা।
বিষাদে হ'য়ে ম্রিয়মাণ, বন্ধ না করিও গান,
সফল করি তোল প্রাণ, টুটিয়া মোহ-কারা।
রাখিও বল জীবনে, রাখিও চির আশা,
শোভন এই ভুবনে রাখিও ভালবাসা ;
সংসারের সুখে দুখে, চলিয়া যেও হাসিমুখে,
ভরিয়া সদা রেখো বুকে তাঁহারি সুধা-ধারা।।

[সাহানা, নবতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪৬]

৮০

তাঁহারি চরণতল-ছায়ে চিরদিন থাক ও রে,
মন প্রাণ সঁপিয়ে তাঁরে।
হবে নিরাপদ, পাবে চির সম্পদ, মধুর বিমল হবে ধরাতল,
প্রীতি-সুধা-ধারা উথলিবে শত ধারে।
রিপু দুর্দ্দান্ত হবে প্রশান্ত, নিশিদিন তাঁরে হৃদয়ে রাখ রে।
প্রাণপতি প্রভু, ছেড়ো না তাঁরে কভু, ধ্রুবতারা তিনি যে এই আঁধারে

[কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৪।৪৯]

৮১

পরম সুখে রয়েছি, পিতার কাছে আছি,
আমার এখন কিসের ভয় ?
যখন পিতায় ছেড়ে থাকি, তখনি সে দেখি চারিদিক আপদ-বিপদময়

এখন অনলের সাধ্য নাহি পোড়াইতে, সাগরের সাধ্য নাহি ডুবাইতে
কাছে থাকিতে,
নাহি পর্ব্বতের সাধ্য আঘাত করিতে, প্রতিকূল বায়ু অনুকূলে বয়।
আমার অন্তরে বাহিরে আনন্দেতে ভরা, সুখময়ী হ'য়ে সুধাইছে ধরা
করিয়ে ত্বরা,
আমায় হাসাইতে হাসে রবি-চন্দ্র-তারা, চারি পাশে তারা ব'সে সমুদয়।
দেখি সর্ব্বব্যাপী পিতা সর্ব্বমূলাধার, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পিতার অধিকার,
কিসের চিন্তা আর?
আমার পিতার হাতে আছে এ জীবন-ভার,
ব্রহ্মনামে যাঁর শমন দমন হয়॥

[ভৈরবী, একতালা]

৮২

যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা, জান না রে মন আমি পুত্র তাঁর!
সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই, পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।
আমার পিতার রাজ্য সমুদয়, আমারে কেবা দিতে পারে ভয়?
এ ভব সংসার, পিতার পরিবার, কণ্ঠের হার রে,
পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার।
পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে, বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে,
বায়ু ব'হে গায়, জলদ যোগায় জল রে;
তাই ত রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার॥

[ললিত-বিভাস, একতালা]

৮৩

কর সদা দয়ামর নাম গান, আনন্দেতে অবিরাম।
শীতল হবে রসনা, জুড়াইবে প্রাণ।
ঘুচিবে হৃদয়-ভার, আনন্দ পাবে অপার,
রসাল দয়াল-নাম, অমৃত সমান।
বিষম সঙ্কট-কালে, দয়াময় ব'লে ডাকিলে,
ভয় তাপ যায় চ'লে, দুঃখ হয় অবসান॥

[বারোঁয়া, ঠুংরি]

৮৪

কেন ম্লান নিরানন্দ ? ডাক না প্রভু প্রেমময়ে !
সব দুঃখ হবে মোচন, জুড়াবে হৃদয় মন প্রাণ।
যাঁর কৃপায় এই দেহ, পাইলে জননী-স্নেহ,
কেন কর সন্দেহ, তিনি যে মঙ্গল-নিদান ?
তিনি যে বিশ্ব-বন্ধু, অপার করুণা সিন্ধু,
প্রেম-সুধা-ইন্দু, কত সুখ করেন বর্ষণ ;
শোভা, বরণ, গন্ধ, অযাচিত কত আনন্দ,
দেখেও কি তবু অন্ধ ? কর তাঁরি যশোগান॥

[ইমনকল্যাণ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৭৮]

৮৫

ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর, আশা কর, নিরাশ হ'য়ো না হ'য়ো না।
পাপীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিবেন জননী, চিরদিন দুঃখ রবে না রবে না।

ল'য়ে প্রেম-ক্রোড়ে বসায়ে আদরে, ভাসাবেন সবে আনন্দের নীরে ;
মধুর বচনে, তুষিবেন যতনে, ক্ষান্ত হও, খেদ ক'রো না ক'রো না।
মুছাইয়ে চক্ষের জল, তাপিত প্রাণ কর্‌বেন শীতল,
সাধিবেন মঙ্গল, স্থান দিয়ে শান্তি-নিকেতনে।
শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি মায়ে কি কখন নির্দ্দয় হ'য়ে পারে করিতে শ্রবণ ?
লইবেন কোলে পাপী পুত্র ব'লে, স্থির হও, আর কেঁদো না কেঁদো না।
তাঁর স্নেহের নাই উপমা, অসীম তাঁর করুণা,
নির্ভর কর তাঁহাতে, অধীর হইও না।
দেখ রে দৃষ্টান্ত, তোমার মত কত শোকে তাপে যারা ছিল অভিভূত,
তাঁর পদাশ্রয়ে পাইয়ে আশ্রয়, করিছে আনন্দে প্রেমের জয় ঘোষণা॥

বিভাস, একতালা]

৮৬

আনন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে !
দিনরজনী কত অমৃত-রস উথলি যায় অনন্ত গগনে।
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি ; নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে !
বসিয়া আছ কেন আপন মনে, স্বার্থ-নিমগন কি কারণে ?
চারিদিকে দেখ চাহি, হৃদয় প্রসারি, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি,
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে॥

মালকোষ, কাওয়ালি]

৮৭

দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, আনন্দ সভা ভবনে আজ।
বিপুল মহিমাময় গগনে মহাসনে বিরাজ করে বিশ্বরাজ।
সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধর-মালা
তপন চন্দ্র তারা, গভীর মন্দ্রে গাহিছে, শুন গান।
এই বিশ্ব-মহোৎসব দেখি, মগন হ'ল সুখে কবি-চিত্ত,
ভুলি গেল সব কাজ ॥

[ভীমপলশ্রী. সুরফাঁক্তা। গীতলিপি ১।১২]

৮৮

আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর স্বরে,
সনাতন দুঃখহরণ বিশ্বন্তর অনন্তে, আনন্দ ভরে !
পূর্ণ গগন অনাদি নাদ আলাপ করে,
গাইছে জলদল জলধির গভীরে ;
বিশ্বনাথ অমর সেবিত, অনুপম জ্যোতিতে বিরাজে ॥

[খাম্বাজ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।৮১]

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরাধনা, ধ্যান, বন্দনা

প্রভাত

৮৯

তিমির-দুয়ার খোল, এস, এস নীরব চরণে,
জননী আমার দাঁড়াও এই নবীন অরুণ-কিরণে।
পুণ্য-পরশ-পুলকে সব আলস যাক্ দূরে,
গগনে বাজুক বীণা জগত-জাগানো সুরে!
জননী, জীবন জুড়াও তব প্রসাদ-সুধা-সমীরণে,
জননী আমার দাঁড়াও, মম জ্যোতি-বিভাসিত নয়নে।

[মিশ্র রামকেলি, কাওয়ালি। গীতলিপি, ২।৪, বৈতালিক ৪০]

৯০

তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি ঐ গো বাজে হৃদয় মাঝে।
তোমার ঘরে নিশি-ভোরে আগল যদি গেল স'রে
আমার ঘরে রইব তবে কিসের লাজে?
অনেক বলা বলেছি, সে মিথ্যা বলা।
অনেক চলা চলেছি, সে মিথ্যা চলা।
আজ যেন সব পথের শেষে তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে,
ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে আপন কাজে॥

৯১

আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কি বা শোভা দেখালে,
শান্তি-লোক জ্যোতি-লোক প্রকাশি !
নিখিল নীল অম্বর বিদারিয়া দিক্‌ দিগন্তে,
আবরিয়া রবি-শশী-তারা, পুণ্য মহিমা উঠে বিভাসি ॥

[দেও-গান্ধার, চৌতাল]

৯২

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা-পরশে, হৃদয়নাথ !
তিমির রজনী-অবসানে হেরি তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয়-গগনে বিমল তব মুখ-ভাতি ॥

[ভয়রোঁ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩]

৯৩

হেরি তব বিমল মুখভাতি, দূর হ'ল গহন দুখ-রাতি !
ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণ লালসে, দিনু হৃদয়কমলদল পাতি।
তব নয়ন-জ্যোতি-কণ লাগি, তরুণ রবি কিরণ উঠে জাগি ;
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল, তব দরশ পরশ সুখ মাগি।
গগনতল মগন হ'ল শুভ্র তব হাসিতে, উঠিল ফুটি কত কুসুম-পাঁতি
ধ্বনিতবন বিহগ-কলতানে, গীত সব ধায় তব পানে ;
পূর্ব্ব গগনে জগত জাগি উঠি গাহিল, পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেমরস পান করি গান করি কাননে, উঠিল মন প্রাণ মম মাতি ॥

[ভৈরবী, ঝাপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৯, বৈতালিক ৫৭]

৯৪

মনোমোহন গহন যামিনী-শেষে,
দিলে আমারে জাগায়ে।
মেলি দিলে শুভ প্রাতে সুপ্ত এ আঁখি, শুভ্র আলোক লাগায়ে।
মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল, আঁধার গেল মিলায়ে ;
শান্তি-সরসী-মাঝে চিত্ত-কমল ফুটিল আনন্দ-বায়ে ॥

[আসাবরি, ঝাপতাল। বৈতালিক ৫৩ , ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬]

৯৫

আঁধার রজনী পোহাল, জগত পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত-কিরণে মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।
জগত নয়ন তুলিয়া, হৃদয় দুয়ার খুলিয়া,
হেরিছে হৃদয়-নাথেরে আপন হৃদয়-আলোকে।
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে, দশ দিক ফুটে উঠিছে,
জননীর কোলে যেন রে জাগিছে বালিকা বালকে।
জগত যে দিকে চাহিছে, সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী, হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে,
নবীন জীবন লভিয়া জয় জয় উঠে ত্রিলোকে ॥

[খট্, একতালা]

৯৬

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল, চাহি উঠিল, চরণ-দরশ-আশে।
খুলিল দ্বার, তিমির-ভার দূর হইল ত্রাসে ;
হেরিল পথ বিশ্বজগত, ধাইল নিজ বাসে।
বিমল-কিরণ প্রেম-আঁখি সুন্দর পরকাশে ;
নিখিল তায় অভয় পায়, সকল জগত হাসে।
কানন সব ফুল্ল আজি, সৌরভ তব ভাসে ;
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেম-কুসুম-বাসে।
উজ্জ্বল যত ভকত-হৃদয় মোহ-তিমির নাশে ;
দাও নাথ প্রেম-অমৃত, বঞ্চিত তব দাসে।

[মিশ্র ললিত, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১]

৯৭

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে, কেউ তা জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে, কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মত এমন টানে কেউ ত টানে না।
বেজে উঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে উঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হ'তে দুয়ারে কর কেউ ত হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সে গোপন-কথা কেউ ত আনে না॥

৯৮

এই ত তোমার প্রেম, ও গো হৃদয়-হরণ !
এই যে পাতায় আলো নাচে সোণার বরণ !
এই যে মধুর আলস ভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে,
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ !
প্রভাত আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে,
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে !
তোমারি মুখ ওই নুয়েছে, মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ ॥

মিশ্র বিভাস, ঠুংরি। গীতলিপি ৩।৪, বৈতালিক ২৮] ১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বাং

৯৯

আলোয় আলোকময় ক'রে হে এলে আলোর আলো !
আমার নয়ন হ'তে আঁধার মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ, সকল ধরা, আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে দিক পানে নয়ন মেলি, ভালো, সবি ভালো ।
তোমার আলো গাছের পাতায় নাচিয়ে তোলে প্রাণ ;
তোমার আলো পাখীর বাসায় জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালবেসে পড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত বুলালো বুলালো ॥

ভয়রোঁ, তেওরা। গীতলিপি ২।৭, বৈতালিক ২৭]—২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ বাং

১০০

ভোরের বেলা কখন এসে, পরশ ক'রে গেছ হেসে !
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে, কে সেই খবর দিল মেলে ;
জেগে দেখি আমার আঁখি আঁখির জলে গেছে ভেসে !
মনে হ'ল আকাশ যেন কইল কথা কানে কানে ;
মনে হ'ল, সকল দেহ পূর্ণ হ'ল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশির-নত, ফুট্‌ল পূজার ফুলের মত ;
জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে॥

[গীতলেখা ১।১৯]—৯ই ভাদ্র ১৩২০ বাং (১৯১৩)

১০১

জয় ভব-কারণ, জগত জীবন, জগদীশ জগতারণ হে !
অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে !
বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন, কাননে তব যশ গায় হে !
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর, তব ভাব কে বুঝিবে হে !
হে জগত-পতি, তব পদে প্রণতি, এ দীনহীন জনার হে॥

[ভৈরব, ঠুংরি]

১০২

প্রভাতে বিমল আনন্দে, বিকশিত কুসুম গন্ধে,
বিহঙ্গম-গীত ছন্দে, তোমার আভাস পাই !
জাগে বিশ্ব তব ভবনে, প্রতিদিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে, খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে ;
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি।

চারিদিকে করে খেলা, বরণ-কিরণ-জীবন-মেলা ;
কোথা তুমি অন্তরালে, অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায় !
অন্ত তোমার নাহি নাহি ॥
[গুর্জরী টোড়ি, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১]

১০৩

ও হে দীন-দয়াময়, মানস-বিহঙ্গ সদা চায়,
প্রাণ খুলে মনের সাধে ডাকি হে তোমায়।
ওহে তরুগণ শাখা পরে, পাখিগণ গান করে, কেমন মোহন গুণ গায় হে,
কি বা প্রভাত সমীরণ, বহে মৃদু মন্দ ঘন, ভগবত-প্রেম বিলায় হে !
ওহে মনের হরষে আজি নব সাজে সবে সাজি প্রেমগুণ গানে মাতায় হে,
তব গুণ গাওত, প্রাণ মন নাচত, পাগল করল সবায় হে !
ওহে চিত্ত-বিনোদন, ভকত-জীবন, সদা বাঁধা রব তব পায় হে ;
যাচত প্রেমদাস, পূরাও হে মন-আশ, তুঁহি মম জীবন সহায় হে !
[প্রভাতী, ঠুংরি]

১০৪

নিশার স্বপন ছুট্‌ল রে, এই ছুট্‌ল রে, টুট্‌ল বাঁধন, টুট্‌ল রে !
রইল না আর আড়াল প্রাণে, বেরিয়ে এলেম জগতপানে,
হৃদয়-শতদলের সকল দলগুলি এই ফুট্‌ল রে, এই ফুট্‌ল রে !
দুয়ার আমার ভেঙে শেষে, দাঁড়ালে যেই আপনি এসে,
নয়ন-জলে ভেসে হৃদয় চরণ-তলে লুট্‌ল রে !
আকাশ হ'তে প্রভাত আলো আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্বনি উঠল রে, এই উঠ্‌ল রে !
[মিশ্র টোড়ি, দাদ্‌রা। গীতলিপি ২।১২, বৈতালিক ৪৮]—১৮ ভাদ্র ১৩১৬ বাং

পূজার আয়োজন

১০৫

তুমি কি গো পিতা আমাদের ?
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের !
ওই যে নয়নে তব অরুণ-কিরণ নব,
বিমল চরণতলে ফুল ফুটে প্রভাতের !
ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া ?
হৃদয়ের ফুলগুলি, যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিবে কি বিমল করি, প্রসাদ-সলিল দিয়া ?

[ভৈরব, কাওয়ালি]

১০৬

জননি, তোমার করুণ চরণখানি,
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণ রূপে ।
জননি, তোমার মরণ হরণ বাণী,
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে ।
তোমারে নমি হে সকল ভুবন-মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি,
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে ॥

[গুণকেলি, নব পঞ্চতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১]—১৩১৫ বাং (১৯০৮)

১০৭

ও হৃদয়নাথ, এস হে হৃদয়াসনে।
আকুল প্রাণে ডাকি হে তোমারে, দরশন দাও হে!
তব পদ ছাইব প্রেমের কুসুমে, কি দিব আর তোমায় হে

[ধোবিয়া, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৬৭]

১০৮

(প্রভু) পূজিব তোমারে আজি, বড় আছে আকিঞ্চন,
হৃদয়-কপাট খুলি পেতেছি মন-আসন।
ভক্তির গেঁথেছি হার, দিব আজি উপহার,
প্রেমের চন্দন-ছিটা, এই মাত্র আয়োজন।
নয়নের অশ্রু দিয়ে ধোব হে তব চরণ,
জানি তুমি দয়াময়, ভক্তে দিবে দরশন ;
এস তবে দীনবন্ধু, এস করুণার সিন্ধু,
বিতরি প্রসাদ-বিন্দু সফল কর জীবন॥

[রামকেলি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০৫]

১০৯

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস, এস মনোরঞ্জন!
আলোকে আঁধার হউক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ,
কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন।
সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি ;
জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে, শশী তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্ব্ব গঞ্জন॥

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।২৬]

১১০

প্রাণ-সখা হে, আমার হৃদয়-মাঝে দাও হে দরশন।
সফল করি, হে নাথ, হেরি তোমারে জীবন।
মোহ-কোলাহলে, থাকি যে তোমায় ভুলে,
জানিতে পারি না প্রভো, তুমি কি পরম ধন !
যদি আজ কৃপা ক'রে তৃষিত করিলে মোরে,
দেখিবারে অনুপম রূপ ভুবনমোহন ;
দাও তবে জ্ঞান-আঁখি, দেখি হে তোমায় দেখি,
মোহাঁধার হই হে পার, পাই হে নবজীবন ॥

[বিভাস, একতালা]

১১১

হে সুখকারী, ভয়দুখহারী,
পূজিতে তোমারে, আজি তব দ্বারে, এসেছি কৃপার ভিখারী।
বরষিছ কত দয়া, পলকে পলকে প্রভু, জীবনে ভুলিতে কি পারি !
স্মরিয়ে দয়া তব, আজি প্রেম-বারি ফেলিব চরণে তোমারি !
পাসরি সব দুখ, স্নেহের মূরতি তব যবে হৃদি মাঝে নেহারি ;
ভাসিব আনন্দে, হেরি অনিমেষে, সেই মূরতি তোমারি।
পাপী জনে প্রভু, কোলে লইতে তব, আছ যে বাহু প্রসারি ;
আশা করি তাই আসিলাম তব ঠাঁই, লও সন্তানে তোমারি ॥

[আশা, ঠুংরি। সুর, "বিষয় সুখে মন"]

ঈশ্বরের বিবিধ স্বরূপের সমাবেশ

১১২

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং,
শান্তং শিবমদ্বৈতং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।
নিত্য সত্য পরম কারণ, জগদাশ্রয় জগত-জীবন,
পরমজ্ঞান চৈতন্য-ঘন, অগম্য, অসীম, অপার ।
প্রাণারাম প্রাণরমণ, প্রাণেশ্বর হৃদি-ভূষণ,
পূর্ণানন্দ পূর্ণপ্রেম, পরিপূর্ণং পরিপূর্ণং !
শুদ্ধ শান্ত চির গম্ভীর, রাজেশ্বর দয়াসাগর,
পতিত-পাবন ভকত-প্রাণ, পুণ্যজ্যোতি পুণ্যাধার

[জয়জয়ন্তী, চৌতাল]

১১৩

তুমি সত্য, তুমি জ্ঞান, তুমি অনন্ত, তুমি মহান্,
অতুল আনন্দ শান্তি অমৃতের প্রস্রবণ !
তুমি মঙ্গল-আলয়, অনন্ত করুণাময়,
অদ্বিতীয় রাজ-রাজ, নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন !
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তোমারি প্রসাদে, নাথ, পেয়েছি এ দেহ মন।
পিতা মাতা বন্ধু সব পেয়েছি প্রসাদে তব,
হে বিভু করুণাসিন্ধু, তব দয়া অতুলন ॥

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১১৪

নিত্য সত্য পরম ব্রহ্ম, তুমি হে পরম জ্যোতি ;
অন্তর্যামী অন্তরাত্মা, তুমি হে জগত পতি।
তুমি অনাদি তুমি অনন্ত, তুমি আনন্দ তুমি অমৃত,
তুমি হে শিব, তুমি হে শান্ত, হৃদয়ে পরমা প্রীতি।
অদ্বিতীয় রাজ-রাজ, সর্ব্বভূতে তুমি বিরাজ ;
তুমি হে মুক্ত, তুমি হে শুদ্ধ, জীবের পরমা গতি ॥

[ইমনমিশ্র, চৌতাল]

১১৫

তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে, তুমি দীনশরণ, তুমি গুরু পিতা মাতা
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি-স্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখদাতা।
তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি অমৃত-সেতু, তুমি অগম্য অপার,
প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি অদ্ভুত কারণ, তুমি সকলের মূলাধার ॥

[কল্যাণ, চৌতাল]

১১৬

আদিনাথ প্রণবরূপ সম্পূরণ,
দাও হে তব প্রসাদ, শান্তি-সিন্ধু, মহেশ, সকল-গুণ-নিধান !
অযুত লোক, অকথিত বাণী তোমারি হে,
মোহন রব অনুপম পূরে মহাগগন, ভাবে মোহি জগজন।

অনুপম, অবিনাশী, অনন্ত, অগম্য, অপার,
স্থন্দর, অতি অপূর্ব্ব-ভাতি, নিরঞ্জন ;
সকল-রূপ-কারণ, সকল-দুঃখ-নিবারণ,
তারণ, ভয়-ভঞ্জন, স্থর-নর-মুনি-বন্দন ॥
[ইমনকল্যাণ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৭২]

১১৭

সকল মঙ্গল-নিদান, ভব-মোচন, অরূপ, চেতন রূপে বিরাজো।
তুমি অকৃত, অমৃত পুরুষ, বিশ্বভুবনপতি, সুন্দর অতি অপূর্ব্ব।
জীব-জীবন, দীন-শরণ, দুখ-সিন্ধু-তারণ হে।
কৃপা বিতর কৃপা-সাগর, তার ভব-অন্ধকারে।
অনুপম, শাশ্বত আনন্দ, তুমি জগজীবন,
আকুল-অন্তরে তোমারে চাহে।
পরমব্রহ্ম পরম ধাম, পরমেশ্বর সত্যকাম,
পরম শরণ, চরম শান্তি, তুমি সার ॥
[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১০]

১১৮

পরব্রহ্ম, সত্য সনাতন, অনাদি, জগত-গুরু, পূরণ হরে হরে !
প্রাণাধার অখিল-পিতা হে, দীন দয়াল প্রভু, পূরণ হরে হরে !
পরম শরণ প্রভু দীনসখা হে, তু' বিনা কে ভবে ত্রাণ করে ?
সুখদায়ক দুখভঞ্জন স্বামী, কে এমন পরমধন ত্রিভুবন চরাচরে !
[বেহাগ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।৮৬]

তুমি সত্য, তুমি স্রষ্টা

১১৯

এ জগতের মাঝে যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে তদুপরি তব নামটি লিখেছ!
পত্র-পুষ্প-ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয়, তোমার 'দয়াল' নামটি লেখা ;
'সুন্দর' নামে নামাঙ্কিত পাখীর পাখা,
'প্রেমানন্দ' নাম নয়নে লিখেছ!
চন্দ্রাতপ-তুল্য গগনমণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল,
তার মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধা-বিন্দু,
'সুধাসিন্ধু' নাম তায় অঙ্কিত করেছ!
জীবনে লিখেছ 'জগত-জীবন',
পবন-হিল্লোলে হয় দরশন ;
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
'জ্যোতির্ম্ময়' নামে জগৎ প্রকাশিছ।
প্রস্তরে ভূস্তরে যাবৎ চরাচরে,
'সর্ব্বব্যাপী' নাম লিখেছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,
লেখার মতন কেন দেখা না দিতেছ?

[বিভাস, একতালা]

১২০

জয় জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্ম জ্বলন্ত পাবন !
তুমি দেবদেব (হে) মহাদেব সত্য সনাতন !
জড়জীব একতানে, নানা ভাবে নানা স্থানে,
তোমার মঙ্গল-নাম করিছে কীর্ত্তন।
গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি, সর্ব্বগত গূঢ় শক্তি,
মহাতেজ আদি জ্যোতি, কারণ-কারণ ;
আমার জীবন-স্বামী, এই ত সম্মুখে তুমি,
দেহি, নাথ, দীনজনে অভয় চরণ ॥

পবজ যৎ

১২১

সত্যং শিব সুন্দর দেব, চরাচরে তব রূপ অতুলন।
জ্যোতির্ম্ময়, হৃদয়ে চিন্ময়, বিশ্বভুবনে বিশ্বজীবন !
যুগ যুগান্তর, অনন্ত অম্বর, বিপুল আধারে মগ্ন নিরন্তর,
নিখিল-উদ্ভব-বিলয়-বিপ্লব সত্তা-সিন্ধুনীরে বিম্ব-সমান !
মহা সিংহাসনে রাজ অধিরাজ, মহিমা-মাঝারে করিছ বিরাজ,
বর্ণিতে প্রভাব, অতুল বৈভব, রবি চন্দ্র হারে, গ্রহ তারাগণ !
অসীম গগন, পরমাণু ক্ষুদ্র, অকূল অতল রহস্যসমুদ্র,
মন আত্মহারা, বচন দরিদ্র, সেই জ্ঞান-সিন্ধু করিতে ধারণ ॥

[ভৈরবী, চৌতাল] —১৯০১

১২২

প্রথম আদি তব শক্তি, আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে,
গগনে গগনে ! তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ,
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে।
তোমার চিদাকাশে ভাতে সূরযচন্দ্রতারা, প্রাণ-তরঙ্গ উঠে পবনে।
তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে, মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে ॥

[সোহিনী, সুরফাঁক্তা। গীতলিপি ৪।৩৫]

১২৩

প্রথম-কাবণ, আদি কবি, শোভন তব বিশ্ব-ছবি ;
তটিনী, নিঝর, ভূধর, সাগর, সব কি সুন্দর নেহারি !
রবিচন্দ্র দীপ জ্বলে, তারকা মুকুতা ফলে, সুরভিকুসুম কুঞ্জকানন
আহা কেমন মনোহারী !
বর্ণিবার কি শকতি, দিশি দিশি সৌন্দর্য্য ভাতি ;
যুগে যুগে জীব অগণন, মহিমা তব করে কীর্ত্তন, ভাবে মগন নরনারী ॥

[শুক্ল বেলাওল, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪৯]

১২৪

সত্য তুমি, শক্তি তুমি, ভক্তি তুমি আমার প্রাণে।
আর চাহি না যুক্তি প্রমাণ, জ্ঞান বিজ্ঞান আর বেদ পুরাণে।
আমার হ'য়ে আছ তুমি, তোমার হ'য়ে আছি আমি,
তাই তো দেখি দিনযামিনী প্রাণ টানে ঐ তোমার পানে।

চির-বন্ধু, সাথের সাথী, জীবন-রথের তুমি রথী,
জীবন চলে নিরবধি তোমারি শাসন-বিধানে।
নান্যঃ পন্থা তোমা বিনা, গতি মুক্তি আর জানি না,
আমারে আমি চিনি না, তোমার সাধন ভজন বিনে ॥

[বিভাস মিশ্র, একতালা]

১২৫

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণনিধান, পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী!
না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি,
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি!
রবি চন্দ্র পরে জ্যোতি তোমার হে, আদি জ্যোতি কল্যাণ;
জগতপিতা জগতপালক তুমি, সকল মঙ্গলের নিদান ॥

[আশা, ঠুংরি]

১২৬

মূলে তুমি, ফুলে তুমি, রসে গন্ধে আনন্দে!
শোভা সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য, তুমি মহিমা ছন্দে।
অচিন্ত্য অপূর্ব্ব নব বিচিত্র বিকাশ তব,
দেখি আর ডুবি আমি তোমার স্বরূপ অনন্তে!
আমার প্রাণে তোমার প্রীতি, জাগায় নিত্য নূতন গীতি;
(তাতে) নাহি শব্দ, হৃদয় মুগ্ধ, আঁখি ঝরে একান্তে

[বিভাস মিশ্র, একতালা]

১২৭

সারাৎসার নিত্য সত্য ধ্রুব-জ্যোতি তুমি !
অগম্য অপার ব্রহ্ম, অন্তশ্চক্ষু অন্তর্যামী !
মহান্ অনন্ত তুমি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি,
তুমি মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ বদ্ধ জীব আমি,
তুমি প্রাণ আমি প্রাণী, হৃদয়ের স্বামী ;
পরম চৈতন্য-রূপে জাগিছ দিবস যামী ।

[কালাংড়া মিশ্র, মধ্যমান]

তোমার বিচিত্র প্রকাশ

১২৮

তুমি আমার প্রভাত-কুসুম-গন্ধ !
বিহগ মধুর কণ্ঠ তুমি, বিশ্ব-গীত-ছন্দ ।
তরুণ অরুণ জ্যোতি তুমি, স্নিগ্ধ মলয় মন্দ,
শিশির-ধৌত কান্তি তুমি, হৃদয়ে চিদানন্দ ।
স্নেহ-রঞ্জিত বদন তুমি, প্রণয়-হসিত নয়ন,
তুমি বিশ্ব প্রেম-মধু-পূরিত ভক্ত-হৃদ্-অরবিন্দ ।

[রামকেলি, একতালা]

১২৯

নিকটে দেখিব তোমারে, করেছি বাসনা মনে ।
চাহিব না হে, চাহিব না হে, দূর-দূরান্তর গগনে ।

দেখিব তোমারে গৃহ-মাঝারে, জননী-স্নেহে, ভ্রাতৃ-প্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গল-বন্ধনে।
হেরিব উৎসব-মাঝে, মঙ্গল-কাজে, প্রতিদিন হেরিব জীবনে
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব, শোকে দুঃখে মরণে ;
হেরিব সজনে, নরনারী-মুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে,
গভীর অন্তর আসনে ॥

[রামকেলি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৫৫]

তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি বিধাতা

১৩০

আমার সকল তুমি, সকল তুমি, সকলি ত তুমি !
(যেমন) কায়া ছেড়ে ছায়া নয় হে, তেম্‌নি তুমি আমি।
আমার বল তুমি, আমার বুদ্ধি তুমি,
(ও হে) তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী, তুমি হৃদয়-স্বামী ;
আমায় চালাও তুমি, তাই চলি আমি,
(চালায়) যন্ত্র যেমন যন্ত্রী, তেমন তোমার হাতে আমি।
সকল জানাও তুমি, তাই জানি আমি,
(ও হে) তুমি জ্ঞান আমি জ্ঞানী, তুমি অন্তর্যামী।
সুখ শান্তি তুমি, ভূমানন্দ তুমি,
(আমার) অক্ষয় অভয় পদ অমৃতের খনি ॥

[বাউলের সুর, একতালা]

১৩১

অতুল জ্যোতির জ্যোতি,
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন, জ্যোতিহীন সব তথা।
এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা, বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী-হৃদয়ে করে বসতি।
অভ্রভেদী অচল-শিখর, ঘন নীল সাগরবর, যথা যাই তুমি তথা ;
রবি-কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি,
তব কান্তি মেঘে ; সজন নগর, বিজন গহন, যথা আমি তুমি তথা

[পরজ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১০২]

১৩২

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে ;
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে ;
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর, সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কালপারাবার করিতেছ পার, কেহ নাহি জানে কেমনে !
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানিনে ;

জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর, লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগান্তর,
তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে ॥

[যোগিয়া, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২৬ , বৈতালিক ৪৬]

১৩৩

অতুল জ্যোতি আঁধারে ;
বুঝিতে তোমারে জ্ঞান-বুদ্ধি হারে !
অতুল প্রতাপে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে, শশী তপন তব প্রহরী দুয়ারে।
তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি মঙ্গল-নিধান,
তুমি রাজা, সবে প্রজা, অসীম সংসারে।
এ জীবন প্রাণ মন, তব করুণার দান,
তোমা বিনা এ জীবন দিব আর কারে ?

[বেহাগ, কাওয়ালি]

১৩৪

কে গো অন্তরতর সে !
আমার চেতনা, আমার বেদনা, তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র, বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ, কত সুখে দুখে হরষে !
সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে, সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে !
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে, ডুবালে সে সুধা-সরসে।
কত দিন আসে, কত যুগ যায়, গোপনে গোপনে পরাণ ভুলায়,
নানা পরিচয়ে, নানা নাম ল'য়ে, নিতি নিতি রস বরষে ॥

[ইমনকল্যাণ, একতালা। গীতলেখা ২।৪৬]—৬ বৈশাখ ১৩১৯ বাং (১৯১২)

১৩৫

তোমার প্রীতি দিয়ে তুমি তোমার পূজা করাও আমায় !
তোমারি চৈতন্য এসে আমারি চেতনা জাগায়।
মুগ্ধ আমি মুক্ত তুমি, অণু আমি পূর্ণ তুমি,
(তাই) তোমার পানে দিনযামিনী আমার চিত্ত যেতে চায়,
(নদী যেমন সাগর পানে ধায়) (শিশু যেমন মায়ের পানে ধায়)

[ঝিঁঝিট মিশ্র, একতালা]

১৩৬

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে।
তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে, সেই পায় অচল শরণ।
এক প্রথম তেজ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল জ্ঞান ধরম প্রীতি কান্তি ছায় ভুবন।
গায় তাঁহারে সর্ব্বলোক, মধ্যে সেই বিশ্বলোক, অন্ত কেহ নাহি পায়
যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন্দ,
আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্য-ভঞ্জন ॥

[ভৈরবী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৯]

১৩৭

ব্রহ্ম, তুমি আমার জীবন-সঞ্চার !
তুমি আমার বাঁচা-মরা, তুমি বিনে আমি অসার !
(প্রভু) তুমি যখন চাহিলে আমায়,
'কিছু-না' হইতে আমার হ'ল সমুদায় ;
এলেম তোমার আশে ধরা-বাসে, যাতে বসে রসের স্থতার।

(প্রভু) তোমার সঞ্চারে হই সঞ্চার,
দেহ যেমন দেহী বিনা অসারের অসার ;
(এইরূপ) আমাতে সঞ্চরি তুমি সাধিছ সাধনা তোমার।
(প্রভু) আমি তোমার মায়ার পুতলি,
তোমার টানে নড়ি চড়ি, চলি কি বলি ;
প্রভু) তুমি-প্রাণে আমি প্রাণী, তুমি বিনা প্রাণ কি আমার ?
(প্রভু) তুমি বুদ্ধি, আমি বুদ্ধিমান্,
তুমি ধর্ম্ম, ধার্ম্মিক আমি, এই ত আমি-জ্ঞান !
তুমি জীবন আমি জীবী, এই ত পরমায়ু আমার !
(প্রভু) তুমি যোগী যোগেরি আকর,
আত্মা-রূপে যোগ সাধনা কর নিরন্তর ;
(তুমি) অনন্ত জীবনে আছ, যোগ ভাঙ্গে হেন সাধ্য কার ?
(প্রভু) এই যে আমি বলি 'কিছু নই',
কিন্তু তুমি হ'লে আমি সকল-কিছু হই ;
তখন ষড় রিপু বলি যারে, সে করে বান্ধবের আচার ॥

[... বি । সুর—"মন যাবি রে সাধুর বাজারে']

১৩৮

সাধনের ধন হৃদয়-রতন, (তুমি) ভক্ত-হৃদে পরশমণি !
(যেই) পরশ লাগি যোগে যোগী জাগিছে দিবস রজনী।
ও পরশ যদি ক্ষণ প্রাণে পায়, লৌহময় দেহ সোণা হ'য়ে যায়,
(তখন) জগতের রাজত্ব পায়েতে লুটায়, তোমা ধনে হ'য়ে ধনী।

[...ভাঙ্গা সুর, একতালা]

১৩৯

তুমি প্রাণ, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার সকলি ত তুমি হে
আমার অস্তিত্ব চৈতন্য, সকলি ত তুমি, তুমি ত প্রাণের স্বামী হে
তুমি আঁধারে আলোক, শকতি দুর্ব্বলে,
(আমি) ভজনসাধনহীন, (তাই) মোক্ষ-পথ দাও ব'লে ;
(নাথ) পরিশ্রান্ত হ'লে, (ওহে দয়াময়), ল'য়ে প্রেম-কোলে,
শ্রান্তি হর অন্তর্যামী হে !
তাইতে আর ভয় নাই, সুখী সর্ব্বদাই, হ'য়ে আছি ব্রহ্মকামী হে ,
এখন কুবাসনা ত্যজে, তব প্রেমে মজে, আত্মহারা হই আমি হে !

[মূলতান, একতালা]

১৪০

তুমি হে আমার প্রাণের ঠাকুর, প্রাণারাম অন্তর্যামী !
আমার প্রাণ যাহা চায়, তোমাতেই পায়, তাই হে তোমার আমি।
আমার তুমি যেমন, আর কে আছে তেমন ?
নইলে এত অধিকার, কোথা পাব আর, বল হে জীবন-স্বামী !
প্রাণের প্রাণ হ'য়ে, আছ লুকাইয়ে,
আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, মধুর পরশে, জাগিছ দিবস-যামী।
অনিমেষ আঁখি এমন কার আছে ?
আমার সুখে কি বা দুঃখে, সম্পদে বিপদে, প্রহরী দিবা রজনী।
এত প্রেমের ভার বইতে পারি নে আর,
তোমার প্রেমের তুলনা জগতে মিলে না, অতুলন এক তুমি ॥

[কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর, একতালা]

১৪১

তুমি জাগিছ কে !
তব আঁখি-জ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন তিমির রাতি !
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে, সংশয়-চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।
কোথা লুকাব তোমা হ'তে, স্বামী !
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ, জানিছ ; প্রভু, ক্ষমা কর হে।
তব পদপ্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে আমায় ;
আর কোথায় যাই ॥

গৌড়, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭৫]

১৪২

জীবন-বল্লভ তুমি, দীনশরণ,
প্রাণের প্রাণ তুমি, প্রাণ রমণ !
সদানন্দ শিব তুমি. শঙ্কর শোভন,
সুন্দর যোগিজন-চিত-বিমোহন।
ভবার্ণব পার হেতু তুমি হে কাণ্ডারী,
দুর্দ্দম পাপ-তাপ-শোক-ভয়হারী।
তুমি নাথ প্রাণ মোর, তুমি আমার প্রাণ,
তুমি হে দয়ার ঠাকুর, করুণা-নিধান।
তোমার প্রসাদে প্রভো, এ জীবন ধরি,
জয় জয় কৃপাময়, মহিমা তোমারি ॥

পিলু বারোঁয়া, যৎ]

১৪৩

তুমি আমার প্রাণের প্রাণ !
জীবনসর্ব্বস্ব তুমি,তুমি প্রাণারাম !
ইহ পরলোকে তুমি, অনন্ত জীবন-স্বামী,
তুমি মম সুখালয়, তুমি শান্তিধাম।
হৃদয়-নিভৃত মাঝে তব মুখ সদা রাজে,
জীবনে আনন্দধারা বহে অবিরাম !

[বারোঁয়া, ঠুংরী]— ১৮ এপ্রিল, ১৮৯৬

তুমি ধ্রুবতারা

১৪৪

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব না ক, পথহারা !
যেথা আমি যাই না ক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কথনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও-মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা॥

[আলাইয়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১৩]

১৪৫

হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী, আঁধার অরণ্যে ধাই হে ;
গহন তিমিরে, নয়নের নীরে, পথ খুঁজে নাহি পাই হে।
সদা মনে হয় কি করি কি করি,
কখন্ আসিবে কাল-বিভাবরী,
তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি হরি, হরি বিনে কেহ নাই হে।
নয়নের জল হবে না বিফল,
তোমায় সবে বলে ভকত-বৎসল,
সেই আশা মনে করেছি সম্বল, বেঁচে আছি শুধু তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তব আঁখি-তারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা,
প্রাণ তোমায় চাহে, তুমি ধ্রুবতারা, আর কার পানে চাই হে ॥

ঝিঁঝিট, একতালা]

১৪৬

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে!
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো, দুখ-জ্বালা সেই পাসরে,
সব দুখ-জ্বালা সেই পাসরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী,
যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে,
ও হে তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥

ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১৯]

তুমি অনন্ত

১৪৭

অগম্য অপার তুমি হে, কে জানে কে জানে তোমায়!
অগণ্য বিশ্ব তব পদতলে ভ্রাম্যমাণ দিবস রজনী,
দেব-দেব পরম জ্ঞান হে!
অতুল স্নেহে রেখেছ ক্রোড়ে, পাপী তাপী সুখী দুখী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ভাসমান তোমার প্রেম-সাগরে হে ॥

[বেহাগ, একতালা]

১৪৮

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে।
তুমি কোথায়, তুমি কোথায়!
হায়, সকলি অন্ধকার! চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ ;
আঁধার নিখিল বিশ্বজগৎ।
তোমার প্রকাশ হৃদয়-মাঝে সুন্দর, মোর নাথ,
মধুর প্রেম আলোকে তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে

[মারু কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৬৯]

১৪৯

তব রাজ-সিংহাসন বিরাজিত বিশ্বমাঝে,
তব মুকুটে কোটি কোটি সূর্য্য শোভিছে!
গগন নীল চন্দ্রাতপ, খচিত তাহে তারক,
যেন কত মাণিক জ্বল জ্বল জ্বল জ্বল জ্বলিছে!

মধুর সুমন্দ মলয় পবন, আনন্দ করি বিতরণ,
কুসুম-বাস করি আহরণ, চামর ঢুলাইছে ;
যত দেব মহাদেব করযোড়ে ভক্তিভরে
তব অভয় চরণ জয় জয় জয় রবে বন্দিছে ॥

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।৭৬]

১৫০

ব্রহ্ম সনাতন, তুমি হে নিখিল-পালন,
নিখিল-তারণ, নিখিল-জন-মঙ্গল-কারণ!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় তব সীমা, বিশ্বম্ভর, বিশ্বেশ্বর, পূরণ ?
চন্দ্র তপন গ্রহ নক্ষত্র-মণ্ডল সৃজিলে গগনে,
জল স্থল চরাচর সুর নর সবার রাজা।
সকলি তোমা হ'তে, ধন জন সুখ সম্পদ ; তুমি দীনশরণ ॥

[বিঝঁঝিড়া, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৬।৩৭]

১৫১

হে মহাপ্রবল বলী, কত অসংখ্য গ্রহ তারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু, নরপতি ভূমাপতি হে দেব বন্দ্য !
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ, ধন্য গাহে সর্ব্ব দেশ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র !
অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ, গীত ছন্দে করে প্রদক্ষিণ,
তব অভয় চরণে, শরণাগত দীনহীন, হে রাজা বিশ্ব-বন্দ্যো !

[কানাড়া, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৬।৮৮]

১৫২

কে জানে মহিমা, বিভু তোমার !

বলিব কি বা, বচন নাহি, সবে অবাক্ না পেয়ে অন্ত তোমার !

তব রাজসিংহাসন অসীম আকাশে, তুমি অনাদি অনন্ত অবিনাশী ।

যথা যাই, যথা চাই, দশ দিকে তব নাম প্রচার,

সব জগত পূরিত তব মঙ্গল গীতে ;

কোথায় দিব, হে দেব, উপমা তোমার !

মহারাজ-রাজ দেবদেব বিশ্বভুবন-শোভা ॥

[গৌড়মল্লার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮৫]

১৫৩

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ,

হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ, হৃদয়হরণ রূপ !

নীলাম্বর জ্যোতি-খচিত, চরণ-প্রান্তে প্রসারিত,

ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্ত লোক !

নিভৃত হৃদয়-মাঝে কি বা প্রসন্ন মুখচ্ছবি, প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি !

ভকত-হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,

দীন জনে সতত কর অভয় দান ॥

[কানাড়া, চৌতাল]

১৫৪

কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায় !

সীমা অন্ত রেখা নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিলায় !

অনন্তের টানে অনন্তের পানে ধায় প্রাণ-নদী, বাধা নাহি মানে ;
বাঁধা আছি যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহারেই প্রাণ চায় !
সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার, নিবিড় নিস্তব্ধ নীরব আঁধার,
তার মাঝে জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার চমকে চপলা প্রায় ;
কেহ নাহি হেথা, তুমি আর আমি, অনন্ত বিজনে, হে অনন্ত স্বামী !
কোথায় রাখিব, বল কি করিব, লইয়া আমি তোমায় ?
কাঁপাইয়া মহানাদে বিশ্বধাম, 'আমি আছি' রব উঠে অবিরাম,
'তুমি আছ, তুমি আছ, প্রাণারাম,'—আত্মারাম দেয় সায় ॥

[আলাইয়া-জয়জয়ন্তী, একতালা]

১৫৫

অনন্ত অপার, তোমায় কে জানে !
তুমি দেখা না দিলে প্রাণে,—ধ্যানে জ্ঞানে।
বাক্য-মনাতীত তুমি অনাদি, সম্ভব-প্রলয়-পালন বিধি,
প্রাণরূপী ব্রহ্ম আছ প্রাণে।
অজর অমর চিন্ময় সুন্দর, নিত্য নিরঞ্জন পাবন হে ;
অরূপ অব্যয় এক অদ্বিতীয়, দিব্য-জ্যোতি-ধর অমৃত-আকর,
তোমার তুলনা তুমি, প্রভু হে ॥

[ইমন-ভূপালী, কাওয়ালি]

১৫৬

দেবাধিদেব মহাদেব ! অসীম সম্পদ, অসীম মহিমা।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে, কোটি কণ্ঠ গাহে 'জয় জয় জয়' হে !

[দেওগিরি সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০]

১৫৭

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময় !
জগত শিশুর মত’ চরণে ঘুমায়ে রয় !
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর,
ঘুচে গেছে শোক তাপ, নাহি দুঃখ নাহি ভয় !
কোটি রবি শশী তারা, তোমাতে হয়েছে হারা,
অযুত কিরণ-ধারা তোমাতে পাইছে লয় !

[সারঙ্গ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৯৪]

১৫৮

তোমারে জানিনে হে, তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়।
অসীম সৌন্দর্য্য তব, কে করেছে অনুভব হে ! সে মাধুরী চির নব।
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়।
তুমি জ্যোতির জ্যোতি, আমি অন্ধ আঁধারে,
তুমি মুক্ত মহীয়ান্, আমি মগ্ন পাথারে ;
তুমি অন্ত-হীন, আমি ক্ষুদ্র দীন, কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায় !

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

১৫৯

অনন্ত হ’য়েছ ভালই ক’রেছ, থাক চিরদিন অনন্ত অপার !
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর !
ভুলায়েছ যারে তব প্রলোভনে, সে কি ক্ষান্ত হবে তব অন্বেষণে ?
না পায় না পাবে, যায় প্রাণ যাবে, কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার ?

যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি, তত আরো আরো দূরে রবে তুমি,
যতই না পাব, তত পেতে চাব, ততই বাড়িবে পিপাসা আমার ।
আদর্শ তোমারে দেখিব যত, তোমার স্বভাব পেয়ে হব তোমার মত ;
ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার !

[ভৈরবী, চৌতাল]

১৬০

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি ।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা ;
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥

[বাগেশ্রী, আড়াঠেকা । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৪৮]

১৬১

অসীম অগম্য তুমি হে ব্রহ্ম, কি বুঝিব তব আমি !
জানি না তোমারে, জানিছ আমারে, এই শুধু জানি ।
কোথা তব আদি, কোথা তব অন্ত, খুঁজিয়া না পাই, তুমি হে অনন্ত,
নিরাধার প্রাণ এক মহান্ নিখিলব্রহ্মাণ্ড-স্বামী !
মহাভাব তুমি, ভাব পরাভূত, মহা জ্ঞান তুমি, বিজ্ঞানাতীত,
অনাদি কাল তোমাতে বাহিত, তোমাতে রয়েছ তুমি ॥

[কাফি-মিশ্র, একতালা]

১৬২

হে নিখিল-ভার-ধারণ বিশ্ববিধাতা,
হে বলদাতা মহাকাল-রথ-সারথি।
তব নাম-জপ-মালা গাঁথে রবি শশী তারা,
অনন্ত দেশ কাল জপে দিবারাতি॥

[গৌড়, ঝাঁপতাল। গীতলিপি ৪।৩৭]

তুমি আনন্দ, অমৃত, শান্তি

১৬৩

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ' সত্য সুন্দর
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে.
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে!
গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে,
করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে!
ধরণী পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে!
বহে জীবন রজনী দিন, চির নূতন ধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে!
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কত সান্ত্বন কর বর্ষণ সন্তাপ হরণে!

জগতে তব কি মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রী-সম্পদ-ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে ॥

মঈশূরী ভজন, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৪৩]

১৬৪

ধন্য ধন্য ধন্য নাথ, তুমি পূর্ণানন্দময়।
অনন্ত তোমার দয়া, কি দিব তার পরিচয়!
(এই যে) সুনীল গগনতলে, সুধাংশু তারকা খেলে,
পবন-হিল্লোলে নাচে কুসুমনিচয় ;
বারিদে চপলা রেখা, ইন্দ্রধনু শিখী পাখা,
উষার কুন্তলে যবে নব ভানু দেয় দেখা,
তব প্রেমানন্দমাখা হেরি সমুদয়!
(এই যে) শিশুর সরল হাসি, যৌবনের রূপরাশি,
প্রবীণে জ্ঞান-গরিমা, তব দয়ার অভিনয় ;
অপূর্ব্ব অপত্যস্নেহ, মর্ম্ম নাহি পায় কেহ,
মধুর দাম্পত্য প্রেম. (যাতে) বিগলিত মন দেহ,
তোমার করুণা বিনা এ সব কি হয় ?
(আমার) হৃদয় কানন ভূমি, কত যে সাজালে তুমি,
পুণ্যের চন্দ্রমা হ'য়ে (তাতে) হ'তেছ উদয় ;
যখন পাপ বিকারে, প'ড়ে মোহ অন্ধকারে,
সংসার সাগর মাঝে প্রাণ কাঁদে হাহাকারে,
(তখন) আশার আলোক হ'য়ে দাও হে অভয় ॥

ভাস, ঝাপতাল]

১৬৫

শীতল তব পদছায়া, তাপ-হরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি, অভয় অশোক তব প্রেমমুখ,
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী, অমৃত তোমার বাণী ॥

[ইমনকল্যাণ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩১]

১৬৬

তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু !
তুমি মধুর সায়র, মধুর নিঝর, তুমি আমারি পরাণ-বঁধু।
আমার সকলি তুমি হে !
আমার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, সকলি তুমি হে !
আমার সাধন তুমি, ভজন তুমি হে,
আমার তন্ত্র তুমি, মন্ত্র তুমি, যন্ত্র তুমি হে !

কিবা মধুর রূপের মধুর কাহিনী, মধুর কণ্ঠে গায় !
সে গান শুনিতে শুনিতে বলিতে বলিতে প্রাণ মধু হয়ে যায় !
বিশ্ব হয় মধুময় (তোমার রূপে নয়ন দিয়ে)।
তখন সকলই মধু ; তখন বাক্য মধু, শ্রুতি মধু, দৃষ্টি মধু।
তখন তুমিও মধুর, আমিও মধুর, বিশ্ব মধুময় হ'য়ে যায়।

তখন অনল অনিল জলে মধু-প্রবাহিণী চলে, মেদিনী হয় মধুময়।
মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, তখন মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ;

তখন প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে,
মধুর মধুর ধ্বনি হয়।
বাজে মধুরং মধুরং, অনাহত ধ্বনি বাজে মধুরং মধুরং
বাজে সত্যং শিবং সুন্দরং।
যেরূপ ভাতে, যেখানে যে কথা পশে গো কানে,
স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর ;
তখন কটু কথাও মিঠা লাগে, তখন গালিও যে সুধা ঢালে ;
তখন বজ্রনাদ, কুহুধ্বনি, গুরু সোম রাহু শনি,
মধুরসে সকলি ভরপূর ॥

১৬৭

জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহল-মাঝে তুমি গম্ভীর,
স্তব্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার, পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।
তোমা পানে ধায় প্রাণ, সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে ॥

[বিভাস, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০]

১৬৮

চিরবন্ধু, চিরনির্ভর, চিরশান্তি তুমি হে প্রভু !
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে (তোমার জগতে), চিরসঙ্গী চিরজীবনে।
চির প্রীতি-সুধা-নির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ !
তব জয়-সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে), চির দিবা চির রজনী

[মিশ্র খাম্বাজ, ঠুংরি। বৈতালিক ৩৬]

১৬৯

তুমি আনন্দ, আরাম, আশা, বিশ্রামের ঘর !
তোমাতে হ'লে বসতি প্রাণ জুড়ায় আমার ।
তোমারে হারালে সব হারাই,
তোমাতে থাকিলে আবার এক ঘরে সব পাই ;
তখন জীবন-মূলে ফলে ফুলে, খেলে আনন্দ-লহর ।
তুমি নিত্য শান্ত শাশ্বত নিলয়,
স্থির-ভূমি আমার তুমি, অমৃত অক্ষয় ;
আমি তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তোমাতে হব অমর ॥

[কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর, একতালা]

১৭০

চিরদিবস নব মাধুরী নব শোভা, তব বিশ্বে,
নব কুসুম-পল্লব, নব গীত, নব আনন্দ !
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত, নব প্রীতি-প্রবাহ হিল্লোলে।
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য, তব প্রেম-নয়ন-ছটা ।
হৃদয়স্বামী, তুমি চির প্রবীণ, তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল, চির সুন্দর ।।

[নটমল্লার, চৌতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩৮]

১৭১

তুমি হে পরমানন্দ !
(বহে) ভুবনে তোমার প্রেম-পবন সুমন্দ ।
বিহগ-কূজনে সুধা, ফুলে মকরন্দ,
চাঁদে হাসি সুধারাশি, কি সুখ-প্রসঙ্গ !

কলতানে, নদী-গানে, তোমারি সুছন্দ !
জীবনে জীবনে কি বা লীলার তরঙ্গ,
স্নেহ প্রীতি দয়া ভক্তি কতই বা রঙ্গ,
ধন-ধান্যে প্রেম-পুণ্যে তোমারি সুগন্ধ !
যোগিজন-রঞ্জন তুমি হে আনন্দ,
তোমাতে মোহিত যত ভকতবৃন্দ ;
তৃষিত হৃদয় যাচে তব সুখ-সঙ্গ ॥

[খাম্বাজ, কাওয়ালি]

১৭২

প্রাণের প্রাণ তুমি অমৃত-সোপান হে !
অমর হয় সেই জন, যে করে গ্রহণ তোমার শরণ হে !
অতুল পুণ্যের রাশি তুমি পুণ্যময় হে,
দরশনে পাপ যায়, তাপনাশন হে !
হৃদয়-তিমির নাশে তোমার প্রকাশে হে,
মোহে অন্ধ সবে মোরা, দেও পরিত্রাণ হে ॥

[কাফি, ঝাপতাল]

১৭৩

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশি দিন তুমি আমার ;
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার !
তুমিই ত আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ-হরণ তোমার চরণ, অসীম-শরণ দীন জনার ॥

[মিশ্র জয়জয়ন্তী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।৭০]

১৭৪

তাই ডাকি হে তোমায়, ব'লে দয়াময়।
ডাকিলে কাতর প্রাণে (সরল অন্তরে) শীতল হয় হৃদয়।
নামগানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়,
স্বরূপ-চিন্তনে পাপ ভয় দূরে যায়।
তব প্রেমামৃত-রসে, পবিত্র জ্যোতি-পরশে,
হৃদয়-উদ্যানে প্রেম-ফুল বিকশিত হয়॥

[ভৈরবী, মধ্যমান]

তুমি করুণাময়, তুমি প্রেমময়

১৭৫

কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে ;
নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে।
বিষয়-মায়া-জালে রহিব না ভু'লে আর, হৃদয়ে রাখিব তোমায়,
ধন প্রাণ দেহ মন সব দিব তোমারে॥

[জয়জয়ন্তী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।৯৮]

১৭৬

বিশ্ব-ভুবন-রঞ্জন, ব্রহ্ম পরম জ্যোতি,
অনাদি দেব জগ-পতি, প্রাণের প্রাণ !
কতই কৃপা বরষিছ, প্রাণ জুড়ায় সুমধুর প্রেম-সমীরে,
দুখ-তাপ সকলি হয় অবসান !

সবাকার তুমি হে পিতা বন্ধু মাতা,
অনন্ত লোক করে তব প্রেমামৃত পান!
অনাথ-শরণ এমন আর কে বা তোমা হেন,
ডাকি তোমারে, দেখা দাও প্রভু হে কৃপা-নিধান!

মেঘ-মল্লার, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১৫]

১৭৭

বহিছে কৃপা-পবন তোমার, যার হিল্লোলে দুখ পলায়,
সুখ-সাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত, প্রেম-কুসুম ফুটে।
সেবিয়ে করুণা-বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত,
মুক্ত হইয়ে মন-উৎস ছুটে;
কেবলি তারি গুণে জীবন ধ'রে আছি, নহিলে হৃদয় টুটে॥

কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৭৪]

১৭৮

আমি হে তব কৃপার ভিখারী।
সহজেই ধায় নদী সিন্ধুপানে, কুসুম করে গন্ধ দান;
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।
প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার,
তেমনি নাথ, তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার,
অবারিত তোমার দুয়ার॥

কাফি, যৎ। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৮৪]

১৭৯

অপার করুণা তোমার, জগতের জনক-জননী, অখিল বিধাতা।
নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব।
কি দিব তোমায়, কি আছে আমার !
সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন।
তোমা বিনা চাহি না, চাহি না কিছু আর,
সম্পদ বিষ-সম তোমায় ছাড়িয়ে।
না জানি কি রস পায় বিষয়-রসে, তোমারে ভুলিয়ে॥

[টোড়ি কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯১]

১৮০

প্রভু, অপরূপ তোমার করুণা, ভাবলে চক্ষে জল আর ধরে না।
তোমার অপ্রিয় কার্য্যেতে সদা রই,
তুমি আমায় নাহি ভাব' প্রিয়-ভাব বই :
নাথ, আমি তোমায় ভুলে থাকি, কিন্তু তুমি আমায় ভোল না।
নাথ, আমি তোমায় দেখেও দেখি না,
তুমি আমায় চক্ষের আড় তিলেক কর না ;
তুমি আমায় রাখিতে চাও সুখে, কিন্তু আমার নাই সেই ভাবনা

[বাউলের সুর, একতালা]

১৮১

সাধে তোমায় দয়াময় জগতে বলে !
তুমি পাপী ব'লে ত্যজিয়াছ কারে কোন্ কালে ?

যখন আমি যে দিকে চাই, সর্ব্বদা ত দেখিতে পাই,
(আমায়) কুপথ হ'তে দয়া ক'রে টানিছ কোলে।
ঘোর পাপের পাপী যারা, নিমেষেতে তরে তারা,
তোমার ঐ শ্রীচরণে শরণ নিলে॥

[illegible] ইয়া. যৎ

১৮২

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে, তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে!
নয়ন-সলিলে ফুটেছে হাসি, ডাক শুনে সবে ছুটে চলে,
তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা তব করুণা, দুখী জনে তুমি নেবে তুলে,
তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে।

[illegible], ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫৯]

১৮৩

দয়াঘন, তোমা হেন কে হিতকারী?
দুঃখ সুখে সম বন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভয়হারী?
সঙ্কটপূরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন্ কাণ্ডারী?
কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী?
পাপদহন পরিতাপ নিবারি, কে দেয় শান্তির বারি?
ত্যজিলে সকলে অন্তিমকালে কে লয় ক্রোড় প্রসারি?

[illegible] ঠুংরী। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪৭]

১৮৪

তোমারি করুণায় নাথ, সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন-বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসীর অন্তর সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না ক'রে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়ে মরে।
তুমি মঙ্গল-নিদান, করিছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি ফলাফল চিন্তা ক'রে ?
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সমভাবে সবে আলিঙ্গন করে॥

[ভৈরবী, আড়া

১৮৫

কে গো ব'সে অন্তরালে, ঠিক যেন মায়ের মত,
যখন যাহা প্রয়োজন, যোগাইছ যথাকালে !
সৃষ্টির আবরণে, লুকায়ে আছ কি জন্যে,
কি সম্বন্ধ তোমার সনে, কাণে কাণে দাও ব'লে।
বুঝেছি, বল্‌তে হবে না, ব্যভারে গিয়েছে জানা,
আপনার গুণে আপনি প্রকাশ হ'য়ে পড়িলে !
মা হ'য়ে সন্তানের কাছে, লুকাবে সাধ্য কি আছে ?
স্নেহের অনুরোধে, প্রাণের টানে, আপনি ধরা দিলে !
এত ভালবাস, তবে থাক কেন গুপ্তভাবে ?
আমার প্রাণ যে কেমন করে, তোমার মুখ না দেখিলে॥

[খাম্বাজ, আড়া]—১লা আশ্বিন ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)

১৮৬

তুমি বিপদ-ভঞ্জন দয়াল হরি।

অপার স্নেহ-গুণে জগৎবাসী জনে কতই ভালবাস, আহা মরি মরি !
অপরূপ তব রচনা-কৌশল, নানা রস-পূর্ণ অবনীমণ্ডল,
আমাদেরই জন্য করেছ কেবল, নিজে সর্ব্বত্যাগী, পর-উপকারী !
সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ, দিবানিশি ব্যস্ত নাহিক বিশ্রাম,
ভাবিলে তোমার দয়ার বিধান, উঠে প্রেমভক্তি পাষাণ ভেদ করি !
বাসায় গোপনে একাকী বিরলে, বিচিত্র জগৎ সৃজন করিলে,
গুরু হ'য়ে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দিলে, ভবার্ণবে নিজে হইলে কাণ্ডারী ॥

[ভৈরবী, একতালা]

১৮৭

বেঁধেছে প্রেমের পাশে ও হে প্রেমময় !
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল-হৃদয়।
তব প্রেমে কুসুম হাসে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম-হাসি তব ঊষা নব নব, প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব ;
তব প্রেম তরে ফিরে হা হা ক'রে, উদাসী মলয়।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেছে তোমারি রূপে নয়ন আমারি ;
জলে স্থলে গগনতলে তব সুধাবাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে, ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে ;
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময় ও প্রেম-আলয় ॥

[[illegible] কানাড়া, ঢিমেতেতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২৮]

১৮৮

এত ভালবাস থেকে আড়ালে !
আমি কেঁদে মরি, ধর্‌তে নারি (তোমায়) দুটি হাত বাড়ালে !
ছিলাম যখন মা'র উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, (হায় রে
তখন আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে।
আবার যখন ভূমিষ্ঠ হ'লাম,
মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম, (হায় রে)
মায়ের স্তনের রক্ত, হে দয়াময়, তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে !
বন্ধুবান্ধব দারা সুত, ও নাথ, সে সব কৌশল তোমারি ত, (হায় রে
ও নাথ, ধন-ধান্য সহায়-সম্পদ, পেলাম তোমার দয়াবলে !
ও নাথ, তোমার দয়ায় সকল পেলাম
কিন্তু তোমায় একদিন না দেখিলাম, (হায় রে)
তুমি কোথায় থাক, কেন এসে আমি কাঁদ্‌লে কর কোলে !
আমি কাঁদ্‌লে ব'সে হতাশ হ'য়ে,
তুমি চক্ষের জল দাও মুছাইয়ে, (হায় রে)
আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে, কত উপদেশ দাও বলে !

[বাউলের সুর, একতালা]

তুমি মা

১৮৯

কার মা এমন দয়াময়ী, আমাদের মা তুমি যেমন !
সঙ্গে থাক দিবানিশি, চক্ষের আড়াল হও না কখন !

মা গো, তোমার স্নেহ-দৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছে সৃষ্টি, (মা)
তবু আমার কাছে যেমন মিষ্টি, আর কি কারো লাগে তেমন !
কাণে কাণে, মনে মনে, কথা কও সঙ্গোপনে, (মা)
বশে রাখ তুষ্ট জনে করি মিষ্ট আলাপন ;
পরীক্ষার অনল জ্বেলে, তুমি আপ্‌নি তাহে দাও মা ফেলে,
আবার আপনি দাও তার উপায় বলে, যেরূপে বাঁচে জীবন !
তুমি ভালবাস যেমন, আমি তো পারি নে তেমন, (মা)
তেমনি ভালবাসাও আমায়, আমার প্রতি তুমি যেমন !

খাম্বাজ, যৎ]

১৯০

তোর কাছে আসব মা গো শিশুর মত।
সব আবরণ ফেল্‌ব দূরে, হৃদয় জুড়ে আছে যত।
দৈন্য যে মা মনের মাঝে, ঘুচবে না তা মিথ্যা সাজে।
সব আভরণ কর্‌ব খালি, দেখবি মা গো মনের কালি,
শূন্য যে মোর প্রেমের থালি, তাই চরণে কর্‌ব নত।
মার্‌বি মাগো যতই মোরে, ডাকব আমি ততই তোরে,
ধরব যখন জড়িয়ে হাত, দেখ্‌ব কেমন কর্‌বি আঘাত ;
তখন মা তুই পাবি ব্যথা, ব্যথা দিতে অবিরত।
মনের হরষ মনের আশে বল্‌ব সরল শিশুর ভাবে,
সুখের খেলনা হাতে পেয়ে, তোর কাছে মা যাব ধেয়ে ;
তোর স্নেহাশীষ মাথায় ল'য়ে, ভবের খেলা খেলব কত।

[ঢা, দাদ্‌রা। কাকলি ২।৩০]

১৯১

আহা কি করুণা তোমার, মা ব'লে যে চিনেছি গো !
'মা আমার' বলিবার অধিকার চমৎকার !
বিপদ দুঃখ মাঝারে, প্রলোভন আঁধারে,
কোলে মুখ ঢাকিবার অধিকার চমৎকার !
পরাজয় পতনে, অনুতাপ-যাতনে,
চরণে কাঁদিবার অধিকার চমৎকার !
তোমারি এ আলয়ে, তোমার কাছে কাছে র'য়ে,
বাঁচিবার খাটিবার অধিকার চমৎকার !
তোমারি হইবার অধিকার চমৎকার !

[ঝিঁঝিট -মিশ্র, একতালা]—মার্চ্চ, ১৮৯৬

১৯২

আর কারে ডাকব মা গো, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে !
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার, ডাক্‌ব মা গো যাকে তাকে !
শিশু যে মা বই বলে না, মা বই ত শিশু জানে না,
মা ছাড়া কভু থাকে না, আমি থাক্‌ব দেখে কাকে !
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা ক'রে,
ঠেলে দিলে গলা ধ'রে, কাঁদে মা যত বকে।
জগত-জননী হও, পুত্র-ভার মা গো লও,
মা গো আব্‌দার সও, তাইতে তনয় তোমায় ডাকে ॥

[ঝিঁঝিট, পোস্ত]

১৯৩

তুমি যে আমারি মা, তাই মা তোমায় ডাকি।
সাথের সাথী, ব্যথার ব্যথী, সাড়া দাও মা যখন ডাকি।
কত ভালবাস তুমি, জেনেও কি জানি আমি ?
এমন মা যে আমার তুমি, (তোমায়) কোন্ প্রাণে ভু'লে থাকি ?
পারি কেন হও না তুমি, আমি জানি আমার তুমি ;
সুখে দুঃখে আমার তুমি, সদা তোমার সঙ্গে থাকি ॥

[ঝিঁঝিট, একতালা]

১৯৪

ধন্য ধন্য আনন্দময়ী মা তোমায় !
তব অভয়-পায়, যারা স্থান পায়,
তাদের তুমি গো জননী জীবন-উপায়।
ভক্তগণ তব নামে, জয়ী হয়ে পরিণামে,
হরি ব'লে স্বর্গধামে চ'লে যায় ;
তোমার কৃপায়, বিষ সুধা হয়,
দুঃখ-শরশয্যা পরিণত হয় কুসুম-শয্যায়।
এবার তোমার বলে মিশিয়া অমরদলে, কৃতার্থ হইব তাঁদের সেবায় ;
অপার করুণা-ঋণে, লইলে যদি গো কিনে,
রেখো না অধীনে আর মৃতপ্রায় ;
আর নাহি ভয়, হ'ল মায়ের জয়, জয় জয় জগতজননী, নমি তব পায় ॥

[বাহার, আড়কাওয়ালি]*

১৯৫

মা মা ব'লে, মা তোমার কোলে, স্নেহে গ'লে মিশে থাকি !
পাপভারাক্রান্ত শ্রান্ত হৃদয়ে, হৃদয়ে রাখ ঢাকি।
এ ভব-কাননে পারি নে পারি নে থাকিতে আর একাকী ;
মা তোমা বিনে বাঁচি নে বাঁচি নে, তাই গো তোমায় ডাকি।
অব্যবধানে তব ধ্যানে জ্ঞানে, নাম-গানে প্রেম-সুধারস-পানে,
মিলে প্রাণে প্রাণে নিত্য বিদ্যমানে, মুখপানে চেয়ে থাকি।
তোমার হাতে খাব, তোমার সঙ্গে র'ব, সুখ দুঃখ যত তোমারে জানা'ব,
হাসিব কাঁদিব, তোমার কাছে শোব, চরণে মাথা রাখি ॥

[ভৈরবী, একতালা]

১৯৬

জয় জয় আনন্দময়ী বিশ্বজননী।
পাপতাপহারিণী সুখমোক্ষদায়িনী।
স্নেহময়ী জগদ্ধাত্রী, নিত্য শান্তি শুভদাত্রী
গৃহ-সংসারের কর্ত্রী দুঃখনাশিনী।
মধুর কোমল কান্তি, বিমল রজত ভাতি,
মহাশক্তি চিন্ময়ী অনন্তরূপিনী ;
বসিয়ে হৃদয়াসনে, ঘন আনন্দ বরণে,
মোহিত করিছ মা ভুবনমোহিনী।
তোমার প্রেমে রঞ্জিত, আনন্দে পরিপূরিত,
দ্যুলোক ভূলোক চরাচর ধরণী ;

ভক্ত-পরিবার ল'য়ে বিহরিছ নিজালয়ে,
ওগো প্রেমময়ী জন-মনোরঞ্জিনী ॥

[ঝিঁঝিট, ঝাঁপতাল]

তুমি পরম আত্মীয়, তুমি সর্ব্বস্ব

১৯৭

তুমি একজন হৃদয়েরি ধন।
সকলে আপনার ব'লে স'পে তোমায় প্রাণ মন।
প্রাণের ব্যথা মনের কথা যার যা মনে থাকে,
ভাবে ভু'লে হৃদয় খু'লে ব'লে সুখী তোমাকে ;
সকলের হৃদয়ে থেকে শুন হৃদয়-রঞ্জন !
মঙ্গল স্বরূপ তুমি, তোমাধন সকলে চায়,
দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, তোমার গুণ সকলে গায় ;
কারু মাতা, কারু পিতা, কারু সুহৃদ সখা হও,
প্রেমে গ'লে যে যা বলে, তাতেই তুমি প্রীত রও,
কেউ বা মনে কেউ বচনে পূজে তোমার ঐ চরণ।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, চাও না চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাব-গ্রাহী, ভাবের ভাবুক, ভাবের বশ ;
একা তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশিদিন,
ভাব ক'রে ডাক্‌লে এস, ভাব' না ক জ্ঞানহীন,
সেই ভরসায় ভবের কূলে ব'সে আছি নিরঞ্জন ॥

[বিভাস, কাওয়ালি]

১৯৮

কে তুমি কাছে ব'সে থাক সর্ব্বদা আমার !
স্বভাব প্রকৃতি রীতি, মিষ্ট অতি, কি নাম বল তোমার!
প্রতিদিন এত ক'রে কেন ভালবাস মোরে ?
দয়াতে পূর্ণ হ'য়ে কর কেবল উপকার !
রূপে গুণে অনুপম, দেখি নাই কোথা এমন,
মধুর আকর্ষণে, প্রাণ টানে, তোমার প্রাণে বারে বার !
নাই আলাপ, নাই পরিচয়, দেখিলে মন মোহিত হয়,
চিনেও চিনিতে নারি, এ কি দেখি চমৎকার !
সম্বন্ধে কে হও তুমি, জনক কিম্বা জননী,
যে হও সে হও, কিন্তু তুমি আমার, আমি তোমার !

ঝিঁঝিট, পোস্ত]—১৬ আশ্বিন ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)*

১৯৯

তুমি আত্মীয় হ'তে পরমাত্মীয় হে,
আছে তোমা হ'তে কে সংসারে !
পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া, আর এত দয়া কে করিতে পারে !
করুণার নিধান বিভু তুমি হে, কত না করুণা করিলে পাপীরে !
সুখ-সাধন এই শরীর মন, করুণার নিদর্শন, নাথ, তব ।
গ্রহ-তারক-মণ্ডিত নীল নভ, ধন-ধান্য-ভরা রমণীয় ধরা,
সুগভীর তরঙ্গিত নীর-নিধি, হিম-রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি,
সকলে পুলকে সমতান ধরি, করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে ॥

[খাম্বাজ জংলা, ঠুংরি]

২০০

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে!
তত্ত্ব তার না পাই বেদ-পুরাণে।
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয় বন্ধু কিম্বা পুত্রকন্যা,
তোমায় এ নহে সম্ভব (হে) এ কি অসম্ভব!
সম্পর্ক নাই, তবু পর ভাবিনে! (কিসের জন্যে)
ও হে শাস্ত্রে শুন্‌তে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে;
তুমি হবে কেউ আমার (হে) আপনার হ'তেও আপনার,
আপনার না হ'লে মন কি টানে? (তোমার পানে)

[বাউলের সুর, একতালা]

২০১

নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার!
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার।
তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি বল,
তুমি বাসগৃহ, আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার!
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্র বিধি, গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার!
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা, তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার (তুমি)॥

আলাইয়া, একতালা]

২০২

তোমায় ভাল না বেসে কে থাক্‌তে পারে !
এমন নরাধম (দয়াময় হে), কে আছে সংসারে !
তুমি পরম উপকারী, পাপভয়হারী,
দয়াল কাণ্ডারী ভবপারে ;
হও প্রাণ হ'তে প্রিয়, পরম আত্মীয়,
কোন্ প্রাণে ভূলিব তোমারে ! (বল হে নাথ)
ওহে গুণধাম, করুণানিধান,
আছ রূপে জগত আলো ক'রে ;
কিবা মধুর প্রকৃতি, সুন্দর মূরতি,
চেয়ে আছ সদা প্রেমভরে ! (জীবের প্রতি)
হ'য়ে বিশ্বের বিধাতা, স্বর্গের দেবতা,
কর প্রেম ভিক্ষা পাপীর দ্বারে ;
কত রূপে কত ভাবে, নির্গুণ মানবে
ডাকিতেছে সুখ দিবার তরে ! (ভালবেসে)

[বাউলের সুর, একতালা]

২০৩

তোমায় ভাল লাগে এত কি কারণে !
না দেখি না শুনি শ্রবণে !
তোমার প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস, বিশ্বে অবিশ্বাস,
ম'লেও পাব, আশা আছে মনে।

নহ অনিশ্চিত ধন ব'লে বুঝি মন
করে না যতন উপার্জ্জনে ! (তোমা ধনে)
আছে স্বজন পরিজন, নানাবিধ ধন, তুলনা না হও কারো সনে ;
নাহি রূপ গন্ধ রস, কিনে কব্‌লে বশ !
ভুলতে নারি, আপনি পড়ে মনে ॥
[বাউলের সুর, একতালা]

তুমি এক

২০৪

এক প্রথম-জ্যোতি, অতি শুভ্র, পরম ব্রহ্ম,
প্রভু সর্ব্বলোক-সেতু পরমেশ্বর !
রাজ-রাজ বিশ্বরাজ, আদি কোথায়, অন্ত কোথায়, বিশ্বন্তর !
মহাব্যোমে তোমারি শাসনে ধাইছে তারা রবি শশী,
ধায় সসাগর মহী, সুমহত যশ ঘোষে।
ভূলোক দ্যুলোক তোমারি রাজ্য, অতুলন তব ঐশ্বর্য্য ;
তুমি মহান্‌, তুমি পুরাণ, দীনশরণ মঙ্গলময় ॥
[কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৭২]

২০৫

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ-ধারা !
বাজে অসীম নভ-মাঝে অনাদি রব, জাগে অগণ্য রবি চন্দ্র তারা।
একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যে, পরম এক সেই রাজ-রাজেন্দ্র রাজে,
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত, লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা ॥
[লচ্ছাসার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫২]

২০৬

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে.
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে !
তুমি আছ বিশ্বনাথ অসীম রহস্য মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমা-নিলয়ে।
অনন্ত এ দেশ কালে অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি, আমি চাহি তোমা পানে।
স্তব্ধ সর্ব্ব কোলাহল, শান্তি মগ্ন চরাচর,
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে ॥

[ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।১৫২]

তুমি পুণ্যময়, পরিত্রাতা

২০৭

ও হে ধর্ম্মরাজ বিচারপতি, তোমার বিধি কে লজ্ঘিতে পারে ?
কে কোথা হয়েছে সুখী অধর্ম্ম পাপ-আচারে ?
দর্পহারী ন্যায়বান, পাষণ্ড-দলন নাম,
নাহি কারো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।
দুর্ম্মতি মানবগণে, কুকর্ম্ম করি গোপনে,
পায় দুঃখ পরিণামে, কর্ম্মফল ভোগ করে।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহাপাপীরে !

[ঝিঁঝিট, মধ্যমান]

২০৮

তুমি দয়াময় পতিতপাবন, ভক্তের জীবন ধন।
ওহে হৃদয়-বিহারী অন্তর্যামী হরি, বাঞ্ছাকল্পতরু দারিদ্র্যভঞ্জন!
হ'য়ে নিরুপায় যে জন তোমারে ডাকে প্রাণপণে ব্যাকুল অন্তরে,
দাও পদাশ্রয় অভয় তাহারে, (দয়াময় হে)
তারে লও কোলে ক'রে জননী যেমন।
যুগে যুগে বিধি করিয়ে প্রচার, ভক্ত সঙ্গে কত করিলে বিহার,
তরাইলে কত পাপী দুরাচার, (দয়াময় হে)
তুমি কাহাকেও বঞ্চিত কর নাই কখন॥

বিভাস, একতালা।]

২০৯

জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয়, জীবগণ-জীবন!
তুমি পরমেশ্বর (প্রভু হে) পূর্ণব্রহ্ম, আদি-অন্ত-কারণ।
মহিমার ইন্দ্র, দয়ার চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন,
(কোথা আছ হে, ও কাঙ্গালের সখা),
আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি, দাও মোরে তব চরণ।
প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ-কলুষ-নাশন,
(একবার দেখা দাও হৃদয়-মাঝে),
তুমি দীন-শরণ, ভকত-জীবন, লজ্জা-ভয়-নিবারণ॥

মূলতান-মিশ্র, একতালা]

২১০

হরি, তোমা বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি !
সংসার-জলধি-মাঝে তুমি হে তরী।
তব মুখ পানে চাই, আঁধারে আলোক পাই,
নিমেষে হৃদয়-তাপ সব পাসরি ॥

[দেশমল্লার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪০]

২১১

হে গুরু, কল্পতরু, সকলি সম্ভবে তোমারি নামে !
নিমেষে পাতকী যায় পুণ্যধামে !
যাহা চাই তাহা পাই, কিছুরি অভাব নাই,
অনন্ত সুখ-সম্পদ তব চরণে।
যে জন সরল হয়, বিশ্বাসেতে মুক্তি পায়,
সংসারে স্বর্গের শোভা হেরে নয়নে।

[দেশ-মল্লার, ঝাঁপতাল]

২১২

হে করুণাকর, দীন-সখা তুমি,
আগত প্রভু তব দ্বারে।
তুমি বিনা দীনে কে প্রভু তারে দুস্তর ভব-সংসারে !
সম্পদ বিষসম তোমা বিহীনে জীবন মৃত্যুসমান ;
বিপদ সম্পদ তব পদলাভে, মৃত্যু সে অমৃত-সোপান !

[রামকেলি, কাওয়ালি]

তুমি সুন্দর

২১৩

জগতে যা কিছু সুন্দর দেখি, তার মাঝে তুমি সুন্দর ।
সুন্দর, তুমি ভ'রে আছ ধরা, ভ'রে থাক মম অন্তর।
সুন্দর তব এই নীলাকাশ, সুন্দর ফুল, দখিনা বাতাস,
ধূলি তৃণ জল গিরি বনতল সব জুড়ে তুমি সুন্দর।
সুন্দর এই ধরাতলে আসি তোমারেই যদি না চিনি,
ব্যর্থ এ তব সব আয়োজন, ব্যর্থ এ মম জীবনই।
সুন্দর তুমি অন্তরে জাগো, অন্তর প্রেমে রঞ্জিত রাখো,
সুন্দর জ্ঞানে, সুন্দর ধ্যানে, হ'য়ে থাকি চির-সুন্দর ॥

[বাহার তেওরা। (স্বরলিপি "স্বপন খেয়া" পুস্তকে)]

২১৪

তুমি সুন্দর সুন্দর, মধুর মধুর, চিরনূতন তুমি হে!
তুমি বিশ্ববিনোদন, ভকতজীবন, সুর-নর বন্দন হে!
তব প্রেম-মূরতি আনন্দ-আলোকে রাজিছে অতুলন হে;
সে যে অপরূপ শোভা, মুনি-মনোলোভা, জয় জয় সুন্দর হে!
তুমি সত্য সারাৎসার, নিত্য নিরাকার, নিরাধার নিরঞ্জন হে,
তুমি চিন্ময়স্বরূপ, শান্তি-সুধাকর, মঙ্গলনিলয় হে!
যোগী ডুবিয়া তব রূপধ্যানে, কি যে অমৃত পাইল প্রাণে,
যে জন পাইল সেই শুধু জানে, জয় জয় সুন্দর হে ॥

[[illegible]ন, কাওয়ালি। সুর,—"জয় দীন দয়াময়"]

২১৫

কে সে পরম সুন্দর, যাঁহারি লাবণ্যে পূর্ণ অনন্ত অম্বর !

আনন্দ-ঝঙ্কারে যাঁর মনের বিচিত্র তার,
ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে বাজে নিরন্তর !
সে সঙ্গীতে হ'লে লীন, মনোবীণা স্পন্দহীন,
তিলেক বিচ্ছেদে তাঁর ব্যাকুল অন্তর !
রূপ তাঁর সর্ব্বস্থানে, রস তাঁর ঝরে প্রাণে,
প্রেম তাঁর কোলে টানে বিশ্বচরাচর ॥

জৌনপুরী টোড়ি, একতালা]

২১৬

তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময় ;
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময় ।
তুমি অমৃত-বারিধি হরি হে, তাই তোমারি ভুবন ভরি হে,
পূর্ণ চন্দ্রে, পুষ্প গন্ধে, সুধার লহরী বয় ;
ঝরে সুধা জল, ধরে সুধা ফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয় ;
তুমি সর্ব্ব-শকতি-মূল হে, তাহে শৃঙ্খলা কি বিপুল হে,
যে যাহার কাজ নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয় ;
নাহি ক্রম-ভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয় ।
তুমি প্রেমের চিরনিবাস হে, তাই প্রাণে প্রাণে প্রেম-পাশ হে,
তাই মধু-মমতায় বিটপী লতায় মিলি প্রেম-কথা কয় ;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেমজয় ॥

[মনোহরসাই, জলদ-একতালা]

২১৭

হে হরি সুন্দর, (তুমি সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর)।
করুণার সাগর, ভক্তি-সুধারস সঞ্চার' !
তাপিত তৃষিত মম প্রাণ শীতল কর'।
তব প্রেমমুখ-চন্দ্র হেরিলে আঁখি ভাসে প্রেমজলে
সব শোক-সন্তাপ হয় দূর।
প্রেম-মূরতি মধুর জ্যোতি প্রকাশি নাশ মোহ আঁধার দুস্তর,
হৃদয়-মাঝে প্রেম সরোজে, বিহর আনন্দে নিরন্তর ॥

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল]

ধ্যান

২১৮

গভীর রজনী নামিল হৃদযে, আর কোলাহল নাই,
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি শুনিবারে পাই।
সকল বাসনা চিত্তে এল ফিরে, নিবিড় আঁধার ঘনাল বাহিরে
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে, জ্বলিতেছে এক ঠাঁই।
অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেলা হ'ল সমাধান,
চপল চঞ্চল লহরী-লীলা পারাবারে অবসান।
নীরব মন্ত্রে হৃদয় মাঝে, শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপ কান্তি নিরখি অন্তরে, মুদিতলোচনে চাই ॥

[পরজ বসন্ত, রূপকড়া। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি, ১।৫৪

২১৯

এই কি তুমি মম প্রাণাধার ?
পূজি তোমারে আজি দিয়ে প্রীতি ফুলহার।
তুমি কি হৃদিকন্দরে, এই শ্রীমন্দিরে ?
কেন প্রাণ উথলে আনন্দে অপার ?
তুমি কি রসনামূলে ? নইলে কেন হরি বলে ?
কেন ভাসে নয়ন জলে উদাস প্রাণ আমার ?
(কেন) হৃদয়ে শোণিত ছুটে, মুখে নাহি কথা ফুটে,
ভব বন্ধন টুটে পরশে তোমার ?
আঁখি নিমিলিত করি, বসি যোগাসন পরি,
তোমারে নাথ ধ্যান করি একান্তে এবার।
আমাতে খেলিছ তুমি, তোমাতে মগন আমি,
আমি তুমি, তুমি আমি, হ'য়ে একাকার ॥

মুলতান, তৃতালী]

উপাসনা-শেষ, বন্দনা, প্রণাম

২২০

জগতপিতা তুমি, বিশ্ববিধাতা।
আমরা তোমারি কুমার কুমারী, তুমি হরি সব সুখদাতা
রাজরাজেশ্বর, সর্ব্বভুবনপতি, পতিতপাবন দীনবন্ধু ;
অনাথ-গতি তুমি, অনাদি ঈশ্বর, করুণা কর কৃপাসিন্ধু !

সঙ্কট-মোচন অভয় চরণ তব বন্দিছে সুরনরবৃন্দে ;
জনম দিয়েছ যদি, শরণ দিতে হবে শীতল চরণারবিন্দে ॥
[...শা, ঠুংরি]

২২১

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, প্রণমি চরণে তব,
প্রেম-ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে, এই বর-দান ভগবান মাগি !
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে, ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে ;
দীন-বৎসল তুমি, তার' নিজ সেবকে, তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে।
বিষয়-মোহার্ণবে মগন হ'য়ে ডাকি হে, দীন হীনে প্রভু রাখো রাখো ;
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভবসঙ্কটে, কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো ॥
[ভজন, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০৩]

২২২

পতিতপাবন তুমি, ভব-ভয়হারী।
দেখ তব দ্বারে আজি করযোড়ে মুক্তি-ভিখারী নরনারী।
এক অভয় পদ বিঘ্ন-বিপদ হর তুমি প্রভু ভব সংসারে ;
লইনু শরণ আজি শ্রীচরণ-আশ্রয়ে, দেও হে তব পদ-তরী।
কে আর করিবে প্রভু কলুষ বিমোচন, যাইব আর কার দ্বারে ?
মলিন পাতকী সবে ডাকি তোমারে প্রভু, তার' হে পতিত-উদ্ধারী।
মোহ-তিমির ঘোর ভীষণ দুস্তর কে আর করিবে বিনাশ ?
কে পারে তরিবারে, তোমার প্রসাদ বিনা ;—লইনু শরণ হে, তোমারি !
[আশা, ঠুংরী]

২২৩

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে,
শান্তি-সদন সাধন-ধন দেব-দেব হে!
সর্ব্বলোক-পরমশরণ, সকল-মোহ-কলুষ-হরণ,
দুঃখ-তাপ-বিঘ্ন-তরণ শোক-শান্ত স্নিগ্ধ চরণ।
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে, দেব-মনুজ-বন্দিত পদ বিশ্বভূপ হে!
হৃদয়-নন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেম সিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু।
প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে, বিকশিত-দল চিত্ত-কমল হৃদয়-দেব হে!
পুণ্যজ্যোতি-পূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয়-ভবন।
এস এস শূন্য জীবনে, মিটাও আশ সব পিয়াস, অমৃতপ্লাবনে!
দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ॥

[ঝিঁঝিট, একতালা, ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১৩]

২২৪

জয় দেব, জয় দেব, জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা;
সঙ্কট-ভয়-দুখ-ত্রাতা, বিশ্বভুবন-পাতা, জয় দেব, জয় দেব!
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা;
বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু, চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব, জয় দেব।
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে;
পরমশরণ তুমি হে জীবন মরণে, জয় দেব, জয় দেব।

জগ-তারণ দীনেশ, সুখশান্তিদাতা, প্রভু সুখশান্তিদাতা ;
শরণাগত-বৎসল তুমি, পরম পিতা মাতা, জয় দেব, জয় দেব।
আপনা-প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, প্রভু না দেখি নিস্তার ;
একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার, জয় দেব, জয় দেব।
শত অপরাধী আমরা, পাপ ক্ষমা কর হে, প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে ;
তব প্রসাদ লাভে প্রভু, পাপ তাপ না রহে, জয় দেব, জয় দেব।
মিলিয়ে ভক্তসমাজ, মাগি বরাভয় দান, প্রভু মাগি বরাভয় দান ;
কৃপা করি হে কৃপাময় দাও চরণে স্থান, জয় দেব, জয় দেব।
কি আর যাচিব আমরা, করি হে এ মিনতি, প্রভু করি হে এ মিনতি ;
এ লোকে সুমতি দাও, পরলোকে সুগতি, জয় দেব, জয় দেব ॥

[... একতালা]

২২৫

নাথ ! তুমি ব্রহ্ম, তুমি নিত্য, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ,
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ !
জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক,
তুমি সবার সৃজনকার, সদাধার ত্রিভুবনেশ !
তুমি এক, তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখ সোপান,
তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি মোক্ষধাম ;
পূর্ণ হ'ল মনস্কাম, ল'য়ে আজি তব নাম,
তব পায় শতবার করি প্রণাম, করি প্রণাম ॥

[হেমন্তী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২৬]

২২৬

তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ।
শ্রবণ করো করুণা করি প্রভু এ স্তুতি-গীত ত্বরিত !
শান্তি-সুধা সর্ব্বভুবন বিস্তারো, ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে ;
অনীতি দুর্ম্মতি করি অপহৃত, পুণ্য-সলিল বরিষ, বরিষ অমৃত !
প্রাণের প্রাণ তুমি হৃদয়ের স্বামী, বিকশিত কর আসি হৃদয়কমল হে
প্রেম-সুধা দেও চিত্ত-চকোরে, প্রসাদ-বিন্দুর তরে প্রাণ তৃষিত।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসাক্ষী পুরাণ, কি আর জানাব, জানিছ সকলি হে ,
ভক্তবৎসল তুমি, ভক্ত এই যাচে, মোচন কর সর্ব্ব দুরিত দুষ্কৃত।
কাতর হইয়ে এসেছি তব দ্বারে, দীন হীন সবে মলিন দুর্ব্বল হে :
বিঘ্ন-বিনাশন পতিত-পাবন, দেখাও দেখাও হে তব পুণ্যপথ।
বিশ্ব-নিয়ন্তা বিভু ন্যায়-সিন্ধু, ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে ;
দিব্য পিতা প্রভু পরমকৃপাময়, বিতর সবে শান্তি সুমতি সতত ॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭৪]

২২৭

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার ;
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর-ভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার !
নানারসযুত ভব গভীর রচনা তব, উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায় ;
মহাকবি ! আদি কবি ! ছন্দে উঠে শশী রবি, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায় '
তারকা কনক-কুচি, জলদ-অক্ষর রুচি, গীত-লেখা নীলাম্বর-পাতে ;
ছয় ঋতু সম্বৎসরে মহিমা কীর্ত্তন করে, সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।

কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি, বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম ;
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি, ধ্যায় যুগ-যুগান্তে অসীম !
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে, কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা ;
তোমারি এ রচনারি ভাব ল'য়ে নরনারী হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা !
মিলি সুর নর ঋভু প্রণমি তোমায় বিভু তুমি সর্ব্বমঙ্গল আলয় :
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম, দেও দেও ও-পদ-আশ্রয় !

[বিভাস, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৪৪]

২২৮

ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু,
দয়াসিন্ধু করুণানিধি ব্যাকুল-চিতবারি হো !
ভগবজ্জন-হৃদ-রঞ্জন, পাবন-জগজ্জীবন,
প্রভু পরমশরণ, পাপী-গতি, আশ্রিত-ভয়হারী হো !
অচ্যুত আনন্দধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম,
জাগ্রত জীবন্ত দেব, সেবক-কাণ্ডারী ;
জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদাধার হৃদয়েশ্বর,
ভবতারণ হরি কৃপালু, ভকত-মন-বিহারী হো !
অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল,
কল্যাণ অমর বিশ্ব-ভুবনধারী ;
জীবিতেশ হৃদয়-রতন, পরমায়ন সত্যপুরুষ,
সদানন্দ জগদ্গুরু, জগ-জন-হিতকারী হো !

[খট, একতালা। (স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৫০ শক)]

২২৯

পরমদেব ব্রহ্ম, জগজন-পিতামাতা।
সেবকে প্রসন্ন হও, হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা।
থাকে নিত্য তব পদে মতি, এই ভিক্ষা দেহি নাথ ॥

[খাম্বাজ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৮]

২৩০

ধন্য তুমি ধন্য ! ভব-জলধি-তারণ, তুমি ব্রহ্ম।
ত্রিভুবন-বরেণ্য, অখিল-শরণ্য,
তুমি সবাকার প্রাণ, আত্মার আনন্দধাম !
হৃদি-রঞ্জন, দুখ-ভঞ্জন, ভব-খণ্ডন, পুরুষোত্তম,
তুমি অন্তরতম জীবের জীবন, তাপিতচিত-বিশ্রাম !
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পাতা, তুমি ত্রাতা,
তুমি সখা, তুমি গুরু, তুমি শুভদাতা ;
ভাষা আকুল বর্ণিবারে, নাহি পায় কথা !
যুগ-যুগান্তর ধ'রে কত গুণী, কত মুনি, কত ঋষি,
তোমার মহিমা বাখানি রচিল কত ছন্দ, কত মন্ত্র, কত গান ;
তবু তো নারিল বর্ণিতে স্বরূপ তোমার, তুমি বাক্য মনের অগম্য !

[দেওনট, ফেরতা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৭৮]

২৩১

গাও রে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয় !"
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে, গাইছে অনন্ত স্বরে,
গায় কোটি চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয় !"

জয় সত্য সনাতন, জয় জগত-কারণ,
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয় !
অচ্যুত আনন্দধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম,
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল আলয় !
ভুবন বিজয়ী নামে, চলি যাব শান্তি-ধামে,
"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্‌" কি ভয় কি ভয় !
হে প্রভু দীন-শরণ, পাপ-সন্তাপ-হরণ,
অধম সন্তানে নাথ, দেহ পদাশ্রয় ॥

[খাম্বাজ, মিশ্র, একতালা]

২৩২

জয় পরম শুভ-সদন ব্রহ্ম সনাতন,
করুণার সাগর কলুষ-নিবারণ !
জয় বিশ্ব-পাতা অনন্ত বিধাতা, জয় দেব দেবেশ জীবের জীবন !

[বেহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০৯, গীত পরিচয় ১।১৭]

২৩৩

বন্দি দেব দয়াময়, তব চরণে ;
তুমি হে ভরসা মম জীবন মরণে।
পিতা মাতা সখা তুমি ত্রিভুবন-নাথ,
গতি মুক্তি ভক্তিদাতা, করি প্রণিপাত ।
অমৃত-নিলয় তুমি, প্রেমের আধার,
তব পদে প্রাণ-সখা নমি শত বার ॥

[ইমন বেহাগ, দাদ্‌রা]

২৩৪

নমঃ শঙ্করায়, মহেশ, ভবনায়ক,
অনাদি, ধাতা আনন্দরূপ, সর্ব্বব্যাপী !
মহা ব্যোমে অগণন গ্রহতারা ধায় তোমার ভয়ে,
তুমি পিতা নিখিল-কারণ, তব অন্ত কোথা !
সন্তাপ-নিবারণ, ভবসমুদ্র তারণ,
মন-পাবন বিভু, ত্রিলোক-শুভদাতা !
ত্রিভুবন-চরাচর-প্রাণ তুমি হে প্রভো, ভক্তবৎসল,
দয়াল, দীনবন্ধু, সেবকে বিতর তোমার প্রসাদ ॥

[ইমনকল্যাণ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৭৩]

২৩৫

প্রণমামি, অনাদি, অনন্ত, সনাতন, পুরুষ !
নিখিল জগত-পতি, পরম-গতি, মহান্, ভকত-জীবন-ধন !
ভূমা প্রভু পরম-ব্রহ্ম পরমায়ণ, কারণ শরণাগত-বৎসল,
পূর্ণ সত্য, সকল দুখ-বারণ !
ভব-জলধি-তরণ, শরণ, অতি পবিত্র, শুভ-নিধান,
অজর অভয় অবিনাশী ;
সুর-নর-বন্দন, জগ-চিত-রঞ্জন, ভব-ভয়-ভঞ্জন, বিতর কৃপা ;
দীননাথ, করুণাময়, সুন্দর, প্রেমসিন্ধু, মধুময়, নাহি উপমা ;
নাম-রূপ-গুণ-অতীত, চিন্ময়, অন্তরে তোমার আসন ॥

[মান্দ্রাজী ভজন, ফেরতা]

২৩৬

জয় দীন-দয়াময়, নিখিল-ভুবন-পতি,
প্রেমভরে করি তব নাম।
আজি ভাই ভগিনী মিলি পরাণ ভরিয়া সবে
তব গুণ গাই অবিরাম ।
ভকতি করিয়া নাথ পূজি তোমারে,
প্রভু গো তোমারেই চাহে সবার প্রাণ ;
হাত যুড়িয়া মোরা বিনয়ে প্রণতি করি, আশীষ' আশীষ' প্রাণারাম !
হায়, অন্ধ সবে মোরা চক্ষু থাকিতে নাথ, ধূলিতে পড়িয়া অসহায় ;
আর কে বা আছে গো হেন, কাছে থাকিয়ে সদা
ডাকে "পাপী, আয় আয় আয় !"
রেখোনা রেখোনা নাথ ফেলিয়ে আঁধারে, কোথায় এলেম পথ নাহি হেরি ;
হাত ধরিয়ে সদা সাথ সাথ রেখো, যাব ত'রে তোমারি কৃপায়।
প্রভু এই জগতে তব থাকি যতদিন মোরা,
তব শান্তিসুধা করি পান ;
আর ভুলিয়া অপর সব মনের হরষে যেন
করি সদা তব গুণগান !
শেষে পৃথিবীর যবে ফুরাইবে খেলা,
তোমারি আদেশে ত্যজিব এ দেহে ;
ডাকিয়া লইও পিতা তোমার সুখের দেশে, চিরশান্তিময় যেই স্থান ॥

[মুলতান, কাওয়ালি]

২৩৭

বল, বল, বল, আনন্দে সবে,—
জয় অকিঞ্চন-নাথ, অমৃত, অক্ষয়, ;
অন্তর্যামী, অন্তরাত্মা, অনন্ত, অভয়।
জয় অগতির গতি অখিল কারণ ;
অরূপ, অনাথ-বন্ধু, অধমতারণ।
জয় করুণানিধান, কাঙ্গালশরণ ;
কৃপাসিন্ধু, কল্পতরু, কলুষনাশন।
জয় গতি-নাথ, গুণনিধি, জ্ঞানময় ;
চিরসখা, চিন্তামণি, চিদানন্দময়।
জয় জগত-আধার, জীবের জীবন ;
জগন্নাথ, জ্যোতির্ম্ময়, জগত-পালন।
জয় দয়ার ঠাকুর, দারিদ্র্যভঞ্জন ;
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু দুর্লভ রতন ;
জয় দরিদ্রপালক, দেব দয়াময় ;
জয় ধর্ম্মরাজ, নিত্য, নিখিল-আশ্রয়।
জয় নিত্যানন্দ, নিরুপম, নিরঞ্জন ;
নিষ্কলঙ্ক, নির্ব্বিকার, নয়ন-অঞ্জন।
জয় পিতা, মাতা, প্রভু, পতিতপাবন ;
পরব্রহ্ম, পরাৎপর, পাষণ্ড-দলন।
জয় পূর্ণ, পরিত্রাতা, পুণ্যের আলয়,
প্রাণধন, পুরাণ, পবিত্র, প্রেমময়।

জয় পরম ঈশ্বর, প্রসন্নবদন,
পরমাত্মা, প্রজাপতি, প্রীতি-প্রস্রবণ।
জয় ব্রহ্ম, বিশ্বপতি, বিপদবারণ ;
বিজয়-বিধাতা, প্রভু, বিঘ্নবিনাশন।
জয় ভকত-বৎসল, ভুবনমোহন ;
ভব-কাণ্ডারী, ভূমা ভবভয়হরণ ।
জয় মহিমার্ণব, মৃত্যুঞ্জয়, মহান্ ;
মুক্তিদাতা, মোক্ষধাম, মঙ্গলনিধান।
জয় যোগেশ্বর, শুদ্ধ, শান্তির আকর ;
শ্রীনিবাস, স্বর্গরাজ, স্বয়ম্ভু, সুন্দর।
জয় স্বপ্রকাশ, সদ্গুরু, সারাৎসার ;
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বমূলাধার।
জয় সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বারাধ্য, সুখময় ;
সুধা-সিন্ধু, সিদ্ধিদাতা, স্রষ্টা, স্নেহময়।
জয় সর্ব্বশক্তিমান্, সত্য, সনাতন ;
জয় জয় হৃদয়েশ, হৃদয়রঞ্জন॥

.১ ভাদ্র ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)

২৩৮

জয় জগ-জীবন জগত-পাতা হে, জয় দীন-শরণ শুভদাতা হে।
জয় বিঘ্ননাশন বিধাতা হে, জয় দেব জগত-পিতা-মাতা হে।
হৃদয়াধার হৃদ্-জ্ঞাতা হে, ভয়-তাপ-হরণ ভব-ত্রাতা হে ;
দীন জন দ্বারে ডাকে তোমারে, দেহি প্রসাদ পরমাত্মা হে॥

বেহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০২]

২৩৯

তুমি ব্রহ্ম সনাতন বিশ্বপতি,
তুমি আদি অনাদি অশেষ গতি।

তুমি সত্য সদাত্মক চিন্ময় হে, তুমি বিশ্বচরাচর-আশ্রয় হে!
তুমি পূর্ণ পরাৎপর কারণ হে, তুমি দীনজনাশ্রয় তারণ হে।
তুমি মঙ্গল চিত্তবিনোদন হে মনোমোহন শোভন লোভন হে।
তুমি পাবন বিঘ্ন-বিনাশন হে, তুমি পাতকরাশি-হুতাশন হে।
করুণাকর হে, গুণ-সাগর হে, কত যে করুণা অধমে কর হে।
প্রভু, পাপ শতে মৃত যে জন হে, পরশে লভয়ে নব জীবন হে।
ভব-সিন্ধু-জলে অকূলে ডরি হে, প্রভু দেহ সবে করুণা-তরী হে॥

খাম্বাজ, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি]

[প্রভাতে নমস্কার]

২৪০

নমি নমি চরণে, নমি কলুষ হরণে।
সুধারসনির্ঝর হে, নমি নমি চরণে।
নমি চিরনির্ভর হে, মোহ-গহন-তরণে।
নমি চিরমঙ্গল হে, নমি চিরসম্বল হে।
উদিল তপন, গেল রাত্রি, জাগিল অমৃতপথযাত্রী,
নমি চিরপথসঙ্গী, নমি নিখিল শরণে।
নমি সুখে দুঃখে ভয়ে, নমি জয় পরাজয়ে,
অসীম বিশ্বতলে, নমি চিত্ত-কমলদলে,
নিবিড় নিভৃত নিলয়ে, নমি জীবনে মরণে॥

[গীতিবীথিকা ৫২

[সন্ধ্যায় নমস্কার]

২৪১

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
তোমায় করিগো নমস্কার !
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ, তোমায় করিগো নমস্কার !
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে, তোমায় করিগো নমস্কার !
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে, তোমায় করিগো নমস্কার !
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে, তোমায় করিগো নমস্কার !
এই স্তব্ধ তারার মৌন মন্ত্র ভাষণে, তোমায় করিগো নমস্কার !
এই কর্ম্ম অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে, তোমায় করিগো নমস্কার !
এই গন্ধগহন সন্ধ্যাকুসুম মালাতে, তোমায় করিগো নমস্কার !

হাম্বীর, একতালা]—৩ আষাঢ় ১৩২১ বাং (১৯১৪)

["ওঁ পিতা নোঽসি"]

২৪২

তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,
তোমায় নত হ'য়ে যেন মানি, তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা, হে দেব, দূর ক'রে দাও যত পাপ যত দোষ ;
যাহা ভাল তাই দাও আমাদের, যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হ'তে সব সুখ হে পিতা, তোমা হ'তে সব ভালো,
তোমাতেই সব সুখ, হে পিতা, তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো, সকল ভালোর সার,
তোমারে নমস্কার, হে পিতা, তোমারে নমস্কার ॥

[মিশ্র, একতালা। গীতলিপি ১।৪৫]

["ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ"

২৪৩

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে,
যিনি শোভন এ ক্ষিতি-তলেতে,
যিনি তৃণ-তরু-ফুলে-ফলেতে, তাঁহারে নমস্কার ;
যিনি এই নীল-ঘন আকাশে, এই সুরভিত বাতাসে,
রবি-শশী-তারা-প্রকাশে, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি অন্তরে, যিনি বাহিরে, যিনি যখনি যেখানে চাহি রে,
ব্যাপ্ত সকল ঠাঁই রে, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি এ দেহে ও মনে শক্তি, যিনি অন্তরে চির-ভক্তি,
যিনি পরম গতি ও মুক্তি, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি এ হৃদয়ে পরা শান্তি, বাহির ভুবনে কান্তি,
যিনি ভোলান্ সকল ভ্রান্তি, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি জন্ম-মরণ-ভয় করি দেন সব ক্ষয়,
বিতরেন বরাভয়, তাঁহারে নমস্কার।
এস সবে তাঁরে জানি, তাঁরে জীবনেশ মানি,
ঘুচে যাক্ যত গ্লানি ; তাঁহারে নমস্কার।
পুণ্য-হৃদয়ে তাঁর করি পূজা বার বার,
কেটে যাক্ মোহভার, তাঁহারে নমস্কার॥

[ভৈরবী, একতালা। পথের বাঁশী, ৫৯]

["অসতো মা সদ্গময়"]

২৪৪

সহে না যাতনা আর, মা, আমায় বাঁচাও বাঁচাও !
অসত্য এ দেহ-দুর্গে, আমি রয়েছি অসৎ সংসর্গে,
ত্রাণ নাহি কোন রূপে (তোমার দয়া বিনে) ;
দয়া ক'রে সৎস্বরূপে লইয়ে যাও, (অসৎ হ'তে) ।
অসৎ-দুর্গে ঘোর অন্ধকার, আমি আপনি দেখিনে আপনায়,
মা, দেখ্‌ব কি আর তোমায় !
ও মা, আমায় জ্যোতিতে আজ লইয়ে যাও (আঁধার হ'তে) ।
স্বাধীনতা না আছে যার, ও গো সেই ত মৃত সন্তান তোমার ;
রিপুর অনুগত, আমি মৃত, অমৃতেতে লইয়ে যাও (মৃত্যু হ'তে) ।
জন্মাবধি অপরাধী, রুদ্র মুখ তাই নিরবধি, মা, কাঙ্গাল সদা দেখে ;
মা, আমাকে প্রসন্নমুখ দেখাও দেখাও (হাসি ভরা) ॥

[...উলের সুর]

২৪৫

অসতেতে মন সদা নিমগন, সত্যেতে নিয়ে যাও।
মোহ-কালিমায় মাখা অনুখণ, জ্যোতিতে ডুবাও।
মরণের মাঝে বাঁধিয়াছি ঘর, অমৃত তোমারে করিয়াছি পর,
এ মরণ হ'তে বাঁচাও আমায়, অমৃত পিয়াও।
প্রকাশো আমার অন্তরে, নাথ,
রুদ্র, তোমার দখিণ মুখে সব ভীতি ঘুচাও ॥

[ভৈরব, একতালা। স্বরলিপি—"স্বপনখেয়া" পুস্তকে]

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্বজগতের স্পর্শ ; সসীম ও অসীম

প্রকৃতিতে প্রকৃতি-নাথ

২৪৬

খোল রে প্রকৃতি, আজি খোল রে তব দুয়ার,
লুকায়ে রেখো না আর প্রাণসখারে আমার ।
তৃষিত চাতক সম, পিপাসিত চিত মম,
হেরিতে সেই প্রিয়তম, করিতেছে হাহাকার ।
রবি শশী তারাদল, নদী গিরি জল স্থল,
ওষধি তরু সকল, ঢাকিয়ে রেখো না আর ;
যাহারে মানস-পুরে নিরখি হৃদয় ভ'রে,
দেখাও বিশ্বমন্দিরে (সে) বিশ্বাধারে একবার ॥

[ইমনকল্যাণ, একতালা]

২৪৭

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকা'য়ে,
চন্দ্রমা তপন তারা, আপন আলোক-ছায়ে ?
হে বিপুল সংসার, সুখে দুঃখে আঁধার,
কত কাল রাখিবি ঢাকি তাঁহারে কুহেলিকায় ?
আত্মাবিহারী তিনি, হৃদয়ে উদয় তাঁর ;
নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ ভায় ॥

[সিন্ধুড়া, ঝাঁপতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯১]

২৪৮

ভিতরে লুকায়ে কেন ডাকিছ মা মধুর স্বরে ?
প্রকাশিত হও না কেন, দেখিতে যা ইচ্ছা করে !
শুনেছি ঐ মধুর বাণী, জানি মা গো, তোমায় জানি,
বড় ভালবাস তুমি, প্রাণ টানে তাই তোমা তরে।
ব'লে দে মা প্রকৃতিরে, পথ ছেড়ে দিতে মোরে,
রূপ রস গন্ধে আমায় রেখেছে সে অন্ধ ক'রে।
কাছে এসে হাতে ধ'রে, ল'য়ে যাও গো কোলে ক'রে,
স্নেহে গ'লে মা মা ব'লে, ঘরের ছেলে যাই ঘরে ॥

*[সিন্ধু-ভৈরব, যৎ]

বিশ্বের আরতি

২৪৯

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে !
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে !
কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে !

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।৭৫]—"গগনময় থাল" এই হিন্দী সঙ্গীতের অনুবাদ।

---

* মূলের পাঠ ঃ—১ম পংক্তি, "আঁধারে লুকায়ে···মৃদুস্বরে। বাহিরে এস না কেন, আসিতে কি লজ্জা করে?" ৩য় পংক্তি "শুনেছি ঐ মিষ্ট বাণী"···। শেষ পংক্তি, "কোলে চ'ড়ে মা মা ব'লে"···।

২৫০

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব-পিতা
তোমারি রচিত ছন্দ, মহান বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হ'য়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ ল'য়ে,
আমিও দুয়ারে তব হ'য়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি, দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি ;
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত ॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

২৫১

তাঁরে আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব-মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ তাঁর জগত-মন্দিরে !
অনাদি কাল, অনন্ত গগন, সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন, আনন্দ নন্দ নন্দ রে !
হাতে ল'য়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীত কত ছন্দ রে !
বিহগ-গীত গগন ছায়, জলদ গায় জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায়, গাহে গিরি কন্দরে ;
কত কত শত ভকত-প্রাণ, হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য-কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহ বন্ধ রে !

[বড়হংস সারঙ্গ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১৫, বৈতালিক ৩৯

২৫২

অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি ;
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি সাজি ফুল ফলে গাও রে ;
বিহঙ্গ-কুল গাও আজি মধুরতর তানে।
গাও জীব-জন্তু আজি যে আছ যেখানে,
জগতপুরবাসী সবে গাও অনুরাগে ;
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি ॥

[বাহার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি]

২৫৩

কোটি কণ্ঠ গাইছে তোমার অপার মহিমা লোক-লোকান্তরে,
জয় জয় নাদে করিছে বন্দনা, জড় জীব সুর নর সমস্বরে।
অযুত অগণ্য রবি শশী তারা, না পেয়ে সন্ধান ঘুরে হ'ল সারা,
ধূমকেতু যত হ'য়ে পথহারা, ভ্রমে ব্যোমে ব্যোমে আকুল অন্তরে।
অনন্ত গগনে ঘন মেঘাবলী, করে অন্বেষণ জ্বালিয়া বিজলী,
ভীম বজ্ররবে ডেকে ডেকে সবে, বেড়ায় কাঁদিয়া আকাশ উপরে।
ছুটিয়া ছুটিয়া ধায় নদ নদী, স্ফীতবক্ষে কেঁদে উঠে মহোদধি,
হিমানী গলিয়া পড়ে নিরবধি, তোমা তরে গিরি কন্দরে কন্দরে।
বনে বনে ফিরে বিহগ-দম্পতী তোমার বিরহে, ওহে বিশ্বপতি,
ফুলফল ডালি ল'য়ে বসুমতী দেয় ঢালি ও-চরণে সমাদরে॥

[পূরবী, একতালা]

২৫৪

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু,
যবে অচেতন জগতে দাও প্রাণ ;
জন-হৃদয়-প্রফুল্ল-কর চন্দ্র তারা, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগন-মেদিনী,
মহেশের মহৎ যশঃ ঘোষ' বারিদ ; সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম-বনরাজি,
অগ্নি, তুষার, কেহই থেকোনা নীরব ;
যত বিহঙ্গ চিত্র-বিচিত্র, সবে আনন্দরবে গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে ॥

[গৌড়-মল্লার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।০০]

বিশ্ব,—সুন্দর ও আনন্দময়

২৫৫

চমৎকার অপার জগত রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব-সংসার !
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য, নাহি অন্ত তার !
শোভে বসুন্ধরা ধন-ধান্যময় ; হায়, পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার !
হে মহেশ, অগণন লোক গায়
"ধন্য তুমি ধন্য" এই গীতি অনিবার ॥

[কানাড়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৭৮]

২৫৬

মধুর তোমার শেষ যে নাই, প্রহর হ'ল শেষ,
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ আবেশ।
দিনান্তের এই এক কোণাতে
সন্ধ্যামেঘের শেষ সোণাতে
মন-যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ।
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায়
শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ ॥

২৫৭

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন!
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি, পূর্ণিমা-প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুম-বন।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর, রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর, তোমার প্রেম চাহি;
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেম-গানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জন ॥

[ঝিট, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫৭]

২৫৮

চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি,
নিরমল অতি শীতল কিরণ সুখদায়ী।
চৌদিকে তারাগণ, উজলি গগন-অঙ্গন,
ধারণ করে তোমারি শোভা মনোহারী।
বিতরণ করি জীবন, বহিছে মৃদু সমীরণ,
অমৃতপূর্ণ মঙ্গলভাব তব প্রচারি ;
বরষিয়ে মধুর তান, জুড়ায়ে হৃদয় প্রাণ,
বিহগগণ করে গান তব গুণ, বলিহারি !

[ভূপালী. সুরফাঁক্তা । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২০৮]

২৫৯

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় ল'য়ে।
সে আনন্দে উপবন বিকশিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ-বারতা ক'য়ে !
সে পুণ্য-নির্ঝরস্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃতধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে, শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ন-নীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে !
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়

সে আনন্দরস পানে, চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহে না সংসার-তাপ সংসার-মাঝারে র'য়ে ॥

[বাহার, আড়াঠেকা]

২৬০

তোমারি এ রাজ্য ধন-ধান্যপূর্ণ শোভাময় !
তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন ।
সুভগ সুরম্য সুশোভন যথা দেখি,
সবে পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল-সাজে সজ্জিত কেমন !
প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী সাগর,
অযুত অগণ্য লোক, সকলি তোমারি !
ধন্য পরমকারণ, ধন্য জগত-পতি,
বরষিছ অবিরত প্রাণ ধন জীবন সুখ অতুল ॥

[ভৈরব, চৌতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪৪]

২৬১

কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি !
রতন-মণি-খচিত অম্বর কি শোভে !
তরুণ বিভাকর, তারা, বিশদ চন্দ্রমা, জগত রঞ্জিছে কনক-রজত-রঞ্জনে ।
সুরভি পুষ্পাভরণ বিপিন, গিরি সিন্ধু নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে ।
কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী,
তোমার জগত-শোভা নিরখি নয়ন ভুলে ॥

[পরজ, ঝাঁপতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১০৫]

২৬২

গগনের এই নীল পাথারে কি করুণা-নয়ানে চাও !
নিমেষে সকল হৃদয় পরাণ কেমনে হে তুমি ভুলাও !
তব অপরূপ কান্তি হৃদে ঢালে এ কি শান্তি !
কেড়ে লয় সারা প্রাণটি —কি মোহন বাঁশরী বাজাও !
এ কি ফুলে ফুলে তব হাসি এ কি ইন্দু পৌর্ণমাসী
এ কি শ্যাম ঘন তৃণরাশি, চরণের তলে বিছাও !
এ কি আলো-ছায়া তব ভুবনে, এ কি সুখ দুঃখ মম জীবনে,
এ কি নৃত্য জনমে-মরণে, কি অপরূপ খেলা খেলাও !

[কানাড়া মিশ্র, একতালা। স্বরলিপি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৪৪ শক]

২৬৩

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম, ধন্য তোমার জগত-রচনা !
এ কি অমৃত-রসে চন্দ্র বিকাশিলে, এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিল্লোলে !
এ কি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে, কুসুম-বন ছাইলে শ্যাম পল্লবে !
এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে, কি মধু গীতি তুলিলে নদী কল্লোলে ;
এ কি ঢালিছ সুধা মানব-হৃদয়ে, তাই হৃদয় গাইছে প্রেম উল্লাসে !

[কেদারা, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২১৫]

প্রভাতের স্পর্শ ও প্রেরণা

২৬৪

আমারে দিই তোমার হাতে নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে, তেম্‌নি ক'রেই ফুটে ওঠে,

জীবন তোমার আঙিনাতে নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
বিচ্ছেদেরি ছন্দে-লয়ে মিলন ওঠে নবীন হ'য়ে।
আলো-অন্ধকারের তীরে, হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে নূতন ক'রে নূতন প্রাতে॥

[ভৈরবী, তেওরা। গীতলেখা ২।৩]—৭ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

২৬৫

আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো,
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে !
আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার পরাণ কি নিধি কুড়ালো,
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে !
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে
দেখেছি আমায় হৃদয় রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তাঁ' সনে সে নীরব সভা-মাঝারে,
দেখেছি চির জনমের রাজারে !
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে, আলোক আমার তনুতে,
কেমনে মিলে গেছে মোর তনুতে,
তাই এ গগন-ভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে !
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে, দেহ মন মোর ফুরালো,
যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালো !
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে, জুড়ালো জীবন জুড়ালো,
আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো !

[আসোয়ারি, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৮]

২৬৬

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে,
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে,
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া!
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ,
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া!
চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে,
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে ;
সব মধু তার, চরণে তোমার ধরিয়া!
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়-প্রান্তে,
উদার ঊষার উদয় অরুণ-কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া॥

[টোড়ি, নবতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩]---অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাং (১৮০৭)

২৬৭

আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধূলার-ঢাকা ধুইয়ে দাও।
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে,
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।

আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও,
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণ-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান,
তার নাইক বাণী, নাইক ছন্দ, নাইক তান।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও॥

[ভৈরবী, একতালা। গীত-পঞ্চাশিকা ১২০]

২৬৮

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়, তোমারি হউক জয়!
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়!
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে,
নবীন আশার খড়্গ তোমারি হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক্ ক্ষয়, তোমারি হউক জয়।
এস দুঃসহ, এস এস নির্দ্দয়, তোমারি হউক জয়।
এস নির্ম্মল, এস এস নির্ভয়, তোমারি হউক্ জয়।
প্রভাত সূর্য্য, এসেছ রুদ্র সাজে, দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক্ লয় তোমারি হউক্ জয়!

[ভৈরবী, দাদরা]—৩০ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

২৬৯

এই আলোয় ভরা অসীম আকাশ, সূর্য্য-কিরণ-ঢালা,
চিত্তে আমার বাজায় বাঁশী, বসায় মধুর মেলা।
প্রভাত পাখীর এই কলতান চিত্তে জাগায় সুপ্ত সে গান,
ফুলের রাশি জাগায় হাসি, ভরায় কুসুম-ডালা।
এ আনন্দ-সভা মাঝে, চিত্ত আমার গানে বাজে,
হৃদয়-বাহির জুড়ে কেবল সেই অরূপই রূপে রাজে।
সেই একে আজ প্রণাম করি, গগন ভুবন গানে ভরি,
মধুর ক'রে কাটাই জীবন, ভুলি বেদন-জ্বালা॥

[আশা-ভৈরবী, তেওরা। ভোরের পাখী, ৩২]

২৭০

জয় হোক্ জয় হোক্, নব অরুণোদয়!
পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ম্ময়!
এস অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি, অপহত-শঙ্কা, অপগত-সংশয়!
এস নব জাগ্রত প্রাণ, চির যৌবন জয়গান!
এস মৃত্যুঞ্জয় আশা, জড়ত্ব-নাশা, ক্রন্দন দূর হোক্, বন্ধন হোক্ ক্ষয়!

[নবগীতিকা ২।২।২৩]

২৭১

ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে আপনি জ্বালো,
এই ত আলো, এই ত আলো!
এই ত প্রভাত, এই ত আকাশ, এই ত পূজার পুষ্পবিকাশ,
এই ত বিমল, এই ত মধুর, এই ত ভালো!

আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে আপনি জ্বালো,
এই ত আলো, এই ত আলো!
এই ত ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা, এই ত দুঃখের অগ্নিমালা,
এই ত মুক্তি, এই ত দীপ্তি, এই ত ভালো!

[বৈতালিক ৩২]—৭ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

২৭২

তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দখিন হাতে,
সূর্য্য যেমন ধরার করে আলোক-রাখী জড়ায় প্রাতে।
তোমার আশীষ আমার কাজে সফল হবে বিশ্ব-মাঝে,
জ্বলবে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সকল বেদনাতে।
কর্ম্ম করি যে-হাত ল'য়ে, কর্ম্ম-বাঁধন তারে বাঁধে,
ফলের আশা শিকল হ'য়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আঁটি, সকল বাঁধন যাবে কাটি,
কর্ম্ম তখন বীণার মত' বাজ্‌বে মধুর মূর্চ্ছনাতে॥

২৭৩

যেথায় তোমার লুট হ'তেছে ভুবনে, সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে?
সোনার ঘটে সূর্য্য তারা নিচ্চে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে!
যেথায় তুমি ব'স দানের আসনে, চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে!
নিত্য নূতন রসে ঢেলে আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে,
সেথা কি ডাক পড়বে না গো জীবনে?

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৪।৪২]—৮ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

রাত্রির স্পর্শ ও প্রেরণা

২৭৪

ডাক মোরে আজি এ নিশীথে ! নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত,
হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে, ডাক হে তোমারি অমৃতে !
জ্বাল তব দীপ এ অন্তর-তিমিরে, বার বার ডাক মম অচেত চিতে ॥

[পরজ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬৯]

২৭৫

ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে, চল' তোমার বিজন মন্দিরে।
জানিনে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো ;
তোমার চরণশব্দ বরণ ক'রেছি আজ এই অরণ্য-গভীরে।
ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে, চল' অন্ধকারের তীরে তীরে।
চ'ল্‌ব আমি নিশীথ রাতে তোমার হাওয়ার ইসারাতে,
তোমার বসন-গন্ধ বরণ ক'রেছি আজ এই বসন্ত সমীরে ॥

[জংলাশ্রী, একতালা]

২৭৬

জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে তোমার মহাসন, আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কি আশায় নিবিড় পুলকে তাহার পানে চাই দু'বাহু বাড়ায়ে।
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে আঁধার কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া তোমার বীণা হ'তে আসিল নামিয়া
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে, গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে !

[বেহাগ, তেওরা। গীতিবীথিকা ৪৯]

২৭৭

সন্ধ্যা হ'ল গো! ও মা, সন্ধ্যা হ'ল, বুকে ধর'!
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর'!
ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো! সব যে কোথায় হারিয়েছে গো!
ছড়ানো এই জীবন তোমার আঁধার মাঝে হোক্ না জড়'!
আর আমারে বাইরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা,
তোমার রাতে মিলাক্ আমার জীবন-সাঁঝের রশ্মি-রেখা।
আমায় ঘিরি, আমায় চুমি, কেবল তুমি, কেবল তুমি।
আমার ব'লে যা আছে, মা, তোমার ক'রে সকল হর'!

[গীতলেখা ২।১৪]—৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বাং (১৯১৪)

২৭৮

দিন অবসান হোলো।
আমার আঁখি হতে অস্ত-রবির
আলোর আড়াল তোলো।
অন্ধকারের বুকের কাছে,
নিত্য-আলোর আসন আছে,
সেথায় তোমার দুয়ারখানি খোলো।
সব কথা সব কথার শেষে
এক হয়ে যাক্ মিলিয়ে এসে।
স্তব্ধ বাণীর হৃদয় মাঝে
গভীর বাণী আপনি বাজে,
সেই বাণীটি আমার কানে বোলো॥

২৭৯

দিন যদি হ'ল অবসান,
নিখিলের অন্তর-মন্দির-প্রাঙ্গণে ঐ তব এল আহ্বান !
চেয়ে দেখ মঙ্গল-রাতি, জ্বালি দিল উৎসব বাতি,
স্তব্ধ এ সংসার প্রান্তে ধর তব বন্দনা গান।
কর্ম্মের কলরব-ক্লান্ত কর তব অন্তর শান্ত।
চিত্ত-আসন দাও মেলে ; নাই যদি দর্শন পেলে,
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ, হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ ॥

[মূলতান, ঠুংরি]

২৮০

আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।
সে নামখানি নেমে এল ভূঁয়ে, কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তিধারার বেদন গেল ধুয়ে, আপন আমার আপনি মরে লাজে।
মন মিলে যায় আজ ঐ নীরব রাতে, তারায় ভরা ঐ গগনের সাথে।
অমনি ক'রে আমার এ হৃদয় তোমায় নামে হোক্ না নামময় !
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয় গভীর হ'য়ে থাক্ জীবনের কাজে।

[বেহাগ, দাদ্‌রা। গীতিবীথিকা ২৭]

২৮১

আজি পুণ্য সন্ধ্যা-লগন, উৎসব বাঁশী-বাজে,
চিত্ত হও রে মগন চির-সুন্দর-মাঝে !

জাগো রে সুপ্ত প্রাণ, আনো আনো তব গান,
আনো আনো নব প্রেম, প্রশান্তি সব কাজে!
ঐ হের নীলাকাশে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা,
অযুত তারকা মালা সাজাল পূজার থালা!
জাগো রে চিত্ত, জাগো, প্রেমে আনন্দে জাগো
নেহারো ভুবনে মনে সেই সুন্দর রাজ-রাজে॥

[ইমন, একতালা। স্বরলিপি "স্বপন খেয়া" পুস্তকে]

২৮২

আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে?
ঘন সৌরভ-মন্থন পবনে জাগে, কে জাগে?
কত নীরব বিহঙ্গ-কুলায়ে মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে জাগে, কে জাগে?
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে, কে জাগে?
এই অপার অম্বর-পাথারে স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে জাগে, কে জাগে?
মম গভীর অন্তর-বেদনে জাগে কে জাগে?

[বেহাগ, কাওয়ালি]

২৮৩

মধুর রূপে বিরাজো, হে বিশ্বরাজা,
শোভন সভা নিরখি মন প্রাণ ভুলে।
নীরব নিশি সুন্দর, বিমল নীলাম্বর,
শুচি রুচির চন্দ্রকলা চরণ-মূলে॥

[তিলক-কামোদ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬৬]

২৮৪

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার,
তুমি সদা নিকটে আছ ব'লে।
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশী তারা গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণ-মালা।
বিশ্ব-পরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহ-মুখপানে চাহি চিরদিন॥

[হাম্বীর, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২১৩]

২৮৫

এই জ্যোৎস্না রাতে জাগে আমার প্রাণ।
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান ?
দেখতে পাব অপূর্ব্ব সেই মুখ, রইবে চেয়ে হৃদয় উৎসুক,
বারে বারে চরণ ঘিরে ঘিরে ফির্‌বে আমার অশ্রুভরা গান ?
সাহস ক'রে তোমার পদমূলে আপনারে আজ ধরি নাই যে তুলে,
প'ড়ে আছি মাটিতে মুখ রেখে, ফিরিয়ে পাছে দাও এ আমার দান।
আপনি যদি আমার হাতে ধ'রে কাছে এসে উঠ্‌তে বল' মোরে,
তবে প্রাণের অসীম দরিদ্রতা এই নিমেষেই হবে অবসান॥

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

২৮৬

আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে, আহা!
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী, আহা!

স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে কিরণ-সঙ্গীতে সুধা বরষে, আহা !
প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদ-রসে আসে ভরি,
দেহ পুলকিত উদার হরষে, আহা !

পূরবী, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০]

২৮৭

সুধা-সাগর-তীরে হে এসেছে নরনারী সুধারস-পিয়াসে।
শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী,
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে।
গগনে বিকাশে তব প্রেম-পূর্ণিমা, মধুর বহে তব কৃপা-সমীরণ ;
আনন্দ-তরঙ্গ উঠে দশ দিকে, মগ্ন প্রাণ মন অমৃত-উচ্ছ্বাসে ॥

নায়কী কানাড়া, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২২৮]

২৮৮

হৃদয়-শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গল-লগনে ;
নিখিল সুন্দর ভুবনে এ কি এ মহা মধুরিমা !
ডুবিল কোথা দুখ সুখ রে অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে জাগে রে শুধুই সুধা-পূরণিমা !
গভীর সঙ্গীত দ্যুলোকে ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে,
গগন-অঙ্গন-আলোকে উদার দীপ-দীপ্তিমা !
চিত্তমাঝে কোন্ যন্ত্রে কি গান মধুময় মন্ত্রে
বাজে রে অপরূপ তন্ত্রে ! প্রেমের কোথা পরিসীমা ॥

[ইমনকল্যাণ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২০৫]

নদী, ফুল, ও বিবিধ ঋতুর স্পর্শ ও প্রেরণা

২৮৯

আজি শ্রাবন ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে,
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি, বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।
কূজন-হীন কানন ভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের পরে ?
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন সম যেওনা মোরে হেলায় ঠেলে ॥

[গৌড়মল্লার, ঝম্পক। গীতলিপি ৩।২৩]—আষাঢ় ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

২৯০

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
ফিরো না তবে ফিরো না, কর করুণ-আঁখি-পাত।
নিবিড় বন শাখার পরে আষাঢ় মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদল-ভরা আলস ভরে ঘুমায়ে আছে রাত।
বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষা-জলধারার সাথে গাহিতে চাহে গান।
হৃদয় মোর চোখের জলে বাহির হ'ল তিমির তলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে বাড়ায়ে দুই হাত ॥

[নটমল্লার, ঝম্পক। গীতলিপি ৫।২২, কেতকী ১৫]—৩ আষাঢ় ১৩১৭ বাং

২৯১

ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখ রে মায়ের হাসি ;
কিবা মৃদুমন্দ সুধা-গন্ধ ঝরে তাহে রাশি রাশি !
অরূপ রূপের ছটা, বিচিত্র বরণ-ঘটা,
ঘোরালো রসালো, করে দিক আলো,
শোভা হেরে মন উদাসী !
কুসুমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিতাপ হরে,
মা হাসে ফুলের ভিতরে, তাই ফুল এত ভালবাসি !
তরুকুঞ্জে পুষ্পবনে নিরখিয়ে নিরঞ্জনে
ভাসে যোগানন্দে, হাসে প্রেমানন্দে,
যোগী ঋষি তপোবনবাসী !

[ঝিঁঝিট, একতালা]

২৯২

শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে !
আনন্দ-গান গা' রে হৃদয়, আনন্দ গান গা' রে !
নীল আকাশের নীরব কথা, শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে।
শস্যক্ষেতের সোনার গানে, যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে দেখ্ রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হ'য়ে যা রে ॥

[বাগেশ্রী, তেওরা। গীতলিপি ৩।১, শেফালি ১৫]—১৮ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

২৯৩

আমার নয়ন-ভুলানো এলে !
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে !
শিউলি-তলার পাশে পাশে, ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে, অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে,
নয়ন-ভুলানো এলে।
আলো ছায়ার আঁচলখানি লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে কি কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ, মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐ টুকু ঐ মেঘাবরণ দুহাত দিয়ে ফেল ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে !

[কীর্ত্তনের সুর, একতালা। শেফালি ২৯]—১৩১৪ বাং (১৯০৭)

২৯৪

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে !
মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়-স্পন্দে।
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চল প্রান্ত,
আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরিত অধীর আনন্দে।
ঐ অম্বর-প্রাঙ্গণ-মাঝে নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে,
অশ্রুত সেই তালে বাজে করতালি পল্লব-পুঞ্জে।
কার পদ-পরশন-আশা তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা,
সমীরণ বন্ধন-হারা উন্মন কোন্ বন-গন্ধে ?

[ভৈরবী, কাওয়ালি। কাব্যগীতি ২৯]

২৯৫

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে ক'রো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো, আজি ভুলিয়ো আপন-পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীত-মুখরিত গগনে তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।
এ কি নিবিড় বেদনা বন মাঝে আজি পল্লবে পল্লবে বাজে!
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে!
মোর পরাণে দখিন বায়ু লাগিছে, কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে,
এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে?
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত, তব গম্ভীর আহ্বান কারে?

বাহার, ঠুংরি। গীতলেখা ২।৫০]—২৭ চৈত্র ১৩১৩ বাং (১৯০৭)

২৯৬

গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর!
আজিকে এই আকাশতলে জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন ক'রে মনোহরণ ছড়ালে মন মোর!
কেমন খেলা হ'ল আমার আজি তোমার সনে!
পেয়েছি? কি, খুঁজে বেড়াই? ভেবে না পাই মনে।
আনন্দ আজ কিসের ছলে কাঁদিতে চায় নয়নজলে
বিরহ আজ মধুর হ'য়ে ক'রেছে প্রাণ ভোর॥

সিন্ধু খাম্বাজ, ঢিমেতেতালা। গীতলিপি ১।২৮]—২৫ আশ্বিন বাং (১৯০৯)

২৯৭

সুন্দর বহে আনন্দ-মন্দানিল, সমুদিত প্রেমচন্দ্র,
অন্তর পুলকাকুল !
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত-পুণ্য-গন্ধ,
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি ;
অচল বিরাজ করে শশীতারামণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর,
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত, জয় জয় গীত গাহে সুরনর !

[ইমনকল্যাণ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।২৯]

২৯৮

বনে বনে ফুটিয়ে কুসুম এল কে !
সবুজ পাতায় সাজিয়ে শাখী এল কে !
স্নিগ্ধ সুনীল আকাশে, গন্ধ মদির বাতাসে,
ধরণীর বিচিত্র হাসে, এল কে এল কে !
পাখীর প্রাণে লাগিয়ে পুলক এল কে !
জাগিয়ে গীতি কণ্ঠে আমার এল কে !
উৎসব কার ধরণীতে ? হৃদয় তাঁরে চায় জানিতে,
সুন্দর, দেখা দাও হে চিতে অরূপ রূপের আলোকে ॥

[ভৈরবী, একতালা। পথের বাঁশী ১]

২৯৯

ওহে সুন্দর মরি মরি ! তোমায় কি দিয়ে বরণ করি ?
তব ফাল্গুন যেন আসে আজি মোর পরাণের পাশে,
দেয় সুধারস ধারে ধারে মম অঞ্চল ভরি ভরি।

মধু সমীর দিগঞ্চলে আনে পুলক পূজাঞ্জলি,
মম হৃদয়ের পথ তলে যেন চঞ্চল আসে চলি ;
মম মনের বনের শাখে যেন নিখিল কোকিল ডাকে,
যেন মঞ্জরী দীপশিখা নীল অম্বরে রাখে ধরি ॥
[বাহার, দাদ্‌রা। গীতপঞ্চাশিকা ৫৯]

৩০০

আজি কমল মুকুল দল খুলিল। দুলিল রে দুলিল !
মানস সরসে রস পুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল !
গগন মগন হ'ল গন্ধে, সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে,
গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে,
নিখিল ভুবন মন ভুলিল ; মন ভুলিল রে, মন ভুলিল !
[মিশ্র-বাহার, কাওয়ালি। গীতলিপি ৫।২৮]

নিখিল বিশ্বের স্পর্শ ও প্রেরণা

৩০১

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে ;
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে !
বাতাস জল আকাশ আলো, সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়-সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে !
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি ;
রয়েছ তুমি, এ কথা কবে জীবন-মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে !
[মিশ্র ইমন, তেওরা। গীতিলিপি ১।২]—আষাঢ় ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৩০২

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে ! তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে !
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে, এই অপরূপ আকুল আলোকে,
দাঁড়াও হে !
আমার পরাণ পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরশ মাগে !
এই যে ধরণী চেয়ে ব'সে আছে, ইহার মাধুরী বাড়াও হে ;
ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে !
যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া, জীবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও হে !
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া তোমার লাগিয়া একেলা জাগে !

[বেহাগ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১১]

[বিস্ময়বিহীন মন]

৩০৩

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে ?
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে ?
মহান্ জগতে থাকি বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব-মাঝারে !
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক ?
তাঁহার আহ্বান-রবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন ব'সে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে ?

[ভৈরবী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৭০]

৩০৪

অরূপ, তোমার বাণী

অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি।

নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা,

আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা

নির্ব্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি।

যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে

বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে,

তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিঃশ্বাস দাও পূরে,

শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে

বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণ পাণি॥

৩০৫

সারা জীবন দিল আলো সূর্য্য গ্রহ চাঁদ,

তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্ব্বাদ!

মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে প্রসাদ-বারি পড়ে ঝ'রে,

সকল দেহে প্রভাত-বায়ু ঘুচায় অবসাদ,

তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্ব্বাদ!

তৃণ যে এই ধূলার পরে পাতে আঁচল খানি,

এই যে আকাশ চির-নীরব অমৃতময় বাণী,

ফুল যে আসে দিনে দিনে বিনা-রেখার পথটি চিনে,

এই যে ভুবন দিকে দিকে পূরায় কত সাধ,

তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু তোমার আশীর্ব্বাদ!

আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

[বিস্ময়ে অনুপ্রাণিত মন]

৩০৬

আকাশ ভরা সূর্য্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান!
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাটায় ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান!
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে ;
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান!
কান পেতেছি চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারই করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান!

[গীতি-মালিকা, ১।৯৪]

৩০৭

অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া,
ফিরে না সে কভু, আলয় কোথায় ব'লে ধূলায় ধূলায় লুটিয়া।
তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত, তোমার মাঝারে রব নিমগ্ন-চি
পূজা-শতদল আপনি সে বিকশিত, সব সংশয় টুটিয়া।

কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব,
কভু শুধাব না কোনো পথিকে,
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু, যখন ফিরিব যে দিকে।
চলিব যখন তোমার আকাশ-গেহে,
তোমার অমৃত প্রভাব লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে বক্ষে আসিবে ছুটিয়া ॥

[বেহাগ, লঘু একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৫০]

৩০৮

আকাশ হ'তে আকাশ পথে হাজার স্রোতে
ঝর্‌চে জগৎ ঝরণা-ধারার মত।
আমার শরীর মনের অধীর ধারা তারি সাথে বইছে অবিরত।
দুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠতেছে গান দিনে রাতে,
সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত!
আমার হৃদয়তটে চূর্ণ সে গান ছড়ায় শত শত।
ঐ আকাশ-ডোবা ধারার দোলায় দুলি অবিরত।
এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্ব পরাণে
নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে শান্তি না মানে।
চিরদিনের কান্নাহাসি উঠচে ভেসে রাশি রাশি,
এ সব দেখতেছে কোন্ নিদ্রাহারা নয়ন অবনত!
ওগো, সেই নয়নে নয়ন আমার হোক্ না নিমেষহত;
ঐ আকাশ-ভরা দেখার সাথে দেখব অবিরত ॥

[বাউলের সুর, খেমটা। গীত-পঞ্চাশিকা, ৭৯]

৩০৯

বাজাও আমারে বাজাও!
বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে, সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে,
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে,
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে, সেই সুরে মোরে বাজাও।
সাজাও আমারে সাজাও!
সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে, সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যা মালতী সাজে যে ছন্দে,
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে সাজে নিজেরে ভোলে আনন্দে, সেই সাজে মোরে সাজাও॥

[রামকেলি, তেওরা। গীতলেখা ২।৩৪]—১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩

৩১০

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে,
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না?
নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না?
বিশ্বকমল ফোটে চরণ-চুম্বনে
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্তকমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না?

আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেম্নি ক'রে সুধাসাগর সন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না ?
পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;
তেম্নি ক'রে আমার হৃদয় ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না ?

বাউলের সুর, খেম্‌টা। গীতলেখা ৩।৫৭]—২৯ আশ্বিন ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৩১১

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছো কেমনে দিই ফাঁকি ?
আধেক ধরা প'ড়েছি গো আধেক আছে বাকি।
কেন জানি আপন ভুলে' বারেক হৃদয় যায়-যে খুলে',
বারেক তা'রে ঢাকি,—
আধেক ধরা প'ড়েছি-যে আধেক আছে বাকি।
বাহির আমার শুক্তি-যেন কঠিন আবরণ,—
অন্তরে মোর তোমার লাগি' একটি কান্না-ধন।
হৃদয় বলে তোমার দিকে রইবে চেয়ে অনিমিখে
চায় না কেন আঁখি ?
আধেক ধরা প'ড়েছি-যে আধেক আছে বাকি॥

৩১২

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে এমন গানে গানে ?
কেন তারার মালা গাঁথা, কেন ফুলের শয়ন পাতা ?
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা জানায় কানে কানে ?
যদি প্রেম দিলেনা প্রাণে,
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে ?
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন আমার হৃদয় পাগল হেন ?
তরী সেই সাগরে ভাসায় যাহার কূল সে নাহি জানে ?

[সিন্ধু-কাফি, ঝম্পক । গীতলেখা ২।২৮]—২৮ আশ্বিন ১৩২০ বাং (১৯১৩)

আমার মিলন লাগি তুমি আসচ কবে থেকে

৩১৩

আমার মিলন লাগি তুমি আস্‌চ কবে থেকে !
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে ?
কত কালের সকাল সাঁঝে, তোমার চরণ-ধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে গেছে আমায় ডেকে ।
ওগো পথিক, আজকে আমার সকল পরাণ ব্যেপে,
থেকে থেকে হরষ যেন উঠ্‌চে কেঁপে কেঁপে !
যেন সময় এসেছে আজ, ফুরাল মোর যা ছিল কাজ,
বাতাস আসে হে মহারাজ তোমার গন্ধ মেখে !

[বাহার-বাগেশ্রী, তেওরা । গীতলিপি ১।১৪ , গীতলেখা ২।৫৫]—১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বাং

৩১৪

তোরা শুনিস্ নি কি, শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি ?
ঐ যে আসে, আসে, আসে !
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী সে যে আসে, আসে, আসে !
গেয়েছি গান যখন যত, আপন মনে ক্ষেপার মত,
সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী ; সে যে আসে, আসে, আসে !
কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে সে যে আসে, আসে, আসে !
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে সে যে আসে, আসে, আসে !
দুখের পরে পরম দুখে, তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি ; সে যে আসে, আসে, আসে !

সিন্ধু বারোঁয়া, যং। গীতলিপি ৩।৩৭]—৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৩১৫

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে ফুল্লশ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে রাত্রি জাগে জগৎ ল'য়ে কোলে,
ঊষা এসে পূর্ব্ব দুয়ার খোলে, কলকণ্ঠস্বরা।
চল্‌চে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদি স্রোত বেয়ে ;
কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণ ডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে, যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে, চির-স্বয়ম্বরা ॥

[কীর্ত্তনের সুর, কাওয়ালি। গীতলেখা ৩।২৪]—১৫ পৌষ ১৩২০ বাং

৩১৬

তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে !
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে !
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হিয়ায় চল্‌চে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধ'রে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে !
তাই ত তুমি রাজার রাজা হ'য়ে তবু আমার হৃদয় লাগি,
ফির্‌চ কত মনোহরণ বেশে, প্রভু, নিত্য আছ জাগি ;
তাই ত প্রভু যেথায় এল নেমে তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে !

[মিশ্র জয়জয়ন্তী, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৪।৩৯]—২৮ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৩১৭

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান !
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি !
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি, শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান !
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্রতর বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি ;
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান ॥

[ইমনকল্যাণ, একতালা। গীতলিপি ৪।২৯] — ১৩ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৩১৮

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধ'রে কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি তারায় তারায় অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণ-ধারায় তোমারি গভীর বিরহ বাজে হে।
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়, তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,
কত প্রেমে হায়, কত বাসনায়, কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া, কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া,
তোমার বিরহ উঠেছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে হে॥

কানাড়া, চৌতাল। গীতলিপি [illegible]।২৪]—১২ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৩১৯

কবে আমি বাহির হ'লেম তোমারি গান গেয়ে,
সে ত আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আস্‌চি তোমায় চেয়ে,
সে ত আজকে নয়, সে আজকে নয়,
ঝরণা যেমন বাহিরে যায়, জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলাম জীবনধারা বেয়ে!
কতই নামে ডেকেছি যে, কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি, তার ঠিকানা না পেয়ে!
পুষ্প যেমন আলোর লাগি না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেম্‌নি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে!

, তেওরা। ৪।১৪]—৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৩২০

অসীম ধন তো আছে তোমার তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে।
দিয়ে তোমার রতনমণি আমায় করলে ধনী,
এখন দ্বারে এসে ডাকো রয়েছি দ্বার এঁটে।
আমায় তুমি করবে দাতা আপনি ভিক্ষু হবে,
বিশ্বভুবন মাত্‌ল-যে তাই হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ঐ রথে, নাম্‌বে ধূলা-পথে,
যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চল্‌বে হেঁটে হেঁটে॥

৩২১

জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জগতের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে, রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।
কতবার তুমি মেঘের আড়ালে, অমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণ কিরণে চরণ বাড়ালে, ললাটে সঁপিলে শুভ পরশন।
সঞ্চিত হ'য়ে আছে এই চোখে,
কত কালে কালে কত লোকে লোকে,
কত নব নব আলোকে আলোকে অরূপের কত রূপ দরশন।
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে,
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে,
কত দুখে সুখে, কত প্রেমে গানে, অমৃতের কত রস বরষণ॥

[মিশ্র কেদারা, কাওয়ালি। গীতলিপি ১।৫]—১০ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৩২২

আমারে তুমি অশেষ ক'রেছ, এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভ'রেছ জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত যে নদীতীরে বেড়ালে বহি ছোট এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে কাহারে তাহা কব।
তোমারি ঐ অমৃত পরশে আমার হিয়া খানি
হারাল সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি. দিতেছ দান দিবস বিভাবরী
হল না সারা, কত না যুগ ধরি কেবলি আমি লব॥

গীতলেখা ১।১৫]—৭ বৈশাখ ১৩১৯ বাং (১৯১২)

তুমি এসেছ

৩২৩

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর!
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর, সুন্দর, হে সুন্দর!
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হ'য়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্ গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর, সুন্দর, হে সুন্দর!
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হ'ল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রৈল প্রাণে সঞ্চিত;
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর, সুন্দর, হে সুন্দর!

দেশ, ঝাঁপতাল। গীতলেখা ২।১৬]—৩১ বৈশাখ ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৩২৪

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে, রব উঠেছে ভুবনে ;
নইলে ফুলে কিসের রং লেগেছে, গগনে কোন্ গান জেগেছে,
কোন্ পরিমল পবনে ?
দিয়ে দুঃখ সুখের বেদনা, আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া এলে তোমার সুর মেলিয়া,
এলে আমার জীবনে ॥

[বসন্তবাহার, দাদ্‌রা]— ১৬ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৯)

৩২৫

মন্দিরে মম কে আসিলে হে ! সকল গগন অমৃত-মগন,
দিশি দিশি গেল মিশি, অমানিশি দূরে দূরে !
সকল দুয়ার আপনি খুলিল, সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে !

[আড়ানা, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪০]

৩২৬

আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হোক্‌না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আঁখিতারা।
হারিয়ে যাওয়া মনটি আমার ফিরিয়ে তুমি আন্‌লে আবার
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি কুড়িয়ে তুমি লওগো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে গাঁথা তোমার ক'রে সারা ॥

[ভূপনারায়ণ, কাওয়ালি। গীতলেখা ২।২৬] ১০ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৩২৭

তোমার ভুবন-জোড়া আসনখানি
আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।
রাতের তারা, দিনের রবি, আঁধার আলোর সকল ছবি,
তোমার আকাশ-ভরা সকল বাণী, আমার হৃদয় মাঝে বিছাও আনি!
ভুবন-বীণার সকল সুরে, আমার হৃদয়-পরাণ দাও না পূরে;
দুঃখ সুখের সকল হরষ, ফুলের পরশ ঝড়ের পরশ,
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি, আমার হৃদয়মাঝে দিক্ না আনি॥

বেহাগ, তেওরা। গীতপঞ্চাশিকা ৭৭]

৩২৮

আজি যত তারা তব আকাশে,
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া,
মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত আমারি অঙ্গে বিকাশে।
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ, লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ,
আমার চিত্তে মিলি একত্রে তোমার মন্দিরে উছাসে।
আজি কোন খানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
নিখিল নিঃশ্বাস আজি এ বক্ষে বাঁশরীর মত বিলাসে॥

খাম্বাজ, ঠুংরি (দ্রুততাল)। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১১৪]

৩২৯

মহারাজ, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর-মাঝে !
চরণতলে কোটি শশী সূর্য্য মরে লাজে ।
গর্ব্ব সব টুটিয়া, মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া,
সকল মম দেহ মন বীণা সম বাজে ।
এ কি পুলক-বেদনা বহিছে মধুবায়ে,
কাননে যত পুষ্প ছিল, মিলিল তব পায়ে !
পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে ॥

[বেহাগ, ঝাঁপতাল । গীতলিপি ১।২৪]

৩৩০

রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে !
রহি রহি প্রভু তব পরশ-মাধুরী হৃদয়মাঝে আসি লাগে ।
রহি রহি শুনি তব চরণপাত হে মম পথের আগে আগে ।
রহি রহি মম মন-গগন ভাতিল তব প্রসাদ-রবি-রাগে ॥

[বৈতালিক ৫৭]

তোমার সুর

৩৩১

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর ;
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর !

কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর !
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর !
তোমায় আমায় মিলন হ'লে সকলি যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খে'লায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই ত ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর ॥

ছায়ানট, একতালা] গীতলিপি ৪।৩২]—২৭ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৩৩২

শোন তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্ত্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড় ছাড় কোলাহল ছাড় রে আপন কথা।
আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার ;
কে শুনে সে মধু বীণারব ! অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হ'ল বাহির ॥

ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৬৩]

৩৩৩

বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে গগনে লোকে লোকে।
তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা !
সুখ দুখ তব বাণী, জনম মরণ বাণী তোমার ;
নিভৃত গভীর তব বাণী, ভক্ত-হৃদয়ে শান্তি-ধারা ॥

ভৈরব, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি, ৪।২২]

৩৩৪

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুর্‌ব না আর, ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার, ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে, অমর হ'য়ে রব মরি !
যে গান কানে যায় না শোনা, সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে !
চিরদিনের সুরটি বেঁধে, শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি, তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি ॥

(খাম্বাজ, ঠুংরি। গীতলিপি ১।৩১)—১২ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৩৩৫

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে,
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে ॥

[পূরবী, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১৭]

৩৩৬

বাজাও তুমি, কবি, তোমার সঙ্গীত সুমধুর,
গম্ভীরতর তানে, প্রাণে মম ;
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর, নির্ঝর তব পায়ে !
বিসরিব সব দুঃখ, চিন্তা, অতৃপ্ত বাসনা,
বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে অনুখন আনন্দ-বায়ে ॥

[বাহার, সুরফাক্তা ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪১]

৩৩৭

এ মধুর রাতে বল কে বীণা বাজায় !
আপন রাগিণী আপন মনে গায় !
নাচিছে চন্দ্রমা সে গীত-ছন্দে, গ্রহ গ্রহেরে ঘিরি নাচে আনন্দে ;
গোপন গানে হেন কে সবে মাতায় !
যাঁর মন্ত্রে হেন মোহন তন্ত্র, যাঁর কণ্ঠে হেন মোহন মন্ত্র,
না জানি সুন্দর সে কি শোভায় !
কোথা সে বীণা, কোথা সে বাণী, কোথা সে শতদল ফোটে না জানি,
প্রাণ-মরাল চাহে ভাসিতে তাঁর পায় ॥

[মিশ্র খাম্বাজ, কাহারবা। কাকলি ২।২৫]

৩৩৮

ঐ কে গায় সুদূর সঙ্গীত, জগৎ ভুলায় মধুর স্বরে !
যত শুনি তত মধুময় গান, তৃষাকুল করে অন্তরে রে।
উদার প্রেমে সবায় ভালবাসে, জগতে হাসায় আপনি হেসে,
গান গেয়ে কেড়ে লয় প্রাণ, সহজ মানুষে পাগল করে।
তাঁরে চাহে না কেউ, ডাকে না কেউ,
কাছে গেলে ফিরে দেখে না কেউ,
আপনার নাম আপনি বিলায়, দুঃখী পাপীদের ঘরে ঘরে।
শোন শোন জগৎ-জন, বধিরে থেকো না, আঁধারে নয়ন,
ভুবন-মোহনে করিয়া বরণ, বসাও হৃদয়-মন্দিরে ॥

[আলাইয়া, চৌতাল]

৩৩৯

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে,
মিলাব তাই জীবন গানে।
গগনে তব বিমল নীল, হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে।
বাজায় উষা নিশীথ-কূলে যে গীত-ভাষা,
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা,
ফুলের মত সহজ সুরে প্রভাত মম উঠিবে পূরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে॥

[কানাড়া ঝাঁপতাল]

৩৪০

প্রভু, তোমার বীণা যেম্‌নি বাজে আঁধার মাঝে,
অম্‌নি ফোটে তারা,
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে আমার প্রাণে বাজে তেম্‌নি ধারা।
তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে কি গৌরবে হৃদয় অন্ধকারে!
তখন স্তরে স্তরে আলোক রাশি উঠ্‌বে ভাসি চিত্ত-গগন-পারে।
তখন তোমারি সৌন্দর্য্যছবি, ওগো কবি, আমার পড়্‌বে আঁকা,
তখন বিস্ময়ে রবে না সীমা, ঐ মহিমা আর যাবে না ঢাকা।
তখন তোমার প্রসন্ন হাসি পড়্‌বে আসি নবজীবন পরে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব ধন্য হব চিরদিনের তরে॥

[কানাড়া, তেওরা। গীতলেখা ২।৫৩]

৩৪১

বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে।

অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্না-রজনী মাঝে,

কাজল ঘন মাঝে, নিশি-আঁধার মাঝে,

কুসুম-সুরভি মাঝে, বীণ-রণন শুনি যে, প্রেমে প্রেমে বাজে।

নাচে নাচে, রম্য তালে নাচে।

তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,

জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,

ভকত হৃদয় নাচে বিশ্ব-ছন্দে মাতিয়ে, প্রেমে প্রেমে নাচে।

সাজে সাজে, রম্য বেশে সাজে।

নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,

ধরণী-ধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে,

প্রণত চিত্ত সাজে, বিশ্ব শোভায় লুটায়ে, প্রেমে প্রেমে সাজে॥

ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৬।১২]

৩৪২

কি সুর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে!

কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কি ধন মাগি,

তাকাই কেন পথের পানে, আমিই জানি, মনই জানে!

দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে বনের বাসে,

সকাল সাঁঝে বাঁশী বাজে, বিকল করে সকল কাজে;

বাজায় কে যে কিসের তানে, আমিই জানি, মনই জানে!

পিলু বারোঁয়া, ঠুংরি। গীতলিপি ৬।১৯]

৩৪৩

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝ'রে
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে।
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে,
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে।
নিশিদিন এই জীবনের সুখের পরে দুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝ'রে।
যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে
তোমার ঐ বাদল বায়ে দিক্ জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝ'রে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝ'রে॥

[বেহাগ, খেম্‌টা। কেতকী ৪৯]—২৫ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৩৪৪

বিশ্ব-রাজালয়ে বিশ্ব-বীণা বাজিছে !
স্থলে জলে নভতলে, বনে উপবনে, নদী নদে, গিরি-গুহা পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত-মধুরিমা, নিত্য নৃত্য-রস-ভঙ্গিমা !
নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি মর্ম্মর পল্লব-পুঞ্জে ;
পিক-কূজন পুষ্পবনে বিজনে।

তব স্নিগ্ধ সুশোভন লোচন-লোভন শ্যাম সভাতল-মাঝে,
কল-গীত সুললিত বাজে !
তোমার নিঃশ্বাস-সুখ-পরশে উচ্ছ্বাস হরষে,
পল্লবিত মঞ্জরিত গুঞ্জরিত উল্লসিত সুন্দর ধরা ;
দিকে দিকে তব বাণী, নব নব তব গাথা, অবিরল রস-ধারা !

[শঙ্করাভরণ, ফের্‌তা। কেতকী ১ শেফালি ১]

৩৪৫

তুমি একলা ঘরে ব'সে ব'সে কি সুর বাজালে
প্রভু আমার জীবনে।
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু গভীর গোপনে।
দিনের আলোর আড়াল টানি কোথায় ছিলে নাহি জানি,
অস্ত রবির তোরণ হ'তে চরণ বাড়ালে, আমার রাতের স্বপনে।
আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী,
সে যে তোমার বাঁশরী।
আমি শুনি তোমার আকাশ-পারের তারার রাগিণী
আমার সকল পাসরি।
কানে আসে আশার বাণী, খোলা পাব দুয়ারখানি,
রাতের শেষে শিশির-ধোয়া প্রথম সকালে
তোমার করুণ কিরণে॥

[মিশ্র বেহাগ, একতালা। গীতপঞ্চাশিকা ৮৪]

৩৪৬

তুমি কেমন ক'রে গান কর হে গুণী,
অবাক্ হ'য়ে শুনি, কেবল শুনি !
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে, সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।
মনে করি অম্‌নি সুরে গাই, কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।
কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে,
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে !
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে,
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি ॥

[বেহাগ, কাওয়ালি]—১০ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৩৪৭

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে নাচে আগুন তালে তালে,
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে !
আঁধারের তারা যত অবাক্ হ'য়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে !
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল উঠ্‌ল ফুটে স্বর্ণ-কমল,
আগুনের কি গুণ আছে কে জানে !

[কীর্ত্তনের সুর, খেম্‌টা। গীতলেখা ২।৪০]—২৪ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৩৪৮

এই তো তুমি সূর্য্য-আলোকে, এই তো তুমি অরুণ-আকাশে,
এই তো তুমি প্রভাত-পুলকে, এই তো তুমি পুষ্প বিকাশে !
এই তো তুমি পাখীর কণ্ঠে, গেয়ে ওঠ এমন আনন্দে,
ঝর্‌না-ধারার গভীর ছন্দে বেজে ওঠে দখিন বাতাসে।
এই তো তুমি আমার হৃদয়ে চলেছ আজ বিশ্ব-বিজয়ে,
এই তো তুমি প্রাণের আনন্দে বাজাও আমায় এমন ছন্দে।
এই তো তুমি গানে গানে জেগেছ মোর প্রাণে প্রাণে,
বর্ষা শরৎ কতই বসন্তে লিখে গেছ হৃদয়-আকাশে ॥

[মিশ্র ভয়রোঁ, দাদ্‌রা। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৪৩ শক]

৩৪৯

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি,
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায়
আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধূলায় ধূলায় জাগে পরম বাণী ॥
তখন সে-যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন-সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি !

[গীতবীথিকা]

আমার গান

৩৫০

তুমি যখন গান গাহিতে বল', গর্ব্ব আমার ভ'রে ওঠে বুকে ;
দুই আঁখি মোর করে ছলছল, নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।
কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে, গলিতে চায় অমৃতময় গানে,
সব সাধনা আরাধনা মম উড়িতে চায় পাখীর মত সুখে।
তৃপ্ত তুমি আমার গীত রাগে, ভাল লাগে, তোমার ভাল লাগে !
জানি আমি এই গানেরি বলে বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।
মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপ্‌নাকে যাই ভুলে, বন্ধু ব'লে ডাকি মোর প্রভুকে॥

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৩৫১

তব সিংহাসনের আসন হ'তে এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে নাথ থেমে।
একলা ব'সে আপন মনে গাইতেছিলাম গান,
তোমার কানে গেল সে সুর, এলে তুমি নেমে।
তোমার সভায় কত যে গান, কতই আছে গুণী,
গুণহীনের গানখানি আজ বাজ্‌ল তোমার প্রেমে।
লাগ্‌ল সকল তানের মাঝে একটি করুণ সুর,
হাতে ল'য়ে বরণমালা এলে তুমি নেমে॥

[মিশ্র বারোঁয়া, দাদরা। গীতলিপি ৫।৩৭]—২৭ চৈত্র ১৩১৩ বাং (১৯০৭)

৩৫২

আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান।
আমি তোমার ভুবন-মাঝে, লাগিনি নাথ কোন কাজে,
শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ।
নিশায় নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো গাইতে, হে রাজন্!
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে বাজবে বীণা সোনার সুরে,
আমি যেন না রই দূরে, এই দিয়ো মোর মান॥

পরজ বসন্ত, তেওরা। গীতলিপি ২।২৭]—১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৩৫৩

জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ!
ধন্য হ'ল, ধন্য হ'ল মানব-জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে, সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি;
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি।
এখন সময় হয়েছে কি? সভায় গিয়ে তোমায় দেখি,
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব, এ মোর নিবেদন॥

[illegible]রদা, একতালা। গীতলিপি ৫।৫]

৩৫৪

ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান,
হে আমার নাথ, এই ত তোমার দান।
ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি,
আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি,
তুমি নিজ হাতে তারে তুলে লও স্নেহে হাসি,
দয়া ক'রে প্রভু রাখ মোর অভিমান।
তারপরে যদি পূজার বেলার শেষে
এ গান ঝরিয়া ধরার ধূলায় মেশে,
তবে ক্ষতি কিছু নাই ; তব করতলপুটে
অজস্র ধন কত লুটে, কত টুটে!
তারা আমার জীবনে ক্ষণকাল তরে ফুটে,
চিরকাল তরে সার্থক করে প্রাণ॥

৯ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৩৫৫

আমার সুরে লাগে তোমার হাসি।
যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ দোলে আসি।
দিবা নিশি আমিও যে ফিরি তোমার সুরের খোঁজে,
হঠাৎ এ মন ভোলায় কখন তোমার বাঁশি।
আমার সকল কাজই রইল বাকি, সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি,
আমার গানে তোমায় ধ'র্‌ব ব'লে উদাস হ'য়ে যাই যে চ'লে ;
তোমার গানে ধরা দিতে ভালবাসি॥

[নবগীতিকা ১।৪৫]

৩৫৬

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।
বাতাস বহে, মরি মরি! আর বেঁধে রেখো না তরী,
এস এস পার হ'য়ে মোর হৃদয় মাঝারে।
তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে!
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে!
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি,
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে?

[ইমনকল্যাণ, দাদ্‌রা। গীতলেখা ২।৫৭]—২৮ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৩৫৭

আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে,
উঠিবে বাজি তন্ত্রী-রাজি মোহন অঙ্গুলে।
কোমল তব কমল-করে পরশ কর পরাণ পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ-মূলে।
কখনো সুখে কখনো দুখে, কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি রবে নীরবে, রহিবে যবে ভুলে;
কেহ না জানে কি নব তানে উঠিবে গীত শূন্য পানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে॥

[খাম্বাজ, একতালা]

৩৫৮

লহ লহ তুলে লহ নীরব বীণাখানি।
তোমার নন্দন নিকুঞ্জ হ'তে সুর দেহ তায় আনি,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
আমি আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে তোমার আশ্বাসে,
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
পাষাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে,
পরশ দিয়ে সরস কর ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে আমার চিত্ত মাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহ টানি,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর॥

[কীর্ত্তনের সুর, ঝাঁপতাল]

৩৫৯

জাগ জাগ রে, জাগ সঙ্গীত, চিত্ত-অম্বর কর তরঙ্গিত,
নিবিড়-নন্দিত প্রেম-কম্পিত হৃদয়-কুঞ্জ-বিতানে।
মুক্ত-বন্ধন সপ্ত সুর তব করুক বিশ্ব বিহার,
সূর্য্য-শশি-নক্ষত্র-লোকে করুক হর্ষ প্রচার,
তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ নন্দন-হার,
পূর্ণ কর রে গগন-অঙ্গন তাঁর বন্দন গানে॥

[দেশ, তেওরা। গীতলিপি ১।১০]

৩৬০

দিবস-যামী রইতে দাও গানে গানে গানে!
সকল বোঝা বইতে দাও গানে গানে গানে!
দুঃখ যেদিন দারুণ হবে, ঝঞ্ঝা মেঘের বার্ত্তা ক'বে,
সে দুঃখ-রাতে রইতে দাও গানে গানে গানে।
সকাল সাঁঝে রইতে দাও গানে গানে গানে;
সকল কাজে রইতে দাও গানে গানে গানে।
বাজুক রে গান বিশ্ব জুড়ে, স্থলে জলে, হৃদয়-পুরে,
সকল কথা কইতে দাও গানে গানে গানে॥

[বিহারী, তেওরা। স্বরলিপি "স্বপন-খেয়া" পুস্তকে]

৩৬১

এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।
তার হৃদয়-বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে।
নিশীথ-রাতের নিবিড় সুরে, বাঁশিতে তান দাও হে পূরে,
যে তান দিয়ে অবাক্ কর গ্রহ শশীরে।
যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবন মরণে
গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে;
বহুদিনের বাক্যরাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি,
একলা ব'সে শুনব বাঁশি অকূল তিমিরে॥

[কানাড়া, একতালা। গীতলিপি ৩।৩৪]—৩০ চৈত্র ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৩৬২

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ্-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।
আমার একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে।
আমার এ তার বাঁধা কাছের সুরে, ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে!
তোমার গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে,
বিশ্ব-হৃদয়-পারাবারে রাগ-রাগিণীর জাল ফেলাতে?

[মিশ্র খাম্বাজ, দাদ্‌রা। কাব্যগীতি, ৩৬]

৩৬৩

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে,
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে।
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায়ে বেদনা অ-ঝরা অশ্রুনীরে,
অশ্রুত বাঁশী হৃদয় গহনে বাজে।
ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান ;
পরাণের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানিনা কখন নিজে বেছে লও তুলে,
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে,
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে॥

[কীর্ত্তনের সুর, দাদ্‌রা]

চতুর্থ অধ্যায়

কৃতজ্ঞতা ; দর্শন ও আনন্দ ; প্রেমভক্তি ; সমগ্র জীবনের অনুভূতি ও নিবেদন

জীবনে তোমার এত দয়া !

[দ্বিতীয় অধ্যায়, "তুমি করুণাময়, তুমি প্রেমময়" দ্রষ্টব্য]

৩৬৪

এত দয়া পিতা তোমার, ভুলিব কোন্ প্রাণে আর !
দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে ;
তবু পুত্র ব'লে, স্থান দিয়ে কোলে, পদে পদে বিপদেতে করিছ উদ্ধার !
প'ড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে,
ব্যাকুল হইয়ে, 'কোথা দয়াময়' ব'লে হে ;
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে, তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার !
কে জানে এমন ক'রে ভালবাসিতে পাপীরে তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে ;
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী, তথাপি দুর্ব্বল ব'লে ক্ষম বারম্বার !
জানিলাম নানা মতে, তোমা বিনা এ জগতে,
কেহ নাহি আর আপনার হে ;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত, নিজ গুণে পাপী জনে কর ভবে পার ॥

[ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ, ঠুংরি]—১ অগ্রহায়ণ ১৭৯৩ শক (১৮৭১)

৩৬৫

দয়াময়ী মা গো আমার !

রোগে শোকে দয়া, সুখে দুখে দয়া, জীবনে মরণে করুণা তোমার ।
নিরাশায় যবে হই গো ম্লান, তোমার দয়া আসি করে আশা দান,
মোহের পাথারে, রিপুর সমরে, তোমার দয়া করে শকতি সঞ্চার ।
করুণা-রূপিণী জগতের মাতা, চির বন্ধু সখা স্নেহময় পিতা,
দীনহীন-গতি মঙ্গল-বিধাতা, বরষিছ প্রাণে অমৃত-ধার ;
তোমার করুণা গৃহ-পরিবারে, তোমার করুণা অন্তরে বাহিরে,
তোমার করুণা লোকলোকান্তরে, ঐ করুণা-সাগরে দিতেছি সাঁতার

[ভৈরবী, একতালা]

৩৬৬

আমি ত তোমারে চাহি নি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ !
চির আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলা পেয়েছ ;
আমি দূরে ছুটে যেতে দুহাত পসারি ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ !
'ও পথে যেও না, ফিরে এস' ব'লে কাণে কাণে কত ক'য়েছ ;
আমি তবু চ'লে গেছি ; ফিরা'য়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ !
এই চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি ব'য়েছ ;
আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে, বুকে ক'রে নিয়ে রয়েছ !

[মিশ্র কানাড়া, একতালা]

৩৬৭

আমি অকৃতী অধম ব'লেও তো কিছু কম ক'রে মোরে দাওনি !
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাওনি !
তব আশীষ-কুসুম ধরি নাই শিরে, পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাওনি !
আমি ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে,
সুধাপান ক'রে মরি গো পিয়াসে ;
তবু যাহা চাই সকলি পেয়েছি, তুমি তো কিছুই পাওনি !
আমায় রাখিতে চাও গো বাঁধনে আঁটিয়া, শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি, ছেড়ে গেছ ; ফিরে চেয়ে দেখি, এক পা-ও ছেড়ে যাওনি !

বেহাগ, একতালা]

৩৬৮

তোমার মতন কে আছে এমন বিশ্ব-ভুবনে !
কাছে থাক, সঙ্গে রাখ, পালিতেছ নিশিদিনে।
যবে ছুটে যাই পাপ-গহনে, 'যেও না বাছা' বল কাণে কাণে,
শোকের অনলে যবে প্রাণ জ্বলে, সান্ত্বনা দাও মধুর বচনে।
যখন একাকী বসিয়ে বিরলে, শূন্য হৃদয়ে চাহি সর্ব্বস্থলে,
দেখি তখনি আছি তোমার কোলে, চাহি অনিমেষে ঐ মুখ পানে ;
যতন করিয়া গড়েছ আমায়, কতই যতনে পালিছ সদায় !
মা আমার তুমি, তোমারি আমি, এই আশা ল'য়ে বসেছি চরণে॥

[ভৈরবী, একতালা]

৩৬৯

আঁখিজল মুছাইলে, জননী, অসীম স্নেহ তব !
ধন্য তুমি গো, ধন্য ধন্য তব করুণা ।
অনাথ যে, তারে তুমি মুখ তুলে চাহিলে,
মলিন যে, তারে বসাইলে পাশে ;
তোমার দুয়ার হ'তে কেহ না ফিরে, যে আসে অমৃত-পিয়াসে !
দেখেছি আজি তব প্রেম-মুখ-হাসি, পেয়েছি চরণচ্ছায়া,
চাহি না আর কিছু, পূরেছে কামনা, ঘুচেছে হৃদয়-বেদনা !

[রামকেলি, কাওয়ালি । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৪]

৩৭০

কে গো এত ভালবেসে আছ পাপীর এত কাছে !
এত ভাল না বাসিলে ও-প্রেম কি নাহি বাঁচে ?
অবস্থার স্রোতে যারে ফেলে গেছে এক ধারে,
(ঐ) স্নেহ-দৃষ্টি প্রেম-বৃষ্টি কবে তারে ছাড়িয়াছে ?
যত প্রেম ছিল তোমার, সব কি ঢেলে দিলে এবার ?
(বল') তোমার ভালবাসিবার আর কি কেহ নাহি আছে ?
ভালকে বাসিতে ভাল চায় সবে চিরকাল,
(কিন্তু) মন্দকেও তোমার মত কে বা ভালবাসিয়াছে !
অযোগ্য অপাত্রে হেন এত ভালবাস কেন,
(বল') ও প্রেম কি ভাল মন্দ সাধু পাপী নাহি বাছে ?
তোমার মত' বল' কবে, ভালবাসিব গো সবে,
(কবে) আঁচল-ধরা ছেলের মত', ফিরব তোমার পাছে পাছে ।

[খাম্বাজ, যৎ । সুর, "কার মা এমন দয়াময়ী"]

৩৭১

তোমার করুণা অমিয়মাখা, হৃদয় উথলে স্মরণে,
কত যে ভালবাসিছ পিতা, বলিব তাহা কেমনে !
তব কৃপা-তরী লাগাইয়া তীরে, 'আয় পাপী' ব'লে ডাকিতেছ ধীরে,
কেহ যে বোঝেনা, সে ডাক শোনেনা, সবে মাতোয়ারা গরল পানে।
(আমি যে বুঝিনা, সে ডাক শুনিনা, সদা মাতোয়ারা গরল-পানে।)
সুখে দুখে রাখি কাছে কাছে থাকি, পোড়ায়ে পরীক্ষার আগুনে,
নবপ্রাণ দানে জগতজনে লইছ আপন সদনে ॥

পূরবী, খয়রা। সুর "বলরে বলরে বলরে বল" }—৪ নভেম্বর, ১৮৯৪

৩৭২

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে,
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভ'রে !
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান, আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহা দানেরি যোগ্য ক'রে,
অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে বাঁচায়ে মোরে।
আমি কথনো বা ভুলি কথনো বা চলি তোমার পথের লক্ষ্য ধ'রে ;
তুমি নিষ্ঠুর, সম্মুখ হ'তে যাও যে স'রে।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়, নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন তব মিলনেরি যোগ্য ক'রে ;
আধা ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে বাঁচায়ে মোরে ॥

শু কামোদ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।৪৩ }—১৩১৩ বাং (৯০৬)

৩৭৩

কত ভালবাস গো মা, মানব-সন্তানে, (পাপী)
মনে হ'লে প্রেম-ধারা ঝরে দু'নয়নে গো মা!
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুখ-পানে প্রেম-নয়নে ডাকিছ মধুর বচনে ;
বার বার প্রেমভরে ডাকিছ গো মা!
(প্রেম-বাহু প্রসারিয়ে, স্নেহে বিগলিত হ'য়ে, আয় আয় আয় ব'লে,
অপরাধ ক্ষমা ক'রে, হাসিমুখে প্রেমভরে, ও মা আনন্দময়ী,
জীবের দশা মলিন দেখে,—ডাকিছ গো মা!)
আমাদেরি জন্যে স্বর্গ-নিকেতনে গো মা,
কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি, রেখেছ যতনে,
নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে গো মা!
তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি নে গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে ;
লইনু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে গো মা!

খাম্বাজ, একতালা]

৩৭৪

এ কি করুণা তোমার, ও হে করুণানিধান!
অধম পতিত জনে এত তোমার করুণা কেন ?
আমি যতই তোমারে ছেড়ে থাকিতে চাই দূরে দূরে,
তত তুমি প্রেম-ভরে কর মোরে আলিঙ্গন।

যে জন সতত গরল পানে,
থাকিতে চায় অচেতনে,
তুমি কেন মায়ের মত, জোর ক'রে সুধা করাও পান
তুমি পবিত্র সুন্দর হরি, ভক্ত-হৃদয়-বিহারী,
আমার মলিন হৃদয়-দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন অনুক্ষণ!
(কাঙালের বেশে হে)
যদি ছাড়িবে না এ অধমে,
দিবে স্থান অভয়-ধামে,
তবে দয়া ক'রে ও চরণে বেঁধে রাখ চিরদিন ॥

[কীর্তনভাঙ্গা সুর, ঝাঁপতাল]

৩৭৫

তব আশা-বাণী শুনি, আহা, হৃদয়-মাঝে,
বাজিল মধুর বাঁশরী বিমল তানে,
বহিল বসন্ত-সমীরণ, প্রাণ জুড়াইল!
তুমি মঙ্গল-বিধাতা, করুণাময় পিতা,
তব প্রেম-বিমলভাতি পূর্ব্ব গগনে ঊষা ফুটাইল।
তুমি গো বিশ্বজননী, কত না স্নেহ যতনে,
কুসুমদল চিত্রিলে বিচিত্র বরণে;
এ চারু ধরণী সাজাইলে কত না মণি কাঞ্চন রতন ভূষণে!
হেরি সে শোভা অখিল মন মোহিল ॥

[দেশ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১৮]

দয়ার গুণ

৩৭৬

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ-শাসনে !
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব, তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত-হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা তোমার প্রেম হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয়, নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে ?
জয় করুণাময়, জয় করুণাময় ! তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে ॥

[বাহার, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩১]

৩৭৭

আজি কোন্ ধন হ'তে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত !
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে,
মর্ম্ম-মাঝারে শল্য বরষে,
তবু প্রাণ মন পীযূষ পরশে, পলে পলে পুলকাঞ্চিত।
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না,
ও গো পরম পরাণবল্লভ !
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার তব সকরুণ কর-পল্লব।

নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক্,
আমি থাকি চির-লাঞ্ছিত,
শুধু তুমি এ জীবনে, নয়নে নয়নে, থাক থাক চিরবাঞ্ছিত ॥
[মিশ্র কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩২]

৩৭৮

তোমার অভয় পদ সর্ব্বরত্নসার, আমি চাহি গো এবার।
কোন অভাব রবে না আমার, পূর্ণ হবে হৃদয়-ভাণ্ডার।
গিয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে, বলিব আদর করে,
মা আমারে দয়া ক'রে দিয়েছেন এই অলঙ্কার।
মা, তোমার পদপ্রসাদে, থাকিব সদা নিরাপদে,
পড়্‌ব না আর কোন আপদে, এবার বিপদে হব উদ্ধার।
সকলে দেখাব ডেকে, পাপের দাগ গিয়েছে ঢেকে,
অভয়-পদ বুকে রেখে কি বা শোভা চমৎকার !
জননি, কি বল্‌ব গো আর, তোমার কৃপার ব্যাপার অপার ;
তব পদে চির-ভক্তি যেন থাকে গো আমার ॥
[খাম্বাজ, আড়খেমটা]

৩৭৯

নয়ন বাহিয়ে ঝরে ঝরণা শত,
পেয়ে তব করুণামৃত, তপত এ হৃদি-কমলে।
দীনজনের প্রাণ-বন্ধু, তোমারে পাইলে,
কি ধন না পাই, আনন্দসিন্ধু হৃদে উথলে ॥
[তিলক কামোদ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯৮]

৩৮০

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি,
কে যেন সে দিন আঁখি-তারকায়, মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়,
সুন্দর, তব সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি।
স্ফুটতর ঐ নভো-নীলিমায়, উজ্জ্বলতর শশধর-ভায়,
সুমধুরতর পঞ্চমে গায়, কুঞ্জ-ভবনে পাখী।
দেহ-হৃদয়ে পাই নব বল, দূরে যায় সব ক্ষুদ্রতা ছল,
কে যেন বিশ্বপ্রেম সরল প্রাণে দিয়ে যায় মাখি।
যেন গো তোমার পুণ্য-পরশ, ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ, বিবশ হইয়া থাকি ॥

ভৈরবী, একতালা]

দীনতা

৩৮১

ঐ আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ ?
চিরজনম এমন ক'রে ভুলিও না ক।
অসম্মানে আন টেনে পায়ে তব,
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।

আমি তোমার যাত্রিদলের রব পিছে,

স্থান দিও হে আমায় তুমি সবার নীচে,

প্রসাদ লাগি কতই লোকে আসে ধেয়ে,

আমি কিছু চাইব না ত, রইব চেয়ে।

সবার শেষে যা বাকি রয়, তাহাই লব,

তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব॥

[illegible]নের সুর, ঠুংরি। গীতলিপি ১।৩৭]—১০ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৩৮২

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি আমারে করি প্রচার হে।

মোহ-বশে পাছে ঘিরে আমায় তব নাম-গান-অহঙ্কার হে!

তোমার কাছে কিছু নাহি ত লুকানো,

অন্তরের কথা তুমি সব জানো,

আমি কত দীন, আমি কত হীন, কেহ নাহি জানে আর হে!

ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম,

বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,

তাই আমার পাছে জাগে অভিমান, গ্রাসে আমায় আঁধার হে!

পাছে প্রতারণা করি আপনারে,

তোমার আসনে বসাই আমারে,

রাখ মোহ হ'তে রাখ তম হ'তে, রাখ রাখ বার বার হে!

[illegible]া, একতালা]

৩৮৩

গরব মম হরেছ প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ!
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ!
তোমারে আমি পেয়েছি বলি, মনে মনে যে মনেরে ছলি,
ধরা পড়িনু সংসারেতে করিতে তব কাজ,
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ!
জানি নে নাথ আমার ঘরে, ঠাঁই কোথা যে তোমারি তরে,
নিজেরে তব চরণ পরে সঁপিনি, রাজ-রাজ!
তোমারে চেয়ে দিবসযামী আমারি পানে তাকাই আমি,
তোমারে চোখে দেখি নে স্বামী তব মহিমা-মাঝ,
কেমনে মুখ সমুখে তব, তুলিব আমি আজ!

[দেশ-মল্লার, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৯৭]

৩৮৪

নামাও নামাও আমায় তোমার চরণ-তলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন নয়ন-জলে।
একা আমি অহঙ্কারের উচ্চ অচলে;
পাষাণ-আসন ধূলায় লুটাও, ভাঙ' সবলে।
কি ল'য়ে বা গর্ব্ব করি ব্যর্থ জীবনে!
ভরা গৃহে শূন্য আমি তোমা বিহনে।
দিনের কর্ম্ম ডুবেছে মোর আপন অতলে,
সন্ধ্যাবেলার পূজা যেন যায় না বিফলে॥

মাঘ ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৩৮৫

রক্ষা কর হে !

আমার কর্ম্ম হইতে আমায় রক্ষা কর হে !
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে ;
আপন চিন্তা গ্রাসিছে আমায়, রক্ষা কর হে !
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা-জালে ;
ছলনা-ডোর হইতে মোরে রক্ষা কর হে ।
অহঙ্কার হৃদয় দ্বার রয়েছে রোধিয়া হে ;
আপনা হ'তে আপনায় মোরে রক্ষা কর হে ॥

[ম[illegible]সোয়ারি, চৌতাল]

৩৮৬

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে !
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে !
নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে ।
আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার জীবন-মাঝে ;
যাচি হে তোমার চরম শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্মদলে !

[ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৪।২২]—১৩১৩ বাং (১৯০৩)

দেখা দাও, কাছে থাক

[ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

৩৮৭

ভিখারী ডাকে দ্বারে হে, শোন দয়ার ঠাকুর !
তৃষিত আত্মা জুড়াতে চাহে, থেকো না থেকো না দূর ;
পিয়াসু প্রাণে আসিয়ে সিঞ্চহ অমিয় সুমধুর !
আঁখির আলো, প্রাণ তুমি, কৃপানিধান হে,
নিরাশ ক'রো না, আঁধারে রেখো না, মাগি এ কাতরে।
কোথা যাব আর, কে আছে আমার, কে দুঃখ নিবারে !
আশার কথা কে আর কহিবে, তুমি ডেকে লও ঘরে ॥

[ধুন, একতালা]

৩৮৮

দরশন দাও হে হৃদয়-সখা, পূর্ণ কর হে আশ,
নয়নেরি আলো তুমি মম।
দেখিলে তোমারে হৃদয় জুড়ায় হে, প্রেমভরে ডাকি ঘন ঘন।
প্রাণমন দিনু স'পিয়ে তব পদে, এস এস ও হে হৃদয়ের প্রিয়ধন,
কাঁদি হে দিবানিশি তোমার পিয়াসে, কর শান্তির বারি বরিষণ ॥

[কেদারা, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১৩]

৩৮৯

দরশন দাও হে কাতরে !
দীন হীন আমি রোগে আতুর, শোকে আকুল, মলিন বিষাদে ॥

[মিশ্র বেলাওল, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৪১]

৩৯০

তব দর্শন লাগি আঁখি জাগে, এস এস চিরবন্ধু হে।
কত দিবা কত রজনী তব তরে আঁখি ঝরে।
(আমার) কত যে বিরহ বেদনা, কত যে মরম-যাতনা,
আছি সব স'য়ে তোমারি লাগিয়ে, জান ত হৃদয়স্বামী হে।
কত যে প্রেমধারা ঢেলেছ, কত যে অশ্রুবারি মুছেছ,
তাই আশা ল'য়ে ব্যথিত হৃদয়ে পথপানে চেয়ে আছি হে॥

[লাইয়া-ধুন, কাওয়ালি]

৩৯১

তোমারি, নাথ, তোমারি চিরদিন আমি হে।
সুখে দুঃখে পাপে, আমি তোমারি, নাথ, তোমারি হে।
দেখো দেব, দেখো দেখো, এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো,
অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব দুখ॥

[ঝিঁঝিট, মধ্যমান]

৩৯২

কে জুড়াবে এ প্রাণ আমার, তোমা বিনে পতিত-পাবন!
নিরাশের আশা তুমি, দুর্ব্বলের বল তুমি,
তাইতে ডাকি তোমায় প্রভু, কৃপা কর দীনশরণ!
নাহি ধন মানে তৃষা, নাহি অসার সুখের আশা,
কেবল তোমায় পাবার আশা, পূরাও আশা দিয়ে চরণ॥

[যোগশ্রী, আড়া]

৩৯৩

হে প্রভু পরমেশ্বর, তব করুণা
মন্দমতি আমি গাহিব বাসনা ; কি গাব হে কি জানাব !
তুমি ভূমা অগম্য, দীন আমি যে অধম মলিন।
জনক জননী তুমি সবাকার, সাহস ধরি তাই এসেছি দুয়ার,
তব ভক্তজনে প্রভু দাও দরশন।
মম সুকৃতি দুষ্কৃতি সব জান, ভ্রমি দূরে দূরে তব গৃহে আন ;
ল'য়ে যাও, জননী, মৃত্যু হ'তে অমৃতে।
বল হে তোমারে আমি কেমনে পাব ? কার দ্বারে যাব ?
তুমি না লহ যদি, নাহি অন্য গতি, ডাকি দীনদয়াল !
তব ভক্তজনে প্রভু দাও দরশন ॥

[টোড়ি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭৯]

৩৯৪

বড় আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী !
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো !
আর আমি যে কিছু চাহি নে, চরণ-তলে ব'সে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহি নে, জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা, কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব!
ঐ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী ॥

[কর্ণাটী ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

৩৯৫

থেকো না থেকো না দূরে, নাথ !
সম্পদ কালে, ঘোর বিপাকে, পাপ-বিকারে, চিরদিন আমি তোমারি
ধন মান চাহি না তোমা হ'তে, দেও এই অধিকার,
নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি ॥

[দেশ, তেওট । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯২]

৩৯৬

তুমি নাহি দিলে দেখা, কেহ কি দেখিতে পায় ?
তুমি না ডাকিলে কাছে, সহজে কি চিত ধায় ?
তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার,
ও হে নাথ, সাধ্য কার, ধ্যানেতে ধরে তোমায় ?
মনেরে বুঝাই এত, তুমি বাক্য-মনাতীত,
তবু সদা ব্যাকুলিত, তোমারে দেখিতে চায় ।
দিয়ে দীনে দরশন, কর হে কীর্ত্তি স্থাপন,
ও হে লজ্জা-নিবারণ, শীতল কর হৃদয় ॥

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

৩৯৭

নিকটে নিকটে থাক, হে নাথ তারণ,
পতিত-পাবন, অধম উদ্ধারণ !
তুমিই মম জ্ঞান, তুমিই মম ধ্যান, তুমিই মম সাধন ॥

[জয়জয়ন্তী কোকব, ঝাঁপতাল]

৩৯৮

তোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে !
প্রেম-কুসুমের মধু সৌরভে, নাথ, তোমারে ভুলাব হে।
তোমার প্রেমে সখা সাজিব সুন্দর,
হৃদয়-হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর ?
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে ॥

[দেশ-খাম্বাজ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২২৬]

৩৯৯

ও হে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তুমি প্রাণেশ্বর হৃদয়নাথ,
হৃদয়ে দেখা দেও হে !
আঁধার হৃদয় আলো কর, মোচন কর পাপভার,
নিত্য নিয়ত হৃদে বিহার', দীনে শরণ দেও হে !
যবে পাই তোমা ধনে, সকলি নিরখি সুধাময়, জ্যোতির্ম্ময় শোভাময়
পাইলে তোমারে মৃত শরীর প্রাণ পায়,
কোটি কোটি স্বরগ প্রকাশ পায়, দুখ তাপ না রহে ॥

[বেহাগ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৩]

৪০০

তোমার দেখা পাব ব'লে এসেছি যে সখা !
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে ল'য়ে যাও।

দেহ গো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর কর হে, মোচন কর তিমির ;
জগত-আড়ালে থেকো না বিরলে,
লুকায়ো না আপনারি মহিমা-মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও ॥

গৌড়মল্লার, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭৮]

৪০১

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে,
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে,
প্রিয়তম হে, জাগ জাগ জাগ !
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি ;
আর কত কাল এমনে কাটিবে, স্বামী ?
রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে।
জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি,
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী।
মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে।
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে ॥

৮ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১০১৪)

৪০২

হৃদয়-নন্দন-বনে, নিভৃত এ নিকেতনে,
এস হে আনন্দময়, এস চির-সুন্দর !
দেখাও তব প্রেমমুখ, পাসরি সর্ব্ব দুখ,
বিরহ-কাতর তপ্ত চিত্ত-মাঝে বিহর'।
শুভদিন শুভ রজনী আন এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নর-জনম সফল কর প্রিয়তম ;
মধুর চিরসঙ্গীতে ধ্বনিত কর অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধা-নিঝর ॥

[ললিতা-গৌরী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫১]

৪০৩

দীন হীন ভকতে, নাথ, কর দয়া,
অনাথনাথ তুমি, হৃদয়রাজ, বিরাজ' নিশিদিন হৃদিমাঝে।
তব সহবাস-আশে, আনন্দে হৃদয় ভাসে,
তোমা বিনা নিশিদিন মন নাথ নাথ ধ্যায়ে ॥

[কাফি, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭৭]

৪০৪

কোথা হ'তে বাজে প্রেম-বেদনা রে !
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকার-ঘন হৃদয়-অঙ্গনে আসে সখা মম !
সকল দৈন্য তব দূর কর, ও রে জাগ সুখে ও রে প্রাণ !
সকল প্রদীপ তব জ্বাল রে জ্বাল রে,
ডাক আকুল স্বরে, "এস হে প্রিয়তম !"

[সুরট্, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২৫]

৪০৫

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চল্‌বে না।
এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে ব'স, কেউ জান্‌বে না, কেউ বল্‌বে না।
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি, দেশ বিদেশে কতই ঘুরি,
এবার বল' আমার মনের কোণে দেবে ধরা, ছল্‌বে না।
জানি আমার কঠিন হৃদয়, চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,
সখা, তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায় তবু কি প্রাণ গল্‌বে না?
না হয় আমার নাই সাধনা! ঝর্‌লে তোমার কৃপার কণা,
তখন নিমেষে কি ফুট্‌বে না ফুল, চকিতে ফল ফল্‌বে না?

[গীতলিপি ৩।৮]—১১ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৪০৬

তুমি এস হে,
মম বিজন চির-গোপন দুঃখ-বিতান হৃদি-আসনে!
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
জাগে চেতনা, শত বেদনা, মৃত জীবনে তব পরশে।
লভি শকতি, প্রেম ভকতি, তব আরতি করি জীবনে।
আমি তৃষিত, আছি ক্ষুধিত, যাচি অমৃত তব সকাশে।
যত সাধনা, ব্রত কামনা, সব সফল তব সাধনে॥

[ঝিঁঝিট-মিশ্র একতালা]

৪০৭

ব্যাকুল হ'য়ে তব আশে, প্রভু এসেছি তব দ্বারে।
দেখা দাও মোরে, নাথ, হৃদি-মাঝে, সকল দুখ তাপ যাবে দূরে॥

[[illegible], ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৬৫]

৪০৮

নীরবে আছ কেন বাহির দুয়ারে ?
আঁধার লাগে চোখে, দেখি না তুহারে !
সময় হ'লে জানি নিকটে লবে টানি,
আমার তরীখানি ভাসাবে জুয়ারে।
সফল হোক্ প্রাণ এ শুভ লগনে,
সকল তারা তাই গাহুক গগনে,
কর গো সচকিত আলোকে পুলকিত
স্বপন-নিমীলিত হৃদয়-গুহারে ॥

মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

দর্শনে আনন্দ ও তৃপ্তি

[তৃতীয় অধ্যায়, "বিশ্ব, সুন্দর ও আনন্দময়," "তুমি এসেছ"—দ্রষ্টব্য]

৪০৯

আজ আনন্দে প্রেম-চন্দ্রে নেহারো হৃদি-গগন-মাঝে,
কর জীবন সফল !
কর পান হৃদয় ভরি, পড়িছে ঝরি অমিয়া,
নূতন প্রাণে পাইবে নূতন বল !
সেই সুধা লাগি, কত ঋষি যোগী,
বিষয়ে বিরাগী, রহে যোগাসনে অটল !
এ রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ,
দূর হয় রে বিষাদ, উথলে প্রেম নিরমল !

[মিশ্র বেহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮২]

৪১০

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ, প্রেম-উৎস উথলিল আজি!
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব!
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ॥

[ইমন-ভূপালী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২৮০]

৪১১

হৃদয়-বাসনা পূর্ণ হ'ল, আজি মম পূর্ণ হ'ল!
শুন সবে জগতজনে।
কি হেরিনু শোভা! নিখিলভুবন-নাথ চিত্তমাঝে বসি স্থির আসনে॥

[ঝিঁঝিট, মধ্যমান]

৪১২

সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি!
এ কি অপার করুণা তব! প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধায়।
সব দেখি শূন্যময়, না যদি তোমারে পাই,
চন্দ্র সূর্য্য তারক জ্যোতি হারায়।
প্রাণসখা, তোমা সম আর কেহ নাহি,
প্রেম-সিন্ধু উথলয় স্মরিলে তোমায়;
থাক সঙ্গে অহরহ, জীবন কর সনাথ,
রাখ প্রভু জীবনে মরণে পদছায়॥

[রব, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৭]

৪১৩

কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে !

অপরূপ অরূপ নাহি যে তুলনা, কি বলিব !

কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে !

দুর্লভ দরশন লাভ হ'ল জীবনে, ধন্য রে তাঁর করুণা, ধন্য রে !

কি সুখে হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে ॥

[সাহানা, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯৯]

৪১৪

এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে ! আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে !

বিকশিত প্রীতিকুসুম হে, পুলকিত চিত্ত-কাননে !

জীবন-লতা অবনতা তব চরণে।

হরষ-গীত উচ্ছ্বসিত হে, কিরণ মগন গগনে !

[পূর্ণ ষড়্জ, একতালা]

৪১৫

ধন্য তুমি হে পরম দেব, ধন্য তোমারি করুণা প্রেম,

পূরিল আনন্দে বিশ্ব, হৃদয় জুড়াইল !

যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ নিরখি তোমারি,

পূর্ণ হইল সকল কাম, মন আনন্দে ভাসিল।

ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ মহান্, জগপতি জগত-নিধান,

জয় জয় জগপতি জগত-নিধান হে, অন্তরে চির বিরাজ'।

নয়নে নয়নে রহিও নাথ, ভুলি সব দুখ তোমার সাথ

হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়-নাথ হৃদয় কর শীতল ॥

[পরজ বসন্ত, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০৭]

৪১৬

তব প্রেম-সুধা-রসে মেতেছি ; ডুবেছে, মন ডুবেছে !
কোথা কে আছে নাহি জানি, তোমার মাধুরী-পানে মেতেছি,
ডুবেছে, মন ডুবেছে ॥

[পরজ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯৯]

৪১৭

তোমাতে যখন মজে আমার মন, তখনি ভুবন হয় সুধাময় !
জীবে হয় কত স্নেহ সমাগত, দূরে যায় যত দুঃখ আর ভয় !
দেখি, দিবাকরে সুধাকরে সুধা ক্ষরে, সুধাময় হ'য়ে পবন সঞ্চরে ;
সরিৎ বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে, চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।
আমি তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকি যে সময়ে, কিছুতে আনন্দ পাইনা হৃদয়ে,
সময় সংবরি যে যাতনা স'য়ে, জান অন্তর্যামী অন্তরের বিষয় !
তুমি অনাথের নাথ, দরিদ্রের ধন, বিপদের কাণ্ডারী পতিতপাবন ;
মোহান্ধকারের তুমি সে তপন, পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গলের আলয়।
করি এই ভিক্ষা নাথ, যেন সর্ব্বক্ষণ থাকে আমার মন তোমাতে মগন,
ধন মান সুখে নাহি প্রয়োজন, তোমা-ধনে ল'য়ে জুড়াব হৃদয় ॥

[বিভাস, একতালা]

৪১৮

দশ দিশি কিবা আজি মধুময়, হৃদয়-নাথেরে হৃদয়ে হেরিয়া !
সুবিমল পরশে হরষে মাতি, প্রাণ-বিহঙ্গ ওঠে রে গাহি,
মন-অলি পিয়ে অমিয়া, প্রেম-উৎস ছুটিল উচ্ছ্বাসিয়া ॥

[সাহানা, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮৭]

৪১৯

এ কি করুণা, করুণাময় !
হৃদয়-শতদল উঠিল ফুটি বিমল কিরণে তব পদতলে !
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে,
লোকে লোকে লোকান্তরে, আঁধারে আলোকে ;
সুখে দুখে হেরিনু হে, স্নেহ-প্রেমে, জগতময় চিত্তময় ॥

[বাহার, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৩৬]

৪২০

আজি হেরি সংসার অমৃতময়।
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্ল বন, মধুর বিহগ-কল-ধ্বনি !
কোথা হ'তে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেম-হিল্লোল,
আহা হৃদয়-কুসুম উঠিল ফুটি পুলক ভরে !
অতি আশ্চর্য্য দেখ সবে, দীন হীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে,
অসীম জগত-স্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন।
ধন্য এই মানব-জীবন, ধন্য বিশ্ব জগত,
ধন্য তাঁর প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য !

[বেলাবলী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১১]

৪২১

মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে, সুগন্ধ ভাসে আনন্দ রাতে।
খুলে দাও দুয়ার সব, সবারে ডাক ডাক,
নাহি রেখো কোথাও কোন বাধা,
অহো ! আজি সঙ্গীতে মন প্রাণ মাতে !

[বাহার, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।২৪]

৪২২

জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবস-রাত,
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিব জীবন-নাথ!
যেদিন তোমার জগত নিরখি হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি,
সেদিন আমার নয়নে হয়েছে তোমারি নয়ন-পাত।
বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বাদে সৌরভে গানে,
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তর মাঝখানে;
পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে তুমি আছ মোর সাথ॥

[নায়কী কানাড়া, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৮৫]

৪২৩

হরি হে, এই কি তুমি সেই আমার হৃদয়-বিহারী!
যারে পাবার তরে, ঘুরে ঘুরে, ধরি ধরি আর ধরতে নারি।
কে জানে এই আকুল প্রাণে, কে জানে এই দু নয়ানে,
কে জানে এই আঁখি-নীরে আছ, হে হরি!
তোমায় হৃদে ধ'রে, পরশ ক'রে, কৈ কৈ ব'লে কেঁদে মরি!
জানি কি এই মলিন পথে, জানি কি মোর সাথে সাথে,
জানি কি এই হাটে মাঠে আছ, হে হরি!
জানি কি রূপ-সাগরে অরূপ রতন আছ নানা রূপ ধরি।
'আমি' 'আমি' ক'রে বেড়াই, তাই তোমারে দেখতে না পাই,
দিলে আমায় 'আমি'র মোহ আজ সাঙ্গ করি!
আজ আমি তোমায় হ'লেম হারা, আর কি তোমায় হারাতে পারি!

[কীর্তন-ভাঙ্গা সুর]

৪২৪

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে,
এল এল এল গো ! (ওগো পুববাসী)
বুকের আঁচলখানি ধূলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন কোরো গন্ধ-বারি, মলিন না হয় চরণ তাঁরি,
তোমার সুন্দর ঐ এল দ্বারে, এল এল এল গো !
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো !
তোমার সকল ধন যে ধন্য হ'ল হ'ল গো ;
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোল গো।
হের, রাঙা হ'ল সকল গগন, চিত্ত হ'ল পুলক-মগন,
তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে, এল এল এল গো !
তোমার পরাণ প্রদীপ তুলে ধ'রো, ঐ আলোতে জ্বেলো গো !

৪২৫

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহা ভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি !
বিবিধ বিলাস রস প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব তরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি হরি ব'লে)
মহাযোগে সমুদয় একাকার হইল,
দেশ কাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,
(আশা পূরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল)
এখন আনন্দে মাতিয়া, দু বাহু তুলিয়া, বল রে মন হরি হরি !
[(কীর্ত্তন) ঝিঁঝিট, খয়রা। সুর, "সাধ মনে হরি ধনে"]

৪২৬

মধুর ধারা বহিছে অনন্ত ভুবনে।
হৃদয় পিপাসু সদা প্রেম-সুধা-রস পানে।
জীবন-বিন্দু মিলি ধায় প্রেম-সুধা-রস পানে,
উচ্ছ্বসিত বিমোহিত প্রেম-মূরতি ধ্যানে।
সে প্রেম-অনন্ত-যোগে বাঁধা রবি চন্দ্র তারা,
সে প্রেম-পরশে প্রাণ মোহিত আত্মহারা;
হৃদয়ে ধরে না সে প্রেম, উছলি উঠে গগনে,
প্রীতি-কুসুম রূপে শোভে ব্রহ্ম-সদনে॥

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল]

৪২৭

কত গুণের তুমি আমার প্রেমময় হরি!
কি চক্ষে দেখেছি তোমায়, ভুলিতে কি পারি?
গভীর বেদনা পাই, তবু মুখ পানে চাই,
হাতে যেন স্বর্গ পাই, দুখ পাসরি।
সজনে নির্জ্জনে থাকি. তোমারে লইয়া সুখী,
দুখের দুখী, সুখের সুখী, হৃদয় বিহারী।
কত ভালবাস তুমি, ভুলিতে কি পারি?
ঐ ভাবনা ভেবে ভেবে গুমরে মরি;
প্রকাশ করিতে নারি, চক্ষে বয় বারি।
তুমি নাথ প্রেমদাতা, প্রাণের সঙ্গে কও হে কথা;
তোমায় ছেড়ে যাব কোথা, চরণে ধরি!

[খাম্বাজ, পোস্ত]

৪২৮

আনন্দে আকুল সবে দেখি তোমারে।
পূরিল হৃদয় প্রীতি বিমল-কুসুম সুবাসে ;
তব প্রসাদ সব দুঃখ তাপ নিবারে।
সকল-কলুষ-ভঞ্জন জগ-জন-চিত রঞ্জন,
তোমারি প্রেম মধুময় জীবন সঞ্চারে ॥

[বসন্ত, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৮১]

৪২৯

নয়ান ভাসিল জলে !
শূন্য হিয়া-তলে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রসাদ-পবনে,
জাগিল রজনী হরষে হরষে রে।
তাপহরণ তৃষিত-শরণ জয় । তাঁর দয়া গাও রে।
জাগো রে আনন্দে চিত-চাতক, জাগো !
মৃদু মৃদু মধু মধু প্রেম বরষে বরষে রে !

[শ্যাম, একতালা। গীতলিপি ১।৮, কেতকী ৬১]

নীরব সান্নিধ্য

৪৩০

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে আমায় শুধু ক্ষণেক তরে !
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে, আমি সাঙ্গ করব পরে !
না চাহিলে তোমার মুখপানে, হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে ;
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত, ফিরি কূলহারা সাগরে।
বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসে এল আমার বাতায়নে,
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে, ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।

আজ্‌কে শুধু একান্তে আসীন, চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজ্‌কে জীবন-সমর্পণের গান গাব নীরব অবসরে ॥

[ভৈরবী, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৬।৩৮ ; গীতলেখা ১। ২] — ২৯ চৈত্র ১৩১৮ বাং

৪৩১

শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার, সারাদিনের তৃষা,
কেমন ক'রে মেটাব যে খুঁজে না পাই দিশা ;
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়, সেই কথা বলিয়ো।
হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,
ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয় ;
হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন, দাও গো আমার হাতে,
ধ'র্‌ব তারে, ভ'র্‌ব তারে, রাখ্‌ব তারে সাথে ;
একলা পথের চলা আমার ক'র্‌ব রমণীয় ॥

১৮ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

প্রেমভক্তি ভিক্ষা

৪৩২

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও !
মাঝে কিছু রেখো না রেখো না ; থেকো না থেকো না দূরে !
নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে নিত্য তোমারে হেরিব ॥

[কানাড়া, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪৮]

৪৩৩

প্রেমসুধা ঢেলে দাও প্রাণে ! (প্রেমময়)
সঞ্জীবিত মৃত প্রাণ যেই সুধাপানে !
তাপিত তৃষিত প্রাণ, নিরাশায় ম্রিয়মাণ,
তুমি মৃত-সঞ্জীবন, বাঁচাও সুধাদানে।
গভীর পাপ-বিকারে, নিরাশার আঁধারে,
কত জীবনের ভাতি হ'তেছিল নির্ব্বাণ ;
তুমি সে প্রাণ পরশিয়ে, প্রীতি-ফুল ফুটাইয়ে,
কুসুম-কানন-শোভা, রচিলে শ্মশানে ॥

[জয়জয়ন্তী মিশ্র, ঝাঁপতাল]

৪৩৪

কত দিনে হবে প্রেমের সঞ্চার !
(কবে) হব পূর্ণকাম, বল্‌ব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেম-নিকেতন,
সংসার-বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার !
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তি-পথে অনিবার।
কবে যাবে অসার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার !
প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার ॥

[সুরাট-মল্লার, একতালা]

৪৩৫

প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমার দিবস রাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণে তোমার করুণ নয়ন-পাত।
সুখ সম্পদে করি হে পান তব প্রসাদ বারি,
দুখ সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত।
জীবনে জ্বাল অমর দীপ তব অনন্ত আশা,
মরণ অন্তে হউক তোমারি চরণে সুপ্রভাত।
লহ লহ মম সব আনন্দ, সকল প্রীতি গীতি,
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ॥

[সিন্ধু, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০৮]

৪৩৬

ভক্তিবিহীন চিত্ত আমার, প্রেমের ফুল ফুটাও, দেব!
অভিমানে মত্ত হিয়া, চরণতলে লুটাও, দেব!
তোমায় ভুলে দূরে দূরে কোন্ গহনে বেড়াই ঘুরে,
ধূলো কাদার লাগ্‌ল যে দাগ, নয়ন জলে উঠাও, দেব!
বাকি ক'দিন ফির্‌ব না আর দিশেহারা ভুবন তলে,
জীবন-খানা অর্ঘ্য ক'রে স'পে দিব চরণতলে।
দয়া তোমার তাই প্রভু চাই, ফুলে ফুলে দাও হৃদি ছাই,
ব্যথার আশীষ দিয়ে তোমার, সকল কাঁটা টুটাও, দেব!

[স্বরলিপি "স্বপন খেয়া" পুস্তকে]

৪৩৭

ভুলায়ে রাখ হে প্রভু তব প্রেম-প্রলোভনে ;
দেখায়ে স্বর্গের শোভা এ পাপী দীন সন্তানে ।
মোহিত হ'য়ে রহিব চাহিয়ে তোমার পানে,
আনন্দ-নীরে ভাসিব নামামৃত-রস পানে ।
নব নব ভাব বিকশিত কর হে হৃদ-কাননে,
গাঁথি প্রেমহার উপহার দিব ও-চরণে ;
চির সেবক হইয়ে থাকিব তোমার সনে,
কাটাব জীবন তোমার শ্রবণ মনন গানে ।
অমৃত-সাগর তুমি সৌন্দর্য্যের সার নাথ,
প্রকাশ প্রেমের জ্যোতি এ পাপ মলিন মনে ;
খুলে দাও প্রেমের স্রোত, মাতা'য়ে তোমার প্রেমে,
জ্বেলে দাও উৎসাহানল দুর্ব্বল মৃত জীবনে ॥

[কাফি, ঝাঁপতাল]—১১ মাঘ ১৭৯৪ শক (২৩ জানুয়ারী ১৮৭৩)

৪৩৮

তোমারি জয় তোমারি জয়, তব প্রেমে প্রভু সব পরাজয় ।
যে জন চায় সে তো তোমায় পায়,
যে জন না চায় সেও তোমায় পায় ।
ঘোর পাপের পাপী মানব তনয়,
প্রচণ্ড দৈত্যের সম যদি হয়,
তব প্রেম-ফাঁদে যখন প'ড়ে যায়, তখনই সে তৃণসম হয় ।

অহঙ্কারে মত্ত উন্মত্ত প্রায়, ধরা যায় কাছে সরা জ্ঞান হয়,
তব প্রেম-আস্বাদন যদি একবার পায়,
শত পদাঘাতেও পায়েতে লুটায়। (তৃণ সম)
তোমার কথায় তোমারি সেবায়,
যার প্রাণ যায় সেই প্রাণ পায়,
মম মন প্রাণ সততই যেন তব প্রেমসুধা পাতে মত্ত হয়॥

[ঝিঁঝিট, একতালা]

তুমি আমার আপন

[দ্বিতীয় অধ্যায় "তুমি পরম আত্মীয়, তুমি সর্ব্বস্ব" দ্রষ্টব্য]

৪৩৯

তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও!
তোমার মাঝে মার জীবনের সব আনন্দ আছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বল্‌তে দাও!
আমায় দাও সুধাময় স্বর, আমার বাণী কর সুমধুর,
আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও!
এই নিখিল আকাশ ধরা, এ যে তোমায় দিয়ে ভরা,
আমার হৃদয় হ'তে এই কথাটি বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও!
দুখী জেনেই কাছে আস, ছোট ব'লেই ভালবাস,
আমার ছোট মুখে এই কথাটি বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও॥

মাঘ ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৪৪০

হৃদয়ের মম যতনের ধন তুমি হে !
অন্তরযামী, আত্মার স্বামী, পিতা তুমি পুত্র আমি,
জাগ্রত কৃপা তোমারি দীন জনে।
তোমার করুণা দিবারাত, প্রতি মুহু মুহু জীবনে ভায় ;
মিনতি করি তোমায়, মোহ-পাশ কাটিয়ে,
আমায় রাখ হে নাথ তব সাথ সাথ ॥

[বাহার, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৯]

৪৪১

কে রে হৃদয় জাগে, শান্ত শীতল রাগে,
মোহ-তিমির নাশে, প্রেম মলয়া বয় ?
ললিত মধুর আঁখি, করুণা-অমিয় মাখি,
আদরে মোরে ডাকি, হেসে হেসে কথা কয় !
কহিতে নাহিক ভাষা, কত সুখ কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা, সে নয়ন-কোণে রয় !
সে মাধুরী অনুপম, কান্তি মধুর, কম,
মুগ্ধ মানসে মম, নাশে পাপ তাপ ভয়।
বিষয়-বাসনা যত, পূর্ণ ভজন ব্রত,
পুলকে হইয়া নত, আদরে বরিয়া লয় ;
চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণ-তলে
স্তম্ভিত রিপুদলে বলে 'হোক তব জয়।'

[মিশ্র খাম্বাজ, আড় কাওয়ালি]

৪৪২

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।
চির পথের সঙ্গী আমার. চিরজীবন হে !
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার বন্ধন-ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার, জীবন মরণ হে !
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে !
ও গো সবার, ও গো আমার, বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার, নূতন নূতন হে ॥

[[illegible] একতালা। গীতলিপি ৪।২১]

৪৪৩

তুমি মম জীবন-স্বামী ; চির শান্তি চির আনন্দনিলয় তুমি।
তব সঙ্গ-বাস-সুখ করি পরিহার হে,
ধায় সংসার-সুখে প্রাণ অনিবার হে,
ত্যজি তব পুণ্য-পথ সতত বিপথে ভ্রমি।
সদা কাছে কাছে থাক. কতই যতনে রাখ,
বরষিছ প্রেম-ধারা দিবসযামী ;
শত ভাগে ছিন্ন করি সে প্রেম-বন্ধন হে,
পশি ভব-গহনে ত্যজিয়ে ভবন হে,
আমার মরম-কথা জান অন্তরযামী ॥

[[illegible], কাওয়ালি]

প্রাণারাম, প্রাণারাম, প্রাণারাম !

কি যেন লুকান নামে, (তাই) মিষ্ট এত তব নাম

নাম-রসে ডুবে থাকি, ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,

বিশ্বে বহে প্রেম-নদী, সুধার ধারা অবিরাম।

(তুমি) নামে ভুলায়েছ যারে, সে কি যেতে পারে দূরে,

নামরসে যে মজেছে, সে বুঝেছে কি আরাম !

আমারে ভুলায়ে রাখ, হৃদি আলো ক'রে থাক,

জীবনে মরণে মম তুমি চির সুখধাম ॥

[জয়জয়ন্তী মিশ্র, ঝাঁপতাল]

৪৪৫

এ গো দরদি, আমার মন কেন উদাসী হ'তে চায় !

যেন ডাক নাহি, হাঁক গো নাহি, আপ্‌নে আপ্‌নে চ'লে যায়।

(ওগো) ধৈরজ না ধরে অন্তরে,

(সদা) কেঁদে উঠে মন শিহরি, নয়ন ঝরে ;

(যেন) নীরবে সুরবে সদা ডাকিতেছে "আয় গো আয় !"

(যেমন) ভাঁটি সোতে ভাঁটারি গড়ান,

সাগর যেমন সদা গো টানে নদীর পরাণ,

সে টান এতই সরল, মনের গো গরল অমৃত হইয়ে যায়।

(সে যে) কেমন ক'রে দেয় গো মন্ত্রণা,

উড়ায়ে দেয় মনের গো পাখী, মানা মানে না ;

পাখী উড়ে যায় বিমানের গো পথে, শীতল বাতাস লাগে গায়।

এ উদাস নয় সে উদাসের প্রায়,

যে উদাসে সংসার ছেড়ে বাইরে ল'য়ে যায়,

এ যে সংসার ধর্ম্ম, ধর্ম্ম আর সংসার, দুইয়ে এক ক'রে ফেলায় ॥

[[illegible]টিয়াল, ঠুংরি (গৈরান)]

৪৪৬

আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে,

সেই জনমে মরণে নিত্যসঙ্গী, নিশিদিন সুখে শোকে।

সেই চির আনন্দ, বিমল চির সুধা,

যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ!

পরা শান্তি, পরম প্রেম, পরা মুক্তি, পরম ক্ষেম,

সেই অন্তরতম চির সুন্দর প্রভু চিত্তসখা

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-ভরণ, রাজা, হৃদয় হরণ ॥

[বাহার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।২৩৩]

৪৪৭

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,

ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি,

ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,

ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু,

ও অরূপের রূপ, ও মনোহর কথা,

ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা,

ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল,

ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল!

৪৪৮

আমার প্রাণ-রমণ আমায় ডাকে ঐ !
ডাক শুনে প্রাণ আকুল হ'ল, কেমনে তাঁরে ছেড়ে রই ?
মনে যত সাধ ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল,—সে সব কই ?
এখন আর কোন সাধ নাইক মনে, আমার প্রাণারাম বই !
যাঁর ডাকে প্রাণ শিহরে, একবার যদি পাই তাঁরে, মনের সাধ কই ;
তবে দেহমন সমর্পিয়ে সে চরণে প'ড়ে রই ।
সে যে আমার হৃদয়-স্বামী, তাঁহারি যে প্রিয় আমি,—আমি যে-সে নই ;
সে যে আমায় ছেড়ে থাক্‌তে নারে, আমি থাক্‌তে পারি কই ?

[মিশ্র, ঝাঁপতাল]

৪৪৯

কত গান ত হ'ল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে, তবে মিছে কেন চাওয়াও ?
যদি যতই মরি ঘুরে তুমি রবে ততই দূরে,
তবে কেন বাঁশী-সুরে তব তরে এত ধাওয়াও ?
যদি সন্ধ্যা হ'লে বেলা নাহি মিলে তব বেলা,
পথ-ভোলা মোর ভেলা এ অকূলে কেন বাওয়াও ?
যদি আমার দিবারাতি কাটি যাবে বিনা সাথী,
তবে কেন বঁধু-লাগি পথ পানে শুধু চাওয়াও ?
বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া, আরও ব্যথা ভুলে যাওয়া !
যদি ব্যথী না আসিবে, এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?

[গজল, কাহারবা । কাকলি ১।৪৫]

তুমি চির-সাথী

৪৫০

ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাবো সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ তিলক মাথে।
যে পথে কাননে আসে ফুলদল, যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে।
(আমি সেই পথে যাবো সাথে)।
যে পথে সাথীরা পথ-ক্লেশ ভুলে যায় গান গেয়ে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর-দেশে চলে বন্ধুর সাথে।
(আমি সেই পথে যাবো সাথে)।
যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়, যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হইবে প্রয়াণ শেষ তিমির-রাতে॥

[কীর্ত্তন, একতালা। কাকলি ১।১৬]

৪৫১

পথের সাথী, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহো নমস্কার।
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি, ওগো দিন-শেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহো নমস্কার।
ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি, ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার।
জীবন-রথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী
পথে চলার লহো নমস্কার॥

৪৫২

ভুবন ভরিয়া জীবন জুড়িয়া কে তুমি, কে তুমি ?
ভূলোক দ্যুলোক পূর্ণ করিয়া কে তুমি, কে তুমি ?
এ দেহ-বীণায় তুলি নানা সুর, কে তুমি বাজাও অতি সুমধুর ?
রূপে রসে রঙে ভরি হৃদি-পুর, কে তুমি, কে তুমি ?
ব্যথা বেদনায় আকুল করিয়া কে তুমি, কে তুমি ?
জনমে জনমে পথ আলোকিয়া কে তুমি, কে তুমি ?
কে তুমি শয়নে স্বপনে থাকি অহরহ গোপনে,
মরম-কমল ফুটাও কিরণে ? কে তুমি, কে তুমি ?

[বেহাগ, একতালা। পথের বাঁশী ৫০]

৪৫৩

ওগো দুঃখ সুখের সাথী, সঙ্গী দিনরাতি সঙ্গীত মোর।
(তুমি) ভব-মরুর প্রান্তর-মাঝে শীতল শান্তির লোর।
বন্ধুহীনের তুমি বন্ধু, তাপিতজনের সুধাসিন্ধু,
বিরহ আঁধারে তুমি ইন্দু, নির্জ্জন-জন-চিত-চোর।
দীনহীন পথচারী, সম্বল হে তুমি তারি,
সম্পদে উৎসবে জনমনোহারী, সর্ব্বতরে তব ক্রোড়।
তব ও-পরশ যবে লাগে, সুপ্ত স্মৃতি কত জাগে,
বিস্মৃত কত অনুরাগে রাঙে এ হৃদয়-মন মোর।
যাহা বাক্য কহিতে না জানে, অন্তরে কহি তাই তানে,
মুক্ত কর তুমি ; ছিন্ন কর গানে বন্ধন কঠিন কঠোর ।

গীত-মুখর তরু-ডালে তব প্রেম অমৃত ঢালে,
পুষ্প দোলে তব তালে, অম্বরে নাচে চকোর।
ভক্তকণ্ঠে তুমি ভক্তি, বীর-করে নব শক্তি,
সুর-নর-কিন্নর বিশ্ব-চরাচর তব মোহ-মন্ত্র-বিভোর॥
[খাম্বাজ-মিশ্র, কাওয়ালি। কাকলি ১।৩০]

৪৫৪

পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দ গান যে গাহে,
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না সে জন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে,
যার পরাণে লাগল তোমার হাওয়া।
পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে,
পথিক চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ পানে যে চাহে,
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না প'ড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে,
যাওয়া, সে যে তোমার পানে যাওয়া॥
[...২।১৮]—২৫ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৪৫৫

যাত্রী আমি ওরে ! পার্‌বে না কেউ রাখ্‌তে আমায় ধ'রে।
দুঃখ সুখের বাঁধন সবই মিছে, বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়-বোঝা টানে আমায় নীচে, ছিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে যাবে প'ড়ে।
যাত্রী আমি ওরে ! চল্‌তে পথে গান গাহি প্রাণ ভ'রে !
দেহ-দুর্গে খুল্‌বে সকল দ্বার, ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভাল মন্দ কাটিয়ে হব পার, চল্‌তে র'ব লোকে লোকান্তরে !
যাত্রী আমি ওরে ! যা কিছু ভার যাবে সকল স'রে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল সাঁঝে আমার পরাণ টানে কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে
যাত্রী আমি ওরে ! বাহির হলেম না জানি কোন্ ভোরে !
তখন কোথাও গায়নি কোন পাখী, কি জানি রাত কতই ছিল বাকি,
নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি জেগেছিল অন্ধকারের পরে।
যাত্রী আমি ওরে ! কোন্ দিনান্তে পৌঁছ'ব কোন্ ঘরে !
কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে, বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে।
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দুনয়ানে, অনাদি কাল চাহে আমার তরে !

[কাব্যগীতি; ১৬]—২৬ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

তোমায় কেমনে ছাড়িব হে ?

৪৫৬

কি ধন লইয়ে বল থাকিব হে আমি ?
সবে ধন অমূল্য রতন, হৃদয়ের ধন তুমি ;

ও হে তোমারে হারায়ে ব্যাকুল হইয়ে বেড়াই যে আমি,
যাইব কোথায়, পাইব তোমায়, বল অন্তর্যামী ;
দাও দরশন, কাঙ্গাল-শরণ, দীন হীন আমি।
ও হে তোমারে ছাড়িয়ে, সংসারে মজিয়ে, থাকিবে কোন্ জনা
ধন মান ল'য়ে কি করিব, সে সব সঙ্গে ত যাবে না ;
তুমি হে আমার, আমি হে তোমাব, আমার চিরদিনের তুমি ।
ও হে তোমারে লইয়ে, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে, পর্ণকুটীর ভাল,
যখন তুমি হৃদয়নাথ, হৃদয় কর হে আলো ;
আমি সব দুখ যাই পাসরিয়ে, বলি "আর যেও না তুমি,
প্রভু, যাইতে দিব না আমি ॥"

[আলাইয়া, একতালা]

৪৫৭

তোমায় কেমনে ছাড়িব হে ! ছেড়ে কোথায় বা যাই হে !
ছেড়ে কোথায় দাঁড়াই হে ! (আমার ঊর্দ্ধ অধোতে তুমি)
(আমার অন্তরে বাহিরে তুমি) (আমার জীবনে মরণে তুমি)
তুমি আদি অনাদি, অনন্ত ভূমা, কারণ-কারণ হে ;
তুমি সত্য সনাতন, চিদ্‌ঘন রঞ্জন, অগম্য অপার হে।
তুমি বিঘ্ন-বিনাশন, পাতকী-তারণ, দুর্ম্মতি-হরণ হে ;
তুমি নিত্য নিরঞ্জন, চিত্ত-বিনোদন, পাবন শোভন হে !
তুমি প্রাণ-প্রাণ, প্রাণারাম, প্রাণাবলম্বন হে ;
তুমি সত্যং শিবং, সুন্দর মধুরং, প্রাণ-মনোমোহন হে ॥

[ঝিঁঝিট মিশ্র, ঠুংরি]

৪৫৮

তোমারে ছেড়ে তো চলে না!

কত বার তোমারে ছাড়ি, ছাড়িলে তুমি ছাড় না।
তুমি না বলিলে বোঝ কথা, না জানালে জান ব্যথা,
তুমি প্রাণরূপী দেবতা, ও হে তোমার মত আর মিলে না!
আছে বন্ধু বান্ধব, দারা সুত, আমার সহায় স্বজন কত,
তারা কেউ তোমার মত ভালবাস্‌তে পারে না।
ভাল না বাসিলে না ভালবাস, না ডাকিলে কাছে এস,
এমন নিঃস্বার্থ প্রেম, হায় হে, কেউ জগতে করতে জানে না!
আমার চারিদিকে মোহ-আঁধার, ও নাথ, কূল কিনারা নাই যে তাব,
ঢাকিলে তাতে আবার, তোমার মুখ আর দেখ্‌ব না ;
তুমি এম্‌নি ক'রে তোমার আলো সদা আমার জীবন-পথে জ্বালো,
তোমার প্রেম হইবে উজ্জ্বল, আমার মোহ-আঁধার আর রবে না ॥

[বাউলের সুর, একতালা]

৪৫৯

আর চলে না, চলে না, চলে না জননী,
তোমা বিনা দিন চলে না!

তোমা বিনা যত আপনার জন, হিতকথা কেহ বলে না।
এ জীবন-তরু শুষ্ক হয় মা গো, তোমা বিনা ফল ফলে না ;
আমার পাষাণ-সমান কঠিন হৃদয়, তব স্পর্শ বিনা গলে না।
তব কৃপা বিনে হৃদয়-অরণ্যে প্রেমের আগুন জ্বলে না ;
(আমার) অসুর-সমান রিপু বলবান্‌, আমার কথা সে যে শোনে না।

তুমি না হ'লে প্রসন্ন একমুষ্টি অন্ন এ সংসার-মাঝে মিলে না ;
আমার জীবন-সম্বল তব কৃপা-বল বিনা গতি মুক্তি হবে না ॥

ন, একতালা]

সমগ্র জীবনের অনুভূতি ও নিবেদন

[তৃতীয় অধ্যায়, "নিখিল বিশ্বের স্পর্শ ও প্রেরণা" দ্রষ্টব্য]

৪৬০

আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার নামটি রাখ থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার দেহ-বীণার তার
বাজাক্ আনন্দে তোমার নামেরি ঝঙ্কার।
ঘুমের পরে জেগে থাকুক্ নামের তারা তব,
জাগরণের ভালে আঁকুক অরুণ-লেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার নামটি জ্বলুক্ শিখা,
সকল ভালবাসায় তোমার নামটি রহুক্ লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক্ ফ'লে,
রাখ্‌ব কেঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে।
জীবন-পদ্মে সঙ্গোপনে রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে তোমারি নাম বঁধু॥

া ২।৩৬ ; বৈতালিক ২৫]—২ কার্ত্তিক ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৪৬১

গাব তোমার সুরে, দাও সে বীণা যন্ত্র।
শুন্‌ব তোমার বাণী, দাও সে অমর মন্ত্র।
কর্‌ব তোমার সেবা, দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে, দাও সে অচল ভক্তি।
সইব তোমার আঘাত, দাও সে বিপুল ধৈর্য্য,
বইব তোমার ধ্বজা, দাও সে অটল স্থৈর্য্য।
নেব সকল বিশ্ব, দাও সে প্রবল প্রাণ,
কর্‌ব আমায় নিঃস্ব, দাও সে প্রেমের দান।
যাব তোমার সাথে, দাও সে দখিন হস্ত,
লড়্‌ব তোমার রণে, দাও সে তোমার অস্ত্র।
জাগ্‌ব তোমার সত্যে, দাও সেই আহ্বান,
ছাড়্‌ব সুখের দাস্য, দাও দাও কল্যাণ॥

[গীতলেখা ১।২৯ , বৈতালিক ৩৪]—৭ পৌষ ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৪৬২

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চ'লে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে, তুমি আমার কাছে এসেছ।
কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয় মুখের বাণী,
তবু নিত্য যেন এই কথাটি জানি, তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ।

ওগো কভু সুখের কভু দুখের দোলে
মোর জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে, তুমি আমায় ভাল বেসেছ।
যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহ-দ্বারে,
যবে পরিচিতের কোল হ'তে সে কাড়ে,
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে এক তরীতে তুমিও ভেসেছ॥

গীতলেখা ৩।৪৯]—১ কার্ত্তিক ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৪৬৩

আমার যে সব দিতে হবে, সে ত আমি জানি।
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী,
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা ; সব দিতে হবে।
আমার প্রভাত, আমার সন্ধ্যা, হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠ্‌বে ফুটে ফুটে।
এখন সে-যে আমার বীণা, হতেছে তার-বাঁধা ;
বাজ্‌বে যখন, তোমার হবে, তোমার সুরে সাধা ; সব দিতে হবে।
তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে, তবে নাও যে তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েছি, শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব, তখন তারা আমার হবে ; সব দিতে হবে॥

[গীতলেখা ২।৭]—৭ বৈশাখ ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৪৬৪

মোর মরণে তোমার হবে জয়, মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল, আজি ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ, সে যে মণিহার, মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়, মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়
মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ, সে যে লঙ্ঘিবে বন-পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ, তোমারি পতাকা শিরে বয়॥

[গীতলেখা ৩।৪২]—২২ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৪৬৫

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে !
এস গন্ধে বরণে, এস গানে।
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে, এস চিত্তে সুধাময় হরষে,
এস মুগ্ধ মুদিত দুনয়ানে।
এস নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত, এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এস এস হে বিচিত্র বিধানে।
এস দুঃখে সুখে এস মর্ম্মে, এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে,
এস সকল কর্ম্ম অবসানে॥

[মিশ্র রামকেলি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫ , বৈতালিক ৪২]
অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাং (১৯০৭)

৪৬৬

ভক্ত-হৃদিবিকাশ প্রাণ-বিমোহন,
নব নব তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্ত-গগনে হৃদীশ্বর।

কভু মোহ-বিনাশ মহারুদ্রজ্বালা,

কভু বিরাজো ভয়হর শান্তি-সুধাকর।

চঞ্চল হর্ষশোকসঙ্কুল কল্লোল পরে,

স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ ;

প্রেমমূর্ত্তি নিরুপম প্রকাশ কর, নাথ হে,

ধ্যান-নয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর ॥

য়ানট্, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।২।৮

৪৬৭

ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা, প্রভু,

তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।

যায় যেন মোর সকল গভীর আশা, প্রভু,

তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।

চিত্ত মম যখন যেথা থাকে, সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে,

যত বাঁধন সব টুটে যায় যেন, প্রভু,

তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।

বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি, এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,

অন্তর মোর গোপনে যায় ভ'রে, প্রভু,

তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।

হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা কিছু সুন্দর,

সকলি আজ বেজে উঠুক্ সুরে, প্রভু,

তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে॥

মিশ্র ঝিঁঝিট, ঝম্পক। গীতলিপি ৬।৭]

৪৬৮

পথে চ'লে যেতে যেতে কোথা কোন্ খানে
তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে !
কি অচেনা কুসুমের গন্ধে, কি গোপন আপন আনন্দে,
কোন্ পথিকের কোন্ গানে, তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে !
সহসা দারুণ দুখ-তাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন, সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে, তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে !

মাঘ ১৩২৪ বাং (১৯১৮)

৪৬৯

হে চিরনূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে,
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে।
তোমাব বাণীতে সীমাহীন আশা,
চির দিবসের প্রাণময়ী ভাষা,
ক্ষয়হীন ধন ভরি দেয় মন
তোমার হাতের দানে।
এ শুভ লগনে জাগুক্ গগনে অমৃত বায়ু,
আনুক্ জীবনে নবজনমের অমল আয়ু।
জীর্ণ যা কিছু যাহা কিছু ক্ষীণ
নবীনের মাঝে হোক্ তা বিলীন
ধুয়ে যাক্ যত পুরানো মলিন
নব আলোকের স্নানে॥

৪৭০

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জান্‌ত !
[illegible] ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে, জীবন বহে যেত অশান্ত।
[illegible] ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত, যেন আমার আপন সখার মত,
[illegible] তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে সেদিন কত না বন-বনান্ত।
[illegible] সেদিন তুমি গাইতে যে সব গান, কোনো অর্থ তাহার কে জান্‌ত ?
শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ, সদা নাচ্‌ত হৃদয় অশান্ত।
[illegible] খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি ! স্তব্ধ আকাশ নীরব শশী রবি !
[illegible] চরণপানে নয়ন করি নত ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত !

[illegible], দাদ্‌রা। গীতলিপি ৩।৩০]—১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৪৭১

জানি, তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে।
আমি, সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে।
সেথায় প্রেমের চরম সাধন, যায় খ'সে তার সকল বাঁধন,
আমার হৃদয়-পাখীর গগন তোমার হৃদয়-দেশে।
ওগো, জানি আমার শ্রান্ত দিনের সকল ধারা
তোমার গভীর রাতের শান্তি-মাঝে ক্লান্তি-হারা।
আমার দেহে ধরার পরশ, তোমার সুধায় হ'ল সরস,
আমার ধূলারি ধন তোমার মাঝে নূতন বেশে॥

[illegible] বাং (১৯২৮)

৪৭২

জাগাও, জাগাও !

মম অন্তর-আলোকে তব আলোক মিলাও !

মম অজানা বেদন, মম অস্ফুট চেতন,

তব আলোক-কিরণে এবে ফুটাও ফুটাও।

মম হৃদয়-মন্থন, মম নিবিড় ক্রন্দন,

তব পরশে নিমিষে এবে ঘুচাও ঘুচাও।

মম গোপন মরম, মম গভীর সরম,

তব মোহন মিলনে এবে ডুবাও ডুবাও ॥

[মিশ্র সুরট, ঝাঁপতাল]

৪৭৩

জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি, জয় তোমার করুণা !

জয় তব ভীষণ সব-কলুষ-নাশন রুদ্রতা,

জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব, জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা।

জয় পূর্ণ জাগ্রত জ্যোতি তব,

জয় তিমির-নিবিড় নিশীথিনী ভয়-দায়িনী,

জয় প্রেম-মধুময় মিলন তব, জয় অসহ বিচ্ছেদ-বেদনা ॥

[বৃন্দাবনী সারঙ্গ, তেওরা। গীতলিপি ২।:৫ , বৈতালিক ২৬]

৪৭৪

প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে,

মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ !

তব ভুবনে, তব ভবনে, মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।

আরো আলো, আরো আলো, এই নয়নে প্রভু ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশী পূরে তুমি আরো আরো আরো দাও তান।
আরো বেদনা, আরো বেদনা, দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে, মোরে কর ত্রাণ, মোরে কর ত্রাণ।
আরো প্রেমে, আরো প্রেমে, মোর 'আমি' ডুবে যাক্ নেমে ;
সুধা-ধারে আপনারে তুমি আরো আরো আরো কর দান॥

[গীতলেখা ৩।৪৬]—৩ জুন ১৯১২

৪৭৫

আমার জীবন কর হে প্রভু, নব সঙ্গীতময় !
দিবা-রজনী রাগ-রাগিণী ঝঙ্কারিবে সুর তান লয়।
না রবে বিষাদ, না রবে বিকার, দুখ পাপ তাপ নিরাশ আঁধার ;
বহিবে অনন্ত অমৃতের ধার, মরুভূমে উৎস হইবে উদয় !
তোমার সুরে বাঁধ মোর সুর, জাগাও তোমার ধ্বনি সুমধুর ;
তব বিরচিত আনন্দ-গীত শুনিবার তরে আকুল হৃদয় !

[কীর্তন, একতালা]

৪৭৬

অন্তরে জাগিছ অন্তর-যামী,
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি !
সংসার-সুখ করেছি বরণ, তবু তুমি মম জীবন-স্বামী !
না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে, আপন গরবে অসীম জগতে,
তব স্নেহ-নেত্র জাগে ধ্রুবতারা, তব শুভ আশীষ আসিছে নামি !

[বেহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০৭]

৪৭৭

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়
খুলে যাবে এই দ্বার,
জানি জানি তোর বন্ধন ডোর
ছিঁড়ে যাবে বারেবার।
খনে খনে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তি নিশীথ করিস্ যাপনা
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার।
স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান
আহ্বান লোকালয়ে,
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান
সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুল পল্লব নদী নির্ঝর
সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে
আলোক অন্ধকার॥

৪৭৮

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো!
তব নন্দন-গন্ধ-নন্দিত ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু সাজে যেন সদা সাজে গো!

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীত-ছন্দে !
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব লাজে যেন সদা লাজে গো !

নকল্যাণ তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২০২]

৪৭৯

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে,
সেই ঘরে রব, সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিও তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া।
মোর সব কাজে, মোর সব অবসরে,
সে দুয়ার রবে তোমারি প্রবেশ তরে ;
সেথা হ'তে বায়ু বহিবে হৃদয় 'পরে,
চরণ হইতে তব পদধূলি তুলিয়া।
যত আশ্রয় ভেঙে ভেঙে যায় স্বামী,
এক আশ্রয়ে রহে যেন চিত লাগিয়া ;
যে অনল-তাপ যখনি সহিব আমি,
এক নাম বুকে বার বার দেয় দাগিয়া।
যবে দুখ-দিনে শোক তাপ আসে প্রাণে,
তোমারি আদেশ বহিয়া যেন সে আনে,
পরুষ বচন যতই আঘাত হানে,
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া॥

নকল্যাণ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৮]

৪৮০

মন তুমি নাথ লবে হ'রে, ব'সে আছি সেই আশা ধ'রে !
নীল আকাশে ওই তারা ভাসে, নীরব নিশীথে শশী হাসে,
তু'নয়নে বারি আসে ভ'রে, ব'সে আছি আমি আশা ধ'রে ।
জলে স্থলে তব ধূলিতলে, তরুলতা তব ফুলে ফলে,
নরনারীদের প্রেম-ডোরে,
নানা দিকে দিকে, নানা কালে, নানা সুরে সুরে, নানা তালে,
নানা মতে তুমি লবে মোরে, ব'সে আছি সেই আশা ধ'রে ॥

[ছায়ানট, ঝাঁপতাল]

৪৮১

তোমারি নাম বল্‌ব নানা ছলে ।
বল্‌ব একা ব'সে, আপন মনের ছায়াতলে ।
বল্‌ব বিনা ভাষায় বল্‌ব বিনা আশায়,
বল্‌ব মুখের হাসি দিয়ে, বল্‌ব চোখের জলে ।
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাক্‌ব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূর্‌বে মনস্কাম ।
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
বল্‌তে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে ॥

৮ ভাদ্র ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৪৮২

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব ।
সুখে দুখে শোকে, আঁধারে আলোকে, চরণে চাহিয়া রহিব

কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে, তুমিই জান তা প্রভু গো;
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে, সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব।
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু, তোমারি নাম ল'য়ে ডাকিব,
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে, চরণ হৃদয়ে লইব ॥
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য্য যা সাধিব;
শেষ হ'য়ে গেলে ডেকে নিও কোলে, বিরাম আর কোথা পাইব!

[ভজন, ছেপ্‌কা]

৪৮৩

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর,
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোরে সুর!
তুমি যদি থাক মনে, বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর।
তুমি শোন যদি গান আমার সম্মুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি;
তুমি যদি দুখ 'পরে রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হ'তে দম্ভ করহ দূর ॥

[... বারোঁয়া, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ...৪]

৪৮৪

আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয়-মাঝারে।
সকল কামনা সঁপিব চরণে, অভিষেক-উপহারে।
তোমারে বিশ্বরাজ, অন্তরে রাখিব, তোমারি ভকতের এই অভিমান,
ফিরিব বাহিরে সর্ব্ব চরাচর, তুমি চিত্ত আগারে ॥

[... ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০৫]

৪৮৫

সকল গর্ব্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব যে দিন পাব তব পদ-রেণু-কণা !
তব আহ্বান আসিবে যখন, সে কথা কেমনে করিব গোপন,
সকল বাক্যে সকল কর্ম্মে, প্রকাশিবে তব আরাধনা !
যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে, সে দিন সকলি যাবে দূরে,
শুধু তব মান দেহে মনে মোর বাজিয়া উঠিবে এক সুরে
পথের পথিক সেও দেখে যাবে তোমার বারতা মোর মুখ-ভাবে,
ভব-সংসার-বাতায়ন-তলে ব'সে রব যবে আনমনা ॥

[আড়ানা, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।:০৩]

৪৮৬

জীবন আমার চল্‌চে যেমন তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে চ'লে যাবে।
চলার পথে দিনে রাতে দেখা হবে সবার সাথে,
তাদের আমি চাব, তারা আমায় চাবে।
জীবন আমার পলে পলে এমনি ভাবে
দুঃখ সুখের রঙে রঙে রঙিয়ে যাবে।
রঙের খেলার সেই সভাতে খেলে যে জন সবার সাথে
তারে আমি চাব, সেও আমায় চাবে ॥

[গীতলেখা ১।৫৯]—৫ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৪৮৭

জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে।
আমি ধূলায় ব'সে খেলেছি এই তোমার দ্বারে।
অবোধ আমি ছিলেম ব'লে যেমন খুসী এলেম চ'লে,
ভয় করিনি তোমায় আমি অন্ধকারে।
তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন তিরস্কারে—
"পথ দিয়ে তুই আসিস্ নি যে, ফিরে যা রে!"
ফেরার পন্থা বন্ধ ক'রে আপনি বাঁধ' বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে বারে বারে!

গীতলেখা ১।৫৩]—১ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৪৮৮

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই!
সংসারে যা দিবে মানিব তাই; হৃদয়ে তোমায় যেন পাই!
তব দয়া জাগিবে স্মরণে নিশিদিন জীবনে মরণে,
দুঃখে সুখে সম্পদে বিপদে তোমারি দয়াপানে চাই,
তোমারি দয়া যেন পাই!
তব দয়া শান্তির নীরে, অন্তরে নামিবে ধীরে;
তব দয়া মঙ্গল-আলো, জীবন-আঁধারে জ্বালো!
প্রেম ভক্তি মম, সকল শক্তি মম,
তোমারি দয়ারূপে পাই, আমার ব'লে কিছু নাই॥

মিশ্র পরজ, কাওয়ালি। গীতলিপি ২।৩০]

৪৮৯

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।
সে আছে ব'লে আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে, আমাব বনে।
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম শাদায় কালোয় !
সে মোর সঙ্গে থাকে ব'লে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন সমীরণে !
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে
আন্‌মনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়,
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে আমারে কাজ ভোলায় !
সে মোর চিরদিনের ব'লে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে॥

[গীতবীথিকা, ৫৩]

৪৯০

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখ্‌তে আমি পাইনি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি, হৃদয় পানেই চাইনি।
আমার সকল ভালবাসায়, সকল আঘাত সকল আশায়,
তুমি ছিলে আমার কাছে ; তোমার কাছে যাইনি।
তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে ছিলে আমার খেলায় ;
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়।

গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখ সুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি ; আমি তোমার গান ত গাইনি ॥

[গীতলেখা ৩।১]—২৫ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৪৯১

তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ লহ ।
এবার তুমি ফিরো না হে, হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ ।
যে দিন গেছে তোমা বিনা, তারে আর ফিরে চাহি না, যাক্ সে ধূলাতে ;
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে যেন জাগি অহরহ ।
কি আবেশে কিসের কথায়, ফিরেছি হে যথায় তথায়, পথে প্রান্তরে ;
এবার বুকের কাছে ও-মুখ রেখে, তোমার আপন বাণী কহ ।
কত কলুষ কত ফাঁকি, এখনো যে আছে বাকি, মনের গোপনে ;
আমায় তা'র লাগি আর ফিরায়ো না, তা'রে আগুন দিয়ে দহ !

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। গীতিলিপি ৩।৪৩]—২৮ চৈত্র ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৪৯২

আমায় ভুল্‌তে দিতে নাইক তোমার ভয় ।
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার প্রেমের তো নাই ক্ষয় ।
দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর, সে দূর শুধু আমারি দূর,
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয় ।
আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে,
তোমার বসন্ত বায় নাই কি গো তাই ব'লে ?
এই খেলাতে আমার সনে হার মান' যে ক্ষণে ক্ষণে,
হারের মাঝে আছে তোমার জয় ॥

[গীতলেখা ১।৫১]—২৯ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৪৯৩

তোমার দয়া যদি চাহিতে না-ও জানি,
তবুও দয়া ক'রে চরণে নিও টানি।
আমি যা গড়ে তু'লে আরামে থাকি ভু'লে,
সুখের উপাসনা করি গো ফলে ফুলে,
সে ধূলাখেলা-ঘরে রেখো না ঘৃণাভরে,
জাগায়ো দয়া ক'রে বহ্নি-শেল হানি।
সত্য মুদে আছে দ্বিধার মাঝখানে,
তাহারে তুমি ছাড়া ফুটাতে কেবা জানে!
মৃত্যু ভেদ করি অমৃত পড়ে ঝরি,
অতল দীনতায় শূন্য উঠে ভরি ;
পতন-ব্যথা-মাঝে চেতনা আসি বাজে,
বিরোধ কোলাহলে গভীর তব বাণী॥

২২ শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৪৯৪

ধনে জনে আছি জড়ায়ে, হায়!
তবু জান, মন তোমারে চায়।
অন্তরে আছ অন্তর্যামী, আমা চেয়ে আমায় জানিছ স্বামী,
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়, জান, মম মন তোমারে চায়।
ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে, ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে, হায়! তুমি জান মন তোমারে চায়।

যা আছে আমার সকলি কবে নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে,

সব ছেড়ে সব পাব তোমায়! মনে মনে মন তোমারে চায়॥

৪৯৪ খাম্বাজ, একতালা। গীতলিপি, ৬।১১]—৫ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৪৯৫

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে।

দেখা নাই পাই, পথ চাই, সেও মনে ভালো লাগে। (প্রভু)

ধূলাতে বসিয়া দ্বারে, ভিখারী হৃদয় হা রে, তোমারি করুণা মাগে;

কৃপা নাই পাই, শুধু চাই, সেও মনে ভালো লাগে। (প্রভু)

আজি এ জগত-মাঝে, কত সুখে কত কাজে, চ'লে গেল সবে আগে;

সাথী নাই পাই, তোমায় চাই, সেও মনে ভালো লাগে। (প্রভু)

চাবিদিকে সুধা-ভরা ব্যাকুল শ্যামল ধরা, কাঁদায় বে অনুরাগে;

দেখা নাই পাই, ব্যথা পাই, সেও মনে ভালো লাগে॥ (প্রভু)

৪৯৫ বেহাগ, ঠুংরী। গীতলিপি ২।৩৩]—১৪ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৪৯৬

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,

দ্বার ভেঙে তুমি এস মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেওনা প্রভু!

যদি কোন দিন এ বীণার তারে, তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,

দয়া ক'রে তবু রহিও দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেও না প্রভু!

যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে, সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,

বজ্র-বেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেও না প্রভু!

যদি কোন দিন তোমার আসনে, আর কাহারেও বসাই যতনে,

চির দিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেও না প্রভু!

৪৯৬ ভৈরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৪, বৈতালিক ৫৫]

৪৯৭

সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো হে নাথ প্রণমি তোমায়, গাহি ব'সে তব গান।
অন্তরযামী ক্ষম সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন, ভক্তিবিহীন তান।
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে,
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে ;
সহসা একদা আপনা হইতে, ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান ॥

[ভৈরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১ , বেতালিক ৫৯]

৪৯৮

চিরসখা ছেড়ো না, মোরে ছেড়ো না।
সংসার গহনে নির্ভয় নির্ভর, নির্জ্জন-সজনে সঙ্গে রহ।
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ, হও হে অবলের বল।
জরাভারাতুরে নবীন ক'র, ও হে সুধা সাগর ॥

[বেহাগ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৩৮]

৪৯৯

আপনি যখন হৃদয়ে ফুল ফুটবে না, তুমি এস।
শুষ্ক যখন জীবনে গীত উঠবে না, তুমি এস !
জীবন যখন হবে মরু, রইবে না তায় একটি তরু,
(যখন) অন্ধ কারা ঠেকবে ধরা তুমি এস !

কান্না যখন বক্ষে আমার বন্যা ব'বে, তুমি এস !
বিফল যখন লাগ্‌বে জীবন, মাগ্‌বে মরণ, তুমি এস !
নিমেষে ফুল ফুটিয়ো তবে, সুধার উৎস ছুটিয়ো তবে,
(আমার) কান্নাজলে পান্না-দোলায় তুমি এস !
তুমি আমার জীবনে কি, কইতে আমি পারি সে কি ?
সব গীতি যে বন্ধ সেথায়, সকল কথা কথার ফাঁকি।
তুমি আমার জীবনে কি, আমি বিনে জান্‌বে কে কি ?
(তোমার) চরণতলে সব বিকা'নু ; তুমি এস ॥

[মিশ্র বেহাগ, দাদ্‌রা। ভোরের পাখী ৪৮]

৫০০

দাও হে, হৃদয় ভ'রে দাও !
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধা-সাগরে, সুধা-রসে মাতোয়ারা ক'রে দাও !
যেই সুধারস-পানে ত্রিভুবন মাতে, তাহা মোরে দাও ॥

[রামকেলি, কাওয়ালি]

৫০১

প্রভু, দাঁড়াও তোমায় দেখি !
নিয়ে সকল দাবি দাওয়া, চির-জীবন হয়নি চাওয়া,
আজকে যখন চোখ তুলেছি, তুমিই পালাবে কি ?
দুই চোখে যে কুলায় না মোর তোমার রূপের আলো,
লক্ষ কোটি নয়ন দিলে হ'ত সে মোর ভালো।
নোঙর ছেঁড়া মত্ত হিয়া, চলেছিল পথ ভুলিয়া,
থামুক্ সে মোর যাত্রা আজি, চরণতলে ঠেকি ॥

৫০২

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে, আপন জেনে আদর করি নে !
পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে, বন্ধু ব'লে দুহাত ধরি নে ।
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে আমার হ'য়ে যেথায় এলে নেমে,
সেথায় সুখে, বুকের মধ্যে ধ'রে, সঙ্গী ব'লে তোমায় বরি নে !
ভাই তুমি যে ভাইয়ের মাঝে, প্রভু, তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন, তোমার মুঠা কেন ভরি নে !
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে, দাঁড়াই নে ত তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে, প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে !

[সিন্ধু-খাম্বাজ, একতালা । গীতলিপি ৫।৩০]—৫ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৫০৩

অনেক দিয়েছ নাথ (আমায়), আমার বাসনা তবু পূরিল না !
দীন-দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না !
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণ-প্রিয় পরিজন,
সুধা-স্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর, শ্যামশোভা ধরণী ;
এত যদি দিলে সখা, আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না ॥

[আসাবরি, কাওয়ালি । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।:৮৮]

৫০৪

দয়া ক'রে ইচ্ছা ক'রে আপনি ছোট হ'য়ে
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে ।

তাই তোমার মাধুর্য্য-সুধা ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা,
জলে স্থলে দাও যে ধরা কত আকার ল'য়ে।
বন্ধু হ'য়ে পিতা হ'য়ে জননী হ'য়ে,
আপনি তুমি ছোট হ'য়ে এস হৃদয়ে।
আমিও কি আপন হাতে করব ছোট বিশ্বনাথে ?
জানাব আর জানব তোমায় ক্ষুদ্র পরিচয়ে ?

[আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৫০৫

চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবন-তীরে,
কত নীরব নির্জ্জনে, কত মধু সমীরে।
গগনে গ্রহতারাচয় অনিমেষে চাহি রয়,
ভাবনা-স্রোত হৃদয়ে বয়, ধীরে, একান্তে, ধীরে।
চাহিয়া রহে আঁখি মম, তৃষ্ণাতুর পাখী সম,
শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত্ত-গভীরে ;
কোন্ শুভ প্রাতে, দাঁড়াবে হৃদি-মাঝে,
ভুলিব সব দুঃখ সুখ, ডুবিয়া আনন্দ-নীরে॥

[সিন্ধু-কাফি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৩০]

৫০৬

তব অমল পরশ-রস, তব শীতল শান্ত পুণ্য-কর, অন্তরে দাও
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম চাও।
তব মধুময় প্রেম-রস সুন্দর সুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব, ভক্তি-অমৃত তব, শ্রী-আনন্দ জাগাও॥

[আসাবরি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৮, বৈতালিক ৩৮]

৫০৭

আমায় তুমি হাজার রূপে দেখ্‌ছ বারে বারে,
সুখের মাঝে দুখের মাঝে গভীর অশ্রুধারে।
এখনো কি দেখার বাকি ? এখনো সাধ মিট্‌ল না কি ?
নূতন ক'বে দেখ্‌বে কি নাথ আমার বেদনারে ?
এই আমারি দেহের মাঝে এই আমারি মন,
তোমার চোখে দেখায় সে কি শোভায় অতুলন ?
তোমার চোখের দৃষ্টি নিয়ে, আমার মনের সুধা পিয়ে
এই আমারি জীবন খানি ভর্‌বে সুধা ভারে ?

৫০৮

আর রেখোনা আঁধারে আমায় দেখ্‌তে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে আমায় দেখ্‌তে দাও॥
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,
সুখের গ্লানি সয় না যে আর,
যাক না ধুয়ে নয়ন আমাব অশ্রুধারে,
আমায় দেখ্‌তে দাও॥
জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া,
আপন ব'লে ভুলায় যখন ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জ'মল বোঝা,
চিরজীবন শূন্য খোঁজা
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে রাতের পারে,
আমায় দেখ্‌তে দাও॥

৫০৯

এ বিশ্ব-ভুবন হেরিব সুন্দর, হেরিব সুন্দর সবারে ;
সুন্দর রূপে পশিব হে নাথ, তোমার রূপের মাঝারে।
দুঃখ বিষাদ পাপ আঁধার, দেখিব না দেখিব না আর,
লভিব নবীন দিব্য দরশন, স্নাত হ'য়ে পুণ্য-সাগরে।
নিরাশা-মরু হইব হে পার, ছুটিব তোমার উদ্দেশে,
কবে হরষিত হইবে এ চিত, তোমার প্রেম-পরশে ;
তোমারে লইয়া করিব বসতি শান্তি-তটিনী-তীরে,
হৃদয়-বাঁশী বাজিবে মধুর তোমার করুণা-সমীরে ॥

[illegible]মল্লার মিশ্র, তেওরা]

৫১০

(আমায়) কত ভালবেসে, রেখেছ তোমার পাশে !
অনন্ত ভুবনে তোমার সদনে, ফুটিব হে আমি নিমেষে নিমেষে।
শত বাধা মাঝে লতিকার প্রায়, থাকিব তোমারে ঘিরিয়া,
মোহ-পাঁক হ'তে, পদ্মের মত, উঠিব হে আমি ফুটিয়া ;
রহিব অচল, সম হিমাচল, অকম্পিত দুঃখ-পরশে।
তটিনীর প্রায় শান্তি সাগরে যাইব হে আমি ছুটিয়া,
বিষয়-বাসনা পাষাণের বাঁধ চলিব সবলে ভাঙ্গিয়া,
মুকত হৃদয়ে তব নাম গেয়ে উড়িব অনন্ত আকাশে।
হইবে ধন্য জীবন আমার তোমার পুণ্য-পরশে,
অসীম গৌরবে রাখিবে আমায় তোমার অমৃত-নিবাসে,
চির করুণার আমি হে তোমার, উজলিব তব প্রকাশে ॥

[illegible]ঝিট, একতালা]

৫১১

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ ;
আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ ।
(দয়া ক'রে) (দুখ দিলে আমায় দয়া ক'রে)
হৃদয় যাহার শত খানে ছিল, শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে ।
(কুড়ায়ে এনে) (শত খান হ'তে কুড়ায়ে এনে)
(ধূলা হ'তে তারে কুড়ায়ে এনে)
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার, এবার সে কথা বোঝালে !
(বুঝায়ে দিলে) (হৃদয়ে আসি বুঝায়ে দিলে)
(তুমি কে হও আমার, বুঝায়ে দিলে)
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে, কোথা নিয়ে যায় কাহারে !
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে, এনেছ তোমারি দুয়ারে !
(আমি না জানিতে)
(কোথা দিয়ে আমায় এনেছ, আমি না জানিতে)

পঞ্চম অধ্যায়

সঙ্কল্প, আকাঙ্ক্ষা, আত্মোৎসর্গ, জাগরণ, আলোক ও বল ভিক্ষা, নির্ভর, নির্ভয় ভাব।

প্রাণ ব্রহ্মপদে, হস্ত কার্য্যে তাঁর,
এই ভাবে দিন কাটুক আমার।

৫১২

তোমারে চাহিয়া চলিব পথ, তোমারে চাহিয়া গাহিব গান ;
তোমারি নাম-অমিয়-ধারা, তৃষিত রসনা করিবে পান।
এ ক্ষুদ্র হৃদয় করিব আমি, তোমারি, দেব, বিহার-ভূমি ;
তোমারই কাজে, তোমারই সেবায়, করিব হে এই জীবন দান।

[...ন্তী, একতালা]

৫১৩

লও আমারে তোমার ক'রে!
আমি থাক্‌ব না আর মোহের ঘোরে।
তোমার খাব, তোমার পর্‌ব, বাস করিব তোমার ঘরে ;
সদা তোমার কথা শুনে চল্‌ব, রাখব না আর আপনারে।
তোমার সেবায়, তোমার পূজায়, থাক্‌ব চিরদিনের তরে
হৃদয়মাঝে দে'খে তোমায়, ভাসিব আনন্দ-নীরে॥

[...প্রসাদী সুর, একতালা]

৫১৪

সাধ মনে, হরিধনে নয়নে নয়নে রাখি।

করি নাম গান, প্রেমসুধা পান, চরণামৃত অঙ্গে মাখি। (হরি

ভজি তাঁর পদ দিয়ে প্রাণ মন, যোগানন্দরসে হইয়ে মগন,

তাঁহারি সেবায়, তাঁহারি কথায়, দিবানিশি ভুলে থাকি।

(হরি-দরশনে, হরি-সঙ্কীর্ত্তনে, মননে চিন্তনে)

লীলারস-রঙ্গে মাতি হৃদয়-নিকুঞ্জ-বনে,

নাচি গাই হাসি খেলি মিলে প্রাণসখা-সনে ;

দেখি অবিরাম মর্ত্ত্যে স্বর্গধাম কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি,

সব রিপুগণে দিয়ে ফাঁকি !

[ঝিঁঝিট কীর্ত্তন, একতালা]

৫১৫

মোরা এই জীবনে তোমায় ভালবাস্‌ব, ভগবান !

দিবস রাতে সকাল সাঁঝে গাইব তোমার গান।

তোমায় মোরা কর্‌ব বরণ, তোমার মোরা ধর্‌ব চরণ,

বাক্যে মনে আচরণে ফুট্‌বে জয়গান,

নামটি তোমার সফল হবে সকল দিন যাম।

তোমায় ভালবাস্‌লে ভালবাস্‌ব সকল জন,

চরাচরে নিখিল প্রাণী সব হব আপন।

সবায় ভালবাসার সাথে, তোমার আশীষ ঝর্‌বে মাথে,

সেই আশীষেই সকল দুঃখ হবেই অবসান,

এমন সুদিন আসবে যে দিন, হব সফলকাম ॥

[ইমন ভূপালি, তেওরা। পথের বাঁশী ৪৮]

৫১৬

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে ?

(আমার) মনের মাঝে ভবের কাজে মালিক হ'য়ে রবে (কবে ?)

(আমার) সকল সুখে সকল দুখে তোমার চরণ ধ'র্‌ব বুকে ;

কণ্ঠ আমার সকল কথায় তোমার কথাই ক'বে।

কিন্‌ব যাহা ভবের হাটে, আন্‌ব তোমার চরণ-বাটে,

তোমার কাছে, হে মহাজন, সবই বাঁধা রবে, (কবে ?)

স্বার্থ-প্রাচীর ক'রে খাড়া, গড়্‌ব যখন আপন কারা,

বজ্র হ'য়ে তুমি তারে ভাঙ্‌বে ভীষণ রবে।

পায়ে যখন ঠেল্‌বে সবাই, তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই,

জগতের সকল আপন হ'তে আপন হবে, (কবে ?)

(শেষে) ফির্‌ব যখন সন্ধ্যাবেলা সাঙ্গ ক'রে ভবের খেলা,

জননী হ'য়ে তখন কোল বাড়ায়ে লবে ॥

[মিশ্র সাহানা, দাদ্‌রা] কাকলি ১।৯]

৫১৭

কি আর বলিব আমি।

জনম হইতে তোমারি প্রেমেতে আমায় বেঁধেছ তুমি।

আমি পাপী দুখী অধম সন্তান জেনেও শিখালে তব নামগান ;

গাহিব দিবস-যামী।

ছোট খাট তব প্রিয় কার্য্য যত, দাও না আমায় করিতে নিয়ত !

জীবন যা হ'লে না কাটে বিফলে, কর তা জীবন-স্বামী ॥

[মিশ্র মূলতান, একতালা]

৫১৮

ধন্য সেই জন, তোমার হাতে প্রাণ করিয়াছে যেই দান ;
তুমি চিরদিন তরে, প্রভু হে তাহারে করেছ অভয় দান !
পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত, মৃতপ্রায় যে জীবন,
ওহে প্রাণাধার, পরশে তোমার পায় সে নবজীবন !
লৌহময় প্রাণ করিলে অর্পণ, সোণার প্রাণ কর দান ;
আমি সব জেনে শুনে, তোমার চরণে সঁপি না এ ছার প্রাণ।
ঐহিকের সুখ হবে না ব'লে দিলাম না প্রাণ তোমায়,
আমার এ সংসারেব সুখ, তাও ত হ'ল না, দুকূল হারালেম, হা!
ঘুচাও এ দুর্ম্মতি, দাও শুভমতি, দাও জ্বলন্ত বিশ্বাস ;
আমি দেহ মন প্রাণ তোমায় ক'রে দান, হইব হে তব দাস ॥

৫১৯

আমি হে তোমার কৃপার ভিখারী
থাকিতে চাই হরি চিরদিন।
না জানি ভজন, না জানি সাধন, ভক্তিহীন, পাপেতে মলিন।
তোমার করুণা কারেও ছাড়ে না, পাপীর প্রতি নহে উদাসীন ;
তাই চিদাকাশে আশা আর বিশ্বাসে উদয় ক'রে দেও হে শুভদিন
তোমার কৃপায় লভিয়ে নয়ন, দেখিব হে প্রভো তব প্রেমানন,
মধুর বচন করিয়ে শ্রবণ, সুখে দুঃখে রব আজ্ঞাধীন।
তোমা বিনে বল' কে আছে সম্বল, কে ঘুচাতে পারে নয়ন-জল,
আছি সব স'য়ে তোমার লাগিয়ে, হ'য়ে অকিঞ্চন দীন হীন ॥

[বেহাগ, একতালা]

৫২০

ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়!
চাহে ধন জন আয়ুঃ আরোগ্য বিজয়।
করুণার সিন্ধু-কূলে বসিয়া মনের ভুলে
এক বিন্দু বারি তুলে মুখে নাহি লয়।
তীরে করি ছুটাছুটি, ধূলি বাঁধে মুঠি মুঠি,
পিয়াসে আকুল হিয়া আরো ক্লিষ্ট হয়।
কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি ছাই করে তা দিয়ে,
ছদিনের মোহ ভেঙ্গে চুরমার হয়;
তথাপি নিলাজ হিয়া মহাব্যস্ত তাই নিয়া,
ভাঙ্গিতে গড়িতে, হ'য়ে পড়ে অসময়।
আহা ওরা জানে না ত, করুণা-নির্ঝর, নাথ,
না চাহিতে নিরন্তর ঝর ঝর বয়;
চির-তৃপ্তি আছে যাহে, তা যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিও দীনে, যাতে পিয়াসা না রয়॥

[য়, ঠুংরি]

৫২১

আমি তোমার ধ'র্ব না হাত, তুমি আমায় ধর।
যারা আমায় টানে পিছে, তারা আমা হ'তেও বড়।
শক্ত ক'রে ধর হে নাথ, শক্ত ক'রে আমায় ধর।
যদি কভু পালিয়ে আসি, তারা কেমন ক'রে বাজায় বাঁশী;
বাজাও তোমার মোহন বীণা আরও মনোহর,
তাদের চেয়েও মধুর সুরে বাজাও মনোহর॥

[আড়কাওয়ালি]

৫২২

দিয়েছিলে যাহা, গিয়েছে ফুরায়ে, ভিখারীর বেশ তাই।
ফুরায় না যাহা এবার সে ধন তোমার চরণে চাই।
সুখ আমারে দেয় না অভয়, দুঃখ আমারে করে পরাজয় ;
যত দেখি তত বাড়িছে বিস্ময়, যাহা পাই তা হারাই।
ভবের মেলায় কতই খেলনা কিনিলাম, তবু সাধ ত গেল না ;
ঘাটে এসে দেখি কিছু নাই বাকি ; কে দিবে তরীতে ঠাঁই !
দাও হে বিশ্বাস, দাও হে ভকতি, বিশ্বের হিতে দাও হে শকতি
সম্পদে বিপদে তব শিব পদে স্থান যেন সদা পাই ॥

পূরবী]

জীবন্ত বিশ্বাস ; সত্যে প্রতিষ্ঠা

৫২৩

জীবন্ত বিশ্বাস দাও হে মম অন্তরে।
যেন অন্তর-বাহিরে সদা দেখি তোমারে।
প'ড়ে মোহ অন্ধকারে, যেন ভুলি না নাথ তোমারে,
পাপ-প্রলোভন হ'তে রাখ হে দূরে।
অনন্ত কালের তরে, প্রভু, জীবন সঁপে তোমারে,
মোহিত হ'য়ে রহিব, তোমাকে হেরে ॥

[আলাইয়া, ঝৎ]

৫২৪

প্রভু, দয়া ক'রে দাও আমারে বিশ্বাস-আঁখি।
যেন বিশ্বাস-নেত্রে জগৎ-ক্ষেত্রে প্রেমের চিত্রে নিরখি।
যখনই যে দিকে চা'ব, কেবলই প্রেম দেখিব ;
ধন্য হব প্রেমলীলা সদা জীবনে দেখি।
সদা প্রেমে ডুবে র'ব, অবিশ্বাস ভুলে যাব,
জীবন সফল করিব, তোমায় হৃদয়ে রাখি॥

[কেদার খং]

৫২৫

কবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে এই মন প্রাণ ?
(কবে) সত্য ভ'জে, সত্যে ম'জে, হব আমি সত্যবান্ ?
অসারে ভাবিয়ে সার, ছুটেছি পশ্চাতে তার,
(আমি) সোনা ফেলে, ধূলায় ভুলে, গেয়েছি মৃত্যুর গান !
বৃথা ধর্ম্মের আড়ম্বরে, ভুলায়েছি আত্ম-পরে ;
(আমি) অন্তরে নরক পুষে, করেছি সাধুর ভান।
(কবে) জীবনের স্তরে স্তরে সত্যে দরশন ক'রে
(হবে) সত্য সাধন, সত্য সিদ্ধি, সত্য আত্মার অন্ন-পান !
(কবে) ভক্ত-পদ-চিহ্ন ধ'রে সত্যের সেবার তরে
(আমি) সত্যের মহামন্দিরে দিব আত্ম-বলিদান ?

[... , ঝাঁপতাল। সুর, "তব শুভ সম্মিলনে"]

ইচ্ছা-যোগ, বাসনা-সংযম, নির্ম্মল জীবন

৫২৬

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার, ফেলো না আমায় ছড়ায়ে।
চির পিপাসিত বাসনা বেদনা, বাঁচাও তাহারে মারিয়া,
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন-আপনারে পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে বরণের মালা পরায়ে॥

[গীতলেখা ২।১০]—৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বা (১৯১৪)

৫২৭

হরি হে, এ দেহে আছ সদা বর্ত্তমান !
নিঃশ্বাসে শোণিতাধারে করে তোমার নাম গান।
তুমি মম বাহুবল, বিদ্যা বুদ্ধি সম্বল,
আশা ভরসা কেবল, আমি তো তৃণ-সমান।
জীবন্ত আদেশবাণী, শুনাও দীনযামিনী,
পবিত্র নিঃশ্বাসে কর মহাবীর বলবান্।
ল’য়ে ভক্ত-পরিবার, হৃদয়ে কর বিহার,
দেখাও প্রাণ-মন্দিরে পুণ্যময় স্বর্গধাম॥

[খাম্বাজ বাহার, কাওয়ালি]

৫২৮

তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্ মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে!
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন্ ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল-পাথারে ;
প্রভু বিশ্ব-বিপদহন্তা! তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপী লতায় জলদের গায় শশী তারকায় তপনে ;
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, ব'সে আঁধারে মরিনু কাঁদিয়া ;
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে॥

ভৈরবী, জলদ-একতালা]

৫২৯

অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে।
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে!
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভয় কর হে,
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে!
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে শান্ত তোমার ছন্দ!
চরণ-পদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে॥

ভৈরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১১, বৈতালিক ১৯]
অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাং (১৯০৭)

৫৩০

হৃদয়-কুটীর মম কর নাথ পুণ্যাশ্রম,
বিরাজ' আনন্দে তাহে দিবানিশি অবিরাম।
জীবন কর আমার প্রেম-পরিবার,
গৃহ-দেবতা পিতা হ'য়ে থাক হে তাহার ;
মঙ্গল-শাসনে সদা কর হে শাসন।
(আমি) প্রতিদিন ভক্তিভরে করিব পূজা অর্চ্চনা,
কৃতাঞ্জলিপুটে করিব চরণ বন্দনা ;
নিত্য নব নব জাত প্রেম-হারে,
সাজাব তব সিংহাসন সুন্দর ক'রে ;
গলবস্ত্র হ'য়ে তোমায় করিব অভিবাদন।
আমার রিপু-পরিচারিকা-দল, আনন্দে মিলে সকল,
অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন ;
ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মিলন হবে,
তব প্রেম-আবির্ভাবে আত্মা হবে স্বর্গধাম॥

[বিভাস, ঝাঁপতাল]

৫৩১

দেহ জ্ঞান,—দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি,—শুদ্ধ প্রীতি,
তুমি মঙ্গল-আলয়, তুমি মঙ্গল-আলয়!
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ-আশ্রয়!

[আলাইয়া, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩৪]

৫৩২

আর আমায় আমি নিজের শিরে বইব না !
আর নিজের দ্বারে কাঙাল হ'য়ে রইব না।
এই বোঝা তোমার পায়ে ফেলে, বেরিয়ে পড়্‌ব অবহেলে,
কোনো খবর রাখ্‌ব না ওর কোনো কথাই কইব না।
আমায় আমি নিজের শিরে বইব না।
বাসনা মোর, যারেই পরশ করে সে,—
আলোটি তার নিভিয়ে ফেলে নিমেষে ;
ও রে, সেই অশুচি দুই হাতে তার যা এনেছে, চাইনে সে আর,
তোমার প্রেমে বাজ্‌বে না যা, সে আর আমি সইব না,
আমায় আমি নিজের শিরে বইব না॥

২৫ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

আলোক, ইঙ্গিত, ও আদেশ ভিক্ষা

৫৩৩

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়, পরিপূর্ণ জ্ঞানময় !
কবে হবে বিভাসিত মম চিত-আকাশে !
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয়-দিশি
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে, নব সুখ নব প্রাণ নব দিবা আশে।
কি দেখিব কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন-মাঝে,
সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয়-মুখে চ'লে যাব গান গাহি,
কে রহিবে আর দূর পরবাসে !

[বাহার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।৪১]

৫৩৪

তোমারি আলোক সদা পাই যেন প্রাণে!
(আমার) আনন্দে দিন কেটে যাবে নাম-গুণগানে।
থাকিয়ে তোমার হাতে, চলিব তোমার পথে,
দুঃখেতে সুখ উদয় হবে, সম্পদ বিপদে ;
তোমার নামের নিশান নিয়ে হাতে, যাব আনন্দ-ধামে ॥

[কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর, একতালা]

৫৩৫

দাও মা আমায় শিষ্য-ব্রত।
(করি) চিরজীবন ব্রত পালন, হ'য়ে তব পদানত।
খুলিয়া হৃদয়-দ্বার পাঠ করি বারবার
(ও গো) অভিপ্রায় কি তোমার, আভাসে ইঙ্গিতে যত।
কখন্ তুমি কোন্ বেশে কি ব'লে যাবে এসে,
আমি ব্যাকুল হ'য়ে শুনব ব'সে তোমার বাণী অবিরত।
যে-অবস্থায় যে-শিক্ষা, যে-পরীক্ষায় যে-দীক্ষা,
(তুমি) দিয়ে যাবে ভালবেসে, (তাহা) ল'ব শিরে অবনত।
যে-চরিত্রে ভাল যাহা, ভালবেসে ল'ব তাহা ;
(আমি) ভালকে বাসিয়া ভাল, হব ভাল'য় পরিণত।
(আমায়) যেমন রাখ তেম্‌নি র'ব, যা সহাবে তাই স'ব,
(হবে) তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা, হব তোমার মনের মত॥

[রামপ্রসাদী সুর, একতালা]

৫৩৬

আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে, সংশয়ে তাই দুলি হে!
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ, শত লোকের শত বুলি হে!
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি,
আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি, পাইনে চরণ-ধূলি হে!
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়, আপনা আপনি বিবাদ বাধায়;
কারে সামালিব, একি হ'ল দায়, একা যে অনেক গুলি হে!
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে প'ড়ে কত মরি কেঁদে, চরণেতে লহ তুলি হে॥

পলশ্রী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।২১]

৫৩৭

আমি সাক্ষাৎভাবে ধর্‌ব কবে তোমায় প্রেমময়!
তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞানে থাক্‌লে কি হে, প্রাণের ক্ষুধা দূরে যায়?
তুমি কথার কথা নও, 'আছি' ব'লে কথা কও;
কথা যে শুনিল, সেই মজিল, ধরিল তোমায়।
কবে শুন্‌ব আমি তোমার বাণী, দিন যে আমার চ'লে যায়!

সুর, একতালা] —মাঘ ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৫৩৮

বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে নাথ, ক'রো হে আমারে করুণা-ইঙ্গিত
কোথায় কি করিব, কারে কি বলিব, দিও ব'লে সব যে হয় উচিত
আমি হে জন্মান্ধ, পাপেতে বধির, দুঃখ-প্রলোভনে সতত অধীর,
সংসার-সঙ্কটে থেকো হে নিকটে, দেখো যেন কভু না হই বিচলিত
ঘোর ভবার্ণবে হ'য়ে কর্ণধার, জীবন-তরী আমার কর হরি পার,
পথের সম্বল দিব্য জ্ঞানবল প্রতিক্ষণ প্রাণে কর সঞ্চারিত ॥
[বিভাস, একতালা]

৫৩৯

জীবন-পথে আলোক ধ'রে তুমি চল ;
যা বলিতে হয়, তাহা তুমি বল।
আমি থাকি তোমার হাতে, চলি তোমার সাথে সাথে ;
সমুখের পথ জানি না যে, আঁধার কি বা উজ্জ্বল !
তোমার হ'য়ে রব আমি, ভাল মন্দ নাহি জানি ;
যেমন ক'রে নিবে তুমি, তাতেই যে হবে মঙ্গল ॥
[বেহাগ আদ্দা]—৭ বৈশাখ, ১৩২৩ বাং (১৯১৬)

৫৪০

চালাও আমায় তেমনি ক'রে, যন্ত্র যেমন যন্ত্রি-করে।
(আমি) তোমার হাতে দিবানিশি বাজি নানা মধুর স্বরে।
তোমার হাতে দিয়ে দেহ প্রাণ মন,
তোমার হাতে রাখি আমার এ জীবন,
থাকে পদ্মপত্রে জল যেমন, আমি থাকি এ সংসারে ॥
[ঝিঁঝিট কীর্ত্তন, একতালা। সুর—"সাধ মনে হরিধনে"]

সঙ্কল্প ; আত্মোৎসর্গ ; সেবকের প্রার্থনা

[নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

৫৪১

হে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ এই দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানে,
যেন এ রসনা করে হে ঘোষণা, সত্যের মহিমা জীবনে মরণে।
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, চির-ভৃত্য হ'যে রব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে, ব'ল্‌ব দ্বারে দ্বারে, মহাপাপী তরে দয়াল-নামের গুণে।
অকপট হৃদে তোমারে সেবিব, পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে!
নিত্য সত্যব্রত করিব পালন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয় বিপদ কালে, ডাকৃব পিতা ব'লে, লইব শরণ ঐ অভয় চরণে॥

[বিভাস একতালা]

৫৪২

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে ;
ফিরিব আহ্বান মানিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে হে।
মজিয়া অনুখন লালসে, রব না পড়িয়া আলসে,
হয়েছে জর্জ্জর জীবন ব্যর্থ দিবসের লাজে হে।
আমারে রহে যেন না ঘিরি সতত বহুতর সংশয়ে,
বিবিধ পথে যেন না ফিরি বহুল সংগ্রহ আশয়ে।
অনেক নৃপতির শাসনে না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয় গৌরবে, তোমারি ভৃত্যের সাজে হে॥

[সুর মল্লার, একাদশী। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩৮]

৫৪৩

আমি কি ব'লে করিব নিবেদন, আমার হৃদয় প্রাণ মন !
চিত্তে আসি দয়া করি নিজে লহ অপহরি,
কর তারে আপনারি ধন, আমার হৃদয় প্রাণ মন।
শুধু ধূলি শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তারে কর সমর্পণ, স্পর্শে তব পরশ-রতন !
তোমারি গৌরবে যবে, আমার গৌরব হবে,
সব তবে দিব বিসর্জ্জন, আমার হৃদয় প্রাণ মন ॥

[সিন্ধু বারোঁয়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১৮]

৫৪৪

মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয় !
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন,
জয় জয় সত্যের জয় !
যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু মিথ্যা চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয় !
মোরা মঙ্গল কাজে প্রাণ আজি করিব সকলে দান,
জয় জয় মঙ্গলময় !
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে, গাহিব পুণ্য-গান,
জয় জয় মঙ্গলময় !

যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু অশুভ চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু অশুভ কর্ম্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু অশুভ বাক্য নয়,
জয় জয় মঙ্গলময় !
সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি মোরা সবে লইলাম,
যিনি সকল ভয়ের ভয় !
মোরা করিব না শোক, যা হবার হোক, চলিব ব্রহ্মধাম !
জয় জয় ব্রহ্মের জয় !
যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়,
যদি মৃত্যু নিকট হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়,
জয় জয় ব্রহ্মের জয় !
মোরা আনন্দ-মাঝে মন আজি করিব বিসর্জ্জন,
জয় জয় আনন্দময় !
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে আনন্দ-নিকেতন !
জয় জয় আনন্দময় !
আনন্দ চিত্ত-মাঝে, আনন্দ সর্ব্বকাজে,
আনন্দ সর্ব্বকালে, দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্ব্বলোকে, মৃত্যু বিরহে শোকে,
জয় জয় আনন্দময় !

[ভূপনারায়ণ, একতালা]

৫৪৫

জয় জয় বিভু হে, করুণা তব হে, অগণন মহিমা তোমার !

এক মুখে কি বলিব আর ?

জয় হে সুন্দর ! মহিমা-সাগর ! আজি কৃপা কি দেখি অপার !

জয় জয় করুণা-আধার !

বিষয়ের বন্ধনে, সুখের শয়নে, ছিল শুয়ে যে জন ধরায়,

জাগাইলে কিরূপে তাহায় !

জয় হে সুন্দর ! মহিমা-সাগর ! প্রাণ মন সঁপে সে তোমায় !

জয় জয় প্রভু কৃপাময় !

ধন মান যৌবন নানা প্রলোভন, পথে ছিল অচল-সমান,

তবু তাতে বাঁধিল না প্রাণ !

জয় হে সুন্দর, মহিমা-সাগর ! এ সকলি তোমারি বিধান !

জয় জয় করুণা-নিধান !

দেহ মন ঢালিয়ে প্রেমে বিকাইয়ে, আজি সে যে নিজে করে দান,

সঁপিতেছে দেহ মন প্রাণ !

জয় হে সুন্দর ! মহিমা-সাগর ! লও লও করুণা-নিধান !

জয় জয় করুণা-নিধান ॥

[শঙ্কব, ফের্‌তা]

৫৪৬

আমারে কর জীবন দান, প্রেরণ কর অন্তরে তব আহ্বান !

আসিছে কত, যায় কত, পাই শত, হারাই শত,

তোমারি পায়ে রাখ অচল মোর প্রাণ।

দাও মোরে মঙ্গল-ব্রত স্বার্থ কর দূরে প্রহত,
থামায়ে বিফল সন্ধান জাগাও চিত্তে সত্য জ্ঞান।
লাভে ক্ষতিতে সুখে শোকে, অন্ধকারে দিবা-আলোকে,
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান॥

চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪৮]

৫৪৭

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর, প্রভু, পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
এই যে হিয়া থরথর কাঁপে আজি এমনতর'
এই বেদনা ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, প্রভু!
এই দীনতা ক্ষমা কর, প্রভু, পিছন পানে তাকাই যদি কভু;
দিনের তাপে রৌদ্র-জ্বালায়, শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, প্রভু॥

গী ৩।১৫]—১৬ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৫৪৮

এই বড় সাধ আছে মনে, আমি তোমার দাস হব;
আমার দেহমন সমর্পিয়ে ও-চরণে পড়ে রব!
বাসনা সব দূরে যাবে, হৃদয় নির্ম্মল হবে,
(তাহে) প্রেম-চন্দ্রোদয় হবে, আমি নিরখিয়ে প্রাণ জুড়াব!
(বল) সেদিন আমার কবে হবে, তুমি সদা প্রাণে রবে,
আমার আমিত্ব যাবে, কেবল তোমার ইচ্ছার জয় গাব!

মধ্যমান]

৫৪৯

এই লও আমার প্রাণ মন!

এই লও আমার প্রাণ মন, এই ল'ও আমার জীবন ধন।
এই লও আমার জীবন ধন, এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন।
আমি আর কিছু ধন চাই না, পিতা, কেবল তোমার শ্রীচরণ
ভিক্ষা এই তব স্থানে, দেও হে স্থান ঐ চরণে,
পাপী অধম সন্তানে, ক'রে কৃপা বিতরণ।
ইচ্ছা এই, হৃদয়মাঝে রাখ্‌ব যতনে, প্রীতি-ভক্তি উপহার দিব চরণে
প্রেম-নয়নে হেরিব, সুখে সম্ভোগ করিব,
সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিব, এই মম আকিঞ্চন।
তোমার ধন তোমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হব,
সরল-অন্তরে তব ইচ্ছা পালিব ;
বাসনা নিবৃত্ত হবে, অভিমান দূরে যাবে,
পবিত্র প্রেম-প্রভাবে, বিচ্ছেদে হবে মিলন॥

[কীর্ত্তন]

জাগরণ, নবজীবন

৫৫০

শুভ কর্ম্মপথে ধরো নির্ভয় গান
সব দুর্ব্বল সংশয় হোক্ অবসান।
চির শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে
লও সেই অভিষেক ললাট'পরে

তব জাগ্রত নির্ম্মল নূতন প্রাণ
ত্যাগ ব্রতে নিক্ দীক্ষা
বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা
নিষ্ঠুর সংকট দিক সম্মান,
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান্।
চলো যাত্রী, চলো দিন রাত্রি
কর অমৃতলোক-পথ অনুসন্ধান।
জড়তা তামস হও উত্তীর্ণ
ক্লান্তি জাল করো দীর্ণ বিদীর্ণ,
দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে করো স্নান॥

৫৫১

সর্ব্ব খর্ব্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্তপানে চাহো
দূর করো মহারুদ্র,
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে
নির্ঝরিয়া গলিবে-যে,
প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥

৫৫২

জাগো নির্ম্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে।
জাগো ভক্তির তীর্থে, পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগো উন্মুখ চিত্তে, জাগো অম্লান প্রাণে,
জাগো নন্দন নৃত্যে, সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে, প্রেম-মন্দির-দ্বারে।
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে, জাগো নিশ্চল আশে,
জাগো নিঃসীম শূন্যে পূর্ণের বাহু-পাশে।
জাগো নির্ভয় ধামে, জাগো সংগ্রাম-সাজে,
জাগো ব্রহ্মের নামে, জাগো কল্যাণ কাজে,
জাগো দুর্গম-যাত্রী, দুঃখের অভিসারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে, প্রেম-মন্দির-দ্বারে॥

[হাম্বীর, একতালা। গীতলিপি ৪।২৩]

৫৫৩

আনন্দ-ধ্বনি জাগাও গগনে!
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া বল "উঠ উঠ" সঘনে, গভীর নিদ্রামগনে
বল, "তিমির রজনী যায় ওই, আসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী,
নব আনন্দে নব জীবনে, ফুল্ল কুসুম মধুর পবনে, বিহগ-কল- কূজনে।
হের, আশার আলোকে জাগে শুকতারা, উদয়-অচল-পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে।

চল যাই কাজে মানব-সমাজে, চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে।
যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস, কুহক মোহ যায় ;
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ-স্বপন-প্রায়!
ফেল জীর্ণ চীর, পর নব সাজ, আরম্ভ কর জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে" ॥

মিশ্র হাম্বীর, ফেরতা।

৫৫৪

ভুবনেশ্বর হে! মোচন কর বন্ধন সব, মোচন কর হে!
(প্রভু) মোচন কর ভয়, সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত্ত কর নিঃসংশয় ;
তিমির রাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে!
ভুবনেশ্বর হে, মোচন কর জড় বিষাদ, মোচন কর হে!
(প্রভু) তব প্রসন্ন-মুখ সব দুঃখ করুক সুখ,
ধূলি-পতিত দুর্ব্বল চিত করহ জাগরূক ;
তিমির রাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে!
ভুবনেশ্বর হে! মোচন কর স্বার্থ-পাশ, মোচন কর হে!
(প্রভু) বিরস বিকল প্রাণ, কর প্রেমসলিল দান,
ক্ষতি-পীড়িত শঙ্কিত চিত কর সম্পদবান ;
তিমির রাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।

ইমন-ভূপালী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।২৫।

৫৫৫

মোরে ডাকি ল'য়ে যাও মুক্তদ্বারে, তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।
উদয়গিরি হ'তে উচ্চে কহ মোরে, "তিমির লয় হ'ল দীপ্তিসাগরে,
স্বার্থ হ'তে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ, সব জড়তা হ'তে জাগ জাগ রে,
সতেজ উন্নত শোভাতে।"
বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর মোরে তোমার কাজে ;
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্র রোচন
নবীন নির্ম্মল বিভাতে ॥

[মিশ্র রামকেলি, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬১ , বৈতালিক ৬০]

৫৫৬

ওরে নূতন যুগের ভোরে
দিস্ নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার ক'রে।
কী রবে আর কী রবে না, কী হবে আর কী হবে না, ওরে হিসাবী—
এ সংশয়ের মাঝে কি তোর ভাবনা মিশাবি।
যেমন ক'রে ঝরণা নামে দুর্গম পর্ব্বতে
নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড় অজানিতের পথে।
জাগ্‌বে ততই শক্তি যতই হান্‌বে তোরে মানা,
অজানাকে বশ ক'রে তুই করবি আপন-জানা।
চলায়-চলায় বাজ্‌বে জয়ের ভেরী—
পায়ের বেগেই পথ কেটে যায়, করিস্ নে আর দেরি ॥

৫৫৭

জাগো, জাগো, আলস-শয়ন-বিলগ্ন!
জাগো, জাগো, তামস-গহন-নিমগ্ন!
ধৌত করুক করুণারুণ-বৃষ্টি সুপ্তি-জড়িত যত আবিল দৃষ্টি;
জাগো, জাগো, দুঃখ-ভার-নত উদ্যম-ভগ্ন!
জ্যোতিঃ-সম্পদ ভরি দিক্ চিত্ত, ধন-প্রলোভন-নাশন বিত্ত;
জাগো, জাগো, পুণ্যবসন পর, লজ্জিত নগ্ন!

৫৫৮

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে, ওহে বীর, হে নির্ভয়!
জয়ী প্রাণ, চির প্রাণ, জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে, ওহে বীর, হে নির্ভয়!
ছাড়ো ঘুম মেলো চোখ, অবসাদ দূর হোক্,
আশার অরুণালোক হোক্ অভ্যুদয় রে॥

৫৫৯

নূতন জীবন তোমার হাতে এবার কর দান!
রইব না আর ধূলায় প'ড়ে, পাপে মোহে ম্লান!
অন্ধ আঁধার যাবে টুটে, হৃদয়-কমল উঠ্‌বে ফুটে,
তোমারি সুগন্ধে হবে আকুল পরাণ!
বাসনা কামনা যত, তারা হবে পুণ্য-ব্রত,—
তোমার কাছে নিয়ে যেতে, বন্ধুর সমান॥

ভৈরবী, আদ্ধা]

৫৬০

ভয় হ'তে তব অভয়-মাঝে নূতন জনম দাও হে !
দীনতা হ'তে অক্ষয় ধনে, সংশয় হ'তে সত্যসদনে,
জড়তা হ'তে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে !
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছামাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখ দুখ হ'তে শান্তি-ক্রোড়ে,
আমা হ'তে নাথ তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে !

[বেহাগ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫৪]

৫৬১

এবার সেই ভাবে দিতে হবে দরশন ;
যে দর্শনে মৃত প্রাণে, নাথ, সঞ্চারে নবজীবন !
যে ভাবে ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমালোক প্রকাশিয়ে,
ভুলাইয়ে রাখ চির জীবনের মতন ;
বহে প্রেম অজস্র ধারে, ভাসে প্রাণ সুখ-সাগরে,
স্বরূপ-মাধুর্য্য হেরে বিমোহিত হয় মন।
ঘুচিবে সব সংশয়, দূরে যাবে পাপ-ভয়,
নির্ম্মল হবে হৃদয়, জুড়াবে নয়ন ;
লজ্জা ভয় ত্যজিয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে,
বল্‌ব সবে "চক্ষু কর্ণের হয়েছে বিবাদ ভঞ্জন !"

[আলাইয়া, একতালা]

বল ভিক্ষা

৫৬২

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি,
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি।
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে, খর্ব্ব করিতে কুমতি।
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চিরবসতি,
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি।
তোমার বিশ্ব-ছবিতে, তব প্রেম-রূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশী রবিতে হেরিতে তোমার আরতি ;
বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী ॥

[...], একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬৪. বৈতালিক ৬১]

৫৬৩

পরাণেতে দাও অসীম সাহস, সহিবারে দাও যাতনা ;
প্রলোভন পদে দলিতে শিখাও, ভাবিবারে নিজ ভাবনা।
পরের যাতনা হরিতে শিখাও, শিখাও করিতে করুণা ;
আপনার মত' ব্যথিত জনের জানিবারে দাও বেদনা।
সুখে দুখে তুচ্ছ করিতে শিখাও, দূর করিবারে গরিমা ;
জানাতে জগত-জনের মাঝারে তোমার অপার মহিমা ॥

[...ন, একতালা]

৫৬৪

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি ;
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ, দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি ;
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ, সাথে যদি দাও ভকতি।
যত দিতে চাও কাজ দিও যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জাল-জঞ্জালগুলিতে ;
বাঁধিও আমায় যত খুসি ডোরে, মুক্ত রাখিও তোমা পানে মোরে
ধূলায় রাখিও পবিত্র ক'রে তোমার চরণধূলিতে,
ভুলায়ে রাখিও সংসার-তলে তোমারে দিও না ভুলিতে।
যে পথ ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব, যাই যেন তব চরণে,
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে সকল শ্রান্তি-হরণে ;
দুর্গম পথ এ ভব-গহন, কত ত্যাগ শোক বিরহ দহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে ;
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায় নিখিল-শরণ চরণে ॥
[ভৈরবী, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৮]

৫৬৫

করযোড়ে মোরা চাহি ভগবান্, শক্তি দাও !
হৃদয়ে ও দেহে শক্তি দাও, অন্তরে চিরভক্তি দাও !
জ্ঞানের আলোকে ঘুচাও আঁধার, প্রেমের আলোকে ছাও চারিধার,
সকল রকম বন্ধন হ'তে মুক্তি দাও।
নির্ম্মল হব উজ্জ্বল হব, শক্তি দাও।

নির্ভর

৫৬৬

এই মনের বাঞ্ছা, প্রভু, পূর্ণ কর, ইচ্ছাময় ;
সুখে দুখে যেন না ভুলি তোমারে, গাই হে তোমার প্রেমের জয় ।
মঙ্গলময় তোমার বিধান, জীবন মরণে সদা বর্ত্তমান,
[illegible] বিশ্বাসে প্রাণ কর বলীয়ান, গাই হে তোমার প্রেমের জয় ।
বিষাদ-কালিমা দেও হে মুছায়ে, নব বলে প্রাণ উঠুক মাতিয়ে,
আনন্দময় তোমারে দেখিয়ে, আনন্দে ভরিবে এ হৃদয় ॥
[illegible], একতালা]

৫৬৭

কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়,
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও !
বলিব না "রেখো সুখে", চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভাল বোঝ, তাই করিও,
—শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও ।
যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চা'ব না পিছে,
আমার ভাবনা, প্রিয়, তুমি ভাবিও ;
—শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও ।
(দেখ) সকলে আনিল মালা, ভকতি-চন্দন-থালা,
আমার যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিও ;
—আর, তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও ॥
[illegible], সং । কাকলি ১।১]

৫৬৮

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী !
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা ;
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না ;
ঐ মঙ্গল-রূপ ভুলি তাই শোক-সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব, শোভা-সুখ-পূর্ণ ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা-অনুগামী।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে ;
অশ্রু-সলিল-ধৌত হৃদয়ে থাক দিবসযামী ॥

[ভৈরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৬৮ , বৈতালিক ৪৪]

৫৬৯

আমি বাছিয়া লব না তোমার দান,
তুমি যাহা দাও তাই ভালো ;
তুমি বিষাদের পাশে রেখেছ হরষ, আঁধারের পাশে আলো !
আমি লব না কি তব প্রসাদের ফুল, যদি তাহে কণ্টক রহে ?
নিভাব কি পুণ্য হোমের অনল, যদি তাহে অন্তর দহে ?
বহুক শিথিল, তুলুক ঝটিকা, তোমার কৃপা-পবনে ;
আমি কেমনে রোধিয়া লইব শরণ, নীরব শূন্য মরণে !
এই শান্ত বিমল জীবন-আকাশ, ঘেরে যদি মেঘ-জাল,
তব মন্দির-পথে ফেলে কি পালাব, তোমার পূজার থাল ?

যদি কামনার সাধ না মিটে আমার, আশা যদি নাহি পূরে,
আমি তুলিব কি তবে বিদ্রোহ-গীত, ক্ষুব্ধ হতাশ সুরে?
আমি হেরিব সকলে চির মঙ্গল, অক্ষয় চির সুখ ;
আমার সব ব্যর্থতা দুঃখের মাঝে, জাগে ওই প্রেম-মুখ !
তোমার মহা পূর্ণতা-মাঝে, ক্ষুদ্র বাসনা মোর,
চির তরে নাথ যাউক ডুবিয়া, ছিঁড়িয়া মায়ার ডোর ॥

[ভৈরব একতালা]

৫৭০

জানি তুমি মঙ্গলময়, প্রতি পলকে পাই পরিচয় !
সুখে রাখ দুখে রাখ, যে বিধান হয়, কিছুতেই নাহি ভয় ।
আর যাই কর প্রভু, মোরে ত্যজিবে না কভু, এই মোর ভরসা ;
এস প্রভু, এস প্রভু, হৃদয়-মাঝে, হবে শুভ নিশ্চয় ॥

[বিঁঝিট কাওয়ালি । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯০]

৫৭১

কিছু নাই বলিবার তোমায় আমার, যখন যেমন রাখ,
হ'য়ে সাথের সাথী দিবা রাতি তুমি যদি থাক ।
সদা তোমায় পেলে, আমি হেসে খেলে,
অসার মান অপমান ক'রে সমান, দিন কাটায়ে দিব ।
হ'লে তোমার আমি, ও হে হৃদয়-স্বামী,
ভবের এ অরণ্যে দুঃখ দৈন্যে, কাতর হব না ক ॥

[বাউলের সুর, একতালা । সুর, "দয়াল দিন ত গেল, সন্ধ্যা হ'ল"]

৫৭২

আর বল্‌ব কি, যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, দীনবন্ধু হে !
হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে,
তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুই সমান ;
তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল-বিধি, গুণনিধি হে ;
ঘোর বিপদেও বল্‌ব তোমায় দয়াময় ।
আমি না জানি স্তব স্তুতি, তথাপি পাব মুক্তি, তোমার উক্তি হে ;
তোমার দয়া বিহনে পাপী কোথায় যায় !

[আলাইয়া (কীর্ত্তন), তেওট]

৫৭৩

বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি, বল ভাই ধন্য হরি !
ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্য-পাটে,
ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে, ধন্য হরি ধন্য হরি !
সুধা দিয়ে মাতান যখন, ধন্য হরি ধন্য হরি,
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন, ধন্য হরি ধন্য হরি ;
আত্মজনের কোলে বুকে, ধন্য হরি হাসি মুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে, ধন্য হরি ধন্য হরি !
আপনি কাছে আসেন হেসে, ধন্য হরি ধন্য হরি,
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে, ধন্য হরি ধন্য হরি ;
ধন্য হরি স্থলে জলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়-পদ্মদলে, চরণ-আলোয় ধন্য করি ॥

[বাউলের সুর, খেম্‌টা]—১১ চৈত্র ১৩১৫ বাং (১৯০৯)

৫৭৪

ও হে জীবন-বল্লভ, ও হে সাধন-দুর্ল্লভ!

আমি মর্ম্মের কথা, অন্তর-ব্যথা, কিছুই নাহি ক'ব;

শুধু জীবনমন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব,

(দিনু চরণতলে) (কথা যা ছিল, দিনু চরণতলে)

(প্রাণের বোঝা বুঝে লও, দিনু চরণতলে) আমি কি আর ক'ব!

এই সংসার-পথ সঙ্কট অতি, কণ্টকময় হে,

আমি নীরবে যাব হৃদয়ে ল'য়ে প্রেম-মূরতি তব!

(নীরবে যাব) (পথের কাঁটা মান্‌ব না, নীরবে যাব)

(হৃদয়-ব্যথায় কাঁদ্‌ব না, নীরবে যাব) আমি কি আর ক'ব!

আমি সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে;

তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে, তাহা মাথায় তুলিয়া ল'ব;

(আমি মাথায় ল'ব) (যাহা দিবে তাই মাথায় ল'ব)

(সুখ দুখ তব পদধূলি ব'লে, মাথায় ল'ব) আমি কি আর ক'ব!

অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না কর যদি ক্ষমা,

তবে, পরাণপ্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো, বেদনা নব নব;

(দিয়ো বেদনা) (যদি ভাল বোঝ, দিয়ো বেদনা)

(বিচারে যদি দোষী হই, দিয়ো বেদনা) আমি কি আর ক'ব!

তবু ফেলো না দূরে,—দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে;

তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার, মৃত্যু-আঁধার ভব!

(নিয়ো চরণে) (ভবের খেলা সারা হ'লে, নিয়ো চরণে)

(দিন ফুরাইলে, দীননাথ, নিয়ো চরণে) আমি কি আর ক'ব!

[ফাগুন, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৪০]

৫৭৫

তোমায় ছেড়ে আর যাব না, রব চরণে।
তোমার চরণ শরণ ক'রে শান্তি মরণে।
তোমায় ভুলে হে ভুবনেশ, অন্তরে মোর সুখ নাহি লেশ,
ব্যথার পরে ব্যথা এসে বাজে মরমে।
এবার আমার হৃদয় মাঝে, অরূপ ও-রূপ দেখব, রাজে,
নীরব বাণী শুন্‌ব কাণে, অভয় হব সকাল সাঁঝে।
দুঃখ বা সুখ যা আসে তায় বরণ ক'রে নেব মাথায়,
জান্‌ব রুদ্রের আশীষ ঢাকা এ-আবরণে॥

[ভৈরবী, গীতালী]

৫৭৬

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে।
আমার অনাগত, আমার অনাহত,
তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥

[ভৈরবী, তেওরা। গীতলিপি ৪।১ ; বৈতালিক ৬৭]—২৩ শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৫৭৭

বিদায় দিতেছে মোরে সংসার এবার।
প্রভু যারা ছিল আপনার জন, তোমারি কারণে পর সব এখন,
তোমায় চাহি ব'লে ত্যজিছে সকলে, আত্মীয়, বন্ধু, পরিবার।
যাহা ইচ্ছা তোমার তাই হোক্, স্বামী, রহি যেন সদা তব অনুগামী,
তব ইচ্ছা-পথে শুধু চলি আমি, হই হে দাস তোমার।
যাদের উপরে থাকিত নির্ভর, স'রে যাক্ সব, হ'য়ে যাক্ পর,
তব ইচ্ছা-পথে চলি যবে আমি, সাহস পাই অপার॥

ান, একতালা]—৪ আগস্ট, ১৮৯৪

৫৭৮

আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে।
দিনের কর্ম্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে।
যদি পূজা করি মিছা দেবতার, শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো পরে,
আমার বিচার তুমি কর তবে আপন করে।
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ, ভয়ে হ'য়ে থাকি ধর্ম্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে,
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায়, কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি কর তবে আপন করে॥

া, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৬৫]

৫৭৯

আমি রইলাম তোমার নামে প'ড়ে,
এখন যা কর মা কৃপা ক'রে।
জগতের যত পাপী, ঐ নামেতে গেছে ত'রে ;
যাব অনায়াসে চরণ-পাশে, আমিও ঐ নামের জোরে।
হৃদি-ফুলের পত্রে পত্রে, লিখ্‌ব ঐ নাম ভক্তিভরে ;
আমার সকল দুঃখের শান্তি হবে, ভবের চিন্তা যাবে দূরে

[রামপ্রসাদী সুর, একতালা]

৫৮০

তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে,
সত্য ক'রে পায় সে আপনারে।
দুঃখে শোকে নিন্দা পরিবাদে,
চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে,
টুটে না বল সংসারের ভারে।
পথে যে তার গৃহের বাণী বাজে,
বিরাম জাগে কঠিন তার কাজে ;
নিজেরে সে যে তোমারি মাঝে দেখে,
জীবন তার বাধায় না ঠেকে,
দৃষ্টি তার আঁধার-পরপারে ॥

মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

করিব না আমি মুখ মলিন

৫৮১

তুমি যদি কাছে থাক মা, তবে কি দুঃখেরে ডরি ?
তোমার প্রেম-মুখ-পানে চেয়ে সকল দুঃখ সইতে পারি !
দরিদ্রতা রোগে শোকে, ঘেরে যদি চারিদিকে,
তোমার অভয় চরণ প্রাণে রেখে, সকল জ্বালা শীতল করি।
তোমার সম্মুখে থাকিলে, সকল অভাব যায় মা চ'লে ;
(আমি) আপন চিন্তা যাই মা ভুলে, তোমার প্রেমে ডুবে মরি।
তুমি রাখিবে যে ভাবে, তাতেই জীবন ভাল যাবে,
তোমার ইচ্ছায় মঙ্গল হবে, তাতে কি সন্দেহ করি ?

[... ভৈরবী, যৎ]

৫৮২

... সারে যদি নাহি পাই সাড়া, তুমি ত আমার রহিবে !
ব'হিবারে যদি না পারি এ ভাব, তুমি ত, বন্ধু, বহিবে !
কলুষ আমার, দীনতা আমার, তোমারে আঘাত করে কতবার,
আর কেহ যদি না পারে সহিতে, তুমি ত, বন্ধু, সহিবে !
যাক্ ছিঁড়ে যাক্ মোর ফুলমালা, থাক্ প'ড়ে থাক্ ভরা ফুলডালা ;
হবে না বিফল মোর ফুল তোলা, তুমি ত চরণে লইবে !
দুঃখেরে আমি ডরিব না আর, কণ্টক হোক কণ্ঠের হার ;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল, যতই অনলে দহিবে !

[...কলি]

৫৮৩

শুনিয়া তোমার অভয়-বাণী ঘুচিল বেদনা জ্বালা !
নিভিল সকল চিত্ত-দহন, ফুটিল কুসুম-মালা !
দূরে গেল মোহ-তিমির-ভার, ঘুচে গেল ভয়, ছুটিল আঁধার,
শান্তি-কমল শুভ্র অমল করিল জীবন আলা !
সংসারপথে বিচরিব সুখে, তোমারে ডাকিব ভয়ে দুখে শোকে,
নির্ভয়ে আমি গাহি যাব গান, জীবন পায়ে দিব ডালা !
আজ, দুঃখ নাহি মোর, বেদনা নাহি, আনন্দে আজি সবা-মুখ চাহি,
আনন্দে আমি তব গান গাহি, গাঁথি হৃদি-ফুল-মালা ॥

[টোড়ি-ভৈরবী, ঠুংরি। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮৪৩ শক]

দুঃখ বরণ

৫৮৪

দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন ক'রে মারতে হবে।
জ্বল্‌তে দে তোর আগুনটারে, ভয় কিছু না করিস্ তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন জ্বল্‌বে না আর কভু তবে।
এড়িয়ে তাঁরে পালাস্ নারে ধরা দিতে হোস্‌নে কাতর।
দীর্ঘ-পথে ছুটে কেবল দীর্ঘ করিস্ দুঃখটা তোর।
মরতে মরতে মরণটারে শেষ ক'রে দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে ॥

৫৮৫

দুঃখ যে তোর নয়রে চিরন্তন,
পার আছে রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন।
এই জীবনের ব্যথা যত এইখানে সব হবে গত,
চির-প্রাণের আলয় মাঝে বিপুল সান্ত্বন।
মরণ যে তোর নয় রে চিরন্তন,
দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি পড়বে বে বন্ধন।
এ বেলা তোর যদি ঝড়ে পূজার কুসুম ঝ'রে পড়ে,
যাবার বেলায় ভরবে থালায় মালা ও চন্দন॥

৫৮৬

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর,
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক্ তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হ'তে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়্বে সেথায় দেখ্বে আলো,
ব্যথা মোর উঠ্বে জ্ব'লে ঊর্দ্ধপানে॥

[গীতলেখা ৩।৪৪]—১১ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৫৮৭

তোমার কাছে শান্তি চাব না ; থাক্ না আমার দুঃখ ভাবনা।
অশান্তির এই দোলার পরে, ব'স ব'স লীলার ভরে,
দোলা দিব, এ মোর কামনা।
নিভে নিভুক প্রদীপ বাতাসে, ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে,
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে, তোমার চরণ পরশনে,
অন্ধকারে আমার সাধনা॥

[গীতলেখা ১।৪৯ , ২।৪২]—২৬ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৫৮৮

আঘাত ক'রে বাঁচাও আমায়, দাও আমারে প্রাণ,
পলে পলে সইব কত মৃত্যু-অবমান ?
এম্‌নি ক'রে দিনে দিনে, মৃত্যু আমায় লয় যে চিনে,
(এই) মরণ হ'তে বাঁচাও আমায়, দাও বেদনা-দান !
এম্‌নি তুমি দহন জ্বেলে, বিদ্ধ কর বজ্র-শেলে,
মেরে মেরে বাঁচাও আমায়, আর রেখো না মান।
জাগাও আমায় তোমার কাজে, সাজাও আমায় বীরের সাজে,
তোমার পায়ে রাখিতে দাও দেহ মন প্রাণ !

ইমনকল্যাণ, তেওরা]

৫৮৯

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙ্‌লো ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে।

সব-যে হ'য়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো,

আকাশপানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে।

অন্ধকারে রইনু প'ড়ে স্বপন মানি'।

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি?

সকাল বেলায় চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি,

ঘর-ভরা মোর শূন্যতারি বুকের 'পরে॥

৮০ [illegible] ১।

৫৯০

বিপদে মোরে রক্ষা কব, এ নহে মোব প্রার্থনা,

বিপদে আমি না যেন কবি ভয়।

দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,

দুঃখে যেন করিতে পারি জয়!

সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে,

সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,

নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়!

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা,

তরিতে পারি, শকতি যেন রয়!

আমার ভার লাঘব কবি না-ই বা দিলে সান্ত্বনা,

বহিতে পারি, এমনি যেন হয়।

নম্র শিরে সুখের দিনে, তোমারি মুখ লইব চিনে,

দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা,

তোমারে যেন না করি সংশয়॥

ইমনকল্যাণ, ঝম্পক। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।২৭]—১৩১৩ বাং (১৯০৬)

৫৯১

এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হোলো যে পার হোলো।
তোমার পায়ে এসে ঠেক্‌লো শেষে সকল সুখের সার হোলো।
এতদিন নয়ন ধারা বয়েছে বাঁধন হারা,
কেন বয় পাইনি যে তার কূল কিনারা,
আজ গাঁথলো কি সেই অশ্রুমালা, তোমার গলার হার হোলো ;
তোমার সাঁজের তারা ডাক্‌লো আমায় যখন অন্ধকার হোলো।
বিরহের ব্যথাখানি খুঁজে তো পায় নি বাণী,
এতদিন নীরব ছিল সরম মানি'।
আজ পরশ পেয়ে উঠ্‌লো গেয়ে তোমার বীণার তার হোলো ॥

৫৯২

দুখে রেখো প্রভু, যদি তোমারে দুখের মাঝারে পাই।
সুখে থাকিবার নাহি সাধ আমার, যদি সেই সুখে তোমারে হারাই।
ঘোর নিশীথে গহন বিজনে, মহাবল-ত্রাস সমর-অঙ্গনে,
তুমি যদি নাথ থাক সাথ সাথ, তবে আমি আর কাহারে ডরাই !
দারিদ্র্যে শোকে দুখে নির্য্যাতনে, ব্যাধি-যাতনার ক্লেশ-বহনে,
তব পদে প্রাণ যদি পায় স্থান, তবে আমি প্রভু কিছু নাহি চাই ;
চিরদিনের সাথী তুমি হে আমার, চিরদিন সাথে থাকিব তোমার.
লইয়াছ পিতা সন্তানের ভার, তোমা সম প্রিয় কেহ আর নাই !

[আলাইয়া, একতালা]

৫৯৩

আমারে ভেঙে ভেঙে কর হে তোমার তরী ;
যাতে হয় মনোমত তেম্‌নি ক'রে লও হে গড়ি।
এ তরুতে নাই ফুল ফল, শিকড়গুলি বাড়্‌চে কেবল ;
দিয়ে আঘাত জীবন-মূলে, লও হে তারে ছিন্ন করি।
শক্ত তারে গড়্‌বে ব'লে, ফেলে রেখো রৌদ্র জলে ;
পুড়িয়ে তারে কোরো বাঁকা, যখন তুমি গড়্‌বে তরী।
যাদের ধন আছে অপার, সোনার নায়ে কোরো হে পার ;
আমার বুকে করিয়ো পার, যাদের নাই হে পারের কড়ি।
তোমার ঐ মাঝ-গাঙে, এ তরীটি যদি ভাঙে,
তবে সে অতল তলে, (আমায়) কুড়িয়ে নিয়ো হে শ্রীহরি !

[...; খাম্বাজ, একতালা। কাকলি ২।:]

৫৯৪

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগ্‌ব আমি দাও মোরে সেই কান।
ভুল্‌ব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠ্‌বে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে-অন্তহীন প্রাণ।
সে-ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্ত-বীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে-ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান্‌॥

৫৯৫

অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত আলো,
সেইত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেইত তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে সেই গেহ, সেইত তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ, সেইত তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকী রহে অদৃশ্য যেই দান, সেইত তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ, সেইত তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি, সেইত স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি, সেইত আমার তুমি ॥

২৯ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৫৯৬

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে ?
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে।
তেমনি ক'রে আপন হাতে ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি জীবন-পরে !
বাজে ব'লেই বাজাও তুমি ; সেই গরবে
ওগো প্রভু, আমার প্রাণে সকল স'বে।
বিষম তোমার বহ্নি-ঘাতে বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা ব্যথায় ভ'রে ॥

১৩ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৫৯৭

আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা আপন সে কি ?
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি।
যবে দুর্দ্দম ঝড়ে, আগল খুলে পড়ে,
কার সে নয়ন পরে নয়ন যায় গো ঠেকি।
যখন আসে পরম লগন, তখন গগন মাঝে,
তাহারি ভেরী বাজে।
বিদ্যুত-উদ্ভাসে বেদনার দূত আসে,
আমন্ত্রণের বাণী যায় হৃদয়ে লেখি॥

৫৯৮

তোমার নামে তর্‌ব আমি বিপদ-পাথার।
তোমার নামে অগাধ জলে দিব সাঁতার।
তোমার নামে কর্‌ব যাপন ঝঞ্ঝা-রাতি।
তোমার নামে রাখ্‌ব জ্বেলে পূজার বাতি।
তোমার নামে ফুটবে হৃদে ফুলের পাতি।
তোমার নামে সমান হবে আলো আঁধার।
তোমার নামে মধুর হব বাক্যে মনে।
তোমার নামে লাগবে পুলক ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার নামে চিত্তে মনে বাজবে বাঁশি।
তোমার নামে মধুর হবে দুঃখরাশি।
তোমার নামে জাগবে কাঁটায় ফুলের হাসি।
তোমার নামে এক হবে এই এপার ওপার॥

[৫৯৮ কানাড়া, গীতালী। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৮৪৬ শক]

৫৯৯

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে, তুমিই আমার বন্ধু,
লও যে টেনে কঠিন হাতে তুমি আমার আনন্দ !
দুঃখ-রথের তুমিই রথী, তুমিই আমার বন্ধু,
তুমি সঙ্কট, তুমিই ক্ষতি, তুমি আমার আনন্দ !
শত্রু-আমারে কর গো জয়, তুমিই আমার বন্ধু,
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়, তুমি আমার আনন্দ !
বজ্র, এস হে বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু,
মৃত্যু, লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ !

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০ বাং (১৯১৩)

ব্যথার পূজা

৬০০

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার।
চন্দ্র সূর্য্য পায়ের কাছে মালা হ'য়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার দুখের অলঙ্কার !
ধন ধান্য তোমারি ধন ; কি করবে তা কও,—
দিতে চাও ত দিও আমায়, নিতে চাও ত লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস ; খাঁটি রতন তুই ত চিনিস্!
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস্, এ মোর অহঙ্কার ॥

শেফালি, ২৭]

৬০১

আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে
দিবস গেলে করব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।
যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখীরা যায় আপন কুলায়মাঝে,
সন্ধ্যাপূজার ঘণ্টা যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন।
অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ডোরে,
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে।
যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্ব'লে একে একে তারা,
আকাশ-পানে ছুটবে বাঁধন-হারা,
অস্ত রবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন॥

[[illegible] শিকা, ১০২]

একটি ক'রে দুখের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখো প্রিয়তম,
ভুলে ভুলেই রইবে না আর চির-ভোলা হৃদয় মম।
বারে বারেই নয়ন-জলে এনো তোমার দুয়ার-তলে,
দিয়ো না গো রইতে ভুলে সুখে-সুপ্ত পাষাণ সম॥

[রাগ কানাড়া, তেওরা। পথের বাঁশী ১৭]

৬০৩

রিক্ত করিয়া লবে গো আমায়, তোমার সুধায় ভরিবে।
বারে বারে এই ব্যথা দিয়ে দিয়ে সকল হৃদয় হরিবে।
তাই তো গো তুমি ধন জন মান, সব হ'তে কাড়ি লইলে এ প্রাণ
অশ্রু-সলিলে ধু'লে দুনয়ান,—আপন যে মোরে করিবে!
তাই ভালো মোর তাই ভালো,—নয়নের জল, এই ভালো,
তব সনে যদি দরশন মিলে, ব্যথা-সুধা আরো আরো ঢালো।
দাও দাও মোরে বেদনার দান, বেদনার রঙে রাঙা হোক্ প্রাণ
বক্ষ-শোণিতে বাহিরাক্ গান ;—সে হার কণ্ঠে পরিবে ॥

[জৌনপুরী, একতালা। ভোরের পাখী, ১৬]

৬০৪

আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাক' তারে।
বাহুপাশের কাঙাল সে যে, চলেছে তাই সকল ত্যজে
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার অভিসারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাক' তারে।
আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়, বাজি সুরে,
সেই গানের টানে পার' না আর রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম ঝড়ের রাতের পাখীর সম,
বাহির হ'য়ে এস তুমি অন্ধকারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাক' তারে ॥

[গীতলেখা ১।৪১]—১৬ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৬০৫

নয় এ মধুর খেলা ;
তোমায় আমায় সারা জীবন, সকাল সন্ধ্যা বেলা।
কতবার যে নিভ্‌ল বাতি, গর্জ্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরি ঠেলা।
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে-সুখে এই কথাটি বাজ্‌ল বুকে,—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা॥

গীতলেখা ২।৪৮]—১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৬০৬

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে বাজে নি তা চরম তানে,
কঠিন মূর্চ্ছনায় সে গানে মূর্ত্তি সঞ্চারো।
লাগে না গো কেবল যেন কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ ক'রো না।
জ্ব'লে উঠুক্ সকল হুতাশ, গর্জ্জি উঠুক্ সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ, পূর্ণতা বিস্তারো॥

খাম্বাজ, যৎ। গীতলিপি ৬।১০]—৪ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৬০৭

ব্যথাই আমায় আন্‌ল ব্যথার পারে,
আন্‌ল আমায় প্রভাত-আলোর দ্বারে।
সারাটি রাত কেবল আমার প্রাণে অশ্রুজলের সুর লেগেছে গানে,
চেয়ে দেখি রাত্রি অবসানে হঠাৎ আলো ফুট্‌ল অন্ধকারে।
একি তোমার লীলা জানিনা ক, দুঃখ দিয়েই দুঃখ তুমি ঢাক।
আঘাত ক'রে, কেবল আঘাত ক'রে, যা কিছু মোর লও যে তুমি হ'রে
শেষে দেখি সকল শূন্য ভ'রে, সারা জীবন চেয়েছিলাম যারে॥

[ভৈরবী, দাদরা]

৬০৮

তোমায়, ঠাকুর, বল্‌ব 'নিঠুর' কোন্ মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু, ততই টেনে লও বুকে।
সুখ পেলে দিই অবহেলা, শরণ মাগি দুখের বেলা,
তবু ফেলে যাওনা চ'লে, সদাই থাক সম্মুখে।
প্রতিদিনের অশেষ যতন ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন ;
নিত্য আছি ডুবিয়ে, তাই পাসরি প্রেমসিন্ধুকে।
সুখের পিছে মরি ঘুরে, তাইত রে সুখ পালায় দূরে ;
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে।
ভুলে যে যাই সবাই আমার, নইত ভিন্ন আমি সবার ;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদ্‌ব আমি কোন্ দুখে ?
ভবের পথে শূন্য-থালি, বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী,
দৈন্য আমার ঘুচবে, যবে পাব দীনবন্ধুকে॥

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি ১।২৪]

৬০৯

দুঃখ-আশীষ দিতে যে চাও,—দয়া তব!
ব্যথার পরশমণি ছোঁয়াও,—দয়া তব!
ভেবেছিলেম রইব স'রে তোমা হ'তে অনেক দূরে,
সে অভিমান রাখ্‌লে না মোর,—দয়া তব!
আমায় তুমি ছাড়্‌বে না যে, মনে তোমার ব্যথা বাজে,
বিজন ঘরে একলা থাকা কি তোমায় সাজে।
তাইতো তুমি ফিরে ফিরে ভাসালে গো অশ্রুনীরে,
(তবু্) নিরাশ হ'য়ে ফির্‌লে না যে, দয়া তব!

রবী, দাদ্‌রা]

৬১০

এই ক'রেছ ভালো, নিঠুর, এই ক'রেছ ভালো।
এম্‌নি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই ত পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে, চক্ষে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার যত কালো।

াগ, একতালা। গীতলিপি ৪।১৮]— ৪ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৬১১

ও নিঠুর, আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে ?
তুমি মর্ম্মে আমায় মার্‌বে হিয়ার কাছে ?
আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি, আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি,
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে।
মার্‌কে তোমার ভয় ক'রেছি ব'লে, তাইতে এমন হৃদয় ওঠে জ্ব'লে
যে দিন সে ভয় ঘুচে যাবে, সে দিন তোমার বাণ ফুরাবে ;
মরণকে প্রাণ বরণ ক'রে বাঁচে ॥

৭ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৬১২

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে করেছে নিঠুর।
তুমি ব'সে থাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাইত বাজে পরাণ মাঝে এমন কঠিন সুর।
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার হয় যেন মধুর !
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায়, ওরে আরাম যত করে কোথায় দূর।

৮ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

ভয় কি আমার ?

৬১৩

নাথ কি ভয় ভাবনা তার, তুমি যার যে তোমার।
অভয় পদ দিয়ে, প্রহরী হইয়ে, রক্ষা কর যারে নিরন্তর। (তুমি)

মাতৃকোলে শিশু সন্তান যেমন, তেম্‌নি সে আনন্দে করে বিচরণ,
নাহি ডরে কালে, ব্রহ্মনামের বলে করে স্বর্গরাজ্য অধিকার।
তোমার বরেতে পেয়েছে যে জন, অক্ষয় অমর অনন্ত জীবন,
ও হে দয়াময়, তুমি যার সহায়, বধে তারে সাধ্য কার? (প্রাণে)
ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান্, তোমার হাতে যার আছে হে পরাণ
সুখী তার হৃদয়, নিশ্চিন্ত নির্ভয়, ল'য়েছ যার সকল ভার॥ (তুমি)

আলাইয়া, একতালা]—৮ ভাদ্র ১৭৯৬ শক (১৮৭৪)

৬১৪

তুমি মম পালক, প্রভু দয়াময় হে,
তোমার প্রসাদে কোন অভাব না রয় হে!
আত্মার বল তুমি, তুমি ধর্ম্মে গুরু,
সকলি তোমার মহা মহিমার জয় হে!
মরণের অন্ধকার উপত্যকা-মাঝে,
চলিতে চলিতে কভু হব না হে ভীত;
তুমি মম সঙ্গে আছ অবিচ্ছেদে,
তোমার শাসন-দণ্ড সান্ত্বনা অক্ষয় হে!
তুমি কর স্নেহসিক্ত উত্তপ্ত মস্তকে,
পরিপূর্ণ সুখ শান্তি দিতেছ পলকে;
আজীবন তব দয়া লভিব হে আমি,
থাকিব তোমার গৃহে, নাহিক সংশয় হে!

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। সুর, "মন ভাব রে দয়াময়-পদ হৃদি মাঝে"]

৬১৫

ভয় কি আমার, ভয় কি আমার, ভয় কি আমার !
তুমি ঘুচাও পথের আঁধার, ভয় কি আমার !
কত আঁধার এসেছিল, আবার কোথায় চ'লে গেল,
তুমি যখন খুল্‌লে তোমার আলোক-দুয়ার !
বাহির হ'য়ে তোমার কাজে, প'ড়ে গেছি ধূলার মাঝে ;
ধূলা ঝেড়ে কোলে মোবে নিলে আবার !
(এত দয়া তোমার, দয়া তোমার, ভয় কি আমার, ভয় কি আমাব

[কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর, ঝুলন]

৬১৬

তুমি আমাদের থাক্‌তে সহায়, করব না ভয়, কর্‌ব না ভয়।
ঝড়ের রাতি, সে-ও পোহায় ; কর্‌ব না ভয়, কর্‌ব না ভয়।
ঘনাক্ না ঘোর আঁধার রাতি ! থাক্‌তে মোদের সাথের সাথী,
কে নেভাবে প্রাণের বাতি, অমর-ভাতি জ্যোতির্ম্ময় ?
ব্যথার প্রদীপ সে-ও আলো দেয়, করব না ভয়, কর্‌ব না ভয়।
ভবার্ণবের ভেলা তুমি, কর্‌ব না ভয়, কর্‌ব না ভয়।
অন্ধকারের ধ্রুবতারা, কর্‌ব না ভয়, কর্‌ব না ভয়।
অভয় মনে, হাস্য মুখে, চল্‌ব সকল দুঃখে সুখে,
তোমার নামটি ল'য়ে বুকে গেয়ে যাব প্রেমেরই জয়।
পড়্‌ব শেষে পায়ে এসে, কর্‌ব না ভয়, করব না ভয়॥

[ভৈরবী, একতালা। ভোরের পাখী ৩৯]

৬১৭

যে জন সতত তব পদে রয়, আর মানে পরাজয়,

সেই লভে শুভ, আর লভে সদা জয়।

সেই লভে জ্যোতিঃ আর তোমারি অমৃত,

আঁধারে ডরে না, মরণে না ভীত।

সে জীবন দাও দাও, সে জীবন দাও,

তোমারে বিতর', ওহে অমৃত অভয়।

[মিশ্র একতালা]—৩ বৈশাখ ১৩২৩ বাং (১৯১৬)

৬১৮

কি ভয় অভয়ধামে, তুমি মহারাজা, ভয় যায় তব নামে!

নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে,

গগনে গগনে সেই অভয়-নাম গায় হে।

তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়,

লোক-ভয় বিপদ-মৃত্যু-ভয় দূর হয় তার;

আশা বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে, নিত্য অমৃত-রস পায় হে॥

পিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০০]

৬১৯

যদি মোর জীবনমরণ তোমারি হাতে,

(ও গো) তবে কেন ভয় পাই আমি, চলিতে পথে?

তবে কেন, হৃদয়স্বামী, আঁধার দে'খে কাঁদি আমি?

দাঁড়াই কেন বিদ্ধ হ'লে কণ্টক পদে?

(আমায়) নিয়ে চল, নিয়ে চল, (তোমার) শান্ত জগতে॥

মিশ্র, একতালা]—জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ বাং (১৯১১)

৬২০

দাও হে, আমার ভয় ভেঙে দাও ;
আমার দিকে ওমুখ ফিরাও !
কাছে থেকে চিন্‌তে নারি, কোন্ দিকে যে কি নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্-বিহারী, হৃদয় পানে হাসিয়া চাও।
বল, আমায় বল কথা, গায়ে আমার পরশ কর ,
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আমায় তুমি তুলে ধর।
যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে, যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে,
হাসি মিছে, কান্না মিছে, সাম্‌নে এসে এ ভুল ঘুচাও !

[মিশ্র, ঠুংরি। গীতলিপি ২।৪৩]—১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৬২১

আমার এই যাত্রা হ'ল সুরু, এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার !
এখন বাতাস ছুটুক্ তুফান উঠুক্ ফির্‌ব না গো আর,
তোমারে করি নমস্কার।
আমি দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি, বিপদ বাধা নাহি গণি,
ও গো কর্ণধার—
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার,
তোমারে করি নমস্কার !
এখন রইল যারা আপন ঘরে, চাব না পথ তাদের তরে,
ও গো কর্ণধার—
যখন তোমার সময় এল কাছে, তখন কে বা কার !
তোমারে করি নমস্কার !

আমার কে বা আপন কে বা অপর, কোথায় বাহির কোথায় বা ঘর,
ও গো কর্ণধার—
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার,
তোমারে করি নমস্কার!
আমি নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধর গো হাল,
ও গো কর্ণধার—
আমার মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কি বা তার,
তোমারে করি নমস্কার!
আমি সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে,
ও গো কর্ণধার—
কেবল তুমিই আছ, আমি আছি, এই জেনেছি সার,
তোমারে করি নমস্কার!

[খট্ ভৈরবী, একতালা। গীতলিপি ৪।৬]

৬২২

অচেনাকে ভয় কি আমার, ওরে?
অচেনাকে চিনে চিনে উঠ্‌বে জীবন ভ'রে।
জানি জানি আমার চেনা কোন কালেই ফুরাবে না,
চিহ্ন-হারা পথে আমায় টান্‌বে অচিন্‌-ডোরে।
ছিল আমার মা অচেনা, নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো, তাইত হৃদয় দোলে।
অচেনা এই ভুবন-মাঝে কত সুরেই হৃদয় বাজে,
অচেনা এই জীবন আমার, বেড়াই তারি ঘোরে॥

[ ] আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

সংগ্রাম-ক্ষেত্রে

৬২৩

ওই রে সত্যের রণ-ভেরী ভাই, বাজিছে সঘনে সদাই !
মহাজন যাঁরা, মানুষ তো তাঁরা ! দেবত্ব তাঁদিকে কে দিল ভাই ·
সেই ব্রত-সাধনে কর সবে প্রাণপণ ;—দুর্ল্লভ সংসারে কিছুই নাই
ভীরুর সংসারে ভাই অগ্নিময় প্রাণ চাই !
অমরত্ব ভীরু জনে কভু ভজে নাই।
অমৃতের যোগী যারা, প্রাণপাত করেন তাঁরা,
শ্মশানে রোপিয়া বীজ ফলাইলেন তাই।
জ্ঞানে ধর্ম্মে পৌরুষ-কর্ম্মে জীবন্ত মানুষ দেখিতে চাই :
নির্ভয় হ'য়ে মুক্ত হৃদয়ে জাগ্রত হ'যে মহানাম সকলে গাই ॥

৬২৪

কি ভয় ভাবনা রে মন, ল'য়েছি যার আশ্রয়,
সর্ব্বশক্তিমান তিনি, অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল ব'লে ডাক্‌লে তাঁরে
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু দেখা দিবেন তোমায়।
কি করিবে শত্রুগণে, অপমানে নির্যাতনে ?
না হয় মরিব প্রাণে, গাইয়ে তাঁহার জয় !
শুনেছি আশা-বচন, মরিলেও পাব জীবন,
চিরকাল থাকিব সুখে, এই তাঁর অভিপ্রায়।
নির্জ্জন হৃদিকুটীরে, ল'য়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
আনন্দ আহ্লাদে সদা করিব জীবন ক্ষয়।

তাঁর কাছে খাঁটি হ'য়ে, থাক হে তুমি নির্ভয়ে,

বিশ্বাসের দুর্গে ব'সে বল 'জয় জয় দয়াময়!'

[বং]—১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)

৬২৫

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান

সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।

মুক্ত করো ভয়

আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।

দুর্ব্বলেরে রক্ষা করো দুর্জ্জনেরে হানো,

নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।

মুক্ত করো ভয়

নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়

ধর্ম্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান

নীরব হ'য়ে নম্র হ'যে পণ করিয়ো প্রাণ।

মুক্ত করো ভয়

দুরূহ কাজে নিজেরি দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেদনা, অন্ধকার, নিরাশ্রয় ভাব, বিরহ, নিরাশা, প্রলোভন, অনুতাপ, কাতর নিবেদন

বেদনা, সন্তাপ, শ্রান্তি, অশান্তি

৬২৬

হৃদয়-বেদনা বহিয়া প্রভু এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী, হৃদয়-স্বামী, সকলি জানিছ হে ;
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে ?
অপরাধ কত ক'রেছি, নাথ, মোহ-পাশে প'ড়ে ;
তুমি ছাড়া প্রভু মার্জ্জনা কেহ করিবে না সংসারে।
সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন তোমার প্রেম-পাথারে ;
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব তব মিলন-অমৃত-ধারে।
আর আপন ভাবনা পাবি না ভাবিতে, তুমি লহ মোর ভার,
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু ল'য়ে যাও সংসার-সাগর-পারে ॥

[সিন্ধু, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১০৭]

৬২৭

পিপাসা, হায়, নাহি মিটিল, নাহি মিটিল !
গরল-রস-পানে, জর জর পরাণে, মিনতি করি হে করযোড়ে,
জুড়াও সংসার-দাহ, তব প্রেমের অমৃতে ॥

[ভৈরবী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৭১]

৬২৮

স্বামী, তুমি এস আজি, অন্ধকার হৃদয়-মাঝ!
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে।
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে!
ধিক্ ধিক্ জনম মম, বিফল বিষয়-শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম, টুটিয়া যায় বার বার;
সন্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয়-পিপাসা বিষম বিষ-বিকারে॥

চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০২]

৬২৯

অগতির গতি অনাথ-নাথ হে,
তুমি কৃপাসিন্ধু তুমি দীনবন্ধু, শরণ দাও হে!
হৃদয় অতি জরজর পাপ-বিকারে,
তোমা বিনে, প্রভু হে কে তারে?
বিতরি প্রসাদ-অমৃত, শীতল কর হৃদি-মন,
শান্তি-সলিল তুমি প্রভু, এ ভব সন্তাপে।
কারে কহিব আর এ মম মরম-বেদন?
তোমা সম অন্তরতম আর কে আছে?

বসন্ত, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৬৬]

৬৩০

প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা, এবে তোমার ক্রোড় চাহি।
শ্রান্ত হৃদয়ে হে তোমারি প্রসাদ চাহি।
আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে তব শান্তি-বারি চাহি।
আজি সর্ব্ববিত্ত ছাড়ি তোমায় নিত্য নিত্য চাহি॥

[দেশ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪৩]

৬৩১

দে মা স্থান শান্তি-নিকেতনে। (দয়াময়ী)
তোর পুণ্যময় অভয় চরণে।
মাতৃহীন বালকের মত, কাঁদিব আর বল কত,
রোগে শোকে পাপ-প্রলোভনে ; শীঘ্র খোল দ্বার ডাকি গো সঘনে।
হয়েছি নিতান্ত শ্রান্ত, পাপ-ভারে ভারাক্রান্ত,
মতিভ্রান্ত প'ড়ে ভব-বনে ; সঙ্গ ছাড়েনি এখনো রিপুগণে
ডেকে লও গো দয়া ক'রে, তোমার ঘরের ভিতরে,
ভক্ত-পরিবার-সদনে ; রাখ দাস ক'রে তাঁহাদের সনে।

[ললিত, যৎ]

৬৩২

কাতর আমার প্রাণ সংসারে,
ও গো পিতা, দেহ তব চরণে স্থান !
তোমা ছাড়ি আর কার দ্বারে যাব, ও হে দীননাথ,
কর দীনে শান্তি দান॥

[সিন্দুড়া, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৭২]

৬৩৩

তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা,
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি, সকলি হয়েছে বোঝা! (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু নামাও,
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়, এ যাত্রা তুমি থামাও! (বন্ধু)
আপনি যে দুখ ডেকে আনি, সে যে জ্বালায় বজ্রানলে,
অঙ্গার ক'রে রেখে যায় সেথা, কোন ফল নাহি ফলে ; (বন্ধু)
তুমি যাহা দাও, সে যে দুঃখের দান,
শ্রাবণ-ধারায় বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ। (বন্ধু)
যেখানে যা কিছু পেয়েছি, কেবলি সকলি করেছি জমা,
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব, কেহ নাহি করে ক্ষমা। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু নামাও,
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি, এ যাত্রা মোরে থামাও! (বন্ধু)

[বাউলের সুর, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩১]

৬৩৪

আনন্দ তুমি, স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহা সুন্দর, জীবন-নাথ!
শোকে দুখে তোমারি বাণী, জাগরণ দিবে আনি,
নাশিবে দারুণ অবসাদ।
চিত মন অর্পিনু তব পদ-প্রান্তে, শুভ্র শান্তি-শতদল-পুণ্যমধু-পানে ;
চাহি আছে সেবক, তব সুদৃষ্টিপাতে কবে হবে এ দুঃখ-রাত প্রভাত!

[ভৈরবী, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮, বৈতালিক ২৪]

৬৩৫

হৃদয়-চাতক মোর চাহে তোমারি পানে, শান্তিদাতা !
শান্তি-পীযূষ-বারি হে বরিষ, বরিষ।
নয়নের তুমি তারা, প্রেমচন্দ্র হৃদাকাশে, শোক-তাপ-সন্তাপহারা,
তুমি মাত্র আশা সদা সুখে দুঃখে।
পূরহ প্রাণ, প্রাণাধিপ, বিতরি প্রেম-বারি,
পাই হে অবিনাশী জীবন, পাইলে তোমারে ;
নিশি-দিন হৃদে জাগো, দুখ-নিশা পোহাইয়ে, মোহ-আঁধার নাশি[illegible]
কৃপারি হে ভিখারী কৃপা-বিন্দু যাচে ॥

[নটনারায়ণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২১]

৬৩৬

দেহি হৃদয়ে সদা শান্তিরস প্রভু হে, তব অমৃত কর-পরশে ;
দুঃখ যাতনা কর দূর, সুখ বিমলতর বিতর' প্রভু হে।
দেহি, প্রভু, প্রেমধন, দারিদ্র্য কর হরণ,
তব চরণে দেহি শরণ, এই ভিক্ষা করি হে ॥

[নিসাসাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৫]

অন্ধকার, সংশয়, সঙ্কট, ভয়

৬৩৭

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি ?
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে ?

অকুলের কুল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে ?
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী,
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে ?

[চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫০]

৬৩৮

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না !
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না !
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে !
কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে !
আর কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ,
তুমি যদি বল' এখনি করিব বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন ॥

[..., একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০৫ , ঐ ৫।১১০ (কীর্ত্তনের সুর)]

৬৩৯

তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে, জীর্ণ ভবনে শূন্য জীবনে !
হৃদয় শুকাইল প্রেম বিহনে।
গহন আঁধার কবে পুলকে পূর্ণ হবে
ও হে আনন্দময় তোমার বীণা-রবে ?
পশিবে পরাণে তব সুগন্ধ বসন্ত পবনে ॥

[..., কাওয়ালি। গীতলিপি ৫।১৫]

৬৪০

কোলের ছেলে, ধূলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে।
ফেলিস্ নে, মা, ধূলো কাদা মেখেছি ব'লে!
সারাদিনটে ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,
আমার খেলার সাথী যে যার মত' গিয়েছে চ'লে।
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই চরণে দ'লে!
কেউ ত আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার এল ঘিরে
তখন মনে হ'ল মায়ের কথা নয়নের জলে॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

৬৪১

আমারে এ আঁধারে এমন ক'রে চালায় কে গো?
আমি দেখ্‌তে নারি, ধরতে নারি, বুঝ্‌তে নারি কিছুই যে গো!
নয়নে নাহি ভাতি, মনে হয় চির-রাতি,
মনে হয় তুমি আমার চির-সাথী;
(একবার) জ্বালিয়ে বাতি, ঘুচিয়ে রাতি,
নয়ন ভ'রে দেখা দে গো! (এই রাত-কানারে)
কাঁদায়ে কাঁটায় ক্লেশে, কঠিন এই পথের শেষে,
না জানি নিয়ে যাবে কোন্ বিদেশে!
(একবার) ভালবেসে, কাছে এসে,
কানে কানে ব'লে দে গো! (এ কালারে)

রয়েছিস্ যদি সাথে, দারুণ এ আঁধার রাতে,
ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নে' যা হাতে-হাতে।
হস্ত আমার হ'লেও শিথিল,
তুই আমারে ছাড়িস্ নে গো! (তোর পায়ে পড়ি)

[... দাদ্‌রা। কাকলি ১।১২]

৬৪২

আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখি-পাতে।
তোমার ভবন-তলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড় হাতে।
ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে, রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুত ঘাতে।
দ্বার খোল হে দ্বার খোল প্রভু, কর দয়া, দেহ দেখা দুখ-রাতে।

[... সিন্ধু, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২৩, কেতকী ৬৬]

৬৪৩

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী,
কেমনে বল তাঁরে ডাকি? কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি?
কুসুম ল'য়ে গন্ধ বরণ, নিতি নিতি যাঁরে করিছে বরণ,
এ কণ্টক বনে কি করি চয়ন, কোন্ ফুলে বল সে পদ ঢাকি?
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী;
কণ্টক দিব চরণে, যবে কুসুম মুদিবে আঁখি।
... পূজা যদি নাহি লাগে ভাল, কেন তুমি মোরে করিলে কাঙ্গাল?
..., হে হরি, আর কত কাল সুদিনের লাগি রহিব জাগি?

[... দেশ, একতালা। কাকলি ১।২২]

৬৪৪

ঘাটে ব'সে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময় ;
সে বাতাসে তরী ভাসাব না যাহা তোমাপানে নাহি বয়।
দিন যায় ও গো দিন যায়, দিনমণি যায় অস্তে,
নিশার তিমিরে দশদিক ঘিরে জাগিয়া উঠিছে শত ভয় !
ঘরের ঠিকানা হ'ল না গো, মন করে তবু যাই যাই,
ধ্রুবতারা, তুমি যেথা জাগো, সে দিকের পথ চিনি নাই।
এত দিন তরী বাহিলাম যে সুদূর পথ বাহিয়া,
শত বার তরী ডুবু ডুবু কবি, সে পথে ভরসা নাহি পাই !
তীর-সাথে হের শত ডোরে বাঁধা আছে মোর তরী খান,
রসি খুলে দেবে কবে মোরে, ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।
কবে অকূলের খোলা হাওয়া দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
শুনা যাবে কবে ঘন-ঘোর রবে মহাসাগরের কলগান !

[গৌরী পূরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৫]

৬৪৫

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে, কে সহায় ভব-অন্ধকারে ?
রয়েছি বন্দীসম মোহের আগারে, কলুষিত পাপ-বিকারে।
বিষয়-রসে রত, তব প্রেমামৃত ছাড়ি মনোভৃঙ্গ বিহারে।
বিতর কৃপা তব, যার গুণে প্রভু মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে,
পাপ-তিমির নাশি বিরাজ' হৃদয়ে আসি,
কি আর জানাব তব দ্বারে !

[বেহাগ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৮২]

৬৪৬

সংশয়-তিমির-মাঝে না হেরি গতি হে ;
প্রেম-আলোকে প্রকাশ' জগপতি হে !
[illegible]দে সম্পদে থেকো না দূরে সতত বিরাজ' হৃদয়-পুরে,
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে !
মিছে আশা ল'য়ে সতত ভ্রান্ত, তাই প্রতিদিন হ'তেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে ;
নিবার নিবার প্রাণের ক্রন্দন, কাট হে কাট হে এ মায়া-বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে, এ মিনতি হে !

[illegible] সিন্ধু, ঠুংরি]

৬৪৭

মঙ্গলনিদান, বিঘ্নের কৃপাণ, মুক্তির সোপান, অন্য কে বা !
সংসার-দুর্দ্দিন শান্তি-সূর্য্যহীন কাটি দেয় দিন অন্য কে বা !
দুঃখ-ক্লেশ-ভার পর্ব্বত-আকার করে পরিহার অন্য কে বা ;
কারে ডাকি আর, যাই কার দ্বার, সহায় আমার অন্য কে বা !

[illegible], ঝাঁপতাল]

৬৪৮

কেন আনিলে গো এ ঘোর সংসারে, জগত-জননি ?
দূর কর ভয়, ভীত যে আমি।
"জ্ঞানে প্রেমে ভক্তি ধরমে তুই রে বৎস, অমৃতের অধিকারী"
—ঐ যে শুনি তব স্নেহ-আশ্বাস-বাণী !

[illegible]ড়া, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩৫]

৬৪৯

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে !
আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে !
এক তুমি অভয়-পদ জগত-সংসারে,
কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে !
করিয়ে দুখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনি মন-আঁখি তব জ্যোতি নেহারে ;
জীবন-সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে !

[কাফি, ঝাঁপতাল ; ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৬৮]

৬৫০

তুমি ত রয়েছ মোরে ঘেরিয়া, নিত্য আনন্দ-আলোকে ;
ত্যজিবে না কভু জীবনে মরণের এক পলকে !
তবে কেন ভয়, কেন গো সংশয়, তোমারি রাজ্যে প্রভু হে ?
দুঃখ দৈন্যে, এ অরণ্যে, কেন গো প্রাণ চমকে ?

[সুরটমল্লার, একতালা]

৬৫১

মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম,
মঙ্গল তোমার কার্য্য, তুমি মঙ্গল-নিদান।
অকূল ভব-সাগরে অনুদিন তুমি সহায়,
পাপ-তিমির নাশি বিতর কল্যাণ।

দুর্ব্বল হৃদয় মোর, আশ্রয় কর দান,

দুর্গম পথ তরাও, দাও হে পরিত্রাণ।

দুর্জ্জয় রিপু-দ্বন্দ্বে অন্তরে বাহিরে,

এ সঙ্কটে ধ্রুব নেতা, তুমি কর বিজয় দান॥

[illegible]ঁতাক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৩২]

নিরাশ্রয় ভাব, শূন্যতা, শুষ্কতা

৬৫২

দীনবন্ধু, এই দীনের প্রতি হও সদয় হে।

আমার আর কেহ নাই, তোমা বিনা এ জগত মাঝারে।

আমি লইয়াছি শরণ, ও হে দীনশরণ,

কৃপাময়, কৃপা করি কর মোরে ত্রাণ;

আমি অতি দুর্ব্বল (দীননাথ), নাই কোন সম্বল,

তুমি হীনবলের বল, তাই ডাকি তোমারে॥

[illegible]ভাঙ্গা সুর, একতালা]

৬৫৩

দাও দাও হে পদছায়া কাতরে।

ও হে দীন-শরণ, পতিত-পাবন, তুমি বিনা আর কে তারে।

পাব পাব হে আশ্রয় জানিয়ে নিশ্চয়, এসেছি দয়াময় তোমারি দ্বারে,

পূরাও মনোরথ, ও হে দীননাথ, ফিরাইও না ভিখারীরে॥

[illegible], ঝাঁপতাল]

৬৫৪

দীন-দয়াময়, ভুলো না অনাথে।
স্থান দিও প্রভু তব পদ-কমলে, মনে রেখো, ভুলো না অনাথে।
ভ্রমি এ অরণ্যে হ'য়ে পথ-হারা, সত্বর লও তব সাথে।
কোন্ গুণ আছে হেন, মন্দমতি মম, যাইবারে তব সন্নিধানে ?
তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি, এ আঁখির কি শকতি,
তাকাইতে সে মিহির পানে ?
নিরখি মনের প্রকৃতি, নাহি দেখি কোন গতি,
ক্ষণে হই মগন নিরাশে ;
স্মরি তব কৃপাগুণ, ভরসা হয় পুনঃ,
নিজ গুণে তারিবে হে দাসে ॥

[পরজ, কাওয়ালি]

৬৫৫

শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে, ফিরি হে দ্বারে দ্বারে
চির ভিখারী হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে !
চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে,
যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে।
সকল যাত্রী চলি গেল, বহি গেল সব বেলা,
আসে তিমির যামিনী, ভাঙিয়া গেল মেলা ;
কত পথ আছে বাকি ! যাব চলি ভিক্ষা রাখি,
কোথা জ্বলে গৃহ-প্রদীপ, কোন্ সিন্ধুপারে ?

[কাফি, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪৩]

৬৫৬

তোমার কথা হেথা কেহ ত বলে না,

করে শুধু মিছে কোলাহল ;

সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল !

আপনি কেটেছে আপনার মূল, না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল,

স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে, করে দিবানিশি টলমল।

আমি কোথা যাব, কাহারে শুধাব, নিয়ে যায় সবে টানিয়া,

একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে, অকূল পাথারে আনিয়া ;

সুহৃদের তরে চাই চারিধারে, আঁখি করিতেছে ছল ছল,

আপনার ভারে মরি যে আপনি, কাঁপিছে হৃদয় হীনবল।

[রাগিণী ভূপালী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৫৬]

৬৫৭

কেন বঞ্চিত হব চরণে!

আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি, পাব জীবনে না হয় মরণে।

আহা! তাই যদি নাহি হবে গো,—

পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো,—

হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?

তবে পারে ব'সে "পার কর" ব'লে পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে?

আমি শুনেছি হে তৃষাহারী!

তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি।

তুমি আপনা হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই, তুমি আছ তার,

এ কি সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে, প্রভু, মরমে॥

[খাম্বাজ, জলদ একতালা]

৬৫৮

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি,
তারা ত চাহে না আমারে !
তারা আসে তারা চ'লে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু-মাঝারে !
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে ;
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে !
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায়, ভেঙ্গে সব যায়, ধূলা হ'য়ে যায় ধূলাতে ;
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুখ-পাথারে,
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে ॥

[মিশ্র কেদারা, একতালা] ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।১৫৯]

৬৫৯

তৃষিত হৃদয়ে নাথ বিতর প্রেম-বারি ।
নিবার পাপ-সন্তাপ, দীন-দুখহারী ।
নব প্রীতি নব আশা জাগাও হে প্রাণে,
সঞ্চার' নব শকতি নব প্রেম-সাধনে,
নাশ' মোহ-তিমির জ্যোতি বিস্তারি ।
সাধ মনে, সতত তব সঙ্গে থাকি নাথ,
করিয়া অমৃত পান জুড়াই তাপিত চিত ।
অন্তরযামী, জান সকলি,
ভ্রমি বিপথে বিষয়-কুহকে ভুলি,
কেমনে পাইব দেব, পরশ তোমারি !

[ভূপালী মিশ্র, ঝাঁপতাল]

৬৬০

জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা-ধারায় এস !
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এস !
কর্ম্ম যখন প্রবল আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার,
হৃদয়প্রান্তে, হে নীরব নাথ, শান্ত চরণে এস !
আপনারে যবে করিয়া কৃপণ, কোণে প'ড়ে থাকে দীনহীন মন,
দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ, রাজ-সমারোহে এস !
বাসনা যখন বিপুল ধূলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়,
ও হে পবিত্র, ও হে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এস !

[জয়জয়ন্তী, একতালা। গীতলিপি ৫।১৭]—২৮ চৈত্র ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৬৬১

সে প্রেম পিয়াসা ভালবাসা কৈ, হৃদয়েশ !
যে প্রেম-সঞ্চারে, হরি, যায় প্রাণ-ক্লেশ।
মনে হেন অনুমানি, তব প্রেমে, গুণমণি,
সদা ডুবে থাকি, তোমায় দেখিতে অনিমেষ !
মরুভূমি সম প্রাণ, নীরস পাষাণ সমান,
তাহে ত্রিতাপ-অনল জ্বলে, নাহি রস লেশ।
আশু-প্রীতিকর ধনে, জলন্ত বালুকা জ্ঞানে,
মন মত্ত পতঙ্গের সম করে পরবেশ।
হায়, নাথ, কি হইবে, দীনের দিন কি এমনি যাবে !
তোমার প্রেম-সিন্ধুর বিন্দু এক, দাও পরমেশ ॥

[খাম্বাজ, পোস্ত]

৬৬২

অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে,
তৃষ্ণা জ্বলিছে মোর প্রাণে।
কোথা পথ বল হে বল, ব্যথার ব্যথী হে,
কোথা হ'তে কলধ্বনি আসিছে কানে!

[কানেড়া, ধামার। গীতলিপি ৭:৭]

অদর্শন, বিরহ

৬৬৩

অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ!
তুমি করুণামৃত-সিন্ধু, কর করুণা-কণা দান।
শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণ সম,
প্রেম-সলিল-ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান। (প্রভু)
যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক, (প্রভু)
তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তারে তুমি রাখ রাখ ;
তৃষিত যে জন ফিরে, তব সুধা-সাগর-তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা করাও হে পান!
তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে ;
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে, হায়,
বরষ বরষ চ'লে যায়, হেরিনি প্রেম-বয়ান!
দরশন দাও হে, দাও হে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ॥

[ধুন, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৭৯ , বৈতালিক ২০]

৬৬৪

কোথায় তুমি, আমি কোথায়!
জীবন কোন্ পথে চলিছে নাহি জানি।
নিশিদিন হেন ভাবে, আর কতকাল যাবে,
দীননাথ, পদ-তলে লও টানি!

[সুকর, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৮২]

৬৬৫

হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার,
তৃষিত চাতক-সমান।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ' আমার।
অভয়-মূরতি দেখা দিয়ে কর হে অভয় দান;
তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার॥

[মূলতান, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯০]

আক্ষেপ, বিফলতা, অবসাদ, নিরাশা

৬৬৬

এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা,
এখনো মরণ-ব্রত জীবনে হ'ল না সাধা!
কবে যে দুঃখ-জ্বালা হবে রে বিজয়-মালা,
ঝলিবে অরুণ-রাগে নিশীথ রাতের কাঁদা।
এখনো নিজেরি ছায়া রচিছে কত যে মায়া,
এখনো কেন যে মিছে চাহিছে কেবলি পিছে,
চকিতে বিজলি-আলো চোখেতে লাগাল বাঁধা!

৬৬৭

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ!
নিশিদিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ-আকাশে, জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান!
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি,
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে, কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান!
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ ;
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হ'তে দূরে প্রয়াণ!

[বেহাগ, যৎ। ব্রহ্মসঙ্গীত -স্বরলিপি ৬।১১০]

৬৬৮

হেথা যে গান গাইতে আসা,
আমার হয় নি সে গান গাওয়া।
আজো কেবলি সুর সাধা, আমার গাইতে কেবল চাওয়া!
আমার লাগে নাই সে সুর, আমার বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরি মাঝখানে আছে গানের ব্যাকুলতা!
আজো ফুটে নাই সে ফুল, শুধু বহেছে এক হাওয়া।
আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে, তাহার পায়ের ধ্বনিখানি!
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন করে আসা যাওয়া!

শুধু আসন পাতা হ'ল আমার সারাটা দিন ধ'রে,
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে ডাক্‌ব কেমন করে!
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে হয় নি আমার পাওয়া!
[মিশ্র বেহাগ, কাহারবা। গীতলিপি ২।৩৬]—২৭ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১১০৯)

৬৬৯

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে, তখন হৃদয় কোথায় থাকে!
যখন হৃদয় আসে ফিরে আপন নীরব নীড়ে,
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে বেড়ায় কিসের পাকে!
যখন মোহ আমায় ডাকে, তখন লজ্জা কোথায় থাকে!
যখন আনেন তমোহারী আলোক-তরবারি,
তখন পরাণ আমার কোন্ কোণে যে লজ্জাতে মুখ ঢাকে!
[গীতলেখা ১।২৭]—১৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৬৭০

যদি ডাকার মত' পারিতাম ডাক্‌তে,
তবে কি মা অমন করে, তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তে!
আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে, জানিনে মা কোন কথা বল্‌তে;
আমি ডেকে দেখা পাই না তাইতে, আমার জনম গেল কাঁদ্‌তে!
দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি,
আবার সুখ পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাক্‌তে,
তুমি মনে ব'সে মন দেখ মা, আমায় দেখা দাওনা তাইতে!
ডাকার মত ডাকা শিখাও, না হয় দয়া ক'রে দেখা দাও আমাকে,
আমি তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম কর্‌তে॥
[ভজন মিশ্র (ফিকির চাঁদের সুর), আড়খেম্‌টা]

৬৭১

যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু, এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি, যেন সে কথা রয় মনে ;
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে !
এ সংসারের হাটে, আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দুহাত ভ'রে উঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি, যেন সে কথা রয় মনে ;
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।
যদি আলস ভরে আমি বসি পথের পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে, সে কথা রয় মনে ;
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে !
যতই উঠে হাসি, ঘরে যতই বাজে বাঁশী,
ও গো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা, সে কথা রয় মনে ;
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥

[কাফি-সিন্ধু, একতালা। গীতলিপি ১।১৭]

৬৭২

মোরে বারে বারে ফিরালে !
পূজা-ফুল না ফুটিল, দুখনিশা না ছুটিল, না টুটিল আবরণ !
জীবন ভরি মাধুরী কি শুভ লগনে জাগিবে !
নাথ, ও হে নাথ, কবে লবে তনু মন ধন !

[নটমল্লার, একতালা]

৬৭৩

কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আর!
আমার সকল কথা ফুরাইল, ফিরিল না মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে, তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ, বল্‌ব কি আর, আছে কি আর বলিবার!
ও হে প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে?
আপ্‌নি এস পাপীর দ্বারে, তাই পতিতপাবন নাম তোমার॥
[ঝিঁঝিট, যৎ]

৬৭৪

তুমি এত কাছে থাক, আমি কেন দূরে যাই!
তুমি এত স্নেহে ডাক, তবু তোমার হ'তে নাহি চাই!
তব প্রেম সদা রয়েছে ঘেরিয়া, আমি রয়েছি কঠিন তাহাও হেরিয়া;
না হই সরল, না হই কোমল, বিদ্রোহ আমার ঘুচে না তাই!
পিতা গো, স্মরিয়া আপনার কাজ, চিরদিন মনে পাইতেছি লাজ,
তোমার কাছে বসি, মরমেতে পশি, সরমে মরিয়া যাইতে চাই!
আকাঙ্ক্ষা আমার অনন্তে ধায়, জীবন কোথায় প'ড়ে আছে, হায়,
সদা পরাজিত, ধূলি-ধূসরিত, পদে পদে প্রাণ কাঁপিছে তাই!
তবুও নিরাশ হ'তে নাহি দাও, মলিন জীবন তবু তুমি চাও,
আঁধার পরাণে, মরমের কাণে, তোমার ডাক তবু শুনিতে পাই!
সেই এক আশা হৃদয়ে ধরিয়া, শুধু তব প্রেম হৃদয়ে স্মরিয়া,
লাজে ম্রিয়মাণ, কাতর সন্তান, তব পদে পুন শরণ চাই॥
[কাফি, একতালা। সুর, "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই"]

৬৭৫

কথা যে মোর সব ফুরাল, প্রাণের ব্যথা গেল কই ?
এখনো যে তোমায় ভু'লে আমায় নিয়ে আমি রই !
এখনো মোর মনে, হায়, পাপের ছায়া আসে যায়,
অশ্রু ঝরে নিরাশায়, আঁধার দেখে ব্যাকুল হই।
কবে আমি তোমায় পাব, তোমার আমি হ'য়ে যাব,
আর কিছুই নাহি চাব, তোমার সাধন ভজন বই !

[ভৈরবী, কাওয়ালি]

৬৭৬

তবু ঘুম ভাঙ্গে কই !
(তুমি) এত যে ডাকিছ, এত জাগাইছ, (আমি) শুনেও বধির হই।
প্রতি পরীক্ষায়, প্রতি ঘটনায়, কত না ডাকিছ জাগাতে আমায়,
(আমি) দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না, জাগিয়ে ঘুমায়ে রই।
এত যে দেখালে কালের ইঙ্গিত, এত যে শুনালে সুযোগ-সঙ্গীত,
আমার মনে হয় আমার তরে নয়, মন-সাধে আমি ঘুমায়ে লই।
কি সম্বল ল'য়ে এই ভবে এসে, মোর নিদ্রাবশে কি হ'লাম শেষে,
যা ছিল সম্বল, হারালেম সকল, (যেন) সে-আমি এ-আমি নই !
কাছে যারা ছিল তারা ত জাগিল, নিজ নিজ কাজে সবাই ছুটিল,
(আমি) চেয়ে একবার দেখি চারিধার, তখনি আবার পাশ ফিরে শুই!
এমন ক'রে ঘুম ভাঙ্গিবে কি আর ? জাগাইবে যদি মার' বার বার।
(যেন) মার খেতে খেতে, কাঁদিতে, কাঁদিতে,
তোমারি আদেশ শিরে বই !

[সুরটমল্লার, একতালা]

৬৭৭

যা হারিয়ে যায় তাই আগ্‌লে ব'সে রইব কত আর!
আর পারিনে রাত জাগ্‌তে হে নাথ, ভাব্‌তে অনিবার।
আছি রাত্রি দিবস ধ'রে, দুয়ার আমার বন্ধ ক'রে,
আস্‌তে যে চায়, সন্দেহে তায় তাড়াই বারম্বার।
তাই ত কারো হয় না আসা আমার একা ঘরে,
আনন্দময় ভুবন তোমার বাইরে খেলা করে,
তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও, এসে এসে ফিরিয়া যাও;
রাখ্‌তে যা চাই রয় না তাও, ধূলায় একাকার!

[মিশ্র ঝিঁঝিট, একতালা। গীতলিপি ১।৪২]—১ আশ্বিন, ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৬৭৮

সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া
তোমারি দুয়ারে এসেছি।
সকলের প্রেমে বিমুখ হইয়া তোমারে ভাল বেসেছি!
কত যে কাঁটা বিঁধেছে পায়, ক'ত যে আঘাত লেগেছে গায়!
এসে অবেলায় অপরাধী-প্রায়, দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়েছি।
লহ লহ মোর জীবনের ভার, প্রাণের দেবতা, হে প্রিয় আমার;
অশ্রু-সিক্ত মৌন বেদনা অর্ঘ্য বহিয়া এনেছি;
আমি যে তোমার, তুমি যে আমার সকলের চেয়ে বেশী আপনার,
সকলের কাছে লাঞ্ছনা লভি, এবার জেনেছি বুঝেছি॥

[বিভাস, একতালা]

৬৭৯

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন !
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায়, ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন ;
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন ;
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে ?
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন !

[মিশ্র বেলাওল, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১৩]

৬৮০

সকল জনম ভোরে, ও মোর দরদিয়া,
কাঁদি কাঁদাই তোরে ও মোর দরদিয়া !
আছ হৃদয়মাঝে, সেথা কতই ব্যথা বাজে,
ও গো, এ কি তোমার সাজে, ও মোর দরদিয়া !
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে, কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি পরে, ও মোর দরদিয়া !
সেথা আসন হয় নি পাতা, তোমার মালা হয় নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা, ও মোর দরদিয়া !

[মিশ্র, দাদ্‌রা]

৬৮১

যে জন ব্যাকুল প্রাণে তোমারে ডাকে,
অনায়াসে সে ত ত'রে যাবে ;
যে তোমারে ডাকে না, তার কি গতি হবে না,
চিরদিন পাপে প'ড়ে রবে !
শুনেছি তোমার বড়ই দয়া পতিত মানব সন্তানে,
ঘোর পাতকী আমি, জান ত অন্তর্যামী,
চাহ একবার করুণা-নয়নে !
আমি ডুবেছি ডুবেছি সংসার-পাথারে,
উঠিতে পারি না নিজ-বলে,
যতবার উঠিতে চাই ততই ডুবিয়ে যাই,
তুমি আমায় তোল করে ধ'রে।
বড় শ্রান্ত হ'য়ে তোমারে ডাকি, অবসন্ন হতেছে যে প্রাণ,
সাঁতারি শকতি নাই, স্রোতেতে ভাসিয়ে যাই,
ধরিবারে নাহি তৃণ খান।
আমার আশা ভরসা, কিছুই নাই আর, তুমি যদি রাখ তবে থাকি ;
বল, আর কোথা যাই, এ দুঃখ কারে জানাই,
তুমি বিনা আর কারে ডাকি !
তোমার পতিতপাবন নামের গুণে, কত পাপী হইল উদ্ধার,
এ পাতকী অধমে তার' হে নিজ গুণে, জয় জয় হউক তোমার !

[ভজন, একতালা]

৬৮২

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে !
আছি নাথ দিবানিশি আশা-পথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবন-নাথ, আমি ভিখারী অনাথ ;
কেমনে বলিব তোমায়, এস হে মম হৃদয়ে !
হৃদয়-কুটীর-দ্বার খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা ক'রে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ?

[মূলতান, আড়াঠেকা]

পরীক্ষা, প্রলোভন, মোহ, ভবসাগর

৬৮৩

ও গো জননী, রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে।
পাপ ভয়ে প্রাণ আকুল, সতত চঞ্চল,
পদে পদে বিঘ্ন দেখি ভূমণ্ডলে।
আমি সহজে দুর্ব্বল, তাহে নিঃসম্বল,
বেঁচে আছি কেবল তব নিজ দয়া-গুণে গো ;
কখন কি হবে কি হবে (জননী), মরি তাই ভেবে,
অন্ধকার দেখি পরীক্ষায় পড়িলে।
আমি জানিলাম এখন, তোমার নিয়ম,
না হয় জীবন কভু বিপদ না ঘটিলে ;
কিন্তু তাহে না ডরাই (জননী), যদি শুন্‌তে পাই
তোমার অভয়বাণী সে বিপদকালে॥

[কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর, একতালা]

৬৮৪

মোহময় সংসারে থেকে, আমি কেমন ক'রে পাইব তোমায়!
(প্রাণবন্ধু হে)
আমি যতনে বাঁধিয়া প্রাণ দিতে চাই তোমায়,
পথমাঝে প্রলোভন ঘেরে যে আমায়;
আমার চরণ চলিতে নারে, তবু নয়ন দেখ্‌তে চায়! (তোমায়)
আমার ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ, জানি না সাঁতার;
কৃপাতরী দিয়ে নাথ মোরে কর পার;
সাগর-ভীষণ-তরঙ্গ দেখে, প্রাণ কাঁদে অনিবার॥

কীর্ত্তন]

৬৮৫

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে।
আমি যেতে চাই তব পথ-পানে, কত বাধা পায় পায় হে!
চারিদিকে হের ঘিরেছে কা'রা, শত বাঁধনে জড়ায় হে;
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো, ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।
দাও ভেঙ্গে দাও ভবের সুখ, কাজ নেই এ খেলায় হে;
আমি ভু'লে থাকি যত অবোধের মত, বেলা ব'হে তত যায় হে।
হান' তব বাজ হৃদয়-গহনে, দুখানল জ্বাল' তায় হে।
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে, সে জল দাও মুছায়ে হে;
শূন্য ক'রে দাও হৃদয় আমার, আসন পাত' সেথায় হে;
তুমি এস এস, নাথ হ'য়ে ব'স, ভুলো না আর আমায় হে॥

[বেহাগ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১১৭]

৬৮৬

কবে আমার হবে সে দিন, দীনের এ দিন রবে না,
পাপ-প্রলোভনে চিত বিচলিত হবে না !
কবে শুদ্ধ হবে প্রাণ মন, (তোমার জীবন্ত পরশ পেয়ে)
বিষময় প্রলোভন, পাপের কথা আর কবে না !
হ'য়ে তব প্রেমে নিমগন, পাইব নবজীবন,
(গত) পাপের স্মৃতি আর রবে না ॥

[কীর্ত্তন]

৬৮৭

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে !
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই, চাহিতে গেলে মরি লাজে !
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
তবু যা ভাঙাচোরা, ঘরেতে আছে ভরা, ফেলিয়া দিতে পারি না যে !
তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া, মরণ আনে রাশি রাশি ;
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি, তবুও তাই ভালবাসি !
এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,
কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি ;
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই, ভয় যে আসে মনোমাঝে !

[মিশ্র সাহানা, তেওরা। গীতলিপি ৫।২৫]—২২ শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৬৮৮

কঠিন দুখ পাই হে মোহান্ধকারে তোমারি দরশন বিনা,
দাও দরশন দীননাথ, আর যাতনা সয় না!
আছি নিশিদিন হায় রে পথ চাহিয়ে,
কবে প্রসন্ন হবে, প্রভু, তারণ, দাতা, এ দীনে॥

[কাফি সিন্ধু, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৩৮]

৬৮৯

মোহ আবরণ কর উন্মোচন,
প্রাণ ভ'রে একবার দেখি হে তোমায়।
দেখিবার তরে, পিতা গো তোমারে, তৃষিত নয়ন, ব্যাকুল হৃদয়।
লুকাইয়ে ভালবাস নিরন্তর, ও হে দয়াময় গুণের সাগর,
তব প্রেম-রীতি সুকোমল অতি, নাহি দেখি আর এমন কোথায়।
গোপনে গোপনে লও সমাচার, কতই ভাবনা ভাব' হে আমার,
এ প্রেম-রহস্য বুঝে সাধ্য কার, বুদ্ধির অগম্য সমুদয়;
এমন সুহৃদ্ উপকারী জনে, না দেখে বল' থাকিব কেমনে!
গুণে বশীভূত, হ'য়ে বিমোহিত, সহজেই চিত তোমা পানে ধায়॥

[সুরটমল্লার, একতালা]

৬৯০

আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বার!
তুমি হে আমার মোহ-আঁধারের আলো।
মোহময় সংসার-মাঝে, মোহে অন্ধ সবে মোরা।
মুক্তিদাতা, দেখাও হে অমৃতের সোপান॥

[বাহার, আড়াঠেকা]

৬৯১

কেড়ে লও, কেড়ে লও আমারে কাঁদায়ে,
হৃদয়-নিভৃতে নাথ যাহা আছে লুকায়ে।
ধন জন যৌবন, পাপপূর্ণ এই মন,
যার লাগি যেতে নারি তোমার ঐ আলয়ে।
এ সব নাশ হে তুমি, কৃপা করি হৃদয়-স্বামী,
দাও হে জনমের মত' তব প্রেমে মাতায়ে॥

[মুলতান, যৎ]

৬৯২

দয়াল, আমায় কর ভবে পার, আমি দীন দুরাচার,
ভজন জানি না তোমার ;
অকূলের কাণ্ডারী দয়াল তুমি ভবকর্ণধার !
দয়াল, তোমার নামের বলে, অন্ধ দেখে, খঞ্জ চলে,
সেই আশায় আমি এসেছি দুয়ার ;
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি সব অন্ধকার !
সাধুমুখে শুনি আমি, পতিতের বন্ধু তুমি, কত পাপী করিলে উদ্ধার ;
আমি অধম রইলাম প'ড়ে ভবে, কি হবে আমার !
দীন হীনের এই বাসনা, পাপে যেন আর ডুবি না,
যন্ত্রণা সয় না বারে বার ;
আমি বাঁচি যেন দয়াল ব'লে, জয় জয় হউক তোমার !

[বাউলের সুর, ছেপকা]

৬৯৩

অকূল ভব-সাগরে তার' হে, তার' হে!
চরণ-তরী দেহি, অনাথনাথ হে!
সন্তাপ-নিবারণ, দুর্গতি-বিনাশন,
দুর্দ্দিন-তিমির হর, পাপ তাপ নাশ হে॥

[ভৈরবী, কাওয়ালী। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯৭]

৬৯৪

তার' তার' হরি দীন জনে!
ডাক' তোমার পথে করুণাময়, পূজন-সাধন-হীন জনে।
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ:
মরণ-মাঝারে শরণ দাও হে, রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে।
ঘেরিল যামিনী, নিভিল আলো, বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু, পাথেয় নাহি, ডাকি তোমারে প্রাণপণে;
দিক-হারা সদা মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হ'তে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল-পুরে, অন্ধ এ লোচন মোহ-ঘনে॥

[কাফি, যৎ। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১০৫]

৬৯৫

দাও মা আমায় চরণ-তরী, আমি অগাধ জলে ডুবে মরি!
সাহস করে আপন জোরে, ভব-নীরে ধর্‌লেম পাড়ি;
এখন তরঙ্গেতে যাই মা ভেসে, কূল কিনারা নাহি হেরি।
শুনেছি মা লোকের মুখে, বিমুখ নাহি হয় ভিখারী;
আমি আকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই, কূলে লও মা কোলে করি!

[রামপ্রসাদী সুর, একতালা]

৬৯৬

বিষয়ের তমোজাল ক'রে আছে নিশাকাল ;
কেমনে হইব পার সংসার-সাগর এ !
তুমি বিনা কর্ণধার, দেখিনে কাহারে আর,
অখিল-তারণ তুমি, কোথা হে এ সময়ে ?
সান্ত্বনার দিক্ আঁধার বিষাদ-ঘনোদয়ে,
সম্পদ তড়িৎ সমান উন্মীলি নিমীলয়ে ;
পাপ-তিমির নাশিয়ে, জ্ঞানালোক প্রকাশিয়ে,
দেখা দাও ও হে নাথ, মোহ-অন্ধ-হৃদয়ে ॥

[জয়জয়ন্তী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮২]

৬৯৭

তার' হে তার' হে ভয়-হর, ভবতারণ, হে ভবতারণ !
ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে, ও হে পতিত-জন-পাবন ॥

[কেদারা, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৮২]

৬৯৮

ঘোর গহন ভব-সঙ্কটে আর কে জীবন সম্বল !
থাক হে বন্ধু তুমি সঙ্গে, অবিচল ভূধর আশ্রয়।
ভীষণ সিন্ধু-তরঙ্গ-নাদ নামে তব নীরব,
শরণ যাচি হে করুণাসিন্ধু, আনন্দ-সাগর।
প্রাণেশ্বর, প্রাণ বিতরো, হৃদিমাঝে আসি বন্ধন ঘুচাও ;
আছি নাথ দিবানিশি ঐ চরণতলে, প্রসাদে বঞ্চিত ক'রো না ॥

[হাম্বীর, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৮৯]

৬৯৯

শঙ্কর শিব সঙ্কট-হারী, নিস্তারো প্রভো! জয় দেবদেব!
সংসার-সিন্ধু-সেতু কে করে পার, তোমা বিনা আর হে দীননাথ?
চরণারবিন্দ যাচি তোমারি ॥

[খাম্বাজ, কাওয়ালী। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪১]

পাপ স্বীকার, অনুতাপ; দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা

৭০০

কেমনে পাব তোমায়, আমি হে পাপে মলিন, *
(নাথ) লোভে দুরাশায় চিত লালায়িত, ভোগ-বিলাসের অধীন।
ভজন সাধনে অলস, ষড় রিপুর পরবশ,
বিষয়-বাসনার দাস, হ'য়ে আছি চিরদিন। (আমি)
হিংসা দ্বেষ অভিমানে, স্বার্থ সুখ প্রলোভনে,
জীবন কলঙ্কিত, অবিনীত, প্রেম-অনুরাগ-বিহীন।
নাহি ভক্তি, নাহি জ্ঞান, বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান,
মোহে হৃদয় ম্লান, পাষাণ সম কঠিন।
এখন এই অভিলাষ, হ'য়ে তব দাসানুদাস,
চিরদিন থাকি নাথ যেন তোমারি অধীন ॥ †

[ঝিঁঝিট, যৎ]

* মূলের পাঠ, "কেমনে হব যোগী, আমি যে পাপে মলিন"।
† মূলের পাঠ "যাঁরা পেয়েছেন তোমায়, থাকি যেন তাঁদের অধীন"।

৭০১

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় !
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায় !
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণ সম, কেমনে পূজিব তোমায় !
শুনি তব নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয় ।
অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয় !
এ পাতকী নরাধমে তার' যদি দয়াল-নাম,
বল ক'রে কেশে ধ'রে, দাও চরণে আশ্রয় ॥

[মুলতান, আড়া]

৭০২

তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাব্‌তে প্রভু, আমি লাজে মরি !
আমি দশের চোখে ধূলো দিয়ে কি না ভাবি, আর কি না করি !
সে সব কথা বলি যদি, আমায় ঘৃণা করে লোকে,
বস্‌তে দেয় না এক বিছানায়, বলে "ত্যাগ করিলাম তোকে" ;
তাই, পাপ ক'রে হাত ধুয়ে ফেলে, আমি সাধুর পোষাক পরি !
আর, সবাই বলে, "লোকটা ভাল, ওর মুখে সদাই হরি !"
যেমন পাপের বোঝা এনে প্রাণের আঁধার কোণে রাখি,
অমনি, চম্‌কে উঠে দেখি, পাশে জ্বল্‌চে তোমার আঁখি !

তখন লাজে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চরণতলে পড়ি,
বলি "বমাল ধরা প'ড়ে গেছি, এখন যা কর হে হরি !"

[বাউলের সুর, গড়খেম্‌টা]

৭০৩

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধু'তে।
নইলে কি আর পার্‌ব তোমার চরণ ছুঁতে !
তোমায় দিতে পূজার ডালি, বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,
পরাণ আমার পারিনে তাই পায়ে থু'তে।
এতদিন ত ছিল না মোর কোনো ব্যথা,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা ;
আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে, ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়ো না গো, দিয়ো না আর ধূলায় শুতে !

ভৈরবী, একতালা। গীতলিপি ৪।৩]—২৪ জৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৭০৪

শুনেছি মা সাধু-মুখে, তুই না কি মা পরশমণি,
লোহা ছুঁয়ে দে মা আজি, সোণা হ'য়ে যাই এখনি।
ডেকেছ মা পাপিগণে, ছুটে তাই আজ তোর ভবনে,
মোরা এসেছি মা দলে দলে, শুনে তোর ঐ আশার বাণী।
পাপে পুড়ে নর নারী, ফেলিছে নয়নবারি,
(ও মা) পাপী আজ দয়ার ভিখারী, ফিরায়ো না গো জননী ॥

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল]

৭০৫

হরি, তোমায় ভালবাসি কই ? কই আমার সে প্রেম কই ?
যে যাহারে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেম-পাশে,
আমি যদি বাস্‌তাম ভাল, জান্‌তাম না আর তোমা বই।
আমার যে অশ্রুবিন্দু, ও তায় প্রেম নাই এক বিন্দু,
আমি সংসার পীড়নে কাঁদি, লোকের কাছে প্রেমিক হই ॥

[সিন্ধু, মধ্যমান]

৭০৬

কবে শুদ্ধ হব, তোমায় পাব, এনে দাও সে দিন ;
আমি ধরার ধূলি গায় মাখিয়ে, পাপে হয়েছি মলিন !
প্রাণে বাসনা প্রবল, নাই বৈরাগ্যের বল,
পদে পদে পড়ে গি'য়ে হ'তেছি দুর্ব্বল ;
লও দয়া ক'রে ধুয়ে মোরে, নইলে কোথা যাবে দীন !

[পরজ, যৎ। সুর, "জয় জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্ম"]

৭০৭

জানিতেছ হৃদয়-বাসনা নাথ ! কি আর বলিব !
হে অনাথ-শরণ, দাও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা !
ও পদ-সেবনে কাটাব জীবনে, তোমার মননে নিয়োজিব মনে,
তব গুণ-গানে রাখিব রসনা, বাসনা করেছি এই ;
তবে কেন পাপ-পথে অবিরত, ধায় মম দুষ্ট পাপ-চিত, নাথ !
হ'ল এ কি দায়, না দেখি উপায়, বিনা তব করুণা ॥

[মূলতান, একতালা]

৭০৮

যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে।
যদি আমার মনের মলিন কালী মুছাও পুণ্য-সলিল ঢালি,
তোমার চন্দ্র সূর্য্য নূতন আলোয় জাগবে জ্যোতির মহোৎসবে।
আজো ফোটেনি মোর শোভার কুঁড়ি, তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি,
যদি নিশার তিমির গিয়ে টুটে', আমার হৃদয় জেগে উঠে,
তবে মুখর হবে সকল আকাশ আনন্দময় গানের রবে॥

[মিশ্র রামকেলি, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৫।১০]

৭০৯

যদি তরাবে জগজ্জনে দিয়ে দয়াল নামে,
আগে গো তরাও, পিতা, আমায়!
এ পাপী ত'রে গেলে, জগতের আশা হবে দয়াময়!
সুধামাখা দয়াল নাম করিয়ে কীর্ত্তন,
তব কৃপায় তব রাজ্যে করিব গমন;
ব'ল্‌ব, "আয় রে সবে আয়, আর ভাই নাহি ভয়,
এই দেখ্ মহাপাপী ত'রে যায়।"
ঊর্দ্ধশ্বাসে পাপী সবে আস্‌বে দলে দল,
ভক্ত যুটে ভক্তির ঘাটে ক'র্‌বে কোলাহল;
তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে, জগৎ ত'রে যাবে,
এ পাপী যদি ঐ চরণ পায়॥

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ (কীর্ত্তনভাঙ্গা), তেওট]—১ ভাদ্র ১৭৯১ শক (১৬ আগস্ট্ ১৮৬৯)

৭১০

তোমার সাথে নিত্য বিরোধ আর সহে না,
দিনে দিনে উঠ্‌চে জ'মে কতই দেনা !
সবাই তোমায় সভার বেশে প্রণাম ক'রে গেল এসে,
মলিন বাসে লুকিয়ে বেড়াই, মান রহে না।
কি জানাব চিত্ত-বেদন, বোবা হ'য়ে গেছে যে মন,
তোমার কাছে কোনো কথাই আর কহে না ।
ফিরায়ো না এবার তারে, লও গো অপমানের পারে,
কর তোমার চরণতলে চির-কেনা ॥

২৫ শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৭১১

প্রাণ কাঁদে মোর বিভু ব'লে, কোথা তাঁরে পাই !
পাপ মন কি সে ধন পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে,
জয় জগদীশ ব'লে ডাক্‌ব উভরায় !
আমি পাপী দীনহীন, কেমনে পাব সে ধন রে,
কবে প্রেমধামে যাব, আনন্দিত হব,
পিতাকে দেখিব নয়ন ভরিয়ে, পিতা দয়াময় হে !
সে দিন আমার কবে হবে, দুঃখের দিন যাইবে !
একে ত দয়াল পিতা, তাহে পাপিগণত্রাতা হে,
কত মহাপাপী জন উদ্ধার হইল !
তাই ভেবে ডাকিতেছি, কোথায় দয়াময় !

[কীর্ত্তন,লোফা]

৭১২

তুমিই আমার প্রাণের ঠাকুর, তোমা বিনে আর কে !
আমি কার কাছে যাই, কেমনে জুড়াই, দগ্ধ হৃদয় যে !
যত বার উঠি পড়ি ততবার, চারিদিকে চাই, কুল নাহি আর,
তোমার কাছে তাই এসেছি এবার, লও ডেকে কাছে।
বড় আশা ল'য়ে এসেছি হেথায়, ফিরায়ো না প্রভু, ছেড়ো না আমায়,
তুমি না রাখিলে যাইব কোথায়, আর কে বা আছে !
ভাঙ্গা প্রাণে আমি তব পানে চাই, ভাঙ্গা কণ্ঠ ল'য়ে তব নাম গাই,
প্রাণের দারুণ পিপাসা মিটাই ;—তাই আছি বেঁচে !

[মিশ্র ভৈরবী, একতালা]

৭১৩

আমারেও কর মার্জ্জনা।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, ব'সে আছি ম্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান ;
আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে,
শুন গো আমারো এই মরম বেদনা॥

[ভয়রো, ঝাঁপতাল]

কাতর ভাবে সম্মিলিত নিবেদন

৭১৪

পাপিগণে আজ কাঁদিছে চরণে, এস এস দয়াল,
হও হে উদয়, জাগায়ে হৃদয়, কাটিয়ে মোহজাল।
তোমার প্রকাশে, পাপ-তাপ নাশে, ঘুচায় যাতনা ;
মরণ-মাঝারে জীবন সঞ্চারে, আনে হে চেতনা।
সাধুমুখে শুনি, নাম স্পর্শমণি যাহার পরশে,
ভীম ভবার্ণবে, মলিন মানবে, তরয়ে হরষে।
যাহার শকতি অদ্ভুত অতি, না হয় বর্ণনা,
ঘুচায় সংশয়, যায় পাপভয়, না রহে যন্ত্রণা।
দাও দয়াময়, সে নামে আশ্রয়, দাও সে শকতি,
যাই ত'রে যাই, যাতনা জুড়াই, পাই হে সদ্গতি।
মৃত ধর্ম্ম ল'য়ে মৃতপ্রায় হ'য়ে, রহিব কত দিন,
পাপের আগুনে দহিবে জীবনে, থাকিব শান্তিহীন ?
শান্তি-আশে, বিষয়-বিষে, কতই ডুবিব,
ও পদ ছাড়িয়ে, সুখের লাগিয়ে, কতই ভ্রমিব ?
বুঝেছি এখন, তব দরশন না হ'লে হবে না,
না পুরিবে আশা, এ প্রাণের তৃষা কিছুতে যাবে না !
পড়িনু চরণে, দাও দীন জনে, দাও সে শকতি,
যাই ত'রে যাই, যাতনা জুড়াই, পাই হে সদ্গতি॥

[দক্ষিণী সুর, একতালা ! সুর, "সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে"]

৭১৫

কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীন হীন,
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
'প্রভু' 'প্রভু' ব'লে ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে ?
পথ যে জানি নে, রজনী আসিছে,
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে!
জগত-জননী, লহ লহ কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ ;
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে ;
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু, স্নেহ-নয়নে,
এ মুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা ;
পাইব নব বল, মুছিবে অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা॥

গুজরাটী ভজন, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৩১]

৭১৬

কাতরে তোমায়, ডাকি দয়াময়, হইয়ে সদয়, দাও দরশন ;
পূরাও মনসাধ, ঘুচাও হে বিষাদ, দিয়ে সুশীতল অভয় চরণ।
সংসার-তাপে তাপিত হ'য়ে ল'য়েছি শরণ তোমার আশ্রয়ে ;
কৃপা-বারি দানে বাঁচাও হে প্রাণে, অধম সন্তানে দেখ চাহিয়ে।
গতিহীন জনে তোমা বিহনে আপনার ব'লে কে আর চাহিবে ;
সন্তাপ হর, কৃতার্থ কর, অভয়-দানে আমাদের সবে।
তুমি গুণ-নিধান, সর্ব্বশক্তিমান্, কল্যাণ বিধান কর নিরন্তর ;
করুণা তোমার হইলে একবার অনায়াসে পার হই ভব-সাগর।
অনাথ দুর্ব্বল, নাহিক সম্বল, তুমিই আমাদের ভরসা কেবল ;
তৃষিত-হৃদয়ে ব্যাকুল হ'য়ে করি ভিক্ষা নাথ, দাও পুণ্যবল।
সুখ-সম্পদে, দুঃখ-বিপদে, যেন তোমাতে থাকে হে মতি ;
ইহ-পরকালে, তব পদতলে, নির্ভয় মনে ক'র্‌ব বসতি।
যেন হে সবে, মিলে সদ্ভাবে, নিত্য এই ভাবে করি অর্চ্চনা ;
অকিঞ্চন হ'য়ে, এক হৃদয়ে, হে প্রভু তোমার করি সাধনা॥

[মল্লার, একতালা]—১ চৈত্র ১৭৯৪ শক (১৩ মার্চ্চ ১৮৭৩)

৭১৭

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোন শোন পিতা!
কহ কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল-বারতা!
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে, সদাই ভাবনা,
যা কিছু পায়, হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা!

সুখ আশে, দিশে দিশে, বেড়ায় কাতরে,
মরীচিকায় ধরিতে চায় এ মরু-প্রান্তরে।
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হ'য়ে আসে ;
কাঁদে তখন আকুল মন, কাঁপে তরাসে।
কি হবে গতি, বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে !
তোমারে দাও, আশা পূরাও, তুমি এস কাছে !

দক্ষিণী সুর, একতালা]

৭১৮

পাপী তাপী নরে, আজিকে দুয়ারে,
ডাকিছে কাতরে, শুন হে দয়াময় !
পাপের দহনে দহেছে পরাণে, এসেছে চরণে, মাগিছে আশ্রয়।
ভুলি তোমা ধনে সুখের কারণে ভবের কাননে কাঁদিয়া বুলেছি ;
মোহের আঁধারে পাপের বিকারে সে বন-মাঝারে পথ যে ভুলেছি !
সুধার সরসে ছাড়িয়ে হরষে প্রাণের পিয়াসে গরল পিয়েছি :
সেই বিষপানে দেখি নি নয়নে, হেলিয়ে জীবনে মরণ নিয়েছি।
ভজিয়ে অসারে, মজিয়ে সংসারে, ডুবেছি পাথারে, উঠিতে না পারি ;
হ'য়েছি হীনবল, ঘিরেছে শত্রুদল, ভরসা কেবল করুণা তোমারি।
নাহিক শকতি, জগত-পতি, কি হবে গতি এ ঘোর আঁধারে ;
ও কৃপা বিনে, গতি যে দেখি নে, আকুল-পরাণে ডাকি হে তোমারে।
এস হে দয়াল, ঘুচায়ে জঞ্জাল, কাটিয়ে মোহজাল, হও হে উদয় ;
হেরিয়ে সে জ্যোতি, জাগুক শকতি, পাই হে সদ্গতি পূজিয়ে তোমায়॥

[গুজরাটী ভজন, একতালা। সুর "কোথা আছ প্রভু"]

সপ্তম অধ্যায়

মৃত্যু, শোক, পরলোক।

ইহলোক হইতে বিদায়ের প্রতীক্ষা

৭১৯

জানি গো দিন যাবে, এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলা-শেষে মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে।
পথের ধারে বাজ্‌বে বেণু, নদীর কূলে চর্‌বে ধেনু,
আঙিনাতে খেল্‌বে শিশু, পাখীরা গান গাবে।
তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে!

তোমার কাছে আমার এ মিনতি,
যাবার আগে জানি যেন, আমায় ডেকেছিল কেন,
আকাশ পানে নয়ন তুলে শ্যামল বসুমতী?
কেন নিশার নীরবতা শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরাণে ঢেউ তুলেছিল কেন দিনের জ্যোতি?
তোমার কাছে আমার এ মিনতি!

সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা,
যেন আমার গানের শেষে থাম্‌তে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভর্‌তে পারি ডালা।

এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা,
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা !

[গীতলেখা ৩।১১]—১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৭২০

ইচ্ছা হবে যবে লইও পারে।
পূজা-কুসুমে রচিয়া অঞ্জলি, আছি ব'সে ভবসিন্ধু-কিনারে।
যতদিন রাখ, তোমা মুখ চাহি ফুল্ল মনে রব এ সংসারে।
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে, দ্রুত চলি যাইব ছাড়ি সবারে ॥

[কালাংড়া, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫৭]

৭২১

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে !
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল তোমারি করুণা-চন্দনে !
কবে তোমাতে হ'য়ে যাব আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ, বিপুল পুলক স্পন্দনে !
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না, কাহারো আকুল ক্রন্দনে ॥

[বেহাগ, কাওয়ালি]

৭২২

যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে।
দু হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মত হেসে।
যাবার বেলা সহজেরে যাই যেন মোর প্রণাম সেরে,
সকল পন্থা যেথায় মেলে সেথায় দাঁড়াই এসে।
খুঁজ্‌তে যারে হয়না কোথাও, চোখ যেন তায় দেখে,
সদাই যে রয় কাছে, তারি পরশ যেন ঠেকে।
নিত্য যাহার থাকি কোলে, তারেই যেন যাই গো ব'লে,-
"এই জীবনে ধন্য হ'লেম তোমায় ভালবেসে!"

৭২৩

তুমি এপার ওপার কর কে গো, ওগো খেয়ার নেয়ে!
আমি ঘরের দ্বারে ব'সে ব'সে দেখি যে সব চেয়ে!
ভাঙিলে হাট দলে দলে সবাই যবে ঘরে চলে,
আমি তখন মনে ভাবি, আমিও যাই ধেয়ে!
তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার পানে তরণী যাও বেয়ে;
দে'খে, মন আমার কেমন করে, ওঠে যে গান গেয়ে।
কালো জলের কলকলে, আঁখি আমার ছলছলে,
ওপার হ'তে সোনার আভা পরাণ ফেলে ছেয়ে।
দেখি, তোমার মুখে কথাটি নাই, ওগো খেয়ার নেয়ে!
কি যে তোমার চোখে লেখা আছে, দেখি যে তাই চেয়ে!
আমার মুখে ক্ষণতরে, যদি তোমার আঁখি পড়ে,
আমি তখন মনে ভাবি, আমিও যাই ধেয়ে!

[বাউলের সুর, একতালা]

৭২৪

(ক) মরণের পারে, অমৃতের দ্বারে রয়েছ মা আগুসারি
(পথপানে চেয়ে, দেবগণে সঙ্গে ল'য়ে)
অভয় বচনে, ডাকিছ সঘনে, প্রেম-বাহু প্রসারি।
(কোলে নেবার তরে, ভয়ে ভীত মৃত জনে)
কালের সংহার-মূরতি ভীষণ, ভয়ে কাঁপে হিয়া করি দরশন,
(হুঙ্কার নাদে করে গরজন);
তার মাঝে তব মাভৈঃ রব দেয় প্রাণে শান্তি-বারি।
(পথ-শ্রান্ত জনে, মধুর বচনে)
রোগের বেদনা, শোকের যাতনা, তার সঙ্গে ভব-পারের ভাবনা ;
(হায়, কোথা যাব, কি হইবে, পথ চিনি না হে)
সেই অসময়ে, যেন মা অভয়ে, তোমারে ডাকিতে পারি !
(মা মা ব'লে, প্রাণ ভ'রে সকাতরে)

(খ) শ্মশানে একাকী ফেলে, যবে সবে যাবে চ'লে,
কোলে তুলে লইবে যতনে ; (মৃত্যুর আঁধারে)
নিরখি মায়ের মুখ, ভুলিব সকল দুখ, চিরদিন রব তব সনে।
(লোক-লোকান্তরে, দেবলোকে শান্তিধামে)
মিশিয়া অমর দলে, মা তোমার পদতলে,
নিত্য যোগে করিব বিহার ; (অনন্ত জীবনে)
জীবনের পরিণাম, সেই সুখ স্বর্গধাম,
যথা তব প্রেম-পরিবার ॥

[কীর্ত্তন। (ক) খয়রা, সুর, 'ধন্য সেই জন"। (খ) দশকুশী, সুর, "তুমি আছ নাথ"]

৭২৫

এই আসা যাওয়ার খেয়ার কূলে আমার বাড়ি।
কেউ বা আসে এ পারে, কেউ পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি।
পথিকেরা বাঁশি ভ'রে যে সুর আনে সঙ্গে ক'রে,
তাই যে আমার দিবানিশি সকল পরাণ লয় রে কাড়ি।
কার কথা যে জানায় তারা জানিনে তা,
হেথা হ'তে কি নিয়ে বা যায় রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী, দুই পারের এই কানাকানি,
তাই শুনে যে উদাস হিয়া চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি!

[গীতলেখা ১।৫৭]—৩ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৭২৬

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে!
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে,
"আয় চ'লে আয়, ও রে আয় চ'লে আয় আমার পাশে!"
বলে, "আয় রে ছুটে, আয় রে ত্বরা,
হেথায় নাই ক মৃত্যু, নাই ক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধ-ভরা, চির-স্নিগ্ধ মধুমাসে ;
হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে।
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে!
দেখ্ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে, পূর্ণ-ইন্দু-পরকাশে।

তের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয় চ'লে আয় আমার পাশে!
কেন কারা-গৃহে আছিস্ বন্ধ, ও রে ও রে মূঢ়, ও রে অন্ধ?
ও রে সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে প'ড়ে আছিস পরবাসে?

ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ

৭২৭

অনন্তের সাথে, অনন্তের পথে, চলেছি অনন্ত দেশে;
আঁধারে-আলোকে, ইহ-পরলোকে, ছুটেছি অনন্ত আশে।
রবি চন্দ্র তারা, হাস্যময়ী ধরা, ফুটেছে আমারি তরে;
এসেছি দেখিতে, দেখে চ'লে যাব, কে মোরে রাখিবে ধ'রে!
(আমি) নহি জল স্থল, অনিল অনল, নহি আমি পরাধীন;
(কিন্তু) ব্রহ্মেরি তনয়, ব্রহ্মানন্দময়, রোগ-শোক-তাপ-হীন।
(আমার) ব্রহ্ম পিতামাতা, দেবগণ ভ্রাতা, ব্রহ্ম জীবনের ধন;
(আমি ছোট ঘরের ছেলে নই, ভাই)
(আমি) প্রেম-সুধা খাই, হরিগুণ গাই,
(করি) ব্রহ্মানন্দে বিচরণ,
(আমায়) ধ'রো না, ধ'রো না, ভুলাতে এসো না,
ছেড়ে দাও চ'লে যাই;
(উড়ে) অনন্ত অম্বরে, অনন্ত সুস্বরে অনন্তেরি গুণ গাই!

[কীর্ত্তন, খয়রা, সুর "চল চল ভাই মার কাছে যাই, নাচি গাই"]

৭২৮

সুমধুর স্বরে প্রেমভরে ওই কে ডাকে গো !—যাই যাই !
লহ লহ সংসার, ব্যথিত হৃদয়ভার ; বিদায় দাও এবে !—যাই যাই !
ঘুচিল ভাবনা, ঘুচিল যাতনা ! ওই কে ডাকে গো !—যাই যাই !
ওই কোন্ সুখ-দেশ মনোলোভা-বেশে, আনন্দ-শীকর-শীতল রে,
নিরাধার আধারে মাধুরী ফুটিয়ে ডাকিছে সাদরে !—যাই যাই !
অনন্ত বেদগান, অনন্ত পুরাণ, অনন্ত সাধনা সমাধি রে ;
অনন্ত জীবনে লহরী উঠিয়ে ডাকিছে সাদরে !—যাই যাই !
যাও আঁখি নিভিয়ে, যাও কাণ ডুবিয়ে, যাও প্রাণ মজিয়ে, যাও যাও ;
ওই কার গন্ধ অন্তরে পশিয়ে ডাকিছে সাদরে !—যাই যাই !

[সিন্ধু, ঠুংরি]

মৃত্যু

৭২৯

চলিল অমর আত্মা তোমার অমৃত কোলে,
লহ লহ আজি তারে আদরে ভকত-দলে।
জড় দেহ, জড় বেশ, ছাড়ি এ জড়ের দেশ,
উড়িল অনন্তে পাখী, তোমারে ধরিবে ব'লে।
সংসারের ধূলি ঝাড়ি, লও প্রেম-বাহু প্রসারি,
ধুইয়ে পাপের কালি তোমার শান্তির জলে।
ক্ষুধা পেলে প্রেমসুধা দিয়ে নিবারিও ক্ষুধা,
অনন্ত আরামে তবে তোমাতে থাকিবে ভুলে॥

[পাহাড়ী, আড়া। সুর, "কি আর জানাব নাথ"]

৭৩০

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক।
পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক,
তবে তাই হোক।
অশ্রু আঁখি পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহ-চোখ
তবে তাই হোক॥

৭৩১

নিয়েছ নিয়েছ ভালই ক'রেছ, রেখেছ কত যতনে!
ধূলার ঘর হ'তে স্বরগে তুলিলে, পালিতে অমৃত-ভবনে!
রাখি মোদের ধন তোমার সদনে থাকিব মোরা নিশ্চিন্ত মনে,
নাশ' মোহ-তিমির-পাশ, চাহ, দেব, প্রেম-নয়নে!
সে যে আমার হ'তে প্রভু তব প্রিয়ধন, অসীম অনুরাগে করিলে সৃজন,
অনন্ত পথে, নাথ তব সাথে, চিরসাথীরূপে করিলে গ্রহণ!
জনম দিয়াছ, মরণ হেথা নাই, অমর-জীবন তোমাতেই পাই,
তুমি সবাকার আশ্রয় আধার, লোক-লোকান্তর তোমার চরণে॥

কানাড়া. একতালা]

৭৩২

ওম্ জয় দেব, জয় দেব !

জয় দেব, জয় দেব, জয় পরমদেবতা, (জয়)
সকলে আশ্রয়দাতা, অন্তর-দুখ-হরতা !
জয় জয় দেব মহান্, জয় সরব-শকতিমান্,
অগণন-লোক-বিরাজিত বুদ্ধি-অতীত ভগবান্ !
জীবন-উৎস আদি, গমনীয় ধাম তুমি, (প্রভু)
চির-অন্বেষিত আপন গোপন জনমভূমি !
নিদ্রিত এ লোকে আত্মা তব কোলে, (পিতা)
মৃত্যুর-ছায়া-প্রান্তর-পারে যায় চ'লে ।
তোমারি স্নেহ-কোলে জাগে সে নব লোকে, (আজি)
বিরহ-ছায়া যথা প্লাবিত তোমারি মুখ-আলোকে ।
সত্য পুরুষ তুমি যে, বেষ্টিত আত্মাগণে, (আছ)
উজলতর নিরখি আজি, শোক-সজল নয়নে ।
দূরে,—অই দূরে,—প্রেম-কিরণ-মধুরে, (অই)
একে একে মিলিব মোরা সুন্দর তব পুরে ।
দুঃসহ বেদন-ভার বহিছে আজি এ হিয়া, (দেখ)
না জানে কেমনে চিরদিন এ দুখ রবে সহিয়া।
তাপিত নরনারী চাহিছে তব পানে, (আজি)
সকল ব্যথা কর মোচন সান্ত্বন-পরশ-দানে ।
আকুল ক্ষীণ চিতে এসেছে তব চরণে, (তারা)
পারে যেন ফিরিতে ঘরে নির্ভর-সবল-মনে ॥

(ভজন, কাওয়ালি)—সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ (শ্মশান-যাত্রায় গাহিবার জন্য রচিত)

আত্মীয়-বিয়োগে নিবেদন

৭৩৩

ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে !

মরমে ম'রে গেল, মুকুলে ঝ'রে গেল, প্রাণভরা আশা-সমাধি-পাশে।

নীরসতা-ভরা এ নিরদয় ধরা, শুকায়ে দিল কলি উষ্ণ শ্বাসে;

দুদিন এসেছিল, দুদিন হেসেছিল, দুদিন ভেসেছিল সুখ-বিলাসে।

না হ'তে পাতা দুটি, নীরবে গেল টুটি, বাসনাময় প্রাণ শুধু পিয়াসে;

সুখ-স্বপন-সম, তপ্ত বুকে মম, বেদনা-বিজড়িত স্মৃতিটি ভাসে ॥

[লাউনি, কাওয়ালি]

[স্বজন বিয়োগ]

৭৩৪

তবু তোমারে ডাকি বারে বারে :

কত যে পেতেছি ব্যথা না বুঝে তোমারে।

জানি না কেন যে দাও, কাঁদায়ে ফিরায়ে নাও,

তুমি ত ভোলনা, বিধি, নয়ন-আসারে !

বল হে কবে জানিব শ্মশানেতে তুমি শিব ;

তোমারে সুখে বরিব দুঃখের মাঝারে।

বুঝেছি সুখ যে মায়া, বুঝাও দুখও যে ছায়া,

তুমি যে রয়েছ সুখ-দুঃখের ওপারে।

মনে হয় তব কাছে সব হারাধন আছে,

তাই ত এসেছি হে নাথ তোমার দুয়ারে ॥

[সিন্ধু-কাফি]

৭৩৫

যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাসরি,
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি মরণ নাহি শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ-স্রোত চলেছে প্রবাহি।
যাও রে অনন্তধামে অমৃত-নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।
দেব-ঋষি রাজ-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে।
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্য-কিরণে।
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান্,
যাও বৎস যাও সেই দেব-সদনে॥ †

[প্রভাতী, একতালা। স্বরবিতান ৮।৪৩]

৭৩৬

তাঁরে রেখো রেখো তব পায়,
যেথা ভবের জ্বালা জুড়ায় হে, ভবের জ্বালা জুড়ায়।
যেথা জরা নাহি আসে, মরণ নাহি গ্রাসে, শোক তাপ দূরে যায়,
সেই শীতল অমৃত ছায়।

† "রে" স্থানে "সে", এবং "বৎস" স্থানে "বৎসে, দেব, দেবি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি,' প্রভৃতি পদ বসাইয়া নানা আত্মীয়ের বিয়োগে এই সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়।

যিনি সবারে ত্যজিয়ে তোমারে খুঁজিয়ে ফিরেছেন ধরামাঝে ;
যাঁরে বিষয়-বাসনা ভুলায়ে রত করিলে তোমারি কাজে।
এবে করমে ধন্য, ধরমে পুণ্য, ফুরাল সে জীবন ;
আজি অনাথ মোদের কর কর তব কল্যাণ বিতরণ !
তাঁর শেষ সাধ ছিল "বাড়ী যাব", হল পূর্ণ সে আকিঞ্চন,
ও গো জগত-জননি, লভিলেন তব শান্তির নিকেতন ॥

সুরাট-মল্লার, কাওয়ালি] (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে রচিত)

অনন্ত জীবন, অমৃতধাম, অমর প্রেম

৭৩৭

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয় ?
জয় অজানার জয় !
এই দিকে তোর ভরসা যত, ঐ দিকে তোর ভয় !
জয় অজানার জয় !
জানা-শোনার বাসা বেঁধে কাট্‌লো তো দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয় !
জয় অজানার জয় !
মরণকে তুই পর করেছিস্ ভাই,
জীবন যে তোর ক্ষুদ্র হ'ল তাই।
দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে,
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময় ?
জয় অজানার জয় !

গীত-পঞ্চাশিকা ১০৪]

৭৩৮

জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর-কিনারে, হে প্রভু !
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আসি তব অমৃত-দুয়ারে, হে প্রভু !
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে ;
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হ'তে আলোকে,
জীবন হ'তে নিয়েছ নবজীবনে, হে প্রভু !
জানি হে নাথ পুণ্য পাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ন-সমুখে, হে প্রভু !
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী,
সকল পথে বিপথে সুখে অসুখে, হে প্রভু !
জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশ-ভয়-পাথারে ;
এমন দিন আসিবে, যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে, হে প্রভু !

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৭৩]

৭৩৯

সমুখে শান্তি পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চির সাথী, লও লও হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার ॥

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি' লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা অজানার ॥
স্বরলিপি—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৮]

৭৪০

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ-দহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে!
তবু প্রাণ নিত্য-ধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে, কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে;
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে ॥
[ললিত বিভাস, একতালা]

৭৪১

মৃত্যুমাঝে পাই যে তোমার সত্য পরিচয়,
তাইত দেখি কোথাও প্রিয়, হয় না কিছুই লয়।
দুঃখদিনে বক্ষে ধর, ধ্বংস দিয়ে সৃষ্টি কর,
আঘাত দিয়ে আদর কর, হৃদয় কর জয়।
শুদ্ধ তুমি সত্য তুমি নিত্য তুমি তাই
মরণ হতে জীবন জাগে, অন্ত নাহি পাই।
এইত তুমি এইত তুমি, ভরিয়া আছ চিত্তভূমি,
তোমার মাঝে সবাই রাজে, নাইক কোনো ক্ষয় ॥

৭৪২

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বল্‌বে ?
আঘাত হ'য়ে দেখা দিল, আগুন হ'য়ে জ্বল্‌বে।
সাঙ্গ হ'লে মেঘের পালা, সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হ'লে নদী হ'য়ে গল্‌বে।
ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু্ চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার, যায় চ'লে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টু'টে আপনি নূতন উঠ্‌বে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে, মরণে ফল ফল্‌বে ॥

[গীতলেখা ২।৩২]—২৮ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৭৪৩

দীর্ঘ জীবন-পথ, কত দুঃখ তাপ, কত শোক-দহন !
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর অমৃতভবন-দ্বার ;
শ্রান্তি ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে, এ পথের হবে অবসান।
অনন্তের পানে চাহি, আনন্দের গান গাহি,
ক্ষুদ্র শোক-তাপ নাহি নাহি রে ;
অনন্ত আলয় যার, কিসের ভাবনা তার,
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব না রে ম্রিয়মাণ ॥

[আসোয়ারী, ঝাঁপতাল। স্বরবিতান ৮।২৪]

৭৪৪

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায় ;
কণাটুকু যদি হারায়, তা ল'য়ে প্রাণ করে হায় হায় !
নদীতট সম কেবলি বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায় !
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে, সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে,
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয় তব মহা মহিমায় ।
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু ;
আমারি ক্ষুদ্র হারাধন গুলি রবে না কি তব পায় ?

[মিশ্র ছায়ানট, একতালা । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩২]

৭৪৫

অসীম এ পুরে, নিকটে বা দূরে, রেখেছ যাহারে যথায় ;
এ ঘরে ও ঘরে, সবারে আদরে, রেখেছ চরণ ছায়ায় ।
আছে যারা কাছে, যারা লুকায়েছে,
এক প্রেম-কোলে সবাই রয়েছে ;
কত ভালবেসে, এদেশে ওদেশে, বিকশিত করিছ সবায় ।
যে চরণতলে রবিশশী হাসে, অণু পরমাণু যথায় বিকাশে,
যত হারাধন, প্রাণ প্রিয়জন, আলো ক'রে সবাই হেথায় ।
কি প্রেম-বাঁধনে বেঁধেছ যতনে, নিখিলের সনে এই প্রাণমনে,
কেবা ছেড়ে কারে দূরে যেতে পারে, বাঁধা যে সবে তব পায় ॥

৭৪৬

তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে যত দূরে আমি ধাই,
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই !
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই !
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
'নাই নাই' ভয়, সে শুধু আমারি, নিশি দিন কাঁদি তাই !
অন্তর-গ্লানি, সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই ॥

[বেহাগ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৫১]

৭৪৭

অনন্ত ভুবনে, সত্য-নিকেতনে,
স্নেহের বিরজিত প্রেম পরিবার ;
ইহ পরলোকে দ্যুলোকে ভূলোকে নাহি ব্যবধান, সব একাকার।
যাহাকে বলি 'নাই নাই নাই,' তাহার দেখা সেখানে পাই,
নিত্যলোক-মাঝে সবায় বিরাজে,
কে যাবে ? সেথা অবারিত দ্বার !
আশার পুলকে পুলকিত প্রাণ,
সে দেশের মোরা পেয়েছি সন্ধান,
তাঁহারই কৃপায় যাইব সেথায়, খুলেছেন পিতা অমৃতের দ্বার ॥

[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

৭৪৮

হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ, লইনু শরণ।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা, পরাও, পরাও জ্যোতির টীকা,
করো হে আমার লজ্জাহরণ॥
পরশ রতন তোমারি চরণ, লইনু শরণ, লইনু শরণ,
যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো, যা-কিছু বিরূপ হোক্ তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ॥

৭৪৯

চল সেই অমৃত ধামে, চল ভাই যাই সকলে,
নাহি যথা ব্যবধান ইহকালে পরকালে!
ঘুচিবে ভয় ভাবনা, না রবে ভব যাতনা,
নিরাপদে সুখে বাস করিব পিতার কোলে।
সেখানে নাহি ক্রন্দন, শোক তাপ প্রলোভন,
প্রেমানন্দে ভাসে সবে শান্তি-সলিলে;
অনন্ত জীবন স্রোত, নিরন্তর প্রবাহিত,
প্রেমের লহরী তাহে খেলে আশার হিল্লোলে।
যথায় সাধকগণে, প্রাণযোগ সাধনে,
আছেন মগন হ'য়ে জীবন-জলধি-জলে;
প্রাণাধার পরমেশ্বরে, আত্ম-সমর্পণ ক'রে,
অমর হয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মকৃপা-বলে॥

জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]—১ বৈশাখ ১৭৯৫ শক (১২ এপ্রিল ১৮৭৩)

৭৫০

কেন তোমায় ভুলি দয়াময় !
তুমি বট হে পাপী তাপী সাধু সবার অনন্ত জীবনাশ্রয়।
গর্ভ হ'তে যেমন ধরায়, ধরা হ'তে পুনরায়,
ল'য়ে স্নেহে রাখ সবায়, এতে কি আছে সংশয় !
এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন,
পরকালে স্নেহ-কোলে রহে তব সমুদয় ॥

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, একতালা]

৭৫১

অক্ষয় আনন্দধামে চল রে পথিক মন,
পাইবে শাশ্বত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন !
সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ লেশ,
প্রেমানন্দ সমাবেশ, সকল শোকভঞ্জন !
(তথা) শান্তি নামে পুণ্যনদী বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি করিলে অবগাহন !
অজস্র অমিয়-সুধা বাঞ্ছা পূরে পাবে সদা,
ঘুচিবে আত্মার ক্ষুধা সে সুধা করি সেবন।
(তথা) নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব, অনন্ত পূর্ণ বৈভব,
অপ্রাপ্য অভাব সব তখনি হবে পূরণ।
সদাব্রত তৃপ্তি অন্ন, লালসা থাকে না অন্য,
সেবনে কামনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন ॥

[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

৭৫২

চল সে অমৃত-ধামে শান্তি-হারা নরনারী,
শীতল হবে যদি, চল সবে ত্বরা করি।
যেখানে নাহিক শোক, নাহি পাপ নাহি দুখ,
আনন্দ-সমীরণ বহে যথা স্নিগ্ধকারী।
খোল হৃদয় দুয়ার, ঘুচিবে সব আঁধার,
তাঁর পুণ্য-আলোকে ভাসিবে দিবাশর্ব্বরী।
প্রেমসিন্ধু-সলিলে, মগন না হইলে,
পাবে না শান্তি-সুধা সুমিষ্ট চিত্তহারী।
প্রাণসখারে ভুলে কার প্রেমে মজিলে ?
হায়, পান না করিলে সে প্রেম-বারি !

[পিলু, পোস্ত]

৭৫৩

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম অপূর্ব্ব শোভন,
ভব-জলধির পারে, জ্যোতির্ম্ময় !
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুখ হবে মোচন,
শান্তি পাইবে হৃদয়-মাঝে প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত-লোচন কি অমৃত-রস-পানে ভুলিল চরাচর !
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ বিমল বিভু-গুণ-বন্দনা ;
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম !

[সিন্ধু বিজয়, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২১০ (পরিবর্ত্তিত আকারে)

৭৫৪

জীবনে মরণে তুমি নিকটে আছ, শঙ্করী,
ও মা শান্তিপ্রদায়িনী দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী !
বসি মোহ-অন্তরালে, ইহকালে পরকালে,
অমর সাধু সকলে রয়েছ মা কোলে করি।
যোগেতে জীবিত হ'য়ে, সাধু বন্ধুগণে ল'য়ে,
থাকিব অনন্তকাল তব পদ হৃদে ধরি ;
পাসরিব ভবতাপ বিরহ শোক বিলাপ,
হেরিব অমৃতধামে প্রিয় জনে প্রাণ ভরি ॥

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল]

৭৫৫

চল চল ভাই, মার কাছে যাই, নাচি গাই প্রেম ভরে। (গিয়ে)
অমর ভবনে দেব দেবী সনে হেরি তাঁরে প্রাণ ভ'রে।
থাকিব না আর মোরা ইন্দ্রিয়-গ্রামে,
যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দ-ধামে ;
(আর র'ব না, র'ব না, দেহপুরবাসে)
(মোদের) সেই জন্মস্থান, হেথা অবস্থান কেবল দুদিনের তরে।
মহা মিলন-সঙ্গীত গাইব সকলে,
বসি মা আনন্দময়ীর শ্রীচরণ-তলে ;
(সুরে সুর মিলাইয়ে, এক হৃদয় হ'য়ে)
অনন্ত জীবনে, অনন্ত মিলনে, বিহরিব লোকান্তরে ॥

[কীর্ত্তন, খয়রা]

৭৫৬

শুদ্ধমনে জয় জয় ব্রহ্ম বল।
জয় জয় ব্রহ্ম বল, দয়াল বল, তাপিত প্রাণ কর শীতল।
ব্রহ্মনাম মহামন্ত্রে আঁধার ঘুচিল,
ব্রহ্মযোগে জীবন মরণ একাকার হ'ল। (জয় জয় ব্রহ্ম বল)
জীবনের ব্রত সাধিয়ে যারা আগে গেল,
(তারা) ব্রহ্মনামে, দিব্যধামে, নবজীবন পেল। (জয় জয় ব্রহ্ম বল)
(সেই) ব্রহ্ম বলে বলী হ'য়ে, ব্রহ্মধামে চল;
(আর) "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" সবে মিলে বল। (জয় জয় ব্রহ্ম বল)

[কীর্ত্তন, দোলন। সুর, "হরি ব'লে দেবগণে নাচে"]

[প্রেম অমর]

৭৫৭

প্রেম কি কভু বিফলে যায়? প্রেমের মরণ নাই রে ধরায়!
যেখানে যে প্রেম দিয়েছ, লেখা আছে মায়ের খাতায়;
বিন্দু প্রেমের মূল্য কত! ল'য়ে যাবে তাঁর দরজায়।
যেখানে যে প্রেম পেয়েছ, খাঁটি ব'লে জেনো রে তায়;
প্রেমে সব বেঁচে আছে, প্রেমের স্মৃতি হৃদয় জুড়ায়!
প্রেমিকের প্রেম কখনো কি পরলোকে গেলেই ফুরায়?
নিত্য নূতন হ'য়ে সে যে আলিঙ্গন করিবে তোমায়।
চোখের দেখা নাই ব'লে ভাই কেন বৃথা খেদ কর, হায়,
মায়ের প্রেমে আছে সে প্রেম, সন্দেহ কি আছে রে তায়!

[রামপ্রসাদী সুর]

শোকার্ত্তের নিবেদন

৭৫৮

দীননাথ, প্রেমসুধা দাও হৃদে ঢালিয়ে।
তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে, রাখে কে নিবারিয়ে!
তব প্রেম-নীরে, আহা, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে,
উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে।
অমৃত-ধার মুক্তি-জনন সেই প্রেম জানিয়ে,
যাচি নাথ বিন্দু তার শোক-দগ্ধ অন্তরে ;
সংসার ঘোর ছাড়ি আর বিপদ-জাল কাটিয়ে,
জুড়াব প্রাণ পরম-সখা, তোমার প্রেম গাইয়ে॥

[টোড়ি, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২৮]

৭৫৯

শোক-সন্তাপ-নাশন, চির মঙ্গল-নিদান ;
আজি তাঁরি পদে কর মন প্রাণ সমর্পণ।
ঘুচিবে শোক যাতনা, পাইবে প্রাণে সান্ত্বনা,
হৃদয়-জ্বালা জুড়াইবে, পেলে তাঁর দরশন।
ইহ পরলোকে যিনি করুণাময়ী জননী,
প্রেম-ক্রোড় প্রসারিয়ে করিছেন আবাহন,
শোকী তাপী যে যেখানে, পড় তাঁর শ্রীচরণে,
শান্তিজলে শোক তাপ হবে সব নিবারণ॥

, ঝাঁপতাল]

৭৬০

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে !
হোক্ তব ইচ্ছাপূর্ণ, সুখ দুঃখের ভিতরে।
বিচ্ছেদে মিলনে, জীবনে মরণে,তোমার ইচ্ছার জয় হেরি নয়নে ;
কর নিত্য নব বেশে খেলা দাসের অন্তরে।
সম্পদে বিপদে, বিষাদে আনন্দে,
রোগে শোকে চিরদিন আছি ও-পদে,
হাসি কাঁদি তোমার রঙ্গ দেখে, যোগানন্দ ভরে॥

[কীর্ত্তন, খেমটা]

৭৬১

দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে ;
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করি ধরিব হে!
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী, তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু চরণ ধরি মরিব হে !
যেমন ক'রে দাও না দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে !
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে ;
বাজিছে বুকে, বাজুক, তব কঠিন বাহু-বাঁধনে হে !
তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে, বেদনা তাহা জানাক্ মোরে ;
চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে ;
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে॥

[মিশ্র ইমনকল্যাণ, ঝম্পক। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৪০]

৭৬২

(তুমি) আপনি কোলে লবে ব'লে,
সকলের কোল কর ছাড়া।
সবাই যখন দেয় গো ফেলে, (তখন) তুমি এসে দাও মা ধরা!
সবার কথা ঠেলে ফে'লে, তোমার কথায় যে জন চলে,
(তুমি) আপনি এসে কোলে তুলে, মুছায়ে দাও অশ্রুধারা।
অনন্ত প্রেম-আলিঙ্গনে, অনন্ত-স্নেহ-চুম্বনে,
অনন্ত মধুর সান্ত্বনে, (তারে) ক'রে রাখ আত্মহারা॥

[ভৈরবী, ঢিমেতেতালা]

৭৬৩

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই!
চৌদিকে বিষাদ-ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে,
তোমার আনন্দ-মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই!
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায় ;
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত-মূরতি রাজে,
মৃত্যু-শোক পরিহরি ওই মুখ পানে চাই!
তোমার আশ্বাসবাণী শুনিতে পেয়েছি, প্রভু,
মিছে ভয়, মিছে শোক, আর করিব না কভু ;
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব,
তোমার অভয়-কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই!

[আলাইয়া, আড়াঠেকা। স্বরবিতান ৮।৩২]

৭৬৪

শোকে মগন কেন জর্জ্জর বিষাদে,
ভ্রমিছ অরণ্যমাঝে হ'য়ে শান্তিহারা!
যাঁর প্রীতি-সুধার্ণবে আনন্দে রয়েছে সবে,
তাঁর প্রেম নিরখিয়ে মুছ অশ্রুধারা ॥

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫৯]

৭৬৫

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই,
কেন গো একেলা ফেলে রাখ!
ডেকে নিলে ছিল যারা কাছে, তুমি তবে কাছে কাছে থাক।
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়, রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়, তারে তুমি ডাক, প্রভু, ডাক।
সংসারের আলো নিভাইলে, বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে চির-আলো জ্বলিছে কোথায়;
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই, পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই, আমারে তৃষিত রেখো না ক।
কে আমার আত্মীয় স্বজন, আজ আসে কাল চ'লে যায়!
চরাচর ঘুরিছে কেবল, জগতের বিশ্রাম কোথায়?
সবাই আপনা নিয়ে রয়, কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়!
সংসারের নিরাশ্রয় জনে, তোমার স্নেহেতে, নাথ, ঢাক ॥

[টোড়ি, ঝাঁপতাল। স্বরবিতান ৮।৫০]

৭৬৬

যখন ভেবে চিন্তে দেখি,
(দেখি) আমার বল্‌তে আমার তোমা বিনা আর কেউ নাই।
যত মহামূল্য ধন, প্রাণ-প্রিয় জন, তোমারে হারালে সব হারাই ;
তৃষিত হৃদয় কাতর হইয়ে, দাঁড়ায় কোথায় তোমারে ছাড়িয়ে ?
আপনার ব'লে তুলে নিতে কোলে তোমা বিনে আর কারেও না পাই।
(প্রভু) ইহলোক তুমি, পরলোক তুমি, চির বাসস্থান, চির জন্মভূমি,
(যত) আত্মীয় স্বজন, হারান রতন, একাধারে প্রভু তোমাতে পাই।
তুমি সুখ শান্তি শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, তুমি চিন্তামণি, ভবের ভাবনা,
নিরাশের আশা, তুমি ভালবাসা, তোমাতেই মোরা প্রাণ জুড়াই !

[মূলতান, একতালা]

৭৬৭

ভেঙ্গেছ ভেঙ্গেছ, ভালই ক'রেছ আমার সুখের ঘর !
পেয়েছি, নয় পাব, সয়েছি, নয় স'ব, আরো দুঃখ দুঃখের উপর !
সহজে যে জন হ'ল না তোমার, উচিত বিধান করিবে ত তার,
সে কেঁদে গ'লে যাক্, ধূলাতে লুটাক্, তুমি ত ছাড় না যারে ধর' !
পেতে দিলাম বুক চরণে তোমার, রাখিবে রাখ, মারিবে মার' ;
তোমার আঘাত হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করিবে আমারে অমর !
আমার বলিতে কিছু না রাখিবে, পথের ভিখারী ক'রে ছেড়ে দিবে !
(তবু) কিছু কি বলিব ? আর কি কাঁদিব ?
(তুমি) ক'রে যেও, যা ইচ্ছা কর' ॥

[মূলতান, একতালা]

অষ্টম অধ্যায়

দৈনিক জীবন, পরিবার, মানব-পরিবার, ধর্ম্ম-পরিবার, দেশ, জগতের দুঃখ, জগতের সঙ্গে মিলন

দৈনিক জীবন ও কর্ত্তব্য

৭৬৮

হে সখা মম হৃদয়ে রহ।
সংসারে সব কাজে, ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ।
নাথ, তুমি এস ধীরে, সুখ দুখ হাসি নয়ন নীরে,
লহ আমার জীবন ঘিরে॥

[ছায়ানট, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬১, গীত পরিচয় ১।১১]

৭৬৯

সদা থাক আনন্দে সংসারে, নির্ভয়ে নির্ম্মল প্রাণে!
জাগ প্রাতে আনন্দে, কর কর্ম্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চল হে আনন্দ-গানে।
সঙ্কটে সম্পদে থাক কল্যাণে, থাক আনন্দে নিন্দা অবমানে,
সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে,
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরস-পানে॥

[খট্, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৭৭]

৭৭০

প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !
করি যোড় কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !
তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে,
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !
তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে কর্ম্ম-পারাবার-পারে হে,
নিখিল ভুবন লোকের মাঝারে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !
তোমার এ ভবে মম কর্ম্ম যবে সমাপন হবে হে,
ও গো রাজ-রাজ, একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !

কাফি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১১১]

৭৭১

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে, ও গো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি।
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে, তোমার চরণে নমিয়া পুলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম তোমারে সঁপিব, স্বামী।
দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে, ভেবে রাখি মনে মনে,
কর্ম্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে ;
দিন-অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে, তোমার নিশীথ বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি ॥

[বাগেশ্রী, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১১০]

৭৭২

আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার-কাজে।
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো, অন্তর-মাঝে।
হৃদয়-দেবতা রয়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে!
সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে;
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্ম্মে সকল মননে,
সকল হৃদয়-তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে॥

[বিভাস, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২০০, বৈতালিক ২৩]

গৃহ, পরিবার

৭৭৩

এস হে গৃহ-দেবতা! এ ভবন পুণ্য-প্রভাবে কর পবিত্র!
বিরাজ', জননী, সবার জীবন ভরি, দেখাও আদর্শ মহান্ চরিত্র।
শিখাও করিতে ক্ষমা, কর হে ক্ষমা, জাগায়ে রাখ মনে তব উপমা,
দেহ ধৈর্য্য হৃদয়ে, সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত।
দেখাও রজনী-দিবা বিমল বিভা, বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা;
নব শোভা-কিরণে কর গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র।
সবে কর প্রেম দান পূরিয়া প্রাণ, ভুলায়ে রাখ সখা আত্মাভিমান,
সব বৈরী হবে দূর, তোমারে বরণ করি জীবন-মিত্র॥

[আনন্দভৈরবী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৮৫, বৈতালিক ৩১]

৭৭৪

তোমার মত' কে আছে আর এ সংসারে !
(এমন) করুণা কে আর ক'র্‌তে পারে !
হ'য়ে জগতের জননী, করুণা-রূপিণী, আছ এই বিশ্ব কোলে ক'রে ;
কি বা ধনধান্য-ভরা এই বসুন্ধরা,
রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে ; (কত যতন ক'রে)
তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্গল-বিধাতা, আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে ;
কি বা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ যুবা,
বেঁধেছ সকলে প্রেম-ডোরে। (তুমি মায়ের মত)
আমরা এই ভিক্ষা করি, ওহে দয়াল হরি,
সুখে দুঃখে যেন পাই তোমারে ;
তোমায় হৃদয়েতে রাখি, প্রাণ ভ'রে দেখি,
ডুবে থাকি তোমার রূপসাগরে (চিরদিনের মত)॥

[বাউলের সুর, একতালা]

৭৭৫

কবে তব নামে রব আমি জাগি !
তব ধ্যানে, তব জ্ঞানে, প্রেমে হ'য়ে অনুরাগী।
সংসার হবে ধাম, জীবনে ধ্বনিবে তব নাম ;
তুমি হবে জীবনের প্রভু, (আমি) দাস হ'য়ে রব পদে লাগি !

[ধুন, কাওয়ালি]

৭৭৬

আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহ-দীপখানি জ্বালো হে!
সব দুখ শোক সার্থক হোক্ লভিয়া তোমারি আলো হে।
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার মিলাবে ধন্য হ'য়ে;
তোমারি পুণ্য-আলোকে বসিয়া সবারে বাসিব ভালো হে।
পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতি,
সোনা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ক কালো;
আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি তাহে শুধু জ্বালা শুধু কালী,
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে তোমারি কিরণ ঢালো হে॥

[দেশ মল্লার, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৮২]

৭৭৭

নহে ধর্ম্ম শুধু ব্রহ্মে ডাকিলে;
তাঁর আদেশ পালন নাহি করিলে!
গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম, কৃষকের কৃষিকর্ম্ম,
সবই ধর্ম্ম, তাঁরি কাজ ভাবিলে।
কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা, যদি না করহ তাহা,
কি ফল কেবল তাঁরে ভাবিলে?
সদা প্রাণপণ, কর কর্ত্তব্য পালন,
সরস রাখ হৃদয় প্রেম-সলিলে;
হেরে অন্তর মাঝে, হের সদা প্রাণ-রাজে,
চিরসুখ পাবে তাঁরে পাইলে॥

সোহিনীবাহার, যৎ]

মানব-পরিবার

৭৭৮

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেই খানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারো!
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেই খানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে ;
সবার তুমি আনন্দ-ধন, হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারো!

[ভৈরবী, কাহারবা। গীতলিপি ৫।৭ , বৈতালিক ৫২]
৭ আষাঢ় ১৩৩৭ বাং (১৯১০)

৭৭৯

সবার সঙ্গে সবার মাঝে তোমারি সঙ্গ লভিব হে ;
সকল কর্ম্মে নয়নে বচনে তোমারি সঙ্গে রহিব হে।
আকাশে আলোকে শিশিরে পবনে, কুসুমে কাননে তারকা-তপনে,
প্রভাতে নিশীথে, নদী গিরিবনে, তোমারি মহিমা গাহিব হে!
দুঃখে দৈন্তে, বিপদে ব্যসনে, তোমারি নাম ডাকিব হে!
শান্তি যবে নামিবে প্রাণে, প্রেমানন্দে থাকিব হে!
কণ্টক-ঘেরা সংসার-পথে, তব ধ্বজা বহিব হে ;
বক্ষ পাতিয়া লব তব দান, আনন্দে সব সহিব হে।

[খট্, দাদ্‌রা। স্বরলিপি "স্বপন-খেয়া" পুস্তকে]

৭৮০

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে !
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে !
শুধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে—
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবা-মাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে !
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে !
সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে !
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে !
কেবলি তোমার স্তবে নয়, শুধু সঙ্গীত-রবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে—
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে !
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে !
জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার করিব হে !
জানি ব'লে, নাথ, তোমারে হৃদয়ে বরিব হে !
শুধু জীবনের সুখে নয়, শুধু প্রফুল্ল মুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে—
দুখ শোক যেথা আঁধার করিয়া রহে,
নত হ'য়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে !
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে !

[ইমন-মিশ্র, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১৬]

৭৮১

আমায় রাখ্‌তে যদি আপন ঘরে,
বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই।
দুজন যদি হ'ত আপন, হ'ত না মোর আপন সবাই।
নিত্য আমি অনিত্যেরে আঁকড়ে ছিলাম রুদ্ধ ঘরে,
কেড়ে নিলে দয়া ক'রে, তাই হে চির! তোমারে চাই।
সবাই যেচে দিত যখন, গরব ক'রে নিইনি তখন ;
পরে আমায় কাঙাল পেয়ে বল্‌ত সবাই, "নাই, কিছু নাই!"
তোমার চরণ পেয়ে, হরি, আজকে আমি হেসে মরি,
কি ছাই নিয়ে ছিলাম আমি, হায় রে কি ধন চাহি নাই!

[পিলু, দাদ্‌রা। কাকলি ১।২০]

৭৮২

প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখোনা ঢাকি ;
এসেছি তোমারে হে নাথ পরাতে রাখী।
যদি বাঁধি তোমার হাতে, পড়্‌ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই রবে না বাকি।
আজি যেন ভেদ নাহি রয় আপন পরে,
তোমায় যেন এক দেখি হে বাহিরে ঘরে।
তোমা সাথে যে-বিচ্ছেদে ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই তোমারে ডাকি॥

[কীর্ত্তনের সুর, ঠুংরি। গীতলিপি ২।৪৬]—২৭ আশ্বিন ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৭৮৩

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে-যে চরণ তোমার রাজে,
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না-যে,
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফেরো
রিক্ত ভূষণ দীন দরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
সঙ্গী হ'য়ে আছে যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না-যে,
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে॥

৭৮৪

যারা কাছে আছে, তারা কাছে থাক্, তারা ত পাবে না জানিতে,
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ আমার হৃদয়খানিতে!
যারা কথা বলে তাহারা বলুক, আমি করিব না কারেও বিমুখ,
তারা নাহি জানে, ভরা আছে প্রাণ তব অকথিত বাণীতে!
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার নীরব হৃদয়খানিতে!

তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু, পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু
যত প্রেম আছে, সব প্রেম মোরে তোমাপানে রবে টানিতে!
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম আমার হৃদয়খানিতে !
সবার সহিতে তোমার বাঁধন হেরি যেন সদা, এ মোর সাধন !
সবার সঙ্গ পারে যেন মনে তব আরাধনা আনিতে ;
সবার মিলনে তোমার মিলন জাগিবে হৃদয়খানিতে ॥

[মিশ্র সাহানা, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৪৬]

৭৮৫

যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ, দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে কেহ মোরে দিয়েছে দুখ, দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি!
যে কেহ মোরে বেসেছে ভালো, জেলেছে ঘরে তাঁহারি আলো ;
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যা কিছু কাছে এসেছে, আছে, এনেছে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি ;
যা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে, টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি।
জানি বা আমি নাহি বা জানি, মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি নিখিলে আমি পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥

[কাফি, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১০৬]

৭৮৬

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।
এখনো পরাণ মাঝে গোপনে বেদনা বাজে,
এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যাকালে।
বিশ্ব হ'তে থাকি দূরে, অন্তরের অন্তঃপুরে,
চেতনা জড়ায়ে থাকে ভাবনার স্বপ্নজালে।
দুঃখ সুখ আপনারি, সে বোঝা হয়েছে ভারি,
যেন সে সঁপিতে পারি চরম পূজার থালে॥

[[illegible] ১৩৩৪ বাং] (১৯২৮)

৭৮৭

তোমার প্রেম জাগাও প্রাণে।
সুখে দুঃখে, শোকে আনন্দে, মাতাও প্রেমগানে।
বহুক্ সমীরণ প্রেমের বারতা,
গাহুক্ রবি শশী প্রেমগুণ-গাথা,
বহুক্ সরিৎ সিন্ধু তব প্রেম-কথা আমার কাণে কাণে।
প্রেমে মধুময় এ বিশ্ব ভুবন,
জড় জীবে প্রেমে করি আলিঙ্গন,
স্বাদে গানে গন্ধে প্রেমের স্পন্দন বাজুক্ তানে তানে;
ব্যথা যেই দেয়, তারে প্রাণে রাখি,
বিপথে যে যায়, তারে প্রেমে ডাকি,
দুঃখে নির্যাতনে করুণা নিরখি, (সবায়) তুষি প্রেমদানে॥

[মূলতান, একতালা]

৭৮৮

নিরমল নাম প্রচার' দেশে বিদেশে,
সকল গৃহে সকল পরিবারে।
জগৎ-পুরবাসী যত নরনারী,
সবে মিলি গাবে তোমার অনুপম গুণ ;
বহিয়ে প্রেমের স্রোত সংসার হইতে,
প্রেম-সমুদ্র তুমি, মিলিবে তোমায় হে ॥

[টোড়ি, চৌতাল]

৭৮৯

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে,
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে !
আয় রে ছুটে, টান্‌তে হবে রসি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি ?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গিয়ে
ঠাঁই ক'রে তুই নে রে কোনো মতে।
কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ,
সে সব কথা ভুল্‌তে হবে আজ।
টান্ রে দিয়ে সকল চিত্ত-কায়া,
টান্ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্ব্বতে।

ঐ যে চাকা ঘুর্‌চে রে ঝন্‌ঝনি,
বুকের মাঝে শুনচ. কি সেই ধ্বনি ?
রক্তে তোমার দুল্‌চে না কি প্রাণ ?
গাইচে না মন মরণজয়ী গান ?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মত'
ছুট্‌চে না কি বিপুল ভবিষ্যতে ?

[তোড়ি-ভেরবী, কাহারবা। গীতলিপি ৬।১৫]—২৬ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৭৯০

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই !
পুরাণো আবাস ছেড়ে চলি যবে,
মনে ভেবে মরি, কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন, সে কথা ভুলিয়া যাই !
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে, যখনি যেখানে লবে,
চির জনমের পরিচিত, ও হে তুমিই চিনাবে সবে ;
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোন মানা, নাহি কিছু ডর,
সবারে মিলায়ে জাগিতেছ তুমি, দেখা যেন সদা পাই ॥

[হাম্বীর, রূপকড়া। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২০]

ভক্ত, প্রেমিক, ধর্ম্মপরিবার, ভক্তমাঝে ভগবান

৭৯১

নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার, আজ লব তাঁর দেখা ।
সারাদিন শুধু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি হয় নি আমার শেখা ।
তব জীবনের আলোতে জীবন-প্রদীপ জ্বালি,
হে পূজারি, আজ নিভৃতে সাজাব আমার থালি ।
যেথা নিখিলের সাধনা পূজালোক করে রচনা,
সেথায় আমিও ধরিব একটি জ্যোতির রেখা ॥

[পূরবী, একতালা। গীতলিপি ১। পৃষ্ঠা /০]—১৭ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৭৯২

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস !
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস !
এই অকূল সংসারে, দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে ;
ঘোর বিপদ মাঝে কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস ?
তুমি কাহার সন্ধানে, সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে !
এমন ব্যাকুল ক'রে কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাস ?
তোমার ভাবনা কিছু নাই !
কে যে তোমার সাথের সাথী, ভাবি মনে তাই ।
তুমি মরণ ভুলে, কোন্ অনন্ত প্রাণ-সাগরে আনন্দে ভাস ?

[বাউলের সুর, কাহারবা। গীতলিপি ২।১]—১৭ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৭৯৩

কে যায় অমৃত-ধাম-যাত্রী! আজি এ গহন তিমির রাত্রি
কাঁপে নভ জয়গানে!
আনন্দরব শ্রবণে লাগে, সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথ-পানে!
ও গো রহ রহ, মোরে ডাকি লহ, কহ আশ্বাসবাণী ;
যাব অহরহ সাথে সাথে, সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে,
অপরাজিত প্রাণে॥

[বেহাগ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৪৩]

৭৯৪

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর!
ও তার থাকে না, ভাই, আত্মপর।
প্রেম এমনি রত্ন-ধন, কিছুই নাই ক তার মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যে জন ;
ও সে হাস্যমুখে সদাই থাকে, হৃদয় জুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায় না ক জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
ভাবে হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ, রট্‌লে অখ্যাতি ;
ও তার হস্তগত সুখের চাবি, থাক্‌বে কেন অন্য ডর ?
প্রেমিকের চাল্‌টে বে-আড়া, বেদ-বিধি-ছাড়া,
আঁধার-কোণে চাঁদ গেলে তার মুখে নাই সাড়া ;
ও সে চৌদ্দ-ভুবন ধ্বংস হ'লেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর॥

[বাউলের সুর, একতালা]—১ পৌষ ১৭৯৮ শক (১৮৭৬)

৭৯৫

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার,
ফলভরে অবনত শাখার আকার।
প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি,
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার ;
সুখ দুঃখে সমভাব, হৃদয়ে স্বর্গ তার !
কথনো হাস্যবদন, কখনো করে রোদন,
কথনো মগন মন, বাল্য-ব্যবহার ;
আনন্দে ভাব-সমুদ্রে দিতেছে সাঁতার !
শান্ত দান্ত বিবেক-যুক্ত, অনাসক্ত জীবন্মুক্ত,
ভজনেতে অনুরক্ত চিত্ত অনিবার ;
কি আনন্দে কর হে তার হৃদয়ে বিহার !
তার প্রেম লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি তাহাতে,
আনন্দ-লহরী তাহে উঠে বারে বার ;
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার !
এমন দিন কি আমার হবে, তোমার জন্যে সকল স'বে,
তবে সে সম্ভব, হ'লে করুণা তোমার,
"ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলং" জানিয়াছি সার ॥

[মল্লার, একতালা]

৭৯৬

গভীর অতলস্পর্শ তোমার প্রেমসাগরে,
ডুবিলে একবার কেহ আর কি উঠিতে পারে !

প্রেমিক মহাজন যারা, না পেয়ে কূল-কিনারা,
হ'ল চির মগন, ফিরিল না আর সংসারে।
কত সুখ প্রলোভন, প্রেম শান্তি মহাধন,
অনন্ত অগণন, রেখেছ সঞ্চিত ক'রে।
নিত্য সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একেবারে মুগ্ধ ক'রে॥

[ঝিঁঝিট, যৎ]

৭৯৭

তুমি যারে কর হে সুখী, সেই সুখী হয় এ সংসারে ;
বিপদ প্রলোভনে তারে বল কি করিতে পারে ?
আপন আনন্দে সেই জন করে সন্তরণ সুখ-সাগরে ;
নাহি জানে কোন অভাব, প্রশান্ত মুক্ত স্বভাব,
চির সুখ-শান্তি তার মনেতে বিরাজ করে।
প্রেমের তরঙ্গ, ভাবের প্রসঙ্গ, কত উথলে তার অন্তরে ;
মত্ত হ'য়ে সুধা পানে, বিরলে তোমার সনে,
অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডার তার হৃদয়-কন্দরে।
ও হে প্রেমসিন্ধু, এক বিন্দু প্রেম দানে,
সুখী কর নাথ, যদি আমারে,
তবে ত সার্থক মম, হয় এ পাপজীবন,
গাই তব নাম-গুণ মনের আশা পূর্ণ ক'রে॥

[সিন্ধু খাম্বাজ ঝাঁপতাল]—১ ভাদ্র ১৭৯৬ (১৮৭৪)

৭৯৮

মরণসাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারি ঘর, তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক্ জয় হোক্ তারি জয় হোক্, তোমাদের স্মরি।
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা, তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা, তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক
জয় হোক্ জয় হোক্ তারি জয় হোক্, তোমাদের স্মরি॥

৭৯৯

তার কি দুঃখ বল সংসারে, যে জন সত্যকে আশ্রয় করে ?
করে কালযাপন হ'য়ে হৃষ্টমন দেখে ব্রহ্মরূপ অন্তরে বাহিরে।
নিত্য উপাসনা, ইন্দ্রিয়-দমন, পর-উপকার, বৈরাগ্য-সাধন,
হইয়াছে যার জীবনের সার, সে যায় অনায়াসে ভবপারে।
ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকি সর্ব্বক্ষণ, প্রাণপণে করে কর্ত্তব্যপালন,
অটল প্রভুভক্তি, সরল শান্ত মতি, প্রেমার্দ্র হৃদয়ে দেখে সর্ব্ব নবে।

[খাম্বাজ একতালা]

৮০০

যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে ?
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান,
প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই জাগে !

ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন-আসনে
রাখিতে তাঁরে পারে।
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, পাপত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া,
যাঁর, তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম ॥

[কেদারা, চৌতাল]

[অমর পরিবার : ভক্তমাঝে ভগবান্]

৮০১

দে মা মিলাইয়া ভক্তসনে ; আর ভিন্নভাব রেখো না জীবনে।
ভক্তের নয়ন দিয়া তব মুখ নিরখিয়া,
প্রেমানন্দ ভুঞ্জিব গোপনে ; পূজ্‌ব অভয়পদ মিলে ভক্তসনে।
ভক্ত-কর্ণে তব গুণ শুনিব হ'য়ে নিপুণ,
(তেম্‌নি) ভাবে-ভোলা হব নাম-শ্রবণে ; কর চিরসুখী প্রেমের মিলনে।
ভক্তের পবিত্র রক্ত দিয়া আমায় কর ভক্ত,
ভক্তসঙ্গে মিশে এক সনে, আমি ধন্য হই ও-পদ সেবনে।
দে মা ভক্তের বাসনা, দে মা ভক্তের রসনা,
ভক্তসঙ্গে করি নাম ঘোষণা ; মিলে ভক্তসঙ্গে প্রণমি চরণে।
দে মা ভক্তের বিশ্বাস, দে মা ভক্তের প্রয়াস,
ভক্তের চেতনা দে মা মনে ; আমার সকল আশা অভয় চরণে।
ভক্ত-পদচিহ্ন ধরি, দিনে দিনে অগ্রসরি,
যাব মা গো তোমার সদনে ; থাকৃব দাস হ'য়ে তব নিকেতনে ॥

[ললিত, যৎ। সুর, "দে মা স্থান শান্তিনিকেতনে"]

৮০২

ডেকে লও দয়া ক'রে আমারে ভিতরে।
কত দিন আর পরের মত থাক্‌ব বাহিরে !
দীন হীন কাঙ্গালের বেশে, ব'সে থাকিব এক পাশে,
ভক্তবৃন্দের মাঝে তোমায় দেখ্‌ব প্রাণ ভ'রে !
তব প্রেম-নিকেতনে, দেখ্‌ব যত সাধুগণে,
করব প্রেম ভিক্ষা তাঁদের চরণে ধ'রে। (ব্যাকুল হ'য়ে)
সাধুসঙ্গ-স্বর্গবাসে, পবিত্র প্রেম-বাতাসে,
বহুদিনের মনের ব্যথা যাইবে দূরে ;
শুনে প্রেমতত্ত্ব-কথা, পান ক'রে প্রেমসুধা,
ডুবিব অতলস্পর্শ প্রেমসাগরে ॥

[খাম্বাজ, একতালা]

৮০৩

বড় সাধ মনে, নিরখি নয়নে সে অমর পরিবার,
হৃদয়-বেদনা, মরম-যাতনা, পাসরিব হে এবার।
আহা, প্রিয় দরশন দেব দেবীগণ করে প্রেম-বিনিময়,
মধুর মিলন, মধুর বচন, সব যেন মধুময়।
কেহ কারো গলে ধরি কুতূহলে দেয় প্রেম-আলিঙ্গন ;
বুকে চাপি ধরে, পুলকে শিহরে, আনন্দে করে রোদন।
আহ্লাদে গলিয়া কোলে মাথা দিয়া কেহ মৃদু মৃদু হাসে ;
কেহ ভক্তিভরে প্রণিপাত করে, পরস্পরে ভালবাসে।
কেহ কারে ধরি তোলে কাঁধে করি, নাচে হরি হরি ব'লে
ভকতে ভকত করে সেবা কত, প্রেমানন্দে ঢ'লে ঢ'লে।

প্রণয়-প্রসঙ্গে ভাবের তরঙ্গে ভাসে বদনকমল ;
হরি লীলা-কথা কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল।
(হ'য়ে) প্রেমে গদগদ পূজে হরিপদ হরিভক্ত সাধুগণ ;
আহা কিবা ভ্রাতৃভাব, সরল স্বভাব, কি বা নির্ম্মল জীবন!
পলক বিচ্ছেদে সারা হয় কেঁদে, নাহি ছাড়ে কেহ কারে,
মিলে প্রাণে প্রাণে অনন্ত মিলনে, ভাসে প্রেম-পারাবারে।
হরি-প্রিয় জনে তুষিব কেমনে, এই ভাবে অনুদিন ;
হরি-প্রিয়কাজে মানব সমাজে একেবারে হয় লীন ॥

কীর্ত্তন, একতালা। সুর, "ধন্য সেই জন"]

[প্রেমপরিবার]

৮০৪

পিতা, এই কি হে সেই শান্তি-নিকেতন,
যার তরে আশা ক'রে আমরা করি এত আয়োজন ?
দে'খে যার পূর্ব্বাভাস, মনেতে বাড়ে উল্লাস,
বাক্যেতে না হয় প্রকাশ, বিচিত্র শোভন ;
নর নারী সবে মিলে, ভাসে প্রেম-অশ্রুজলে,
ডাকে তোমায় পিতা ব'লে, আনন্দে হ'য়ে মগন।
তব পুত্র কন্যাগণে, পবিত্র ভাবে যেখানে,
প্রেমপরিবারের সুখ করে আস্বাদন ;
সেই ত স্বর্গের শোভা, ভক্ত-জন-মনোলোভা,
ভূমণ্ডল মাঝে যাহা দেখে নাই কেহ কখন ॥

[আলাইয়া, একতালা]

সেবাব্রত ও ধর্ম্মপ্রচারব্রত গ্রহণ

[পঞ্চম অধ্যায়, "প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর", এবং "সঙ্কল্প, আত্মোৎসর্গ, সেবকের প্রার্থনা" দ্রষ্টব্য]

৮০৫

আজি এই শুভ দিনে এসেছি তোমারি ঠাঁই,
আজি হ'তে এ জীবন তোমারেই দিতে চাই।
তিল তিল ক'রে আমি সংসারে মরিয়া যাই,
তিল তিল ক'রে যেন তোমাতে জীবন পাই।
হয় হোক্ পথ মোর কঠিন সংগ্রামময়,
তব ইচ্ছা-পথ জেনে চলি যেন নিরভয় ;
মলিন কামনা শত দেখাইবে আশা কত,
সে সকলে পদতলে দলিয়া চলিতে চাই।
যাক্ টুটে হৃদয়ের সকল বাসনা-ডোর,
'তব ইচ্ছা' এক মন্ত্র হউক জীবনে মোর ;
তোমারি সেবার তরে অনুরাগী কর মোরে,
তোমার সেবক যত হউক ভগিনী ভাই।
খাটিতে খাটিতে যদি অবসন্ন হয় দেহ,
সহস্র ভাবনা-মাঝে সহায় না রয় কেহ,
তোমারি আশীষ ব'লে সহি যেন সে সকলে,
জীবনে মরণে আমি তোমারি রহিতে চাই ॥

সাহানা, ঝাঁপতাল —ডিসেম্বর ১৮৯৪]

৮০৬

তোমারি সেবক কর হে, আজি হ'তে আমারে !
চিত্ত-মাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহ নাথ,
তোমার কর্ম্মে রাখ বিশ্ব-দুয়ারে।
কর ছিন্ন মোহ-পাশ, সকল লুব্ধ আশা,
লোক-ভয় দূর করি দাও দাও ;
রত রাখ কল্যাণে, নীরবে নিরভিমানে, মগ্ন কর আনন্দ-রসধারে ॥

[ছায়ানট, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১৬২]

৮০৭

কর প্রভু তব শকতি সঞ্চার !
শক্তিহীন ধর্ম্ম, প্রাণহীন কর্ম্ম, পরিহরি যত সাধনা অসার !
'তোমার ইচ্ছা' হোক্ সাধনের মন্ত্র,
তোমার হাতে আমি হ'য়ে যাই যন্ত্র,
ব্রহ্ম-অগ্নিময় হউক হৃদয়, এ জীবন হোক্ সাক্ষ্য তোমার !
সংসারের সুখ কিছু নাহি মাগি, তোমার কাজে আমি হই অনুরাগী,
তব স্বর্গরাজ্য বিস্তারের লাগি, সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করি আপনার !
বাসনা-সংযমে হই আমি বীর, প্রেমে সমুন্নত, জ্ঞানে সুগভীর,
মহান্ প্রয়াস যত পৃথিবীর, জাগে যেন প্রাণ সঙ্গে সবার !
পবিত্র নয়নে দেখি হে তোমার ইচ্ছার সাগরে মগন সংসার ;
সে ইচ্ছা-মাঝারে ফেলি আপনারে, পূর্ণ হোক্ ধর্ম্মবিধান তোমার !

[সুরটমল্লার, একতালা]—২১ মে ১৮৯৪

৮০৮

ব'সে আছি হে, কবে শুনিব তোমার বাণী,
কবে বাহির হইব জগতে, মম জীবন ধন্য মানি !
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে ;
নর-নারী-মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ, বিফলে গীত অবসান ;
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি !
তুমি না কহিলে কেমনে কব, প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি ;
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি ॥

[আলাইয়া, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৬৫]

৮০৯

কি গাব আমি, কি শুনাব, আজি আনন্দ-ধামে !
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃত নামে।
কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা, কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ, তোমার মধুর প্রেমে !
তব নাম ল'য়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে ;
রবি হ'তে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হ'তে গ্রহে ছাইছে ;
অসীম আকাশ, নীল শতদল, তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল,
তোমার অমৃত-সাগর-মাঝারে ভাসিছে অবিরামে ॥

[মিশ্র কানাড়া, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৩১]

৮১০

বড় সাধ মনে কোটি হৃদয় সনে, সবে মিলে গ'লে জল হ'য়ে যাই!
কভু সিন্ধুরূপে কভু থাকি কূপে, নদী সরোবরে পিপাসা মিটাই!
প্রেম-সূর্য্য যবে উদিবে আকাশে, বাষ্প হ'য়ে সবে উড়িব আবেশে,
কূপ-সিন্ধু-বারি একই মেঘে মিশে, বিশ্বাস-বাতাসে দেশে দেশে যাই।
পাষাণ হ'য়ে আছে যে দেশের জমী, তথায় হৃদয়-রেণু বৃষ্টি হ'য়ে নামি,
প্লাব সে দেশ হ'লেও মরুভূমি, ভাসিব ভাসাব বাসনা যে তাই।
চন্দ্রমা গগনে উদয় হবে যবে, শিশির হ'য়ে পড়ি পরাণ-পল্লবে,
ফুটাইয়ে ফুল ভরিয়ে সৌরভে, মায়ের গৌরব বাড়াইতে চাই।
হৃদয়ের মা গো তুমি পরশমণি, ছুঁয়ে দাও সবায়, গলুক এখনি,
ঘুচুক দেশের দুঃখের রজনী, নাচুক জগত বলি ভাই ভাই॥
[খাম্বাজ, একতালা]

দেশ; দেশের জন্য প্রার্থনা

৮১১

সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হ'য়ে ভ্রমিছ দীন প্রাণে!
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত,
শির নত কত অপমানে!
জান না রে অধো ঊর্দ্ধে বাহির অন্তরে,
ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয় আশ্রয়।
তোল আনত শির, ত্যজ রে ভয়-ভার,
সতত সরল চিতে চাহ তাঁরি প্রেমমুখ পানে॥

[গৌড়মল্লার, কাওয়ালি। স্বরবিতান ৮।৩৫]

৮১২

জনগণমন-অধিনায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজ্‌রাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা, উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ ;
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশীষ মাগে, গাহে তব জয়গাথা
জনগণ-মঙ্গলদায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে !

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসীক মুসলমান খৃষ্টানী ;
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন-পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি !
দারুণ বিপ্লবমাঝে, তব শঙ্খ-ধ্বনি বাজে, সঙ্কট-দুঃখ-ত্রাতা।
জনগণ-পথ-পরিচায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে !

ঘোর তিমির-ঘন নিবিড় নিশীথে, পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে, রক্ষা করিলে অঙ্কে, স্নেহময়ী তুমি মাতা !
জনগণ-দুঃখ-ত্রায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব-উদয়-গিরি-ভালে !
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্যসমীরণ নবজীবন-রস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে, তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে ॥

মল্র, ঠুংরী। গীত-পঞ্চাশিকা ১৩৩]

৮১৩

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির,—নাহি ভয় !
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান্,—হবে জয় !
তেত্রিশ কোটি মোরা, নহি কভু ক্ষীণ,
হ'তে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন,
ভারতে জনম ; পুনঃ আসিবে সুদিন ! ঐ দেখ প্রভাত উদয় !
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্ :
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান জগজন মানিবে বিস্ময় !
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে,
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে, সত্যের নাহি পরাজয় !

মিশ্র কাহারবা। কাকলি, ২।৯৫]

৮১৪

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে ?
লউক বিশ্ব-কর্ম্ম-ভার, মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান হে।
বিঘ্ন বিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
নিশ্চল-নির্ব্বীর্য্য-বাহু কর্ম্ম-কীর্ত্তি-হীনে,
ব্যর্থ-শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে।
নূতন যুগ-সূর্য্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
গত-গৌরব, হৃত-আসন, নত মস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর ; নর-সমাজ-মাঝে
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে , জাগ্রত ভগবান হে
জনগণ-পথ তব জয়-রথ-চক্র-মুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্-দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।

দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
দৈন্য-জীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস-রুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী কর দান হে, জাগ্রত ভগবান হে ?
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জ্জিল ভয়, অর্জ্জিল জয়, সার্থক হ'ল কাজে।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ-ভার হান' অশনি-পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত, মূঢ় ;—করহ পরিত্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে!

[... পঞ্চাশিকা, ১২৭]

৮১৫

এ ভারতে রাখ নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্ব্বাদ !
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা !
অনির্ব্বাণ ধর্ম্ম-আলো, সবার ঊর্দ্ধে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দ্দিনে হে রাখ তারে, অরণ্যে তোমারি পথে।
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম্ম তব নির্ব্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয়, নিষ্ঠা তবুও রয়,
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে !

[... সুরট, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩৫]

৮১৬

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।
যদি কেউ কথা না কয়—(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা, একলা বলো রে।
যদি সবাই ফিরে যায়—(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে।
যদি আলো না ধরে—(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে

[ভারততীর্থ]

৮১৭

সকল কলুষ তামস হর জয় হোক্ তব জয়,
অমৃতবারি সিঞ্চন করো নিখিল ভুবনময়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম।
জ্ঞানসূর্য্য উদয়-ভাতি ধ্বংস করুক তিমির রাতি।
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত করো ভয়।

মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম।
মোহমলিন অতি দুর্দ্দিন শঙ্কিত-চিত পান্থ,
জটিল-গহন পথসঙ্কট সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময় মাগি শরণ দুর্গতি ভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখ বন্ধতরণ, মুক্তির পরিচয়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম॥

স্বরলিপি—বিশ্বভারতী পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৯]

৮১৮

একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক্, জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্, মুখ তুলে আজি চাহ রে।
দাঁড়া দেখি তোর আত্মপর ভুলি, হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি, নির্ভয়ে আজি গাহ রে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে, দশ দিক্ সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন, নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সে দিন আসিবে!
আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে, আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ-তাপ দূরে যায় চ'লে, পুণ্য-প্রেমের বাতাসে;
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ, না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ, বিমল প্রতিভা বিকাশে।

[মিশ্র ঝিঁঝিট, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১২১]

৮১৯

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

এস হে আর্য, এস অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ, এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক্ অপনীত সব অপমান ভার,
মা-র অভিষেকে এস এস ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি-যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে,
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে ॥

ভারততীর্থ]

৮২০

এত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ-রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নববেশে দিনমণি।
দে'খে পাপেতে কাতর, সর্ব্বজনে জরজর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ পাশ বীর-পরাক্রমে।
উর্দ্ধদিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি,
'জয় জগদীশ' বলি কর সদা জয়ধ্বনি॥
[...ট, আড়া]

৮২১

কত আর নিদ্রা যাও, ভারত-সন্ততিগণ!
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ-উষা আগমন।
অধীনতা-অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল-জলধি-জলে হ'তেছে চিরমগন।
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃসমীরণ-স্বরে,
ডাকেন ভারত-মাতা, পরি উজ্জ্বল বসন :—
"উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্রকন্যা মম
কাল রাত্রি অবসানে উদিল সুখ-তপন।
বিশাল বিশ্ব-মন্দিরে, সত্য-শাস্ত্র শিরে ধ'রে,
বিশ্বাসেরে সার ক'রে, কর প্রীতির সাধন।
নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হ'য়ে,
গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যাঁ হ'তে পেলে এ দিন॥"
[...লিত, আড়া]

জগতের দুঃখ, ও জগতের জন্য প্রার্থনা

৮২২

(ক) কত কাল রবে নিজ যশ বিভব অন্বেষণে ?
দুদিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে !

ঘরেতে ধন কর পুঁজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি ?
দীনের দৈন্য করহে মোচন, (দীনের অভাব নাই এ দেশে)
(দীনের ধনেই তোমরা ধনী) (দীনবন্ধু হবেন সুখী)
দীনেব দৈন্য করহে মোচন,— পুণ্য হবে ধন-অরজনে।
দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালো ;
এ আঁধার ঘুচাতে হবে,— (নইলে এদেশ অমনি রবে)
(দানেই জ্ঞান দ্বিগুণ হবে) (এরাও তোমার মায়ের ছেলে)
এ আঁধার ঘুচাতে হবে,— যতনে অতি যতনে।
পুরাণো সে ত্যাগের কথা, হৃদয়ে কি দেয় না ব্যথা ?
সেই দেশের মানুষ তোমরা, (যেথা রাজার ছেলে হ'ত ফকির)
(যেথা পরের তরে ঝরত আঁখি) (যেথা ধন হ'তে প্রেম ছিল বড়)
সেই দেশের মানুষ তোমরা,— সে কথা কি আছে মনে ?

(খ) কেন এলে তবে মানবের ভবে, রবে যদি নিজ কাজে ?
(তবে কেন বা এলে ?)
সবাকার মান হোক্ তব মান, অপমান পর-লাজে (সেদিন কবে বা হবে)

(গ) জাতিকুল-অভিমান, দ্বেষ-হিংসা ভেদজ্ঞান,
ভারতে আনিল মরণ, (ভাই হে) ;
কবে হবে সে সুমতি, সবার উন্নতি হইবে সবারি সাধন ?
(হেন সাধন আর নাই হে !)

(ঘ) এ হেন সাধনে, জীবনে মরণে, পূজিব হে প্রেম-সিন্ধু !
মোরা পূজিব তোমায়,— (সেবার কুসুম কুড়াইয়া)
(নিজের পূজা ঘুচাইয়া) (ভারতের আশা পূরাইয়া)
তব পদে ঠাঁই যেন সবে পাই, দয়া কর, দীনবন্ধু !
নমো দীনবন্ধু ! তুমি দীনজনের লও প্রণতি ; নমো দীনবন্ধু !

[কীর্ত্তন। (ক), (খ), (ঘ) দাদ্‌রা, (গ) ঠুংরি। কাকলি ২।৩৩]

৮২৩

প্রাণ গেলে প্রাণ পাবে রে।
যায় যাবে প্রাণ, কি ভয় তায়, জগতের সেবা কর রে।
এ দেহ যখন মাটিতে মিশিবে, বিফলে মিশিবে কেন রে ?
কত নর নারী আছে অসহায়, রোগে শোকে পাপে তাপে ক্লেশ পায়,
চোখের জল তাদের মুছাইতে, হায়, মুখ তুলে কে বা চায় রে !
বুকে আশা ল'য়ে ব্রহ্মনাম গেয়ে মায়ের কাজে তোরা আয় রে !

[ইমনকল্যাণ, একতালা]

৮২৪

করুণায় জীবন ধরি করুণাহীন হয় কেমনে !
অশ্রু দেখি অশ্রু পড়ে, হৃদয়ে হৃদয় টানে।
বিশ্বের পালক যিনি, করুণা-সাগর তিনি,
তাঁহার করুণা পেয়ে, নিদয় হব কেমনে !
চিরদিন সৌভাগ্য-কোলে রয়না কেহ কোন কালে,
দুঃখেতে সান্ত্বনা-সুধা এ জগতে কে না জানে !
ভাবিলে নিজের ব্যথা, দুঃখী দরিদ্রের কথা
আপনি জাগে হৃদয়ে, দয়াময়ের দয়া-গুণে ॥

[পাহাড়ী, আড়া। সুর, "কি আর জানাব নাথ"]

৮২৫

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধু-নিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
এত দানবীর দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু লও সবার অহঙ্কার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক্ শোক খণ্ডন কর মোহ
উজ্জ্বল হোক্ জ্ঞান-সূর্য্য উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক্ সকল ভুবন নয়ন লভুক্ অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কব কলঙ্কশূন্য।
ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহন দীপ্ত,
বিষয়-বিষ-বিকার জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গল শঙ্খ আন, তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সঙ্গীত রাগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য॥

ভেদবুদ্ধি ত্যাগ ; মিলন ; সর্ব্বজনীন প্রার্থনা

৮২৬

কর হে আনন্দে জয় গান, হ'য়ে একপ্রাণ।
আমরা সকলে সেই এক পিতার (মায়ের) সন্তান।
এক জ্ঞান, এক শক্তি, এক ধর্ম্ম, এক ভক্তি,
এক পথ, এক গতি, এক গম্য স্থান ;
তবে কেন ভেদবুদ্ধি, কেন বৃথা অভিমান!
গৃহবিবাদ-অনলে, রাগ দ্বেষ হলাহলে,
জ্বলে প্রাণ, শান্তি-জলে কর হে নির্ব্বাণ ;
সহে না সহে না আর লোকনিন্দা অপমান!
যে দেশ হইতে সবে, এসেছি ভাই এই ভবে,
সেখানে যাইতে হবে, বিধির বিধান ;
তিনি বিনা কারো কাছে নাহি আর পরিত্রাণ!
হরি-প্রেম-রসে গ'লে, প্রেম-ধামে যাই চ'লে,
ভাই ব'লে করি সবে আলিঙ্গন দান ;
যেখানে ভকত-বৃন্দ, সেই খানে ভগবান!
জয় দেব প্রেমময়, হইল প্রেমের জয়
তব নামে নাহি রয় ভেদ-ব্যবধান ;
প্রেমদাস ও-চরণে অন্তে যেন পায় স্থান!

খাম্বাজ, কাওয়ালি]

৮২৭

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান !

এস ভাই এস, প্রাণে প্রাণে আজি রেখো না রে ব্যবধান ।

সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস, মুখে ল'য়ে এস হাসি,

হৃদয়ের থালে ল'য়ে এস ভাই প্রেম-ফুল রাশি রাশি ।

নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে,

অনাথ জনের মুখপানে, আহা, চাহিলে না মুখ তুলে ;

কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ,

তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হ'ল অবসান !

তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না,

হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না ?

৮২৮

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ।

ঘরের হ'য়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে !

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় ব'লে ওই ডেকেছে কে ?

সেই গভীর স্বরে উদাস করে, আর কে কারে ধ'রে রাখে !

যেথায় থাকি যে যেখানে, বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে ;

সেই প্রাণের টানে টেনে আনে, সেই প্রাণের বেদন জানে না কে

মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে ;

নবীন আশে হৃদয় ভাসে, ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ।

কত দিনের সাধন-ফলে, মিলেছি আজ দলে দলে ;

আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় গো মাকে !

[রামপ্রসাদী সুর, একতালা । ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৪।১১৫]

৮২৯

কর দেব যোগে লয়, তন্ময়, আমারে হে এবার !
সুরনর-সনে প্রেমে একাকার !
চিদাকাশে চিদাভাসে চিন্ময় ভকতাবাসে,
তব প্রেম-সহবাসে করিব সুখে বিহার।
তুমি আমি নরজাতি সবে এক প্রেমে মাতি ধরিব অখণ্ড চিদাকার ;
দাও সবে এক প্রাণ, এক ধর্ম্ম, এক জ্ঞান,
গাই তব এক নাম, হ'য়ে এক পরিবার ॥

[বিভাস জংলা, ঝাঁপতাল]

[রাখী-বন্ধন]

৮৩০

ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই !
ভা'য়ের সোনার হাতে বাঁধিয়াছি রাখী তাই !
এক মাকে মা ব'লে নির্ভয়ে যাই চ'লে,
ভা'য়ের হাতে হাত দিয়ে রিপু ছয়ে পায়ে দলে ;
ভাই ধন পরম ধন, মা বিনা কে চিনায় ভাই !
ভায়ের সুমিষ্ট প্রাণ, মায়ের যে শ্রেষ্ঠ দান,
ভা'য়ের যে দুটি হাত, মার মহা আশীর্ব্বাদ ;
ভাই যদি সহায় রয়, মায়ের কৃপা নিশ্চয়,
ভাই যদি বিমুখ হয়, সংসার আঁধারময় ;
ভাই ধনে ধ'রে প্রাণে মার জয়গান গাই ॥

[বিভাস, কাওয়ালি]

[সর্ব্বজনীন প্রার্থনা]

৮৩১

ভুবনবাসী সবে গাও, সবে গাও,
জগত পিতার গুণ গাও, সবে গাও !
হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান,
জৈন পারসী শিখ্, গাও সবে গাও, মিলি মিলি গাও !
এক তিনি দেব-দেব নিখিল কারণ,
খুসী তাঁর এ ধরা, সৃজন পালন ;
তাঁর ভয়ে বায়ু ধায়, জনম, মরণ ;
তাঁরে চাও, তাঁরে চাও, তাঁরে চাও ! জীবনে মরণে তাঁরে চাও !
ঐ হের' ত্রিভুবনে সব তাঁরে গায়,
রবি শশী তারা যত গেয়ে গেয়ে ধায়,
ফুল গায়, পাখী গায়, সিন্ধু সরিৎ গায়,
বন্দনা করে তাঁরে নরে দেবতায় ।
এস মোরা যত ভাই মিলি মিলি আজ
তাঁরে ডাকি, তাঁরে গাই, যিনি রাজ-রাজ ;
তনু মন ধন আর আশা তৃষা লাজ,
ডালি দাও, ডালি দাও, ডালি দাও ! তাঁর পায়ে সব ডালি দাও !

[ইমন-ভূপালী, ঠুংরী । পথের বাঁশী, ৬২]

নবম অধ্যায়

উৎসব, অনুষ্ঠান

[উৎসবের কীর্ত্তন, উষাকীর্ত্তন, ও নগর সঙ্কীর্ত্তন দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

উৎসবের আবাহন

৮৩২

ঐ পোহাইল তিমির রাতি।
পূর্ব্ব গগনে দেখা দিল নব প্রভাত ছটা।
জীবনে যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে, প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি।
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রামাঝে, মহামহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ বরষিলে, করি প্রচার সুখবারতা!
তুমি চির সাথের সাথী!

[ভৈরবী-জালাইয়া, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮, বৈতালিক ৩৪]

৮৩৩

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে।
কোন্ নিভৃতে, ও রে কোন্ গহনে!
মাতিল আকুল দক্ষিণ বায়ু সৌরভ-চঞ্চল-সঞ্চরণে।
বন্ধু-হারা মম অন্ধ ঘরে আছি ব'সে অবসন্ন মনে।
উৎসব-রাজ কোথায় বিরাজে! কে লই যাবে সে ভবনে!

[পিলু বারোঁয়া, ঝাঁপতাল। গীতলিপি ১।৩৪]

৮৩৪

জাগো পুরবাসি, ভগবত-প্রেমপিয়াসি !
আজি এ শুভ দিনে কি বা বহিছে করুণা-রস-মধু-ধারা,
শীতল বিমল ভগবত-করুণা-রস-মধু-ধারা !
শূন্য হৃদয় ল'য়ে নিরাশায় পথ চেয়ে, বরষ কাহার কাটিয়াছে ?
এস গো কাঙ্গাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ, জগতের জননীর কাছে।
কার অতি দীন হীন বিরস বদন ?
(ও গো) ধূলায় ধূসর মলিন বসন ?
দুখী কে বা আছ, শুন গো বারতা,
ডেকেছেন তোমারে জগতের মাতা ॥

[মিশ্র, কাওয়ালি]

৮৩৫

অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান, নিরমল পবিত্র ঊষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেমমুখচ্ছায়া, দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে।
মধু-সমীরণ বহিছে এই যে শুভ দিনে,
তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে ;
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে,
প্রেম-উপহার ল'য়ে হৃদয়-থালে ॥

[ভৈরব, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১০৮]

৮৩৬

নব আনন্দে জাগো আজি, নব রবি-কিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রতি-উজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে।

উৎসারিত নবজীবন-নির্ঝর, উদ্ভাসিত আশাগীতি ;

অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে !

...ি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭]

৮৩৭

এ কি সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল আজি প্রভাতে,

জগত মাতিল তায়।

হৃদয় মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগল-প্রায় !

বরণ বরণ পুষ্পরাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি,

সেই সুরভি-সুধা করিছে পান পূরিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান,

সে সুধা অনিলে উথলি যায় !

...শ্র, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৩]

৮৩৮

সবে কর আজি তাঁর গুণ গান।

যাবে সকল দুঃখ সব পাপ তাপ, ও রে সকল সন্তাপ হইবে নির্ব্বাণ !

অনাথ-নাথ যিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁরে ছেড়ে ভবে নাহিক ত্রাণ,

মর্ত্ত্যমাঝে তিনি অমৃত-সোপান, সকল মঙ্গল-নিদান রে !

ভজ ত্রিলোক-বন্দন, হৃদয়-নন্দন, প্রণম তাঁর পদে বার বার রে ;

যায় প্রভুর কাজে যদি এ পরাণ, দাও তাঁর চরণে দাও বলিদান।

কর দীনে দয়া, সব জীবে মায়া,

প্রভু-প্রেমধনে সেব' কায়মনে, হবে জীবন মরণে কল্যাণ !

ভৈরব, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯৩]

৮৩৯

হৃদয়-দুয়ারে আজি কে আইল ও!
কাহার মধুর বাণী শুনিলাম ও!
ও কি শুনিলাম, শুনিলাম, শুনিলাম ও! ও কি শুনিলাম ও!
মোহ-মদিরা পিয়ে (আমি) অচেতনে ছিনু শুয়ে :
কে মোরে ডাকিয়ে আজি জাগাল, জাগাল, আজি জাগাল ও!
শুনেছি যা সুখদিনে, কে আজি পশিয়ে প্রাণে,
(সেই) পুরাণ মধুর বাণী শুনাল, শুনাল, আজি শুনাল ও!
শুনিয়ে এ বাণী তাঁর (আমি) রহিতে পারি না আর,
প্রাণ আকুল আজি হইল, হইল, আজি হইল ও!

[ভাটিয়াল মিশ্র, কাওয়ালি]

৮৪০

কে মোর হৃদে আসি আমারে জাগাল গো,
মোহে আমি ছিনু অচেতন!
কাহার পরশে প্রাণ আকুল হইল গো, কার স্বর শুনি সুমোহন!
আমি যে মলিন হ'য়ে, আপনার স্বার্থ ল'য়ে,
সুখের সন্ধানে শুধু ভ্রমিতে ছিলাম গো, কে মোর ফিরাল আজি মন!
তাঁরে যে গো নিরখিতে, তাঁর প্রেমে জুড়াইতে,
জীবন-যৌবন মন (তাঁরে) সঁপে দিতে চাই গো,
কোথা তাঁর পাব দরশন!

[ভাটিয়াল, কাহারবা। সুর, "ভাই রে কি মধুর নাম"]

৮৪১

কে রে ওই ডাকিছে ! স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে,
তোরা আয়, আয়, আয়, আয় !
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে, প্রভাতে সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে,
শোক-কাতর আকুল কেন আজি ?
কেন নিরানন্দ ? চল সবে যাই, পূর্ণ হবে আশা ॥

[[illegible]াড়িয়া, ধামার । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৬২]

৮৪২

ডাক আজ সবারে মধুর স্বরে,
প্রেমাঞ্জলি দাও তাঁরে ভক্তিভরে।
শোভিছে নবীন ভানু নীল গগনে,
বিতরি জীবন জীবে গাইছে তারে।
তুলি সুললিত তান, পিককুল করে গান,
মধুর ঝঙ্কারে প্রাণ মোহিত করে।
মাতি মধুর উৎসবে, ভাই ভগ্নী মিলি সবে,
গাই রসাল দয়াল নাম আনন্দভরে :
সাজাব চরণ তাঁর, দিয়ে দিব্য প্রীতি-হার,
ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিব যতন ক'রে ॥

[মিশ্র প্রভাতী, যৎ]

৮৪৩

আহা, কি অপরূপ হেরি নয়নে ! মিলে বন্ধুগণে,
প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে, ভক্তি-কমল ল'য়ে,
করেন অঞ্জলি দান বিভু-চরণে !
তরুণ-ভানু-কিরণে, প্রভাত-সমীরণে,
মেদিনী অনুরঞ্জিত নব জীবনে ;
প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
আনন্দে মগন হ'য়ে পিতার প্রেমে।
উৎসব-মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ
করেন বিরাজ, রাজসিংহাসনে ;
মরি কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্যপ্রভা,
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে !
স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে, পুত্রকন্যাগণ ল'য়ে,
বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দ-ধামে ;
নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত জনে ॥

[মিশ্র প্রভাতী, যৎ]—১১ মাঘ ১৭৯২ শক (১৮৭১)

৮৪৪

এ কি মধুর মোহন শোভা হেরি আজি ভুবনে।
জয় জয় রবে বিশ্বজগৎ বন্দিছে বিশ্বজীবনে !
ফুল্ল কুসুম অমিয়-গন্ধ, বিতরিছে আজ নব আনন্দ,
মহেশ-মহিমা-গীতছন্দ গায় বিহগ সুতানে।

নব সাজে আজি তরুণ তপন, হাসিয়া বিতরে নবীন কিরণ,
ভাবেতে মাতিয়া, মৃদুল বহিয়া, প্রেম-গীত তাঁর গাহে সমীরণ ;
আকুলিত যত ভকত-প্রাণ, মিলায়ে কণ্ঠ ধরিছে তান,
ভক্তি উপহার করিছে দান, পূজিছে প্রাণেশ-চরণে !

[প্রভাতী, একতালা]

৮৪৫

আজি ভোরের আলোয় আকাশ হ'তে,
কে চায় আমার মুখের পানে !
সকল ব্যথা যাচ্ছে মুছে, হৃদয় ভ'রে উঠ্‌চে গানে ।
হাওয়ার মুখে তাঁর বারতা, ফুল হেসে কয় তাঁরি কথা ;
নিখিল আজি উঠ্‌চে মেতে, তাঁরি টানে, তাঁরি গানে ।
মরা মন আজ উঠ্‌ল জেগে, পরশমণির পরশ লেগে,
টুট্‌ল বাঁধন, ছুট্‌ল বেগে, আর কি বাধা এখন মানে !

[ভৈরবী মিশ্র, তেওরা]

৮৪৬

এসেছে ব্রহ্মনামের তরণী
কে যাবি রে তোরা আয় রে আয় !
জীবন আঁধারে দাঁড়ায়ে কেন রে, বৃথা কাজে অই বেলা যে যায় ।
ভুবন ভরিল মধুর রবে, আনন্দ-লহরী ছুটেছে ভবে,
ব্রহ্ম-কৃপা আজি ডাকিছে সবে, "পাপী তাপী তোরা আয় রে আয় !
ধনী কি নির্ধন, জ্ঞানী কি অজ্ঞান, নাহি দেখে কারো জাতি কুল মান,
সেই যেতে পারে ভব-নদী পারে, ব্যাকুল হৃদয়ে যেতে যে চায়" !

[জয়জয়ন্তী, একতালা]

৮৪৭

হেন শুভদিনে কে কোথা আছ, ভাই,
এস সবে মিলে জননীর কাছে যাই।
ইহ পরকালে ভেদাভেদ কিছু নাই,
নরামর আত্মপর মিশে যাই এক ঠাঁই।
ঘেরি মায়ের অভয় চরণ, আনন্দে করি অর্চ্চন বন্দন,
জয় জয় জয় রবে যশোগীত গাই।
যেখানে তাঁর নামে মিলে দশ জনে, একমনে তাঁরে চাই,
তাহার ভিতরে আনন্দময়ীরে সহজে দেখিতে পাই।
উৎসব মন্দিরে নিরখি তাঁহারে তাপিত প্রাণ জুড়াই,
মা মা মা ব'লে ভক্তি-রসে গ'লে তাঁহার চরণে লুটাই ॥
[ললিত, কাওয়ালি]

৮৪৮

ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে ?
ডাকিতে এসেছি তাই, চল ত্বরা ক'রে !
তাপিত-হৃদয় যারা, মুছিবি নয়ন-ধারা,
ঘুচিবে বিরহ-তাপ কত দিন পরে !
আজি এ আকাশ-মাঝে, কি অমৃত বীণা বাজে,
পুলকে জগত আজি কি মধু-শোভায় সাজে !
আছি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে !
[সাহানা, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯২]

৮৪৯

আজি সুন্দর-চরণ-কণক রেণুকা
মোহন মাধুরী বিশ্বে বরষিল,
নব নির্ম্মল-করুণা-কিরণ-কণিকা
সুশীত পুলকে চিত পরশিল।
[illegible] মধুর-মেদুর-মৃদুল পবনে রসাল মুকুল রম্য বিকশিল ;
ওগো বিহগ-কূজিত বিনোদ-বিপিনে শ্যামল মালঞ্চে ফুল হরষিল।
এই বিশ্ব-বাতায়নে পূরব-তোরণে, তরুণ অরুণ ধরা উদ্ভাসিল ;
ওগো অযুত-মুদিত-ললিত-নিস্বনে, উল্লাস-হরষ-রস উচ্ছ্বসিল।
যত সুষমা-শোভিত-বিপুল-বিভব,
সুরভি-সিঞ্চিত সঙ্গীত সোহাগ,
শোন ভুবন ভরিয়া মধুরিমা সব
ডাকিছে সঘনে আজি 'জাগো জাগো' ॥

[illegible], কাওয়ালি]

৮৫০

শ্রান্ত কেন ও হে পান্থ, পথপ্রান্তে ব'সে এ কি খেলা।
আজি বহে অমৃত-সমীরণ, চল চল এই বেলা।
তাঁর দ্বারে হের ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে, সেথা অনন্ত উৎসব জাগে ;
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা !

[illegible]রবী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৫৫]

৮৫১

আজি আমাদের মহোৎসব, আজ আনন্দের সীমা কি !
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সবারে, আজ আনন্দের সীমা কি !

[শঙ্করা, আড়াঠেকা]

৮৫২

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল।
কতদিন পরে মন মাতিল গানে, পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই ব'লে ডাকি সবারে, ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল ॥

[সাহানা, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯৫]

৮৫৩

কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে অপরূপ রূপ-ইন্দু !
চিত্ত-কুসুমে ভরিয়া উঠিবে মধুময় রস-বিন্দু।
নব নন্দন তানে চির বন্দন গানে,
উৎসব-বীণা মন্দ-মধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে,
নিখিলের পানে উথলি উঠিবে, উতলা চেতনা-সিন্ধু।
জাগিয়া রহিবে রাত্রি নিবিড়-মিলন-দাত্রী,
মুখরিয়া দিক্ চলিবে পথিক অমৃত-সভা-যাত্রী,
গগনে ধ্বনিবে "নাথ, নাথ, বন্ধু বন্ধু বন্ধু !"

[বেহাগ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২৬]

৮৫৪

আজি নিমন্ত্রিত সবে সখার প্রেম-ভবনে।
তাই আনন্দ ধরে না আজি এ মলিন মনে!
মধুমাখা ডাকে হরি, (এনে) সবে নিমন্ত্রণ করি,
বিলাইবেন প্রেমামৃত এ পাপী জনে।
ক্ষুধিত তৃষিত সবে (সখার) মহাযজ্ঞ মহোৎসবে,
লভিব প্রেমান্ন আজি যত সাধ মনে।
সখার সনে সখার নাম, (আজি) আনন্দে করিব গান,
পাইব জীবন আজি মৃত জীবনে!
(আজি আনন্দ যে ধরে না মনে)

বাউলের সুর, যৎ]

৮৫৫

শুভ দিন ক্ষণে, শুভ এই মাসে,
পূজে ভারত আজি অনাদি মহেশে!
'একমেবাদ্বিতীয়ং' ঋষি-বাক্য পুরাতন,
পুন কর কীর্ত্তন এই আর্য্য দেশে!
সকল ছলনা ছাড়ো, বিমল কর অন্তর,
কর স্বার্থ বলিদান, সত্যের উদ্দেশে।
মৃত ধর্ম্মে আনো প্রাণ, ঘোষ সবে ব্রহ্ম নাম,
অবনতি অপমান ঘুচিবে নিমেষে॥

সুহাই কানাড়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৬১]

উৎসবে নিবেদন ও প্রার্থনা

৮৫৬

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো, নূতন ঊষালোকে!

[নাচারী টোড়ি, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৯]

৮৫৭

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য-প্রভাতে আজি ;
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দলরাজি।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক-লেখা ;
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি।
তোমারি নামে পূর্ব্ব তোরণে খুলিল সিংহদ্বার ;
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে, দীপ্ত মুকুট মাজি।
তোমারি নামে জীবন-সাগরে জাগিল লহরী-লীলা ;
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি॥

[আশা-ভয়রোঁ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪ , বৈতালিক ৪৩]

৮৫৮

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে, কি উৎসবের লগনে!
সব আলোটি কেমন ক'রে ফেল আমার মুখের পরে,
আপনি থাক আলোর পিছনে!

প্রেমটি যে দিন জ্বালি হৃদয়-গগনে, কি উৎসবের লগনে,
সব আলো তার কেমন ক'রে পড়ে তোমার মুখের পরে,
আপনি পড়ি আলোর পিছনে !

[ভৈরবী, ঠুংরি। গীতলেখা ১।৪৫, বৈতালিক ৩০]—২০ ফাল্গুন ১৩২০ বাং

৮৫৯

কে বসিলে আজি হৃদাসনে, ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা, হে হৃদয়েশ্বর !
সহসা ফুটিল ফুল-মঞ্জরী শুকানো তরুতে, পাষাণে বহে সুধা-ধারা !

আড়াঠেকা। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৭ শক]

৮৬০

হৃদাসনে এস হে, এ শুভ দিনে,
মিলিয়ে সবে পূজিব তোমারে, প্রভু !
প্রেম-ফুল-মালা হৃদয় ভরিয়ে, সাজায়ে ডালি ঢালিব চরণে, প্রভু !
বন্দন-গাথা শুনাব আনন্দে, সকল কামনা জানাব তোমারে, প্রভু !

সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮১]

৮৬১

এসেছে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে হে প্রাণেশ,
ডাকে সবে ঐ তোমারে !
এস হে মাঝে এস, কাছে এস, তোমায় ঘিরিব চারিধারে,
উৎসবে মাতিব হে তোমায় ল'য়ে, ডুবিব আনন্দ-পারাবারে ॥

, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭১]

৮৬২

আজি তোমারি নামে তোমারি গানে ভরিব সকল প্রাণ ;
তুমি দাও সুর, ও হে সুমধুর, কণ্ঠে দাও হে তান।
জীবন-ভরা আছে যত দুখ, নিমেষে ঘুচিবে হে'রে প্রেমমুখ,
সফল করিবে ব্যর্থ এ জীবন, লাঞ্ছিত মন প্রাণ।
আজি শুনিতে, শোনাতে, সবার সহিতে, তব সুধামাখা নাম,
মিলেছি হেথায় ও হে কৃপাময়, মলিন যত সন্তান।
রিক্ত চিত্ত যাচিছে ভক্তি, দাও প্রভু প্রেম, দাও তারে মুক্তি ;
সঞ্চিত যত মলিন কামনা, হোক্ তার অবসান॥

[ভীমপলশ্রী, একতালা]

৮৬৩

যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিভে যায় বারে বারে ;
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে !
যে লতাটি আছে, শুকায়েছে মূল,
কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল ;
আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।
পূজা-গৌরব পুণ্যবিভব কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশী, সাজে নাই গেহ,
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া ভাঙা মন্দির দ্বারে

[কামোদ, একতালা। গীতলিপি ৪।২৬]—২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৮৬৪

সফল কর হে প্রভু আজি সভা !
এ রজনী হোক মহোৎসবা !
বাহির অন্তর ভুবন চরাচর মঙ্গল ডোরে বাঁধি এক কর,
শুষ্ক হৃদয় কর প্রেমে সরসতর, শূন্য নয়নে আন পুণ্যপ্রভা।
অভয় দ্বার তব কর হে অবারিত, অমৃত-উৎস তব কর উৎসারিত,
গগনে গগনে কর প্রসারিত অতি বিচিত্র তব নিত্যশোভা।
সব ভকতে তব আন এ পরিষদে, বিমুখ চিত্ত যত কর শত তব পদে,
রাজ-অধীশ্বর, তব চির সম্পদে সব সম্পদ কর হত-গরবা॥

[সাহানা, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬৭]

৮৬৫

বাজে সুতানে সুন্দর এই বিশ্ব-যন্ত্র অনন্ত গগনে ;
শ্রবণে শুনি সে ধ্বনি ভুলি আপনে।
কত রবি শশী তারক, কত গ্রহ উপগ্রহ, অহরহ চলে তালে তালে,
আহা কি বা সবে বাঁধা প্রেম-বন্ধনে !
ছয় ঋতু কত ছন্দে ছয় রাগ গাহে আনন্দে,
সুর-তরঙ্গে বহে সমীরণ, পুলকিত তরুগণ,
হরষিত বিহঙ্গম, বিকশিত কুসুম রাজি বন-উপবনে।
কে গো তুমি অন্তরালে থাকি
খুলিলে অনন্ত সঙ্গীত-লহরী এ বিশ্বমাঝে !
উৎসব-আনন্দ উথলিল, প্রেম-সিন্ধু প্লাবিল নিখিল ভুবনে !

[সুরট চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৫৪]

৮৬৬

প্রভু, নব-জীবনের কথা, নব-আনন্দ বারতা,
এ উৎসবে কহ কাণে কাণে। (মোরা বেঁচে উঠি হে)
মিলে সবে দলে দলে, লুটায়ে চরণ-তলে,
বাঁধা পড়িব প্রাণে প্রাণে। (মহাপ্রাণ, তোমাতে হে)
জাগিবে কর্ম্মের শক্তি, আসিবে নবীন ভক্তি,
উজল হইয়া তব জ্ঞানে। (আমরা ধন্য হব হে)
হইবে সত্যের জয়, ঘোষিবে সত্যের জয়,
"সত্যমেব জয়তে" নিশানে। (সত্যের জয় হবে হে)
উঠ্‌বে "জয় ব্রহ্মধ্বনি", কাঁপায়ে ব্যোম-মেদিনী,
কৃপাবৃষ্টি হবে প্রাণে প্রাণে। (নবজীবন পাব হে)
মিলিবে প্রেমের মেলা, হইবে প্রেমের খেলা,
ব্রহ্মনাম সবারি বদনে। (তোমার প্রেমের জয় হে)

[কীর্ত্তন, কাওয়ালি। সুর, "প্রভো আশীষ কর মোরে"]

৮৬৭

কোথা করুণা-নিধান !
পিতা গো তোমারে ডাকিছে কাতরে,
তোমারি দুয়ারে তোমারি সন্তান।
মোহে অন্ধ হ'য়ে, বিবাদে মাতিয়ে, বিঁধেছি ভাইয়ের প্রাণ ;
(কত) যাতনা দিয়েছি, যাতনা পেয়েছি,
নিজ হৃদে নিজে হেনেছি বাণ !

তুমি দিলে যাহা, দূরে গেল তাহা, করিনু বিষয়-গরল পান ;
তোমারে ছাড়িয়া সংসারে ঘুরিয়া, নাশিনু আপন কল্যাণ !
মোর সেই সব অপরাধ ভুলে, নেবে না কি পিতা আজি কোলে তুলে,
দিবে না কি দীনে, আজি শুভ দিনে, করিতে তোমার মহিমা গান ?
সাধু ভক্ত যাঁরা, এসেছেন তাঁরা করিতে তোমায় প্রেমাঞ্জলি দান,
(আমি) কোন্ উপহারে, পূজিব তোমারে,
লাজে দুঃখে মোর কাঁদিছে প্রাণ !
আছে শুধু মোর নয়নের জল, আর আছে তব করুণা সম্বল ;
সেই আশা ল'য়ে, আছি দাঁড়াইয়ে, কর দেব মোরে অভয় দান !

[ভৈরবী, কাওয়ালি]

৮৬৮

আজ বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ, তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান,
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে !
জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে, গগন-উৎসব-প্রাঙ্গণে,
চির জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আঁখি পাইছে অন্ধ হে।
তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অন্তরে,
কত ভকত ডাকিছে, "নাথ, যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে !"
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক-লোকান্তরে, যশোগাথা কত ছন্দে হে,
ঐ ভবশরণ প্রভু, অভয় পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে ॥

[বসন্ত, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৩৭]

৮৬৯

অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভ'র্‌তে হবে,
মৌন বীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে ।
বসন্ত সমীরে তোমার ফুল-ফুটানো বাণী দিক্ পরাণে আনি,
ডাকো তোমার নিখিল উৎসবে !
মিলন-শতদলে তোমার প্রেমের অরূপ মূর্ত্তি দেখাও ভুবনতলে ।
সবার সাথে মিলাও আমায়, ভুলাও অহঙ্কার, খুলাও রুদ্ধ দ্বার,
পূর্ণ করো প্রণতি-গৌরবে ॥

মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

৮৭০

আজি ও কে ছুঁলে রে আমার এ পাপ-পরাণে !
(আজ) মধুর পরশে সুধার সরসে হৃদয় ডুবালে ।
(আমার) হৃদয়-কাননে, সুখের পবনে, কে আজ বহালে,
(হায় রে) প্রেমের সলিলে ডুবায়ে গলালে, কে আজ পাষাণে !
সে পরশ পেয়ে, উঠিনু জাগিয়ে, মেলিনু নয়নে ;
(আমার) কে যেন হৃদয়ে আজিকে পশিয়ে, জাগায় সঘনে !
তুমি কি জননী ছুঁইলে গো মোরে, এই উৎসব-দিনে ?
(ও গো) নতুবা হৃদয়ে, আশার কুসুম ফুটিল কেমনে !
লুকোচুরি করি এ কি তব খেলা (ও গো) সন্তানের সনে ;
(মা গো) দাও খুলে দাও আঁখির বন্ধন, হেরি গো নয়নে ।
ছুঁয়েছ সবারে বুঝেছি আমরা, (ও গো) লুকাবে কেমনে ?
(হাঁ গো) মায়ে কোন মতে পারে কি লুকাতে, ছলিয়ে সন্তানে !

[দেশ, একতালা । সুর, "দিবানিশি জাগে রে"]

৮৭১

আজি কি হরষ-সমীর বহে প্রাণে! (এ কি);
প্রেম-কুসুম ফুটে হৃদি-কাননে।
ভগবত-মঙ্গল-কিরণে,
উজল জগত শত বরণে ;
নাথ নাথ বলি, প্রাণ মন খুলি, গায় সবে একতানে,
পূরে দিশি দিশি আনন্দ-গানে!

[মিশ্র পরজ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৪৮]

৮৭২

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী!
সবে মিলি তব সত্য ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
ভক্তজন-সমাজ আজ স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাহি ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নর-নারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি!

[ঝিঁঝিট, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪৩]

৮৭৩

এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায় !
জগত-পুরবাসী সবে কোথায় ধায় !
কোন অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান !
কোন সুধা করে পান !
কোন আলোকে আঁধার দূরে যায় !

[বাহার, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯৭]

[ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব]

৮৭৪

জয় যুগ আলোকময় !
হ'ল অজ্ঞান চ্যুত-শাসন, নিষ্ঠুরাচার নাশন,
সংস্কার দৃঢ়-আসন হ'ল ক্ষয় ; দিলে বরাভয়, যুগ আলোকময়।
আজি তেজঃপুঞ্জ-ভরিত-বক্ষ নির্ম্মল-বোধ-পুষ্ট-পক্ষ
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ গাহে জয়।
জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময় !
হ'ল বুদ্ধির মোহ মোচন, যুক্তির অতি রোচন
উন্মেলি শুভ লোচন, হে সদয়, দিলে বরাভয়, যুগ আলোকময় !
হ'ল অন্ধ তমিস্র-চ্ছেদন, অযুত ভ্রান্তি ভেদন,
আত্মার শত ক্লেদন অপনয় ; দিলে বরাভয়, যুগ আলোকময় !

[খাম্বাজ, ফেরতা]

উৎসবে সম্মিলন

৮৭৫

সকল মিলন সফল তখন, আসন যখন তুমি লও।
সকল জীবন মিষ্ট তখন, তুমি যখন কথা কও।
কর্ম্ম তখন হয় হে ভালো, (তাতে) প্রীতি যখন তুমি ঢালো ;
জীবন-পথে পাই হে আলো, তুমি যখন আগে রও।
বোঝা তখন হয় না ভারী, ঐ হাতে যখন রাখ্‌তে পারি,
কি আনন্দ বলিহারি! আমার বোঝা তুমি বও!
হারায় না যে কিছুই তখন, তোমায় সঁপি আমায় যখন,
(তখন) আঁধার আলোক, জীবন মরণ, কিছুই ছেড়ে তুমি নও॥

ভৈরবী, একতালা]—২৩ আশ্বিন ১৩২৩ বাং (১৯১৬)

৮৭৬

ধ্বনিল রে, ধ্বনিল রে!
ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে ;
দিক-দিগন্তরে ভুবন-মন্দিরে শান্ত সঙ্গীত বাজে।
হের গো অন্তরে অরূপ-সুন্দরে, নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে,
কর আনন্দিত মিলন-অঙ্গন শোভন মঙ্গল সাজে!
কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ হউক নির্ম্মল, হউক নিঃশেষ,
চিত্তে হোক্‌ যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণ-কাজে।
স্বর তরঙ্গিয়া গায় বিহঙ্গম, পূরব-পশ্চিম-বন্ধু-সঙ্গম,
মৈত্রী বন্ধন-পুণ্য-মন্ত্র পবিত্র বিশ্বসমাজে॥

উৎসবে শান্তিবাচন

৮৭৭

শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে, নাথ, চিত্ত-মাঝে ;
সুখে দুখে সব কাজে, নির্জ্জনে জনসমাজে।
উদিত রাখ নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র,
অনিমেষ মম লোচনে, গভীর তিমির-মাঝে ॥

[তিলক কামোদ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩৪]

৮৭৮

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে ঊর্দ্ধমুখে নরনারী !
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ,
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান ?
বিতর' বিতর' প্রেম, পাষাণ-হৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি।

[আশা-ভৈরবী, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫৮]

৮৭৯

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম-সুধা চল রে ঘরে ল'য়ে যাই !
সেথা যে কত লোক পেয়েছে কত শোক, তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাক রে তাঁর নামে সবারে নিজ ধামে, সকলে তাঁর গুণ গাই ;
দুখী কাতর জনে রেখো রে রেখো মনে, হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই।

সতত চাহি তাঁরে ভোল রে আপনারে, সবারে কর রে আপন ;
শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে জীবন কর রে যাপন।
এত যে সুখ আছে, কে তাহা শুনিয়াছে ? চল রে সবারে শুনাই,
বল রে ডেকে বল, "পিতার ঘরে চল, হেথায় শোক তাপ নাই !"

[...-ভৈরবী, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১৫]

৮৮০

কামনা করি একান্তে, হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি !
পাপ তাপ হিংসা শোক, পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কূল ভব-তাপিত-শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে !

[...কার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৭৫]

নববর্ষ ও বর্ষশেষ

৮৮১

মরি মধুর মিলন মনোমোহনকারী !
নব-বরষে হরষে আবাহন করি।
গত বর্ষ ধীরে অতীতেরি নীরে পরবেশ করে ; অবসান তারি।
নমি তাঁরি পদে সম্পদে বিপদে, যিনি পদে পদে সদা রক্ষাকারী।
ওহে যোগ-ধন ! সদা যোগী জন, পূজে শ্রীচরণ পাপতাপহারী।
নরনারীগণে জ্ঞান নীতি দানে, সুখ শান্তি ধনে কর অধিকারী।
আজি এ সুদিনে প্রীতিপূর্ণ প্রাণে, মিলি বন্ধুগণে গাও বলিহারি !

[...াম্বাজ, ঠুংরি। গীতপরিচয় ১।১২]

৮৮২

ত্বখের কথা তোমায় বলিব না, ত্বখ ভুলেছি ও কর-পরশে ;
যা কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ সুখে আছি, আছি হরষে।
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব, হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব,
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন মধুর কিরণ বরষে।
কত নব হাসি ফুটে ফুলবনে প্রতিদিন নব প্রভাতে,
প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা তোমার নীরব সভাতে ;
জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি, শতধারে সুধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেম মধুর মাধুরী, ডুবায় অমৃত-সরসে।
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ, দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ তোমার চরণ দরশে ;
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালবাসা, প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা, নব নব নব-বরষে॥

[গৌড় সারঙ্গ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৯৪]

৮৮৩

এস দয়া, গ'লে যাক্ পাষাণ হৃদয়।
এস পুণ্য, হোক্ প্রাণ পবিত্রতাময়।
এস মৈত্রী, খুলে দাও মনের ত্বয়ার,
নরনারী সকলেরে করি আপনার।
এস ভক্তি, ঊর্দ্ধপানে টেনে লও মন,
এস প্রীতি, ছিন্ন হোক্ স্বার্থের বন্ধন।

এস শুভবুদ্ধি, তব উদার আলোকে,
চলি সংসারের পথে, সুখে দুঃখে শোকে।
বিরাজ' অচলা শান্তি হৃদয়ের মাঝে,
ছয় রিপু তোমা হেরি দূরে থাক্ লাজে।
সর্ব্বোপরি তুমি, দেব, আসি দেখা দাও,
নববর্ষে নবশক্তি জীবনে জাগাও॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১৪]

৮৮৪

অনন্ত কাল-সাগরে সংবৎসর হ'ল লীন।
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন।
থাক হে প্রস্তুত হ'য়ে, পথের সম্বল ল'য়ে,
কখন ত্যজিতে হবে, এ ভব-পান্থ-ভবন।
মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার,
নাহিক যথায়, চল তথায় করি গমন;
মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে,
কাল-ভয়-নিবারণে হৃদি-মাঝে অনুক্ষণ॥

[বাগেশ্রী, আড়াঠেকা]—৩০ চৈত্র ১৭৯২ শক (১২ এপ্রিল ১৮৭১)

পরিবারে ব্রহ্মোৎসব

৮৮৫

হৃদি-মন্দির-দ্বারে বাজে সুমঙ্গল-শঙ্খ!
শত মঙ্গল-শিখা করে ভবন আলো, উঠে নির্ম্মল ফুলগন্ধ!

[কেদারা, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২২]

৮৮৬

আজি সবে মিলে, মনের হরষে,
ডাক রে ডাক রে সেই দেব-দেবে।
প্রেমের যাঁর নাহি বিরাম, যাঁর করুণায় ধরি জীবন,
গৃহ-দেবতা মঙ্গলদাতা,
কে আছে তাঁর সমান!
প্রেমের কুসুম ভকতি-চন্দনে, দাও রে সবে তাঁর চরণে,
তবে সফল হইবে জীবন,
পূজিয়ে আজি শুভদিনে॥

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। সুর, "গাও রে জগপতি জগবন্দন"]

৮৮৭

মঙ্গল মোহন তানে মিলিয়ে সকল প্রাণ,
শুভদিনে প্রেমভরে কর আনন্দের গান।
হউক উৎসবময়, তাঁর নামে এ আলয়,
ধ্বনিত হোক্ পবনে, সুধাময় তাঁর নাম।
জাগিছে তাঁর করুণা, ফুটিছে তাঁর মহিমা,
গৃহ-দেব বিরাজিত আজি এ ভবনে!
মিলে যত নরনারী, ল'য়ে এস প্রাণ ভরি
প্রেমাঞ্জলি.—তাঁর পদে হরষে করিতে দান॥

[পরজ, ঝাঁপতাল]

জন্মোৎসব

[শিশুদের জন্মোৎসবের উপযোগী সঙ্গীত দশম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

৮৮৮

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননী-ক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়-ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন, ক'রেছ আমার নয়ন-লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
হৃদয়ে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে, যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে আনন্দে, তুমিই ধন্য ধন্য হে॥

খাম্বাজ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬৭]

৮৮৯

পরাণ সঁপিনু তোমারি চরণে, কর হে আশীষ, হৃদয়-সখা!
জীবনে মরণে, সজনে বিজনে, নিশি দিন প্রাণে দিও হে দেখা।
জনম অবধি তোমার করুণা, কত যে লভিনু, না হয় তুলনা;
সুখে দুঃখে যেন কভু তা ভুলি না, থাকে যেন হৃদে নিয়ত আঁকা।
সকাতরে, নাথ, এ জনম-দিনে, করি হে মিনতি তোমার চরণে,
দাও হে ভকতি প্রীতি মোর প্রাণে, জীবন্ত বিশ্বাস, হে দীন-সখা!

খাম্বাজ জংলা, একতালা]

জাতকর্ম্ম

৮৯০

আহা কি সুন্দর শোভা তরুণ জীবনে !
বাল-ইন্দু সম বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে।
নবীন কোরক সম, যে বদন নিরুপম,
বিকাশিবে ক্রমে তাহা অতুল ভূষণে।
এ চারু রূপের ভরা, যে মহা শিল্পীর গড়া,
বাখানি নৈপুণ্য তাঁর, মিলে না তুলনে।
সাজায়েছ নাথ যারে, বাল্যরূপে কৃপা ক'রে,
সাজায়ো হৃদয় তার এমনি যতনে।
এ রূপের অনুরূপ সুন্দর প্রকৃতি হোক,
অক্ষত শরীরে রেখো, পবিত্র জীবনে ॥

[মিশ্র প্রভাতী, যৎ। সুর, "ডাক আজ সখারে"]

৮৯১

যে ফুল্ল কুসুম আজি পাঠায়েছ এ ভবনে,
আনিয়াছি উপহার দিতে তব শ্রীচরণে।
তোমার আলোকে থাকি, তোমার শ্রীমুখ দেখি,
পবিত্র হিল্লোলে শিশু বাড়ে যেন দিনে দিনে।
তুমি গো করুণাময়ী, কর মা করুণা দান,
তোমার সেবায় রত থাকে যেন এ সন্তান !
চলিতে তোমার পথে, যখনি বিপদ ঘটে,
দয়াময়ী মা ব'লে, যেন গো তোমায় ডাকে ;

আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি, কাতরে আজ সবান্ধবে,
তব ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়, শিশুর এ জীবনে ॥

[মূলতান, আড়া]

নামকরণ

৮৯২

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া।
প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ সব বন্ধন টুটিয়া ;
আজি মন চায় অঞ্জলি ল'য়ে ধাই তব পানে ছুটিয়া।
যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে স্নেহের সাগর মথিয়া,
সে নামের সাথে তব পূত নাম থাকে যেন সদা গ্রথিয়া।
হাসি দিয়ে এরে কর গো পালিত তব স্নেহ-কোলে রাখিয়া,
নয়নেতে দিও, মাগো স্নেহময়ি, প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া।
যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে যায় না কুসুম ঝরিয়া ;
রক্ষিও, নাথ, তোমার বক্ষে সকল দুঃখ হরিয়া।
দেখো, প্রভু, দেখো, চালাইও এরে তুমি নিজ হাতে ধরিয়া ;
মঙ্গল-পানীয় দিও তুমি দিও পরাণ-পাত্র ভরিয়া।
দীর্ঘায়ু হোক এ কোমল শিশু, সকলের প্রেমে বাড়িয়া ;
সে জীবনে, প্রভু, যেন কোথা কভু না যায় তোমারে ছাড়িয়া ॥

[বেহাগ-খাম্বাজ, একতালা। কাকলি ২।৪০]

৮৯৩

আজি এ শিশুর তুমি দিলে নাম, তোমারি করুণা ধন্য
জীবন-কুসুম ফুটিয়া উঠুক, তোমার পূজার জন্য।
করুণা করিয়া ক'রে আপনার, লহ লহ তুমি এ শিশুর ভার
তোমার মতন কে আছে আপন, এ ধরায় আর অন্য !
করুণা করিয়া করিও শিশুর মধুর হৃদয় সরল মধুর ;
যেন সর্ব্বকাজে হয় তব প্রিয় সন্তান বলিয়া গণ্য ॥

[নায়কী কানাড়া, একতালা। সুর, "দুইটি হৃদয়ে একটি আসন"]

বিবাহ

৮৯৪

নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়,
জীবনের আকুল স্রোতে অকূল প্রেমের কূল নাহি পায়।
যে বিপুল প্রেমের বাণী নিখিল প্রাণের পুলক মাঝে,
এ প্রাণের যুগল ধারা সেই প্রেমেরই পরশ বাজে।
সে প্রেমের ঝরণা ঝরে এই প্রেমেরই রসের ধারায়,
নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়।
আকাশের দিকে দিকে প্রেমের আলোর প্রদীপ জ্বলে,
সে প্রেমের উৎস জাগে এই জীবনের স্বপন-তলে।
সে প্রেমের ছন্দ উঠে প্রাণে প্রাণে আঘাত লেগে,
সে প্রেমের তরঙ্গেতে যায় ভেসে যায় ব্যাকুল বেগে।
না জানি কোন্ প্রেমিকের প্রেম জাগেরে এমন লীলায় !
নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায় ॥

৮৯৫

প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে,
মিলন মধুর রাগে জীবন মাঝে।
নীরব গানে গানে, পুলক প্রাণে প্রাণে,
চলেছে তাঁরি পানে, অরূপ সাজে।
প্রেম-তৃষিত সুন্দর অরুণ-আলো
হৃদয় নিভৃত দীপে জ্বালোরে জ্বালো।
পুণ্য-মধুর-ভাতি পূর্ণ মধুর রাতি,
মধুর স্বপনে মাতি মধুর রাজে॥

[বিবাহের আরাধনা]

৮৯৬

ও হে জগত-কারণ, এ কি নিয়ম তব!
এ কি মহোৎসব। এ কি মিলন নব!
গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে, অণু অণুরে ডাকে চির অনুরাগে;
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম-সোহাগে, অখিল নিখিল-ভরা একি আহ্বানরব!
যে নিয়মে জীবগণ সুখদুখ-অন্ধ,
প্রেম-পারিজাতে প্রভু এ কি মকরন্দ!
দুইটি অন্তর তাই দূরান্তর হ'তে, করিছে শপথ আজ মিলি এক সাথে,
প্রেম হইবে রথী জীবনের রথে, তুচ্ছ দৈন্য, অতি তুচ্ছ বিভব॥

[বেহাগ খাম্বাজ, যৎ। কাকলি ১।৩৫]

[বিবাহে প্রার্থনা]

৮৯৭

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া ব'স হে হৃদয়নাথ,
কল্যাণ-করে মঙ্গল-ডোরে বাঁধিয়া রাখ হে দোঁহার হাত।
প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত জাগাক্ হৃদয়ে চির বসন্ত,
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে কর হে করুণা-নয়ন-পাত !
সংসার-পথ দীর্ঘ দারুণ, বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ, করুক প্রকাশ নব প্রভাত !
তব মঙ্গল, তব মহত্ত্ব, তোমারি মাধুরী, তোমারি সত্য,
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য নব নব রূপে দিবস রাত !

[নায়কী কানাড়া, একতালা]

৮৯৮

দু জনে যেথায় মিলিছে, সেথায় তুমি থাক, প্রভু, তুমি থাক !
দু জনে যাহারা চলিছে, তাদের তুমি রাখ, প্রভু, সাথে রাখ !
যেথা দু জনের মিলিছে দৃষ্টি, সেথা হোক্ তব সুধার বৃষ্টি ;
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে, তাদের তুমি ডাক, প্রভু, তুমি ডাক !
দু জনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে জ্বালাইছে যে আলোক,
তাহাতে, হে দেব, হে বিশ্বদেব, তোমারি আরতি হোক্ !
মধুর মিলনে মিলি দুটি হিয়া প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অশুভ হইতে তাহারে, তুমি ঢাক, প্রভু, তুমি ঢাক ॥

[সিন্ধু ভৈরবী, একতালা]

৮৯৯

নবজীবনের যাত্রাপথে দাও এই বর, হে হৃদয়েশ্বর!
প্রেমের বিত্ত পূর্ণ করিয়া দিক্ চিত্ত;
যেন এ সংসার মাঝে তব দক্ষিণ মুখ রাজে
সুখরূপে পাই তব ভিক্ষা দুঃখরূপে পাই তব দীক্ষা
মন হোক্ ক্ষুদ্রতা মুক্ত,
নিখিলের সাথে হোক্ যুক্ত,
শুভকর্ম্মে যেন নাহি মানে ক্লান্তি,
শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

৯০০

প্রেমের মিলন দিনে সত্য সাক্ষী যিনি অন্তরযামী,
নমি তাঁরে আমি, নমি, নমি।
বিপদে সম্পদে, সুখে দুখে সাথী, যিনি দিন রাতি, অন্তরযামী,
নমি তাঁরে আমি, নমি, নমি।
তিমির রাত্রি যাঁর সৃষ্টি, তারায় তারায় যাঁর দৃষ্টি
জীবনের মরণের সীমা পারায় যাঁর দৃষ্টি
দীপ্ত সূর্য্য-আলোকে অগ্নি-শিখায়, জীব আত্মায় অন্তরযামী,
নমি তাঁরে আমি, নমি, নমি।
জীবনের সব কর্ম্ম, সংসার ধর্ম্ম, কর নিবেদন তাঁর চরণে,
যিনি নিখিলের স্বামী,
নমি তাঁরে আমি, নমি, নমি॥

৯০১

প্রেমে বাঁধা জগৎ তোমার, প্রেমে বাঁধা হৃদয় দুটি ;
প্রেমে ঘুচাও সব ব্যবধান, প্রেমে আঁধার যায় গো টুটি।
প্রেমের দেবতা তুমি,, তোমার আসন হৃদয়-ভূমি,
যুগল-মিলন মধুর আজি, তোমার প্রেমে ফুটে উঠি।
নদী যেমন সাগর-পানে, পবন যেমন ধায় বিমানে,
এ দুটি প্রাণ তেমনি যেন, তোমার পানে যায় গো ছুটি ॥

[পূরবী, একতালা]—১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ বাং (১৯১৯)

৯০২

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার ;
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর !
যে প্রেম সুখেতে কভু, মলিন না হয়, প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন ;
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত-কিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত-সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দু জনে ;
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিও, দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোল, দেখায়ো আবার ॥

[বেহাগ। স্বরবিতান ৮।৪৬]

৯০৩

দাও হে, ও হে প্রেমসিন্ধু, দাও হে নবীন যুগলে,
তোমার প্রেমের মধুর বিন্দু, সুর-নর-চিত-বাঞ্ছিত।
যে প্রেমের শুধু প্রেম পরিণাম,
তোমাতে উদয়, তোমাতে বিরাম,
বিষয়-বাসনা ধন জন মান, যে প্রেম করে না লাঞ্ছিত।
দুইটি হৃদয় হ'য়ে একাকার, স্বার্থের বাঁধ করিয়া বিদার,
বিশ্বের বুকে চলুক উদার, কখনো না হ'য়ে কুঞ্চিত।
টেনে লও, ও হে প্রেম-পারাবার,
তব শুভ-কোলে হৃদি দু জনার,
তোমার মধুর-কঠোর শাসনে, কখনো ক'রো না বঞ্চিত ॥

[[illegible] একতালা। সুর "আঁধার রজনী পোহাল"]

৯০৪

মিলনের রাতি মধুময় করি, তুমি এলে মনোমাঝে,
প্রাণের বীণায়, নামটি তোমার, মধুর মধুর বাজে।
মধুর তোমার প্রেমে পূর্ণ মন, প্রাণে প্রাণে হোক্ মধুর মিলন ;
দুইটি হৃদয় এক করি তুমি সাজাও মধুর সাজে।
অন্তরে তোমারে করিয়া বরণ, দু জনের হোক সুখের জীবন ;
দু জনেই যেন রাখে দেহমন সকল কল্যাণ-কাজে ॥

[নায়কী কানাড়া, একতালা। সুর "দুইটি হৃদয়ে একটি আসন"]

[বিবাহে উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ]

৯০৫

যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে আজি হে নবীন সংসারী,
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী !
কাল-পারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন,
শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন্ প্রসাদ-পবন সঞ্চারি !
নিয়ো নিয়ো চির জীবন-পাথেয়, ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে,
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে যেয়ো অমৃতের সন্ধানে।
বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় চ'লে যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে, বিশ্বের মাঝে বিস্তারি !

[ভূপালী, কাওয়ালি]

৯০৬

সুখে থেকো আর সুখী কোরো সবে,
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক্ ভবে !
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর, মহত্ত্বের পরে রাখিও নির্ভর,
ধ্রুবজ্যোতি তাঁরে ধ্রুবতারা কোরো, সংশয়-তিমিরে সংসার-অর্ণবে
চির শোভাময় প্রেমের মিলন মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দু জনার বলে সবল দুজন, জীবনের কাজ সাধিও নীরবে।
কত দুঃখ আছে, কত অশ্রুজল, প্রেম-বলে তবু রহিও অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল, সম্পদে বিপদে, শোকে উৎসবে ॥

[খাম্বাজ, একতালা। স্বরবিতান ৮।৪৮]

৯০৭

দুজনে এক হ'য়ে যাও, মাথা রাখো একের পায়ে ;
দুজনের হৃদয় আজি মিলুক তাঁরি মিলন-ছায়ে।
তাঁহারি প্রেমের বেগে দুটি প্রাণ উঠুক জেগে,
যা কিছু শীর্ণ মলিন টুটুক্ তাঁরি চরণ-ঘায়ে।
সমুখে সংসার-পথ, বিঘ্ন বাধা কোরো না ভয় ;
দুজনে যাও চলে যাও, গান ক'রে যাও তাঁহারি জয়।
ভকতি লও পাথেয়, শকতি হোক্ অজেয় ;
অভয়ের আশীষ-বাণী আসুক তাঁর প্রসাদ-বায়ে॥

[illegible] ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৯০৮

প্রভু, মঙ্গল-শান্তি-সুধাময় হে, ভব-সেতু মহা-মহিমালয় হে!
জয় বিঘ্নবিনাশন পাবন হে, জয় পূর্ণ পবিত্র কৃপাঘন হে!
জয় পুণ্য-নিধে গুণসাগর হে, আজি এ দুজনে করুণা কর হে!

[খাম্বাজ জংলা, ঠুংরি। সুর "তুমি আত্মীয় হ'তে"]

নিবেদন, সঙ্কল্প ও প্রার্থনা (৮)

দশম অধ্যায়

বালকবালিকার সঙ্গীত

বালকবালিকার নিবেদন

[একাকী]

৯০৯

জীবন আমার কর আলোকের মত সুন্দর নির্ম্মল,
যেখানে যখন রব, সে স্থান নিয়ত করিব উজ্জ্বল।
ও গো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে, আলো করি আমার জীবন;
সুদিনে দুর্দ্দিনে কি বা অন্ধকার রাতে, চিরজ্যোতি, থাক অনুক্ষণ।
জীবন আমার কর ফুলের মতন শোভার আধার,
পবিত্র সুগন্ধে যেন সবাকার মন তুষি অনিবার।
ও গো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে, শোভা করি আমার জীবন
শরত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষাতে, হে সুন্দর, থাক অনুক্ষণ !
অন্ধের যষ্টির মত কর গো আমারে দুঃখীর নির্ভর;
প্রাণপণে আমি যেন দুঃখী অনাথেরে সেবি নিরন্তর।
ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে, প্রাণে বল করহ বিধান,
আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে কাছে থাক সর্ব্বশক্তিমান !

[মিশ্র ভীমপলশ্রী, ঝাঁপতাল]

৯১০

তোমারে বাসিতে ভাল তুমি দাও শিখাইয়ে,
হাতে ধ'রে পিতা মোরে শুভ পথে যাও নিয়ে।
আমি যে গো হীনমতি, হীনবল শিশু অতি,
তুমি না দেখালে পথ, কুপথে পড়িব গিয়ে।
তাই পিতা কাছে থাক, পাপ তাপ হ'তে রাখ,
নির্ভয়ে রহিব সদা তব হাতে প্রাণ দিয়ে।
চলিতে সত্যের পথে, দুঃখ যদি হয় পেতে,
দাও মনে হেন বল, তাও যেন থাকি স'য়ে॥

[আলাইয়া, একতালা]

৯১১

তুমি যে গো সাথে সাথে আছ অনুক্ষণ,
কেনই ভাবনা আর করি অকারণ!
বিপদে পড়িলে পরে, ডাকিব বিশ্বাস-ভরে,
অমনি সকল ভয় করিবে বারণ।
আলোকে আঁধারে কি বা, চেয়ে আছ নিশি দিবা,
তোমার চোখের দূরে নহে কোন জন;
হই ছোট শিশু হই, তোমারি ত কাছে রই,
কে আছে কে আছে বড় তোমার মতন!

[আলাইয়া, যৎ]

৯১২

পরমেশ, তব পদ পূজিবারে চাই,
কেমনে পূজিব, তা ত ভেবে নাহি পাই।
তুমি নাকি সবি দেখ, মনের মাঝারে থাক,
যেথাই থাকি না কেন, যেথাই না যাই !
এ মনের কথা তব অজানিত নাই,
জান, কি চাহিতে আসিয়াছি তব ঠাঁই ;
তবে রাখ রাখ মোরে, তোমারি সেবক ক'রে,
করি যেন তব কাজ, তব নাম গাই !

[খট্, একতালা। সুর, "আঁধার রজনী পোহাল"]

[মিলিত ভাবে]

৯১৩

সকলেরি প্রভু তুমি, রাজা তুমি জগতের,
কে বুঝে মহিমা তব, হে মহান্ মহতের !
রাজা হ'য়ে প্রভু হ'য়ে অনিমেষ আছ চেয়ে,
স্নেহের নয়নে, দেব, মুখ-পানে সন্তানের।
কতই বাসিছ ভাল, রাখিয়াছ কত সুখে,
করুণার কথা তব কেমনে বলিব মুখে !
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদিনু পদে পিতা,
কি বা দিব, কি বা আছে, অতি ক্ষুদ্র আমাদের !

[সাহানা, ঝাঁপতাল। সুর, "ডেকেছেন প্রিয়তম"]

৯১৪

জগতের পিতা তুমি করুণা নিধান !
হীনমতি শিশু মোরা দুর্ব্বল অজ্ঞান।
ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা ;
শিখাও এ ছোট কণ্ঠে তব নাম-গান।
সুখে দুখে চিরদিন যেন দয়াময়,
তোমাতে সুমতি থাকে, পাপ-পথে ভয় ;
এই আশীর্ব্বাদ সবে কর প্রভু দান।
অসহায় সন্তানের সাথে সাথে থাকো,
তোমার কার্য্যেতে সদা নিয়োজিত রাখো,
ধন্য হোক্ এই ক্ষুদ্র দেহ মন প্রাণ !

[মিশ্র, ঝাঁপতাল]

৯১৫

ছোট ছোট শিশুগুলি, অল্পমতি অল্পজ্ঞান,
সকলের বড় তুমি, অনন্ত ভূমা মহান্ !
তব শ্রীচরণতলে, এসেছি সকলে মিলে,
দুরবল আমাদের কর গো অভয় দান।
যাঁহার চরণ-ছায়ে, এ বিশ্ব রহে নির্ভয়ে,
এই ধরা যাঁর কাছে ধূলি-রেণুর সমান,
সেই তুমি মাতা হ'য়ে, স্নেহ-হস্ত প্রসারিয়ে,
সতত রয়েছ কাছে, বিপদে করেছ ত্রাণ॥

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

৯১৬

কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন, শত শত আশার কিরণ।
নিরাশার অন্ধকারে, ল'য়ে যেন যেতে পারে,
নব শক্তি, নবোৎসাহ, উদ্যম নূতন, আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন !
কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন, স্নেহ ভরা আনন্দভবন।
দীন অসহায় যারা, স্থান যেন পায় তারা,
মুছাইতে পারে যেন সজল নয়ন, আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন।
কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন, স্বরগের নন্দন-কানন !
ন্যায়, সত্য, পবিত্রতা, বিকশিত হোক্ তথা,
সুধার সৌরভে মত্ত করুক ভুবন, আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন !

[মিশ্র, যৎ]

৯১৭

মা গো জননী, স্নেহরূপিণী,
করি এ ভিক্ষা তোমার ঠাঁই,
কর শুভাশীষ যেন অহর্নিশ, সুপথে থাকিয়ে কাল কাটাই।
তোমার চরণে করি গো মিনতি, সুকাজে সতত থাকে যেন মতি,
ভাই ভগিনী সবারে প্রীতি, দিতে যেন মাগো পারি সদাই।
ন্যায়, সত্য, প্রীতি, ভক্তি, বিনয়, ধৈর্য্য, জ্ঞান, শক্তি,
পুণ্য আদি ভূষণে যেন ভূষিত হইয়া থাকি সবাই।
আমরা তোমার তনয় তনয়া, কর আশীর্ব্বাদ হইয়ে সদয়া,
বিপদ-কালে অভয় কোলে দেখো মাগো যেন শরণ পাই ॥

[ঝিঁঝিট, একতালা]

৯১৮

ছোট শিশু মোরা, তোমার করুণা
হৃদয়ে মাগিয়া লব,
জগতের কাজে, জগতের মাঝে, আপনা ভুলিয়া রব।
ছোট তারা হাসে আকাশের গায়, ছোট ফুল ফুটে গাছে ;
ছোট বটে, তবু তোমার জগতে আমাদেরো কাজ আছে
দাও তবে প্রভু হেন শুভমতি, প্রাণে দাও নব আশা ;
জগত-মাঝারে যেন সবাকারে দিতে পারি ভালবাসা।
সুখে দুখে শোকে অপরের লাগি যেন এ জীবন ধরি ;
অশ্রু মুছায়ে বেদনা ঘুচায়ে জীবন সফল করি ॥

[খাম্বাজ মিশ্র, একতালা]

৯১৯

ও গো পিতা, তব করুণায় আজি
হইনু আমরা ধন্য,
নরমে ফুটিল আশার কুসুম, ঘুচিল সকল দৈন্য।
আলোকে পুলকে উজল হৃদয়,
সুখের ধরণী হেরি মধুময়,
শুধু মনে হয় তোমা সম কেহ আপনার নাহি অন্য।
কর গো আশীষ, ফুলের মতন
থাকে নিরমল নিয়ত এ মন,
যেন ধরা-মাঝে হই তব কাজে সন্তান বলিয়া গণ্য ॥

[মূলতান, একতালা]

৯২০

জগতের মাতা তুমি সদাই রয়েছ কাছে,
নহিলে এ ক্ষুদ্র প্রাণ কেমনে বাঁচিয়ে আছে !
স্নেহময়ী জননীর স্নেহের ভিতরে শুধু
তোমারি অতুল স্নেহ আপনারে প্রকাশিছে !
পিতার হৃদয়ে থাকি যতনে পালিছ তুমি,
তব গুণে ঘর খানি ভাই বোনে সাজিয়াছে !
সকলি দিয়াছ তুমি, চাহিবার কি বা আছে ?
এ দানের উপযুক্ত কর, শিশু এই যাচে ॥

আলাইয়া, ঝাঁপতাল]

৯২১

ভাই বোনে মিলে তব পদতলে,
এসেছি গো পিতা, চাহ দয়া ক'রে !
গাহিতেছি সবে হরষের ভরে, তব প্রিয় নাম ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বরে !
এই কর প্রভু, সুখে দুঃখে কভু না ভুলি তোমারে ক্ষণেকের তরে ;
যদি তোমা ভুলে যাই কভু চ'লে কুপথের দিকে, রেখো হাতে ধ'রে ॥

[খাম্বাজ, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি । সুর, "তুমি আত্মীয় হ'তে"]

৯২২

ভাই বোনে মিলে, আয়রে সকলে, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে ।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমেতে মিলায়ে, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে ।

দুখের রজনী হবে অবসান, পাইবে ভুবন নবীন পরাণ।
গাইবে এবার আনন্দের গান, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।
নব সাজে মোরা সাজিব আপনি, সাজাইব দেশ, সাজাব ধরণী,
স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, ভক্তি আনি, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।
দাও এনে আজি যার যা শকতি, হৃদয় ভরিয়া আন নব প্রীতি,
পরাণে জ্বালাও নব আশা-বাতি, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।
প্রতিজ্ঞার বলে কি কাজ না হয়? করি প্রাণপণ লভিব বিজয়;
অনন্ত শকতি মোদের সহায়, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।
খাটিতে এসেছি খাটিয়া মরিব, ললাটের ঘাম চরণে ফেলিব;
মরণ-দিনেও আশা না ছাড়িব, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে॥

[খাম্বাজ, একতালা]

৯২৩

ওই ত পোহাল নিশি, দেখা দিল উষা-হাসি,
জাগিছে জীবগণ ধীরে ধীরে;
দিক্ দশ আলোকিত, তনু-মন পুলকিত,
ভাসিছে ধরা যেন প্রীতি-নীরে।
যাঁহার শোভায় হয় ত্রিভুবন শোভাময়,
বন্দি হে পদ তাঁর ভক্তিভরে।
সারাদিন শুভ পথে চালাইও নিজ হাতে,
আশীষ যাচি এই যোড়-করে॥

[ভৈরবী, ঠুংরি]

৯২৪

হেথায় তিনি কোল পেতেছেন আমাদের এই ঘরে,
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই মনের মত' ক'রে।
গান গেয়ে আনন্দ-মনে ঝাঁটিয়ে দে সব ধূলা,
যত্ন ক'রে দূরে ক'রে দে, আবর্জ্জনাগুলা।
জল ছিটিয়ে ফুলগুলি রাখ্ সাজিখানি ভ'রে,
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই মনের মত' ক'রে।
দিনরজনী আছেন তিনি আমাদের এই ঘরে,
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি আলোক ঢেলে পড়ে।
যেম্নি ভোরে জেগে উঠে নয়ন মেলে চাই,
খুসি হ'য়ে আছেন চেয়ে দেখ্‌তে মোরা পাই।
তাঁরি মুখের প্রসন্নতায় সমস্ত ঘর ভরে,
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি আলোক ঢেলে পড়ে।
একলা তিনি ব'সে থাকেন আমাদের এই ঘরে,
আমরা যখন অন্য কোথাও চলি কাজের তরে।
দ্বারের কাছে তিনি মোদের এগিয়ে দিয়ে যান,
মনের সুখে ধাই রে পথে, আনন্দে গাই গান।
দিনের শেষে ফিরি যখন নানা কাজের পরে,
দেখি তিনি একলা ব'সে আমাদের এই ঘরে।
তিনি জেগে ব'সে থাকেন আমাদের এই ঘরে,
আমরা যখন অচেতনে ঘুমাই অকাতরে।

জগতে কেউ দেখতে না পায় লুকানো তাঁর বাতি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে জ্বালান্ সারারাতি।
ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই আনাগোনা করে,
অন্ধকারে হাসেন তিনি, আমাদের এই ঘরে॥

পৌষ ১৩১৬ বাং

৯২৫

বল দেখি ভাই, এমন ক'রে ভুবন কেবা গড়িল রে!
গগন ভ'রে তারার মাণিক ছড়ায়ে কে রাখিল রে!
উজল ঊষায় আলোক-খেলা, তাহে মোহন মেঘের মেলা,
নবীন রবি শোভন শশী হে'রে নয়ন ভুলিল রে!
শীতল পবন বহে ধীরে, দোলা দিয়া নদী-নীরে,
দুলিয়ে কমল, বকুল ফুলে, সুবাস নিয়ে যায় গো হ'রে।
সুধায় সুখে শোভায় সুরে কে রাখিল ভুবন পূরে!
এমন দয়াল বল কে ভাই, দেহ জীবন যে দিল রে!
দয়াল আমায় দয়া ক'রে, ধরায় জনম দিলেন মোরে,
মায়ের পরাণ দিলেন দয়াল, গলায়ে ভাই আমার তরে।
দয়ার ত নাই তুলনা রে, দয়ালকে ভাই ভুলো না রে,
দয়াল মোদের বাসেন ভালো, দয়াল বল বদন ভ'রে!

[বিভাস, একতালা]

৯২৬

কাটি গেছে দিন শত সুখ মাঝে,
ডাক সুখদাতা হৃদয়েরি রাজে।
তাঁহারি আদেশে অস্তমিত ভানু,
আসিল নিশি সাজি সুন্দর সাজে।
দিবার আলোকে নিশার আঁধারে,
আঁখি তাঁর মমোপরি সদা বিরাজে॥

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি]

[সাপ্তাহিক নীতি-বিদ্যালয়]

৯২৭

সপ্তাহের পরে পুনঃ আসিনু তোমারি ঘরে ;
বরিষ আশীষ দেব, ক্ষুদ্র শিশুদের পরে।
যে শিক্ষা লভিব ব'লে, আসি হেথা সবে মিলে,
ফলুক সুফল তার চির জীবনের তরে।
হে বিভু জগতপাতা, শুভদাতা সিদ্ধিদাতা,
তুমি না শিখালে বল, কে বা কি শিখিতে পারে ?
প্রার্থনা চরণে তব, যত দিন বেঁচে রব,
চলি যেন সাধুপথে তোমাতে নির্ভর ক'রে॥

[খট্, যৎ]

বালকবালিকার উৎসব ও বালকবালিকা সম্মেলন

৯২৮

বরষের পরে পিতা এসেছি আবার,
ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রীতি ল'য়ে উপহার।
কত সুখে রাখিয়াছ, কত স্নেহে পালিয়াছ,
তুলনা হয় না, প্রভু, তব করুণার!
ক্ষুদ্র বটে অতিশয়, ক্ষুদ্র প্রাণ এ হৃদয়,
তথাপি বাসিতে ভাল শিখেছি এবার ;
সেই ভালবাসা দিয়া, মন প্রাণ সমর্পিয়া,
পূজিব অভয়প্রদ চরণ তোমার ॥

[...ান, কাওয়ালি]

৯২৯

ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ!
ধরায় উঠিছে ফুটি ক্ষুদ্র প্রাণগুলি, নন্দনের এনেছে সংবাদ!
এই হাসি মুখগুলি, হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ,
ইহাদের কাছে ডেকে, বুকে রেখে, কোলে রেখে,
তোমরা কর গো আশীর্ব্বাদ!
বল, "সুখে যাও চ'লে, ভবের তরঙ্গ দ'লে,
স্বর্গ হ'তে আসুক্ বাতাস ;
সুখ দুঃখ কোরো হেলা, সে কেবল ঢেউ-খেলা,
নাচিবে তোদের চারি পাশ!"

[...ঝিঁট, কাওয়ালি]

বালকবালিকার জন্মোৎসব

৯৩০

তোমার অপার কৃপা জীবের প্রতি।
অপার কৃপা-গুণে মানব সন্তানে, পালিছ যতনে ও হে জগৎপতি।
জননী-জঠরে না হ'তে সঞ্চার, তুমি হে ভাবনা ভাবিলে আমার,
মাতার হৃদয়ে সুধার ভাণ্ডার, মাতৃ-প্রাণে দিলে প্রেমের শকতি।
কোমল শৈশবে প্রহরী হইয়ে, অবোধ সন্তানে রাখিলে নির্ভয়ে,
বয়োবৃদ্ধি সনে খুলিলে নয়নে, দেখালে সন্তানে তব স্নেহ-জ্যোতি।
তুমি দিলে স্নেহ সকলের প্রাণে, যার গুণে মোরা বাড়ি দিনে দিনে
করি হে প্রার্থনা আজ ও-চরণে, তব পদে প্রভু থাকে যেন মতি !

[খট্ ভৈরবী, একতালা। সুর, "তুমি বিপদ্ভঞ্জন দয়াল হরি"]

৯৩১

আজ মনের সাধে প্রাণ ভ'রে ডাক্‌ব দয়াময় !
যেন জনম-দিনের ফল জীবনেতে রয়।
যেন কুভাব না মনে আনি, কুকথা না কাণে শুনি,
মন্দ বালক যথা, (আমি) যাব না তথায়।
পিতা মাতা গুরু জন, করেন কত যতন,
তাঁহাদের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়।
তুমি ভালবাস ব'লে ভালবাসেন সকলে,
আমি যেন শিখি ভালবাসিতে তোমায়॥

[আলাইয়া, যৎ]

৯৩২

অতুল প্রেমের লীলা শিশুর জীবনে তব,
ফুটিছে গৃহ-উদ্যানে বরষে বরষে নব।
তোমার প্রেমের সাজে, দেব-শিশু গৃহে রাজে ;
সংসার স্বরগ যেন, উঠে সদা জয় রব।
তোমার করুণাস্রোতে, নূতন বরষ-পথে,
উপনীত আজি শিশু, বাধা বিঘ্ন ত্যজি সব।
তাই মোরা শুভ দিনে, মিলেছি তব চরণে ;
কৃতজ্ঞতা-উপহার ধর লও আজি, দেব !

জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

৯৩৩

চির নবীন শিব সুন্দর হে,
প্রাণেশ, থেকো প্রাণে !
জীবন-পথে থেকো সাথে সাথে,
ফুটাইয়ে জ্ঞান-আঁখি তব আলোকে !
সুন্দর নিরমল, শান্ত সুকোমল,
রেখো সতত প্রেম-সিঞ্চনে হে।
তোমার করুণা, তোমার মহিমা,
প্রকাশিত হয় যেন এই জীবনে !

মিশ্র ইমন, ঠুংরি]

একাদশ অধ্যায়

উপদেশ, লোকশিক্ষা, নাম-মহিমা

[এই অধ্যায়ের কোন কোন গান "কীর্ত্তন" রূপে গীত হইয়া থাকে]

বিবেক, বৈরাগ্য, সাধন-তৎপরতা

৯৩৪

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে ;
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে।
এই যে সংসার-ধাম নহে নিরাপদ স্থান,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে ;
মুক্তি-পথে নিরন্তর, হও সবে অগ্রসর,
সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য, পশ্চাতে চেও না ফিরে ॥

[পূরবী, আড়া]

৯৩৫

অহঙ্কারে মত্ত সদা, অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন, জেনে কি জান না ?
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না !
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না ॥

[কেদারা, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৯৫]

৯৩৬

কারণ সে যে, তাঁর ধ্যান কর, তিনি জগতের পিতা মাতা

হইবে মঙ্গল তাঁহারে সাধিলে, জানিলে।

যদি জানিবে, কর সাধু-সঙ্গ একান্তে॥

[illegible], আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৯৭]

৯৩৭

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।

বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।

বিষয়ের দুখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা,

ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে॥

[illegible], একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১০১]

প্রবাস

৯৩৮

পরবাসী, চ'লে এস ঘরে।

অনুকূল সমীরণ ভরে, চ'লে এস, চ'লে এস!

দেখ কতবার হ'ল খেয়া পারাপার, সারি-গান উঠিল অম্বরে।

আকাশে আকাশে আয়োজন, বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।

মন যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহ ছাড়া,

নির্ব্বাসিত বাহিরে অন্তরে॥

৯৩৯

এ পরবাসে রবে কে হায়! কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে।
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে,
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হায় রে!

[সিন্ধু, মধ্যমান। স্বরবিতান ৮।৫৪]

৯৪০

মন চল নিজ নিকেতনে!
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে?
সত্য-পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী, শম দম দুই জনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম, শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ সে পান্থনিবাসিগণে;
যদি দেখ পথ ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

[সুরটমল্লার, একতালা]

৯৪১

পুরবাসী রে, তোরা যাবি যদি অমৃত-নিকেতনে, চ'লে আয়,
থাকুক্ যথা আছে ধন জন, আর সে ছার ধনে কাজ নাই।

তোদের মর্ম্মব্যথা আর না রহিবে,
রোগ শোক তাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হবে,
একবার দেখ্‌লে প্রভুর প্রেম-মুখ, সব দুঃখ দূরে যায়।
আর কতদিন সে মায়েরে ভুলে,
থাক্‌বি বিদেশেতে মিছে কাজে, মায়ের কোল ছেড়ে ?
(তোদের) কোলে নেবার তরে সদাই সে যে, ডেকে ডেকে ফিরে যায় ॥

[বাউলের সুর, একতালা]

৯৪২

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু, মধুর ভাবে, যেতে স্বদেশে,
আমার ধন মান, (বিদেশী হে,) পরিজন, কাজ নাই গৃহবাসে।
আমি অভাগা দীন পরাধীন,
মরি রোগে শোকে পাপে তাপে, পিতামাতা-হীন,
কবে যাবে জ্বালা, প্রাণ জুড়াবে হৃদে পেয়ে প্রাণেশে ?
আর কতদিন এই আঁধারে প'ড়ে,
থাক্‌ব বিদেশেতে একাকী, সেই মায়ের কোল ছেড়ে ?
আর ফিরাব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে।
এবার পাইলে সে হারানো রতন,
রাখ্‌ব মনের সাধে, হৃদে গেঁথে, করিয়ে যতন ;
যাবে জন্মদুঃখীর সকল দুঃখ প্রেম-বারি পরশে ॥

[বাউলের সুর, একতালা। "পুরবাসী রে" গানের উত্তর রূপে একই সুরে রচিত]

দুঃখ, বিপদ, অভয়

৯৪৩

বিনা দুঃখে হয় না সাধন, সেই যোগিজনার বাঞ্ছিত চরণ রে।
সহজে কি হয় কখনো পাষণ্ড-দলন রে।
সুখশয্যায় শুয়ে কে বা পেয়েছে কখন,
সেই দেবের দুর্লভ অমূল্য রতন রে ?
অশ্রুপাত ক'রে বীজ কর রে বপন,
যদি মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্ত্তন রে।
গুরু-দত্ত ভার কর সুখেতে বহন রে,
এ পাপজীবন ধ্বংস হ'লে পাবে নবজীবন রে।
প্রভুর কার্য্যে হয় যদি এ দেহ পতন রে,
(তবে) পরিণামে দিব্যধামে করিবে গমন রে ॥

[বাউলের সুর, একতালা]

৯৪৪

বিপদ-ভয়-বারণ যে করে ওরে মন তাঁরে কেন ডাক না !
মিছা ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছ ভব-ঘোরে মজি, এ কি বিড়ম্বনা।
এ ধন জন না রবে হেন, তাঁহে যেন ভুল না,
ছাড়ি অসার ভজহ সার, যাবে ভব-যাতনা।
এখন হিত-বচন শোন যতনে করি ধারণা,
বদন ভরি নাম হরি সতত কর ঘোষণা ;
যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয়-কামনা ;
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন তাঁর কর সাধনা ॥

[ছায়ানট, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩৮]

৯৪৫

ভজ অকাল নির্ভয়ে, পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে
সর্ব্বকালে বিদ্যমান, সর্ব্বভূতে যে সমান,
সেই সত্য, তারে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে ॥

[...ট, কাওয়ালি]

৯৪৬

থাকিস্‌নে ব'সে তোরা সুদিন আস্‌বে ব'লে ;
কারো দিন যায় হরষে, যায় কারো বিফলে !
সুখের ছদ্মবেশে আসে দুখ হেসে হেসে,
জীবনের প্রমোদ-বনে ভাসায় আঁখিজলে !
যেথা আজ শুষ্ক মরু, যেথা নাই ছায়াতরু,
হয়তো তোদের নয়নজলে ভ'র্‌বে ফুলে ফলে !
জীবনের সন্ধি-পথে খুঁজে পথ হবে নিতে,
কেউ জানে না কোথায় যাবি, কেউ দিবেনা ব'লে !
ভাঙিলে বালির আবাস বিষাদে হ'স্‌ নে হতাশ,
আছে ঠাঁই, আছে আলয়, অভয় চরণ-তলে ॥

[সিন্ধু খাম্বাজ, দাদ্‌রা ।   কাকলি, ২।১৫]

দীনতা, ব্যাকুলতা

৯৪৭

এই মলিন বস্ত্র ছাড়্‌তে হবে, হবে গো এইবার,
আমার এই মলিন অহঙ্কার!
দিনের কাজে ধূলা লাগি, অনেক দাগে হ'ল দাগী,
এম্‌নি তপ্ত হ'য়ে আছে, সহ্য করা ভার, আমার এই মলিন অহঙ্কার!
এখন ত কাজ সাঙ্গ হ'ল দিনের অবসানে,
হ'ল রে তাঁর আসার সময়, আশা এল প্রাণে;
স্নান ক'রে আয় এখন তবে, প্রেমের বসন প'র্‌তে হবে,
সন্ধ্যা-বনে কুসুম তুলে, গাঁথ্‌তে হবে হার, ওরে আয়, সময় নেই যে আর।
[মিশ্র বারোঁয়া, একতালা। গীতলিপি ২।৪০]—১১ আশ্বিন ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৯৪৮

নীচুর কাছে নীচু হ'তে শিখ্‌লি না রে মন!
(তুই) সুখী জনের করিস্ পূজা, দুখীর অযতন, (মূঢ় মন)!
লাগেনি যার পায়ে ধূলি, কি নিবি তার চরণ-ধূলি,
নয়রে সোনায়, বনের কাঠেই হয়রে চন্দন, (মূঢ় মন)!
প্রেম-ধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন,
এই ধনেতে ধনী যে জন, সেই ত মহাজন, (মূঢ় মন)!
বৃথা তোর কৃচ্ছ্র সাধন, সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন!
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ, (মূঢ় মন)!
মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস্ ভুলে পরম সত্য,
সকল ঘরে সকল নরে আছেন নিরঞ্জন, (মূঢ় মন)!
[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি ২।১৩]

লোকশিক্ষা

৯৪৯

এক মনে তোর একতারাতে, একটি যে তার সেইটি বাজা,
ফুলবনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা!
যেখানে তোর সীমা, সেথায় আনন্দে তুই থামিস্ এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া, সেই কড়ি তুই নিস্ রে হেসে।
লোকের কথা নিস্ নে কানে, ফিরিস নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে, হৃদয়ে তোর আছেন রাজা;
একতারাতে একটি যে তার, আপন মনে সেইটি বাজা॥

[মিশ্র বাহার, যৎ। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২৯]

৯৫০

মিছে তুই ভাবিস্ মন! তুই গান গেয়ে যা আজীবন!
পাখীরা বনে বনে গাহে গান আপন মনে,
(ওরে) নাইবা যদি কেহ শোনে (তুই) গেয়ে যা গান অকারণ।
ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল্ কি হবে?
(না হয়) তাদের মত' শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ।
মনোদুখ চাপি মনে, হেসে নে সবার সনে,
(যখন) ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস্ প্রাণের বেদন!
আজি তোর যাঁর বিরহে নয়নে অশ্রু বহে,
(ওরে) হয়তো তাঁহার পাবি দেখা (তোর) গানটি হ'লে সমাপন!

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি, ১।২৬]

৯৫১

তারে ধর্‌বি কেমন ক'রে ?
সে কোথা রইল, ও তুই রইলি কোথায় প'ড়ে !
মরিস্ তুই বিশ্ব খুঁজে, দেখিস্ নে নয়ন বুজে,
ব'সে তোর প্রাণের কোণে, বিবেক-মূর্ত্তি ধ'রে !
তুই ঘুরে বেড়াস্ পরিধিতে, সে যে ব'সে আছে কেন্দ্রটিতে ;
সাধনা-ব্যাসের রেখায় পা দিলিনে মোহের ঘোরে।
তুফান দেখে ডরালি, তীরে পাথর কুড়ালি,
প্রাণের থ'লে পূরালি পাথর-কুচি দিয়ে !
তুই ডুব্‌লি না রে সাগর-জলে, যার তলায় পরশ-মাণিক জ্বলে
নিলি মণির বদলে উপল-খণ্ড, আঁধার ঘরে ॥

[বাউলের সুর, গড়খেম্‌টা]

৯৫২

জগ দরশন-মেলা, এ জগ দরশন-মেলা।
যদি এসেছ হেথা, সব দেখে লও,
চল ফের, মেল মেশ, হাস খেল,
তবে, দেখো যেন আসল কাজে কোরো না হেলা।
তুমি যা কিছু জগতে দেখ, লক্ষ্য স্থির রেখো,
কত কুহক হেথা আছে, অবিচল থেকো তার মাঝে ;

কত পাপ মোহ মায়া ধরে মোহন কায়া,
এ মহাশিক্ষার স্থান, শুধু নহে বৃথা খেলা।
সেই মঙ্গলময়ে নির্ভর করি নির্ভয় হও রে,
অন্য সেই ভব-কাণ্ডারী, ধর তাঁর চরণ-ভেলা॥

[খাম্বাজ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৬৯]

৯৫৩

আমি হব মা তোমার কোলের ছেলে।
আর যাব কোথায় তোমায় ফেলে!
কোলের ছেলে কোলে ব'সে বিনা ভাড়ায় যায় মা রেলে,
আমি তোমার কোলে ভবসিন্ধু পার হব মা বিনা মূলে।
(পার হব মা অবহেলে)
বড় ছেলে কতই বলে, কতই চলে আপন বলে,
মা গো কোলের ছেলে সদাই কেবল কেঁদে কেঁদে যায় মা কোলে!
(মা মা ব'লে যায় মা কোলে)
স্তন্যসুধা পান করিয়ে ভবের ক্ষুধা যাব ভুলে,
মা তোর মুখশশী দিবানিশি নিরখিব কুতূহলে!
জানি নে মা ভজন সাধন, শাস্ত্র বিধি কোথায় মেলে?
আমার ধরম করম মুক্তি মোক্ষ সব মা তোমার চরণতলে!

[রামপ্রসাদী সুর]

মৃত্যুর স্মরণ

৯৫৪

একদিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর ব'ল্‌বে না,
এ হাতে আর ধ'র্‌বে না, এ চরণে আর চ'ল্‌বে না!
নাম ধ'রে ডাক্‌বে সবে, শ্রবণে তা শুন্‌বে না,
পুত্র মিত্রে জগৎ-চিত্রে, নেত্রে নিরখিবে না!
অসার হবে এ রসনা, আস্বাদন আর ক'র্‌বে না ;
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে লবে না।
রাজসিংহাসন ছাই মাটি বন, এ বিচার আর থাক্‌বে না ;
বন্ধনে দহনে দেহে, যাতনা জানাবে না।
হবে সাঙ্গ, অবশাঙ্গ, সঙ্গে কিছুই যাবে না ;
(তাঁরে) এই বেলা ডাক ডেকে নে রে, ডাক্‌তে সময় মিলবে না

[পিলু, যৎ]

৯৫৫

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব', হবে নিশ্চয় মরণ!
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দস্ত করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ!
অতএব চিন্ত' শেষ, ভাব' সত্য নির্ব্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন॥

[রামকলি, আড়াঠেকা]

৯৫৬

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে ;
তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হ'ল এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন-জন-বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর, চিন্ত' সত্য-পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হ'লে কি ভয় মরণে ॥

রামকেলি, আড়াঠেকা]

৯৫৭

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ;
অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র, কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন, নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর ;
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর', সত্যেতে নির্ভর ॥

রামকেলি, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫০]

নাম মহিমা

৯৫৮

কর বদন ভরি দয়াল হরি নামানুকীর্ত্তন রে।
কর সদানন্দে ভূমানন্দ-রসামৃত পান রে।
আছে উক্ত, জীবন্মুক্ত হয় ভক্ত জন রে ;
গেয়ে দয়াল নাম অবিরাম যায় পুণ্যধাম রে।
গাই সবে ভক্তিভাবে রসাল দয়াল নাম রে।
নামে হৃদয়-কমল হবে অমল, হব পূর্ণকাম রে॥

[রামকেলি, একতালা]

৯৫৯

হরি নাম কি মধুর !
নাম কণ্ঠহার কণ্ঠেতে যার, সব দুঃখ তার হয়েছে দূর।
স্বর্গ হতে সুধা উথলি পড়িয়া, নাম রূপে ধরা দিল ভাসাইয়া ;
(কত) উঠিল তরঙ্গ, লীলা-রস রঙ্গ,
উঠিল কতই প্রেমের অঙ্কুর।
ঝরিল এ সুধা নারদের বীণে, কত কণ্ঠে কত আশ্রমে পুলিনে,
গেল রে ভাসিয়া সাধের নদীয়া, হ'ল ডুবু ডুবু শান্তিপুর।
আজিও ভারত আকাশে বাতাসে, এই মহানাম অবিরাম ভাসে ;
আজো হরি নাম স্বর্গের সোপান,
(নামে) আজো ঝরে আঁখি পাতকী সাধুর॥

[ভৈরবী, একতালা]

৯৬০

কে জানে রে এত সুধা দয়াল নামে ছিল,
সুধাপানে মত্ত প্রাণ আকুল হ'য়ে গেল!
আমি আগেতে জানিতাম যদি, তা হ'লে রে নিরবধি,
করিতাম সুধা পান বসিয়ে বিরল,
সংসার-গরল ছাড়ি প্রেম নিরমল॥

[...না, খং]

৯৬১

নামের ভিতরে যদি নামী নাহি রয়,
নাম কি হইত তবে এত মধুময়?
অনল অনিল জল, আকাশ অবনী তল,
(আছেন) মধুরূপী মগ্ন করি মধুতেই সমুদয়।
রসে গন্ধে গানে সুরে, কি করুণে কি মধুরে,
যে-খেলা হৃদয়-পুরে নামীরই ত অভিনয়!
পুষ্প ছাড়ি গন্ধ কোথা? নাম যেখানে নামী সেথা,
অভিন্ন যে নাম আর নামী, এই জানি তাঁর পরিচয়।
(আমি) ভয় পেয়ে নাম নিয়ে ডাকি, সুখ পেলে মূক হ'য়ে থাকি,
করমে স্মরণে রাখি, পাই শকতি, পাই অভয়।
অনামীরে দিয়ে নাম, ভক্ত প্রেমিক পূর্ণকাম,
(তারা) নামে নাচে হাসে কাঁদে, প্রেম-অশ্রু-ধারা বয়।
হে অরূপী, হে অনামী, নামে প'ড়ে আছি আমি,
কবে পাব দেখা তব, বল শুনি প্রেমময়!

[...খাজ, ঠুংরি]

৯৬২

সুন্দর তোমার নাম, দীনশরণ হে ;
বরিষে অমৃত ধার, জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণ-রমণ হে !
এক তব নাম-ধন অমৃত ভবন হে,
অমর হয় সেই জন, যে করে কীর্ত্তন হে !
গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নাম-সুধা শ্রবণে পরশে ;
হৃদয় মধুময় তব নামগানে, হয় যে হৃদয়-নাথ চিদানন্দ ঘন হে ॥

[কাফি, ঝাঁপতাল। সুর, "তুমি হে ভরসা মম"]

৯৬৩

দয়াল নাম পরশমণি, পরশে প্রাণ হয় সোণা।
প্রেমভরে যে নাম করে, পূরে তার সব কামনা।
কি যে মধুর দয়াল নাম, সুধা ঝরে অবিরাম,
খুলে যায় আনন্দ-ধাম, নিরানন্দ আর থাকে না !
কত মহাপাপী ছিল, ঐ নামেতে ত'রে গেল,
মধুব নবজীবন পেল, পাপের স্মৃতি আর রইল না !
আশাভরে ও-নাম ধর, বদন ভ'রে ও-নাম কর,
জীবন হবে মধুর, সফল হবে সাধনা ॥

[ঝিঁঝিট, পোস্ত। সুর, "কে তুমি কাছে ব'সে"]

ব্রহ্ম-নাম, ব্রহ্ম-প্রেম, ব্রহ্ম-বোল, ব্রহ্ম-রূপ

৯৬৪

বল্ ব্রহ্মনাম ভরিয়ে বদন ; নামে ঘুচ্‌বে রে সকল বেদন
বল বল থাকিতে চেতন, গেল গেল দিন ত গেল, চিন্তা নাই কি মন ?
বৃথা সময় গেলে অবহেলে, সার হবে কেবল রোদন ! (শেষে)
বাক্য সনে ঐক্য ক'রে মন, ব্রহ্মনাম মহামন্ত্র কর উচ্চারণ ;
এই মন্ত্র-বলে জীব সকলে মরিলেও পায় জীবন। (পুনঃ)
জীবের বাঞ্ছা করিতে পূরণ, নামরূপে করেছেন ব্রহ্ম ধরায় আগমন ;
নামে নৃত্য করে চিত্ত-মাঝে রে, রসনায় করে আসন। (নামে)
নামে শীতল হয় কি না পরাণ,
আর কারে মানিবে সাক্ষী, আপনি যার প্রমাণ ?
হৃদয়-দুয়ার খুলে, ব্রহ্ম ব'লে রে, নাম-রসেতে হও মগন। (সদা)
[কীর্ত্তনের সুর, খেম্‌টা]

৯৬৫

পূরিবে কামনা, ঘু'চিবে ভাবনা, ব্রহ্মনাম-কীর্ত্তনে,
সবে মিলি বল, "জয় ! ব্রহ্ম জয় !" হরষে সঘনে বদনে।
অতীতে ভাসিয়ে রহিলে পড়িয়ে, শক্তি কি জাগিবে প্রাণে !
সমুখে চাহিয়ে ব্রহ্মনাম নিয়ে, ছুটে চল তাঁরি পানে।
নামেতে তাঁহাতে অভেদ সম্বন্ধ, পাপী জনেই তা ত জানে ;
নাম-গুণ-গানে, শ্রবণে মননে, কত সুধা ঢালে প্রাণে !
(নামে) ফুটিবে সত্যের বিমল আলো, আঁধার পাপ-জীবনে ;
কি ভয় কি ভয়, গেয়ে ব্রহ্মজয়, জীবন পাইবে মরণে ॥
[...না, একতালা]

৯৬৬

ব্রহ্মনামের রসের ধারা, ধারা শিরায় শিরায় বয় রে !
মরি, ধারার কি বা ধীরের গতি রে, যেমন মূল-জোয়ারের জল.
আস্তে আস্তে, ডুব্‌তে ডুব্‌তে রে, সর্ব্ব অঙ্গ করে তল রে !
তল্‌-তলাতল্‌ রসাতলে রে, আছে রসের ভাণ্ড ভরা,
সেই রসেতে বশ করিয়ে রে, রাখে আজনম-ভরা রে !
বশ করে সে আপ্‌না গুণে রে, এমন গুণের গুণমণি,
কার গুণে তাঁর বশ হইলে রে, দেখ আপন মনে গণি রে
ভুলতে চাইলে ভুলতে নারি রে, নাম এমন সূতে গাঁথা.
হৃদয়-ভেদী ছিদ্র দিয়া রে, উঠে সেই-না রসের কথা রে !
বল্‌তে বল্‌তে রসের কথা রে, হয় উদয় ব্রহ্ম-জ্ঞান,
পাষণ্ড দলিত হ'য়ে রে, সঁপে ব্রহ্মেতে পরাণ রে !
এই নাম আমাদের লক্ষ্য পক্ষ রে, এই নাম আমাদের প্রাণ,
নাম্‌-রূপেতে পরাণ-ব্রহ্ম রে, জীবে জীবে অধিষ্ঠান রে !

[খেম্‌টা। সুর, "ব্রহ্ম প্রেমসাগরের জলে"]

৯৬৭

ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই !
নামের বালাই নিয়ে ম'রে যাই !
নামে পাষাণ গলে, ভাসে জলে, মর্‌লে নবীন জীবন পাই !
নাম-স্মরণেতে হয়, প্রাণে মধুর প্রেমোদয় ;
(যাহা) প্রাণে উঠে, প্রাণে ফুটে, প্রাণেতেই লয় ।
এ নাম স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ছেড়ে, হৃদয়-ঘরে করে ঠাঁই ।

নাম স্মরণে সরল, যত মনের গরল,
আলোর কাছে আঁধার যেমন, তেমনি অবিকল,
এমন জাগ্রত জীবন্ত নাম আর জন্মে কভু শুনি নাই।
নাম নিতে নিতে বল, আবার অনন্ত সম্বল,
তাই বলি মন বিনয় ক'রে, ব্রহ্মনামটি বল ;
এই নাম নিয়ে বাঁচ কি মর, কিছুতেই ক্ষতি নাই।
এই নামেরি ছাটে, আঁধার কুয়াসা কেটে,
প্রেমের সূর্য্য উদয় হ'য়ে, শুভদিন ঘটে ;
নামে প্রেম উথলে, মন বদলে, আঁধারে আলোক পাই !

৯৬৮

বল রে বল রে বল রে বল "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" ;
পাইলে ব্রহ্ম-কৃপার বিন্দু হইবে শীতলং।
হৃদয়-কাননে ফুটিবে ফুল, চারিদিক্ হবে সৌরভে আকুল ;
ব্রহ্মকৃপা-গুণে অবশ হৃদয় হইবে সবলং।
জীবনের যত পাপ তাপ ভার, ব্রহ্মকৃপা-গুণে হবে ছারখার ;
মরণ ঘুচিবে, জীবন পাইবে, হইবে নির্ম্মলং।
হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার, উথলিবে প্রেমসিন্ধু-পারাবার ;
দেখেছ না যাহা দেখিবে এবার, হইবে বিহ্বলং।
কি ভয় ভাবনা ব্রহ্মকৃপাগুণে, কি করিবে শোক-তাপের আগুনে ;
ব্রহ্ম বলে বল কর, সেই গুণে হবে না বিকলং॥

৯৬৯

ব্রহ্মনাম-সাগরের জলে ডুব্ দে রে "জয় ব্রহ্ম" ব'লে ;
ডুব্‌লে নব জীবন পাবে, প্রাণ খেলিবে প্রেম-হিল্লোলে ।
নাম-সাগরে অমূল রতন, তুলিতে ভক্ত-মহাজন,
(তারা) ডুব্ দিতেছে অবিরত, এ জগতের সকল ভুলে ॥

[কীর্ত্তনভাঙ্গা, একতালা]

৯৭০

ব্রহ্মনাম-সুধারসে ডুব দিয়ে মন থাক্ রে !
তোমার দুঃখেতে সুখ উপজিবে, ঘুচিবে বিপাক রে ।
নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে, মরা ভ্রমর গুঞ্জরিবে,
প্রেমের খেলা দে'খে শুনে হইবে অবাক্ রে ।
(নামে) প্রেম উথলে যখন মনে, বুড়' নাচে ছেলের সনে,
(তখন) সমান ভাবে গুণে আনে, এক পয়সা আর লাখ্ রে
ব্রহ্মনাম-রসনে মাজ্‌লে বদন, ঘুচে যাবে সকল রোদন,
এই যে অপার ভব-নদী, তাতে পাবি সাঁকো রে ।
(নাম-) পরশে রস, রসেতে বশ, বশ বিনা সকলি নীরস,
(ও ভাই) যাঁর বশে হয় সকল সরস, এমন মধুর চাক্ রে !
হৃদে পরশ নৈলে, হাজার কৈলে, (কেবল) ত্যক্ত হবে ব'লে ব'লে
(ফলে) এই রসে না রসিক হ'লে, মানব জীবন ফাঁক্ রে !

[টোড়ি, খেম্‌টা]

৯৭১

একবার বল্ বল্ মন-বুল্‌বুল্-পাখী, বল্‌রে ব্রহ্ম-বোল্!
বল্ রে এই-বোল্ সেই-বোল্ ছাড়িয়ে সেই বোল্,
যেই-বোলে হরি বিভোল!
(ভবে) সেই বুলিই বোল্,
তাই বলি রে বোল্, বল্ রে, বোল্ বল্, মন মিশায়ে বল্!
বৃথা আবোল্-তাবোল্ বলিয়ে কি ফল্, ছেড়ে দে সব গণ্ডগোল!
(পাখী) সেই বুলিই বল্,
ব'লে ব'লে বাড়া রে বল রে, (নৈলে) কিসে পাবি বল?
তুই বল্ না, পাখী, বল হয় না কি, প্রাণ ভ'রে বলিলে বোল্!
এই সংসারের ঘুর-পাক্,
যারে দে'খে লাগে তাক্ রে, যারে দে'খে লাগে তাক্,
সেই তাকে-তাকে তাকিয়ে তাঁকে, ফাঁকে-ফাঁকে বল্ সে বোল্!
(সংসার-পাকের)
বোল্ বড়ই রসাল,
তাতে নাই কিছু মিশাল্ রে, তাতে নাই কিছু মিশাল্!
যত গর্‌শাল* চলে বোলের বলে, সার পেয়ে যায় বাঁশ, যে খোল্।
বোল্ এতই সরস,
রসে আপনি করে বশ রে, রসে আপনি করে বশ!
তাই অবশ প্রাণী বশ পাইয়ে কেবল বলে "বল্ সে বোল্!"

[তাল ছব্‌কি। সুর, "ধর্ ধর্ ধর্ পোষা পাখী"]

---

* গরশাল=অসার কাষ্ঠ।

৯৭২

ব্রহ্মপ্রেম-সাগরের জলে জীবন-ভেলা ভাস্‌বি কবে রে ?
সাগর-জলে জাহাজ চলে রে, জাহাজ ঝড় তুফানে ডোবে,
সেই তরঙ্গে কে দেখেছে রে, কলার ভেলা ডোবে কবে রে ?
সাগরের তরঙ্গ পেলে রে, ভেলার আনন্দ উথলে,
সেই তরঙ্গের চূড়ায় ব'সে রে, ভেলা ব্রহ্ম-দোলায় দোলে রে।
দুল্‌তে দুল্‌তে যখন ভেলা রে, পাটে-পাটে খ'সে যায়,
কতই রঙ্গে তখন ভেলা রে, সাগর-সঙ্গ লাগায় গায় রে !
ভেলায় নাই রে ভুরা* লোহার বাঁধ, যে তারে চুম্বকে টানিবে,
নির্ভয়েতে কলার ভেলা রে, অভয় ব্রহ্ম-স্বরূপ ভাবে রে ॥

[খেম্‌টা। সুর, "মন ফকিরের মনের কথা"]

প্রেম ভক্তি

৯৭৩

প্রেম বিনা কি সে ধন মিলে ?
জগৎ সৃষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে।
জ্ঞানালোকে দেখ্‌বে যদি, প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে ;
আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোল-আঁধারে ঘুরে ম'লে !
প্রেম বিনে তা মিল্‌বে ত না ! কি ধন মিলে প্রেম না হ'লে ?
তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে !
প্রেমে হাসায়, প্রেমে কাঁদায়, প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে ;
এ সব প্রেমের কার্য্য, প্রেমের রাজ্য, প্রেম আছে সকলের মূলে।

ভুরা — অনেক।

প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে ;
ও রে, প্রেম ল'য়ে যায় তাঁরি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হ'লে !
প্রাণ ছাড় ত প্রেম ছেড়ো না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে ;
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে ॥

[প্রসাদী সুর, একতালা]

৯৭৪

কর ব্রহ্ম-প্রীতি, প্রিয়কার্য্য ; এই ত উপাসনা ।
নইলে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদি, কিছুতেই হবে না ।
প্রাণের প্রীতি বিনে, পায় কি ব্রহ্ম-ধনে ?
যেমন অগ্নি বিনে, শত আয়োজন রান্ধিতে পারে না ।
কর ব্রহ্ম প্রতি মনে শুদ্ধ প্রীতি,
যেমন সতী করে পতির প্রতি, সেই প্রীতি দেখ না !
ভালবাসি যারে, প্রীতি করি তারে,
এই প্রীতির নামই ভালবাসা, প্রীতি আর কিছু না ।
এই জগতসংসার, এত ভালবাসা যার,
আগে সেই জগতে ভালবেসে, শিক্ষা কেন কর না !
আগে প্রীতি হ'লে, প্রিয় সঙ্গে চলে,
কেহ প্রিয়জনের প্রিয়-কার্য্য না ক'রে পারে না ।
হ'লে জগত সাধন, জানে জগতের মন,
তাই আপনা মতন জগৎ দেখে, ভেদজ্ঞান থাকে না ॥

[বাউলের সুর, একতালা। সুর, "ওহে দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল"]

৯৭৫

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে !
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হ'লে।
অবিরাম হ'য়ে নত, চ'লে যাও নদীর মত,
কলকলে অবিরত "জয় জগদীশ" ব'লে।
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহ-পাড় ভাঙ্গ' সমূলে,
চেও না কোনও কূলে, শুধু নেচে গেয়ে যাও রে চ'লে।
সে জলে নাইবে যারা, থাকবে না মৃত্যু জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধু'লে।
যারা সাঁতার ভুলে নামতে পারে,
(তাদের) টেনে নে' যাও একেবারে,
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে' যাও, সেই পরিণাম-সিন্ধু-জলে ॥

[বাউলের সুর, গড়খেমটা]

৯৭৬

সবারে বাস্‌রে ভালো !
(নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।
আছে তোর যাহা ভালো, ফুলের মত' দে সবারে।
করি তুই আপন-আপন, হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপণ বিলিয়ে দে তুই যারে-তারে।
যারে তুই ভাবিস্ ফণী, তারো মাথায় আছে মণি ;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশী ; ভবের বনে ভয় বা কারে !

সবাই যে তোর মায়ের ছেলে, রাখ্‌বি কারে, কারে ফেলে ?
একই না'য়ে সকল ভা'য়ে যেতে হবে রে ও-পারে !
[ভৈরবী, একতালা । কাকলি, ২।২৭]

৯৭৭

এল প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা !
ধারায় স্নান করিবি, পান করিবি, আয় রে ভাই তোরা।
যাবে কাদা মলা ধু'য়ে, জুড়াইবে তাপিত হিয়ে ;
প্রেম-গঙ্গার বিন্দু পিয়ে, হবি আত্মহারা।
যশোমান লয়ে ভুলে, দাঁড়াইয়ে কি থাক্‌বি কূলে !
"জয় দয়াল হরি" ব'লে ডুব্‌লে না যায় মারা !

প্রাণ ব্রহ্ম

৯৭৮

প্রাণ ব্রহ্ম, তোমার মর্ম্ম জানে যেই জীবনে,
সে জন চায়, দেখে তোমায় শয়নে ভোজনে গমনে।
দেখিয়ে তোমার অনন্ত কিরণ, চাঁদেরে দেখিয়ে চকোর যেমন,
ঘুরি ঘুরি চায়, চাওয়া না ফুরায়, যত চায়, আরো চায় মনে।
চাতক যেমন মেঘের আশে, 'মেঘ' 'মেঘ' বলি উড়ে আকাশে,
মেঘ পানে চায়, মেঘ পানে ধায়, মেঘ বিনা আশা নাই মনে।
ভ্রমর যেমন পাইলে ফুল, ফুলে মিলে দোলে আনন্দে আকুল,
সুন্দর ফুলেরে কি সুন্দর হেরে, উড়ে উড়ে ঘোরে সেইখানে।
আহা ! অলি যবে মধুপানে রত, কোথা আছে সে কিছুই জানেনা ত,
ফুলে মধু খায়, ফুলেই গড়ায়, ফুলে ভুলে যায় আপনে ॥
[ললিত, খয়রা]

৯৭৯

কি ক'রে করিব তব উপাসনা ?

দুইয়ে তিনে মন ভরিল, একেতে ঐক্য হ'ল না !

একে সংসার, দুইয়ে ধর্ম্ম, জল্পনা কল্পনা কর্ম্ম

ক'রে ক'রে স'রে পড়ি, একে ঠেক্ ধর্‌তে পারি না।

তুমি থাক ঠাকুর ঘরে, আমি বসিয়ে দুয়ারে,

স্তুতি-নতির পূজা ক'রে, যোগ বিয়োগ কিছু বুঝি না।

তাই বলি নাথ,—কি উপাসি ? প্রতিদিনই উপবাসী,

উপাসনায় বসি বসি উপবাস বিনা ঘটে না।

ও হে আমার অন্তর্যামী, উপাসনাই ত তুমি,

তুমি আমার কত তুমি, তুমি কি তাহা জান না ?

[মিশ্র ভৈরবী, মধ্যমান]

তরণী

৯৮০

ভবপারের তরী তোদের লেগেছে তীরে,

ও রে সকাতরে ডাক্‌লে তারে নেবে রে পারে।

জায়গার কমি নাই নায়েতে, জাতের বিচার নাই বসিতে,

(তোরা কে যাবি রে, ভব পারের তরণীতে, এমন সুযোগ আর পাবিনে)

চলে নাও দ্রুতগতিতে এক হালের জোরে।

যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ড না'য় নিতে পারে,
(সামান্য নয় রে, এ তরী তরীর মত')
কিন্তু প্রেমিক ভিন্ন নেবে না রে, আস্‌তে হয় ফিরে।
কাঙ্গাল এখন ফিকির ক'রে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে;
(আমার কি হ'ল রে, পারে যাওয়া হ'ল না, আগে তারে প্রেম না ক'রে)
দয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে॥

[ঝিঁঝিট-কীর্ত্তন কাওয়ালি]

৯৮১

ও রে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনেব ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে, ক'র্‌বে তরী পার।
তুফান যদি এসে থাকে, তোমার কিসের দায় ?
চেয়ে দেখ ঢেউয়ের খেলা, কাজ কি ভাবনায় ?
আসুক্ না কো গহন রাতি, হোক্ না অন্ধকার,
হালের কাছে মাঝি আছে, ক'র্‌বে তরী পার।
পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস্ মেঘে আকাশ ডোবা,
আনন্দে তুই পূবের দিকে দেখ না তাবার শোভা!
সাথী যারা আছে, তারা তোমার আপন ব'লে,
ভাব' কি তাই রক্ষা পাবে তোমারি ঐ কোলে ?
উঠ্‌বে রে ঝড়, দুল্‌বে রে বুক, জাগবে হাহাকার,
হালের কাছে মাঝি আছে, ক'রবে তরী পার॥

[গীতলেখা, ৩।১৭]—৯ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৯৮২

ভাব্‌না কি আর, চল এবার, নাম-তরীতে ভাই সকলে।
ডাকি সবে প্রেমভরে, মিলি সবে দলে দলে।
ঘাটে বাঁধা নামের তরী, দয়াল সেজেছে কাণ্ডারী,
দেখ্‌বি, কেমন ধর্‌লে পাড়ি, তীরে যাবে হেলে দুলে।
ঈশা মূসা শ্রীচৈতন্য এই তরীর দাঁড় টেনে ধন্য,
(তাতে) রঙ্গে ভঙ্গে কি তরঙ্গ খেলে অকুল সাগর-জলে!
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, কেহ নয়নজলে ভাসে,
প্রেমের নিশান ধ'রে কেহ নাচে আপন প্রেমে গ'লে !

[ঝুলন, আদ্ধা]—৫ মাঘ ১৩২৩ বাং (১৯১৭)

৯৮৩

আপন কাজে অচল হ'লে চল্‌বে না রে চল্‌বে না !
অলস স্তুতি-গানে আসন টল্‌বে না রে টল্‌বে না !
হল যদি তোর না হয় সচল, বিফল হবে জলদ-জল,
ঊষর ভূমে সোণার ফসল ফল্‌বে না রে ফল্‌বে না !
সবাই আগে যায় যে চ'লে, ব'সে আছিস্ তুই কি ব'লে ?
(এখন) নোঙর বেঁধে স্রোতের জলে,
(তরী তোর) চল্‌বে না রে চল্‌বে না !
তীরের বাঁধন দে রে খুলি, ভেসে যা তুই পালটি তুলি,
দিক্ যদি তুই না যাস্ ভুলি (বিধি তোরে) ছল্‌বে না রে ছল্‌বে না !

[বেহাগ, একতালা। কাকলি, ২।১৯]

৯৮৪

ঐ রে তরী দিল খুলে ! তোর বোঝা কে নেবে তুলে ?
সাম্‌নে যখন যাবি, ওরে, থাক্‌না পিছন পিছে প'ড়ে,
পিঠে তারে বইতে গেলি, একলা প'ড়ে রইলি কূলে !
ঘরের বোঝা টেনে টেনে, পারের ঘাটে রাখ্‌লি এনে,
তাই যে তোরে বারে বারে, ফিরতে হ'ল, গেলি ভুলে !
ডাক্‌রে আবার মাঝিরে ডাক্, বোঝা তোমার যাক্ ভেসে যাক্,
জীবনখানি উজাড় ক'রে, সঁপে দে তার চরণমূলে ॥

[ভৈরবী, রূপকড়া । গীতলিপি ৪।১১]—১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৯৮৫

আর নাই রে বেলা, নাম্‌ল ছায়া ধরণীতে,
এখন চল রে ঘাটে কলসখানি ভ'রে নিতে।
জলধারার কলস্বরে, সন্ধ্যা-গগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের পরে সেই ধ্বনিতে।
এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা যাওয়া,
জানি না আর ফির্‌ব কি না, কার সাথে আর হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে ॥

[মিশ্র পূরবী, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৩।১১]—১৩ ভাদ্র ১৩০৬ বাং (১৯০৯)

৯৮৬

মন রে আমার, তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড় !

হালে যখন আছেন হরি, (তোর) যেমন ফাগুন তেমনি আষাঢ় ।

যখন যুঝ্‌বে তরী স্রোতের সনে, (মন রে আমার, মন রে আমাব)

তুই টানিস্ আরও পরাণ-পণে,

যখন পালে লাগ্‌বে হাওয়া, সময় পাবি রে জিরুবার ।

মাঝির সেই গানের তানে, (মন রে আমার, মন রে আমার)

চল্ সাথীর সনে সমান টানে,

চাস্ নে রে তুই আকাশ-পানে, হোক্ না ফর্সা, হোক্ না আঁধার ।

কাজ কি জেনে কোথায় যাবি, (মন রে আমার, মন রে আমার)

কখন ঘাটে নাও ভিড়াবি,

কখন গাঙে লাগ্‌বে ভাঁটা, কখন ছুটে আস্‌বে জোয়ার ।

মনে রাখিস্ নিরবধি, (ভোলা মন রে আমার, মন রে আমার)

যাঁহারি নাও, তাঁরই নদী,

যে ফেল্‌বে তোরে বানের মুখে, সেই ত তরীর কর্ণধার ॥

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা । কাকলি ২।২২]

দ্বাদশ অধ্যায়

কীর্ত্তন, ঊষা-কীর্ত্তন, নগর-সঙ্কীর্ত্তন

অনুতাপ ও ব্যাকুলতা

৯৮৭

পাপে মলিন মোরা, চল চল ভাই ;
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা, ভকত-বৎসল ;
উদ্ধারেন পাপী জনে, দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার-পাথারে,
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত্ হয় রে !
বিলম্ব ক'রো না আর ভুলিয়ে মায়ায় ;
ত্বরিতে লই গে চল তাঁর পদাশ্রয় রে !

কা]—২০ আশ্বিন ১৭৮৯ শক (৫ অক্টোবর ১৮৬৭)। এটি ও ইহার পরের সঙ্গীতটি …াহ্মসমাজের প্রথম দুই কীর্ত্তন।

৯৮৮

পতিতপাবন, ভকতজীবন, অখিলতারণ বল রে সবাই !
বল্ রে বল্ রে বল্ রে সবাই।
যাঁরে ডাক্‌লে পাপী ত'রে যায় রে ;
ও রে, এমন নাম আর পাবি না রে।

…উলের সুর, একতালা।]—২০ আশ্বিন ১৭৮৯ শক (৫ অক্টোবর ১৮৬৭)।
… ও ইহার পূর্ব্বের সঙ্গীতটি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দুই কীর্ত্তন।

৯৮৯

কেমনে যাইব, প্রভো, চরণে তোমার,
কবে ও পদ-পরশে হবে (শুদ্ধ) প্রেমের সঞ্চার !
অশব্দ অস্পর্শ তুমি, অরূপ অব্যয়,
সচ্চিদানন্দঘন, লীলা-রসময় ।
শুদ্ধ অনুরাগে তোমায় লভে ভক্তজন,
বল, কেমনে করিব আমি সেই রস-আস্বাদন !
রূপ রস গন্ধে অন্ধ অবশ পরাণ,
বল কেমনে করিব, নাথ, তোমার সন্ধান !
(আমায় যেতে যে দেয় না, রূপ রস গন্ধ)
তোমার করুণা হ'তে সকলি সম্ভবে ;
আমার সেই এক আশা, তোমার কবে দয়া হবে !

[লোফা । সুর "পাপে মলিন মোরা"]

৯৯০

দয়াল বল না, ও রে রসনা !
সে নাম বলবার এই ত সময় বটে, বল না !
সদা আনন্দে বদন ভরে, বল না !
ও মন এখন যদি (যদি) না বলিবে,
তবে শেষের সে দিন কি হইবে ? (কে বলাবে) (একবার দেখ ভেবে !
সেই দয়াল নামে (নামে) কতই সুধা,
এ নাম পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা ।

দয়াল বলিলে আনন্দ হবে, ও রে মনের আঁধার দূরে যাবে।
অনিত্য সংসারে, ভুলে থেকো না রে,
গাও দয়াময় নাম ভক্তিভরে। (দিবানিশি)

৯৯১

ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌চি হে তোমারে!
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম ব'সে,
ওহে আমায় কি পার করবে না হে; আমি অধম ব'লে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম প'ড়ে!
যাদের পথের সম্বল, আছে সাধনের বল,
(তারা পারে গেল, আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন, তাই র'লেম, র'লেম প'ড়ে হে)
তারা সাধন-বলে গেল চ'লে অকূল পারাবারে!
শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারে পার,
(আমি সেই কথা শুনে, ঘাটে এলেম হে)
(দয়াময় নামে ভবসা বেঁধে হে)
আমি দীন ভিখারী, নাই ক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে!
আমার পথের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,
তাই দয়াময় ব'লে ডাকি তোমায় হে;—অধমতারণ ব'লে—)
অধম কেঁদে আকুল, প'ড়ে অকূল পাথারে, সাঁতারে!

[ ]লের সুর, একতালা]

৯৯২

প্রভু, করুণা কুরু কিঞ্চিত !
কৃপা-ভিখারী কাতর কিঙ্করে, নাথ ! বড় আশা ক'রে এসেছি, নাথ।
(দেখা পাব ব'লে ; ত্রাণ পাব ব'লে ; চরণ পাব ব'লে)
আমি পাপেতে তাপিত হ'য়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে।
(ও হে পতিতপাবন)
প্রভু, স্থান দাও তব চরণতলে, আমায় ত্যজ না পাতকী ব'লে।
(ও হে অধমতারণ)
প্রভু, কৃপাসিন্ধু (-সিন্ধু) তব নাম,
আমায় কৃপা-বারি কর হে দান ॥ (ও হে কৃপাময়)

[খয়রা , সুর, "দয়াল বল না"। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৮০১ শক]

৯৯৩

তোরা আয় রে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন ;
তোদের ব্রহ্মধামে ল'য়ে যেতে, এসেছেন পতিতপাবন।
(ও ভাই) ভবের মেলায়, ধূলো খেলায়, কাটাস্ নে জীবন-রতন ;
তোদের পাপতাপ দূরে যাবে, সফল হবে জীবন !
তোদের কাঙ্গাল হেরি রইতে নারি, এসেছেন কাঙ্গাল-শরণ ;
চল ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করি গে গমন।
ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
এস সবে মিলে ভক্তিভরে পূজি ঐ অভয় চরণ ॥

[বাউলের সুর, একতালা]

৯৯৪

চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে।
শুনেছি না কি তাঁর বড় দয়া, দুখী তাপী কাঙ্গাল জনে।
কাঙ্গাল ব'লে দয়া করে, কেউ নাই আমাদের ত্রিভুবনে ;
আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা, সেই দয়ার সাগর পিতা বিনে !
(আর কে বা জানে রে)
দ্বারে গিয়ে কাতর স্বরে, পিতা ব'লে ডাকি সঘনে ;
তিনি থাকিতে পার্‌বেন না কভু, পাপী জনের কান্না শুনে।
(তাঁর বড় দয়া রে)
নিরাশ্রয় নিরুপায় যত, নিতান্ত সম্বল-বিহীনে ;
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু উদ্ধারিবেন নিজ গুণে।
দুর্ব্বল অসহায় দে'খে কিছু ভয় ক'রো না মনে ;
ও রে, অনায়াসে ত'রে যাব সেই সুধামাখা দয়াল নামে।
চল সবে ত্বরা ক'রে, কিছু সুখ আর নাই এখানে ;
(একবার) জুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয় ছুটায়ে তাঁর শ্রীচরণে।
(প্রাণ শীতল হবে রে)
অজ্ঞান দীন দরিদ্র, যত পতিত সন্তানে,
পিতা অধমতারণ বিলাচ্ছেন ধন, আয় রে সবে যাই সেখানে ॥
(দুঃখ দূরে যাবে রে)

৯৯৫

প্রভু, এস হে হৃদি-মন্দিরে।
তোমায় দীনহীন সন্তানে ডাকে, নাথ!
(পাপে কাতর হয়ে ; ও হে দয়াল পিতা)
এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর। (ও হে শান্তিদাতা)
একবার দে'খে জীবন সফল করি। (অপরূপ রূপ)
এসে পাপীরে পবিত্র কর।
আমার বড় সাধ (সাধ) আছে মনে, তোমায় হেরিব প্রেমনয়নে
একবার হৃদয়মাঝে (মাঝে) উদয় হও, হ'য়ে দীনহীনের পূজা লও
তোমায় পাবার আশে, আমরা ডাকি সবে,
দাসের বাসনা পূরাতে হবে॥ (বাঞ্ছাকল্পতরু)

[খয়রা। সুর, "দয়াল বল না"]

৯৯৬

সদা দয়াল দয়াল দয়াল ব'লে ডাক্ রে রসনা।
যারে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে রে, যাবে ভব-যন্ত্রণা।
তুমি আপন আপন কারে রে বল!
এসেছিলে ভবের হাটে, বৃথা দিন গেল ;
ও ভাই, মোহ-মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, মিছে খেলা আর খেলো না!
শমন এসে বাঁধ্‌বে রে যখন, কোথায় রবে ঘর দরজা, কোথায় রবে ধন
তখন বন্ধু জনায় বিদায় দিবে রে, সাথের সাথী কেউ হবে না॥

[বাউলের সুর, একতালা]

৯৯৭

দয়াময় ব'লে আমরা তাই ডাকি !
তুমি অধমতারণ পতিতপাবন, তাই ডাকি !
নামে মহাপাপী ত'রে যায় হে ; তুমি কাঙ্গাল ব'লে দয়া কর ;
তুমি দুঃখী ব'লে ভালবাস ; তুমি পাপী-তাপীর মুক্তিদাতা। তাই ডাকি !
(তোমা বই আর কেহ নাই নাথ,—এ সংসারের মাঝে ;
তোমায় ছেড়ে রইতে নারি,—একাকী সংসারে ,
তোমায় ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হয় হে,—দয়াল পিতা ব'লে।—তাই ডাকি !
পাপী ডাক্‌লে দয়াল (দয়াল) পিতা ব'লে,
(পাপে তাপে কাতর হয়ে হে)
তুমি স্থান দাও চরণতলে,—তাই ডাকি !
(তোমার সর্ব্বজীবে সমান দয়া ; তোমার দুঃখী ধনী সবাই
সমান : তোমার কাছে জাতের বিচার কিছু নাই হে,—তোমার
কাছে যেতে ; তুমি দুর্ব্বলের বল, কাঙ্গালের ধন।—তাই ডাকি।
যে জন কাতর প্রাণে (প্রাণে) তোমায় ডাকে,
(ভবসিন্ধুর মাঝে প'ড়ে হে)
তুমি চরণতরী দাও তাকে, তাই ডাকি ! (ও হে ভবের নাবিক)
তুমি রাজার রাজা, তুমি গুরুর গুরু, (তোমার তুল্য কেহ নাই হে)
তুমি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু,—তাই ডাকি !
(তোমায় ডাক্‌লে পাপী দেখা পায় হে ; তোমায় না দে'খে
প্রাণ কেমন করে ; তোমার তরে প্রাণ কাঁদে।—তাই ডাকি।

[খেম্‌টা]

৯৯৮

অখিলতারণ ব'লে একবার ডাক' তাঁরে।
একবার ডাক' তাঁরে ভক্তসঙ্গে, ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় ব'লে। (একবার হৃদয় খুলে)
যদি ভবসিন্ধু-পারে যাবে, ডাক' তাঁরে ত্বরা করে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় ব'লে ॥ (একবার মনের সাধে)

[একতালা]

৯৯৯

অন্ধ বিমূঢ় মন, কেন চিন্‌লি না রে ?
(এত হাতের কাছে পেয়েও তাঁরে, কেন চিন্‌লি না রে ?)
(এত প্রাণের ভিতর ধ'রেও তাঁরে, কেন চিন্‌লি না রে ?)
ছায়া-মায়া-মরীচিকায়, কত আর ঘুরিবি হায়,
জান না কি প্রাণ যাবে হাহাকারে পিপাসায় ?
(কেহ রবে না রবে না) (ব্যথার ব্যথী, দুঃখের দুঃখী কেহ)
তিনি বিনা আর, কে আছে তোমার, যাবে আর কার দ্বারে ?
প্রাণের প্রাণ হ'য়ে সদা তিনি কাছে,
তাঁহাতে জীবিত প্রাণ, তাই প্রাণ বাঁচে ;
(এমন কে আছে রে) (অনন্ত জীবন-সখা)
(এখন) তাঁরে প্রাণে হেরে, অনায়াসে ত'রে যাও ভবসিন্ধু-পারে ॥

[খয়রা। সুর, "পাষাণ হিয়া মম কেন কাঁদ না রে"]

১০০০

দয়াময় নাম সাধন কর, নামে মুক্তির ঘাট নিকট হবে।

(নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, নাম সাধনের এই ত সময় বটে ;)

সময় গেলে আর ত হবে না ; নামে মহা পাপী ত'রে যায়,—

সেই দয়াল নামে ; এ নাম পরিত্রাণের মূলমন্ত্র)—নাম সাধন কর।

যদি ভবনদী (নদী) পার হবে,

তবে ভাই ভগ্নী মিলে সবে নাম সাধন কর। (একহৃদয় হ'য়ে)

যদি ধনী হ'তে চাও, সেই নিত্য ধনে,

তবে কপট ত্যজে সরল মনে নাম সাধন কর। (বিনম্র ভাবে)

যদি সুখী হ'তে চাও, এই পৃথিবীতে,

তবে অলস ত্যজে, সরল চিতে, নাম সাধন কর॥ (প্রেমে মত্ত হ'য়ে)

[ ]—১৬ আশ্বিন ১৭৯৫ শক (১৮৭৩)

১০০১

তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব, এমন আর কে বা আছে !

তুমি যেমন পাপীর বন্ধু, এমন সুহৃদ কে বা আছে !

যখন পাপ-সাগরে, প'ড়ে থাকি অন্ধকারে,

তখন আমায় করে ধ'রে উদ্ধারে আর কে বা আছে !

(বল, এমন সহায় কে বা আছে)

যখন শূন্য হৃদয়ে, কাঁদি ব'সে নিরাশ হ'য়ে,

তখন প্রেমভরে আশ্বাসিয়ে, চক্ষের জলে দাও গো মুছে !

(এমন ব্যথার ব্যথী কে বা আছে)

এত ভাল বাস তুমি, (তবু) তোমাকে না চিনলাম আমি,

ছেড়ো না ছেড়ো না তুমি, থেকো আমার কাছে কাছে !

[...লের সুর, খেমটা]

১০০২

এস সবে ভাই হরি গুণ গাই, এমন বন্ধু যে আর কেহ নাই।
জনম হইতে আছেন সাথে সাথে, হরি বিনা মোদের গতি নাই।
অন্তর্যামী দয়াল হরির অজানা ত কিছু নাই,
অন্তরে থাকিয়ে তিনি দেখিছেন সদাই।
(অনিমেষ আঁখি দিয়ে, মোদের গতিবিধি দেখিছেন)
এখন সহজ সবল মন লইয়ে তাঁহার চরণে লুটাই।
মঙ্গলের আধার পিতা, ভুলো না কখন,
বিপদ সম্পদ তাঁরি আশীষ, তাঁরি স্নেহের দান।
(সম্পদের মূলে তিনি ; রোগে শোকে বিপদেতেও আছেন তিনি)
সবারি আদি অন্ত তিনি, তাঁহাতে ডুবিয়া প্রাণ জুড়াই।
তাঁহার করুণা মোদের ফিরে পাছে পাছে,
মোহে অন্ধ হইয়ে হায়, দেখি না চাহিয়ে,
(দেখি না দেখি না, এমন আপন জনে চেয়ে দেখি না)
(আবার) পদে পদে করি কত অপমান,
তথাপি তাঁর দয়ার বিরাম নাই।

[ঝিঁঝিট মিশ্র, একতালা। সুর, "চল চল ভাই মার কাছে যাই, নাচি গাই"]

১০০৩

(ক) একবার এস হে, ও করুণা-সিন্ধু,
ব্যাকুল হ'য়ে ডাকি তোমারে।
তোমা বিনে, পতিতপাবন, পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে।

ও হে অগতির গতি তুমি, হৃদয়-বিহারী,

সুধার নিধি, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি ;

কাতর প্রাণে যে ডেকেছে, পেয়েছে তোমায় ;

তবে কেন বঞ্চিত, নাথ, তবে কেন বঞ্চিত কর আমারে !

(খ) ও নাথ, তুমি ত কৃপা-কল্পতরু, দেখা দিতে যে হবে হে ;

(আমি অধম ব'লে)

ও হে, হৃদয়ে জেনেছি আমি, অধম জনার গতি তুমি,

(পাপীর গতি নাই আর)

তুমি আপনি লোকের গুরু হ'য়ে, পাপীর হৃদয় আপনি দাও ফিরাইয়ে ;

এমন কে বা জানে হে ! (পাপী তরাইতে)

ও হে নাথ, তোমার প্রেম-সিন্ধু, জীব যদি পায় তার এক বিন্দু,

সে বিন্দু হয় সিন্ধু-প্রায়, তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায়।

(পাপ আর রয় না, রয় না) (তোমার কৃপা হ'লে)

[(ক) লোফা। (খ) লোফা, (অন্য সুর)।]

আশা, আনন্দ, নামের গুণ

১০০৪

দয়াময় কি মধুর নাম !

আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে,—কি মধুর নাম !

(নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে ; এ নাম কোথা ছিল কে আনিল ;

এ নাম জীব তরাতে এসেছিল ; এ নাম তোমরা বল, আমরা শুনি ;

নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল ; নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল ; আমার নামে

অঙ্গ শীতল হ'ল ; আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল,—কি মধুর নাম !)

[খেম্‌টা। সুর, "দয়াময় নাম সাধন কর"]

১০০৫

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" সবে বল ভাই !
ও হে ব্রহ্ম-কৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই !
(ইহ পরলোকে হে)
ও হে "সত্যমেব জয়তে" আর চিন্তা নাই ।
(সত্যের জয় হবেই হবে হে)
এস, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়-ডঙ্কা সকলে বাজাই ।
(পরব্রহ্মের কৃপাবলে হে) (নগরের দ্বারে দ্বারে হে)
ও হে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ মনঃপীড়া আর রবে নাই ।
(দয়াময় পিতার রাজ্যে হে) (সব হৃদয় এক হবে হে)
এস আজিকার আনন্দ-ছবি গৃহে ল'য়ে যাই ॥

খেম্‌টা]

১০০৬

নামে কত মধু, কত সুধা, কতই আরাম !
আছে যার নামে ভক্তি, সে জানে নামের শক্তি ;
ভক্তি ক'রে নিলে নাম, কবে কারে বাম ?
কার দুঃখ যায় নি ঘুচে ? কার অশ্রু যায় নি মুছে ?
কার মনে যায় নি থেমে পাপের সংগ্রাম ?
বড় যে জন শ্রান্তক্লান্ত, যার হৃদয় অশান্ত,
বলুক্ দেখি, পায় নি সে কি নামেতে বিশ্রাম ?
নামের গুণ সুধাও তারে, যে ভাস্‌চে নয়ন-ধারে,
(বলুক্) কেন তার অশ্রুধার বহে অবিরাম !

এত সাধ ছিল যার, সে সব কোথা গেল তার ?
(সে) কি অমৃত-সুধা পিয়ে পূর্ণ-মনস্কাম!
নামের সুধা যে খেয়েছে, সে কি ভুলতে পেরেছে ?
হায়, এ সুধা-সাগরে যদি ডুব্‌তে পারিতাম !
যদি জন্মের মত নীরব হ'য়ে ডুব্‌তে পারিতাম !
যদি নামের মালা গলায় প'রে ডুব্‌তে পারিতাম।

১০০৭

ব্রহ্ম নামের নাই তুলনা, নামে মজ মন-রসনা !
(মজ রে মজ রে, আমার মন-রসনা)
নাম-সাগরে ডুব্‌লে পরে, ত্রিতাপ-জ্বালা আর থাকে না।
(এই ভবের জ্বালা আর থাকে না।)
নামের মাঝে নামী আছে, নামে যায় তাই পাপ-বাসনা !
(দেখ রে দেখ রে, নামের কি মহিমা)
নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নামে সকল সাধনা।
(নামে ডোব, ডোব, ও রে মন-রসনা)
নামে ভরা আছে সুধা, মিটে রে তাই প্রাণের ক্ষুধা।
প্রাণের সাধ মিটাতে, এ জগতে, নামের মত' আর মিলে না।
নাম-সাগরে দিবানিশি, ডুবে আছে ভক্ত ঋষি,
তারা সংসার-সুখের পানে মুখ ফিরায়ে চাহিল না !

[কীর্ত্তন, একতালা। সুর, 'বাসনা ক'রেছি মনে প্রেমমুখ নিরখিব']

১০০৮

দয়াল বলে ডাক' !

ব্রহ্মসনাতনে আনন্দ-অন্তরে ডাক' !

সবে মিলে খুলে দাও হৃদয় দুয়ার ;

মানব-জনম সফল কর স্মরণে পিতার।

নৃত্য কর প্রেমানন্দে হইয়ে মগন ;

দয়াল বল দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ।

ছিন্ন হবে হৃদয়-গ্রন্থি স্মরণে তাঁহার ;

নবজীবন পাবে ভবে হইবে উদ্ধার।

ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হ'য়ে, কর তাঁর ধ্যান ;

নাম-গানে নামানন্দ-রস কর পান।

ব্রহ্মযোগে যোগী হ'য়ে, জাগ দিবারাতি ;

জেগে অনিমেষে দেখ প্রভুর মোহন মূরতি।

প্রাণনাথের শ্রীচরণে পড় সবে ভাই ;

ঐ চরণ বিনা এ সংসারে গতি যে আর নাই

প্রণমিয়ে প্রাণেশ্বরে ধন্য হও রে মন ;

ভক্তিভরে অভয় পদ কর আলিঙ্গন।

(দেখো যেন ভুলো না রে।)

[খেম্‌টা]

১০০৯

জপ রে আমার মন 'ওঁ ব্রহ্ম' নাম।

শয়নে স্বপনে জপ, দিওনা বিরাম।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে জপ, জপ অবিরাম।

কলুষ কালিমা যত, বাসনা কামনা শত,
এ নাম-দহনে পুড়ি হবে রে নির্ব্বাণ।
ভয় ভাবনা রয় না নামে, অভয় বাণী বাজে প্রাণে,
নামের মাঝে সুখ শান্তি, আনন্দ আরাম।
'ঐ ব্রহ্ম' নামের মাঝে, অরূপ রূপের স্বরূপ রাজে,
নামেতে ডুবিলে পাবে চিদানন্দ ধাম॥
—১৩৫২ বাং

১০১০

ব্রহ্মনাম ভাই কি মধুর নাম, বল রে ভাই প্রাণ ভ'রে।
ধন্য হবে মানব-জনম, পরব্রহ্মের নাম ক'রে। (দয়াল)
(এস) আমরা যত পাপী তাপী, সবে মিলে তাঁরে ডাকি,
ঐ ব্রহ্মনামে প'ড়ে থাকি, ব্রহ্ম-পদ সার ক'রে। (থাকি)
(মধুর) ব্রহ্মনামটি গান করিব, ব্রহ্মরসে ডুবে রব,
আপনারে পাসরিব, নামের মধু পান ক'রে।। (ব্রহ্ম)
[মিশ্র, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি]

১০১১

ধন্য হবে মানব-জনম, গাও রে ব্রহ্মনাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, পিও রে ভাই অবিরাম।
জীব তরাতে এসেছে রে নাম, পাপীতাপীর প্রাণারাম,
দেবতাবাঞ্ছিত ঐ নাম, নামে বাসনা-বিরাম।
নাম কর ধ্যান, নাম কর জ্ঞান, নামে হবে পরিত্রাণ,
নাম-প্রভাবে দেখ্‌তে পাবে, হৃদয়মাঝে ব্রহ্মধাম॥

১০১২

আনন্দ-বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম।
নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু, পিয় অবিরাম।
(পান কর আর দান কর হে)
যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয়, ক'রো নাম গান।
(বিষয়-মরীচিকায় প'ড়ে হে) (প্রেমে হৃদয় সরস হবে হে
(দেখো যেন ভুলো না রে, সেই মহামন্ত্র)
(বিপদকালে ডেকো তাঁরে, দয়াল পিতা ব'লে)
সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। ("জয় ব্রহ্ম জয়" ব'লে হে)
এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হই পূর্ণকাম॥ (প্রেমযোগে যোগী হ'য়ে হে

[খেম্‌টা। সুর, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্‌ সবে বল ভাই"]

১০১৩

হরিরস-মদিরা পিয়ে মম মানস, মাত রে !
(একবার) লুটহ অবনীতল, হরি হরি ব'লে কাঁদ রে ! (গতি কর ব'লে
গভীর নিনাদে হরি-নামে গগন ছাও রে ;
নাচ হরি ব'লে, দুবাহু তুলে, হরি-নাম বিলাও রে !
(লোকের দ্বারে দ্বারে)
হরি-প্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাস রে ;
গাও হরি-নাম, হও পূর্ণকাম, নীচ-বাসনা নাশ' রে॥

[খয়রা]

১০১৪

মন রে তুই ডাক্‌ ! একবার ডাক্‌ রে দয়াল পিতা ব'লে !
ও তোর হয় না কেন পাষাণ হৃদয়, নামের গুণে যাবে গ'লে ।
(দয়াল নামের গুণে রে ।)
ও তোর ভবের জ্বালা দূরে যাবে, স্থান পাবি তাঁর চরণতলে ।
(আর ভয় নাই নাই রে ।)
ও তোর আনন্দে ভাসিবে প্রাণ, নামামৃত পান করিলে ।
ও রে অপার সেই ভবসিন্ধু, পার হবি রে অবহেলে ॥

[illegible]]

১০১৫

সদা আনন্দে সদানন্দে, হৃদয়-প্রাণ ভ'রে ডাক, ও আমার মন !
ও মন, থেকো না বিষণ্ণ ভাবে বিষয়ে মগন !
ডাক দীননাথ দীনবন্ধু, ও দীনশরণ ;
(আর আমাদের কেউ নাই হে !)
ডাক জগন্নাথ জগবন্ধু, জগত-তারণ ।
(আজ আমাদের দয়া কর হে !)
ডাক প্রাণনাথ প্রাণনাথ, ও প্রাণরমণ ;
(তোমা বই আর গতি নাই হে !)
সফল কর দয়াল ব্রহ্ম নামে মানব-জীবন ।
(এমন নাম আর পাবে না রে !)

[illegible]। সুর "এমন দয়াল নাম সুধা রসে"]

১০১৬

একবার প্রেমানন্দে ব্রহ্ম বল রে ভাই।
(ঐ নাম বল বল রে,) ভবে নাম বিনে আর গতি নাই !
পাপী তাপী তরাইতে, (ভবে) প্রেমের হাট মিলাইতে,
এমন সুধামাখা ব্রহ্মনাম এসেছে রে ভাই !
যদি নাম শুনে ভাই এসেছ রে, তবে ফিরে কেউ আর যেও না
পরব্রহ্ম মোদের আছেন সাথে, আর ভয় নাই ॥

[খয়রা]

১০১৭

নামের মহিমা কত বুঝে সাধ্য কার !
নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নাম জীবনের সার।
ব্রহ্মনামের কি বা গুণ, নিভায় রে পাপের আগুন,
বহে মরুসম শুষ্ক প্রাণে সুধা-রস-ধার !
(সবে গাও ব্রহ্মনাম, খুলি মন প্রাণ, হৃদয়-দুয়ার)
নামেতে হ'লে মতি, ফিরে জীবনের গতি,
ঘুচে দুঃখ দৈন্য, শোকচিহ্ন, মুছে অশ্রুধার।
(বল জয় দয়াময়, জয় প্রেমময়, বল অনিবার)
নামের মাঝে কি যে আছে, কে বলিবে কার কাছে,
নাম যে নিয়েছে সেই মজেছে, ভাষা নাই রে তার !
(গাও জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, দয়াময় নাম সার)

[খেমটা। সুর, "তোমারি নাম গাহিলে কি আনন্দ পাই"]

১০১৮

ব্রহ্মনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে !
বল রে ভাই মধুর স্বরে।
পরম ব্রহ্ম নামটি সাধন ক'রে, কত পাপী গেল ত'রে !
(আমার মত কত পাপী রে)
তাই প্রাণ ভরিয়ে নামটি কর, বলি রে ভাই পায়ে ধ'রে।
ধন প্রাণ মান বল, কিছু নাহি থাক্‌বে রে। (যাদের ভালবাস রে)
পরম ব্রহ্ম অক্ষয় ধন, হৃদয় দাও রে তাঁহারে ॥

[...র সুর, খেম্‌টা। সুর, "বল্ মাধাই মধুর স্বরে"]

১০১৯

এমন কে আছে আর প্রেমের আধার পাপী তরাইতে ?
তাঁর অপূর্ব্ব প্রেম কাহিনী কে পারে কহিতে ?
ভাষা নাই রে তার, নাই তুলনা যার,
হয় বিদ্যাবুদ্ধি পরাজিত সে প্রেম বুঝিতে।
পরশ পেলে কেবল, হৃদয় হয় রে শীতল,
ফোটে নানা রঙ্গে কত যে ফুল কি সুধা-গন্ধেতে !
ভক্ত বাক্যহারা, প্রেমিক মাতোয়ারা,
ভাবুক হাবুডুবু খায় রে সদা সে প্রেমের নদীতে।
সে প্রেম পরশরতন, দেয় রে নব জীবন,
এই প্রেমে মানুষ হয় দেবতা, স্বর্গ ধরণীতে ॥

[...র সুর, একতালা। সুর, "ও হে দিন ত গেল"]—১৩২৪ বাং (১৯১৭)

১০২০

একবার ডাক্ দেখি, মন, ডাকের মতন, "দয়াময়" ব'লে।
এখনি পাবি দরশন, ডাকের মত' ডাকা হ'লে।
বল, আর কত দিন ভবে, পাপের বোঝা মাথায় ব'বে,
অনুতাপে দগ্ধ হবে, জীবন যাবে বিফলে!
তিনি অন্তরের ধন, অন্তরে কর সাধন ;
সঁপিয়ে জীবন মন, তাঁর শ্রীচরণতলে॥

[একতালা]

১০২১

বদনে বল রে সদাই ব্রহ্মনাম!
এমন ধন আর নাই রে কিছু, জগতে জুড়াতে প্রাণ!
হৃদয় খুলে এ নাম নিলে, পাষাণ হৃদয় যায় রে গ'লে,
সুধার ধারা বহে প্রাণে, দুখ অবসান।
নামে নিত্য প্রেমোদয়, ধরা হয় রে সুধাময়,
নামের গুণে এ ভুবনে মিলিবে রে স্বর্গধাম॥

[খেম্‌টা। সুর, "নিতাইরে আর মেরো না মাধা ভাই"]

১০২২

(ক) ও ভাই গুণের সাগর আমার হরি প্রেমময়!
যাঁর কৃপাবলে হ'ল ধর্ম্মসমন্বয়। (জগৎ উদ্ধারিতে হে)
দেশ দেশান্তরে ছিল যত, কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী ভক্ত,
ও রে আমাদের লাগি সবাকার অভ্যুদয়! (যুগ যুগান্তরে রে

(ক) কোথা ছিল গৌর ঈশা, জনক নানক শাক্য মূসা,
মাভৈঃ রবে এসে সবে দিলেন অভয়।
(ভাই ব'লে কোলে নিয়ে রে ; সবই হরির লীলা রে)
যত শাস্ত্র, যত ধর্ম্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম,
সকলের সার মর্ম্ম একে হ'ল লয় ! (জয় ব্রহ্ম জয় বল রে !)

(খ) আমরা তাঁহারি সব নরনারী, কেহ নহে কারো পর ;
এক ব্রহ্মরূপ হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বলিতেছে নিরন্তর।
(তবে আর কেন ভাই ; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই)
(এস প্রেমে গ'লে এক হ'য়ে যাই !)
ছোট কথা ল'য়ে হীনমতি হ'য়ে, মিছে কেন কাল হরি ?
এস, উদার হৃদয়ে অনন্তে ডুবিয়ে স্বর্গরাজ্য ভোগ করি !
(তাঁহারি জয় হবে ; তুমি আমি কোথা রব)
(মনে মনে দেখ ভেবে

(গ) আবার তারাই তারাই সবাই এসেছে রে !
যারা যুগে যুগে জগৎ মাতায়।
(দেশ কাল ভেদ ক'রে ; শিব শুক নারদাদি ; যাজ্ঞবল্ক্য জনক নানক কবীর শঙ্কর শাক্য ; ঈশা মূসা মহম্মদ ; ধ্রুব প্রহ্লাদ গৌর নিতাই ; যোহন পিটার পল্ ; রূপ রঘু রামানন্দ ; সবে মিলে এক সাথে ; সবে মিলাইতে)—এসেছে রে !

[(ক) একতালা, (খ) খয়রা ; (গ) খেমটা। প্রায় অনুরূপ সুর :—(ক) "ও হে দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল" ; (খ) "দেখি এক শাখী" ; (গ) "এমন দয়াল নাম সুধারসে"]

১০২৩

তোমারি নাম গাহিলে কি আনন্দ পাই !
এমন আনন্দ, বিভু, কিছুতে আর নাই !
(তোমার নামের মত' হে ; এ সংসার মাঝে হে)
জগত ঘুরিলে পরে, এ আনন্দ নাহি মিলে,
দয়াময় নাম সংকীর্ত্তনে তাপিত প্রাণ জুড়াই ; (মধুর)
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই ।
মধুর অমৃত নাম, সিক্ত হয় মন প্রাণ,
সিদ্ধিলাভ যথা তব নাম ক'রে যাই ;
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই ।
তোমার দয়াল নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে,
তরে কত ওমর পল, জগাই মাধাই ।
বাসনা আমার, বিভু, পূরণ করিও প্রভু,
নিয়ত থাকিতে পারি যেন তব ঠাঁই ;
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই ॥

[খেমটা]

স্বরূপ, আকাঙ্ক্ষা, নিবেদন

১০২৪

(ক) সত্যং শিব সুন্দর রূপ-ভাতি হৃদি-মন্দিরে,
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে !
(সে দিন কবে বা হবে ; দীনজনের ভাগ্যে, নাথ)
জ্ঞান-অনন্ত-রূপে পশিবে, নাথ, মম হৃদে ;
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ-অমৃত রূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে ;
আমরাও নাথ তেমনি ক'রে, মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ-চরণে,
বিকাইব, ও হে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে ;
এমন অধিকার, কোথা পাব আর, স্বর্গ-ভোগ জীবনে ! (সশরীরে)
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে, পলাইবে পাপ-আঁধার।
(খ) ও হে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ ;
নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব, তোমারে পাইয়ে হে ॥ (সে দিন কবে হবে হে)

[ক] খয়রা। (খ) লোফা, সুর, "একবার এস হে ও করুণাসিন্ধু" গানের "ওহে অগতির গতি তুমি" ইত্যাদি অংশের মত]

১০২৫

অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় !

দেখা না দিলে কে দেখ্‌তে পায় নাথ ! (তুমি দয়া ক'রে ; মনের অগোচর)

কেবল অনুরাগে তুমি কেনা !

প্রভু, বিনা অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা !

তোমায় ধন দিয়ে কে কিন্‌তে পারে !

(ও হে অমূল্যধন ! হৃদয় না দিলে হে ; জীবন না দিলে হে)

তোমায় ভক্তি-পুষ্পে (পুষ্পে) যে জন পূজে,

(ও হে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু হে)

তুমি আপনি এসে দেখা দাও তার হৃদয়মাঝে ॥ (ডাকৃতে না ডাকিতে

[খয়রা । সুর, "দয়াল বল না"]

১০২৬

পতিতপাবন অধমতারণ !

তোমার মহিমা কে বুঝ্‌তে পারে ! (পাপী তাপী বিনে)

প্রভু, দ্বারে দ্বারে না কি ফের ?

কত পাষণ্ড সন্তান, করে অপমান, তথাপি ছাড়িতে নার !

প্রভু, তাড়ালেও না কি এস ?

এ কি ব্যবহার, বড় চমৎকার, পালালে ধরিয়ে বস !

তুমি দীনজনে না কি তার' ?

আমি ঘোর অহঙ্কৃত, মোহে অভিভূত, আমার উপায় কর ।

প্রভু, এসেছিনু যাব ব'লে ;

এখন সে পথ ঘুচিল, পাষাণ গলিল, ভাসালে নয়ন-জলে ॥

[খয়রা । সুর, "দয়াল বল না"]

১০২৭

হে সত্যম্ হে শিবম্, হে অসীম সুন্দরম্,
হে আনন্দ, হে অমৃতময়,
"তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ",
অন্তরে যে এই ধ্বনি হয়।
এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি,
এই তুমি, হে প্রাণস্থ প্রাণ ;
এই ত জীবনসিন্ধু, তুমি পূর্ণ, আমি বিন্দু,
আমাতে তুমিই বর্ত্তমান।
অস্তিত্ব চৈতন্য মম ; কেবা আর তোমা সম !
করি শক্তি জ্ঞানের সঞ্চার,
শুনায়ে বিবেকবাণী, ক্ষুদ্র অসমর্থ জানি,
রক্ষা করে, আমিত্ব আমার।
কি যে মহা প্রেমে মন কর তুমি আকর্ষণ,
আপনার করিবে আমায় ;
সজ্ঞানে অজ্ঞানে তাই, আমিও তোমারে চাই,
সঁপে দিতে চাহি আপনায়।
তব রূপ অনুপম, মধুরম্ মধুরম্,
মধুময় যেন সমুদয় ;
পুলকে হৃদয় মম যেন মধুকর সম
মধুর স্বরূপে ডুবে রয়॥

[একতালা। সুর, "ধন্য সেই জন"]

১০২৮

প্রভু হৃদিরঞ্জন মনোমোহনকারী !
ভগবজ্জন-প্রাণ-প্রাণ, হৃদয়-বিহারী।
(তুমি) প্রাণ-রমণ, হৃদি-ভূষণ, পাপ-হরণ হরি।
(আমার) সাধ সতত হয় যে মনে, ও-রূপ নেহারি ;
দরশন করি মোহ-আঁধার নিবারি ॥
(সেদিন কবে বা হবে)

[খয়রা। সুর, ''হরিরস মদিরা"]

১০২৯

(ক) এই তো হৃদয়ে, হৃদয়ে রে !
আমার প্রাণ-সখা সদা বিরাজিত রে !
আমি যখন ডাকি, (ডাকি) প্রেমভরে,
দেখি, আছেন হৃদয় (হৃদয়) আলো ক'রে রে !
(প্রাণের মাঝে প্রাণ-সখা, ভুবন-মোহন রূপে)

(খ) দেখি এক শাখী পরে, দু বিহগ-বরে সুখে বসবাস করে বে
উভে উভয়ের সখা, প্রেমে মাখা-মাখা, দোঁহে দোঁহায় নিরখে রে !
(তৃষিত ভাবে ; অনিমেষে সদা)
এক জন সুরস রসাল, লইয়ে যতনে, দিতেছে আর সখারে ;
আর জন, লভিয়ে সে ফল, প্রেমেতে বিহ্বল,
সুখেতে ভোজন করে !
(সখা দেখেন কেবল ; ফলদাতা ফল দিয়ে সুখী ; নিরশন থেকে)

(গ) নরাধম আমি, তাই দেখি না রে, (শোকে মোহে মুহ্যমান)
কত শোভা হৃদয়কুটীরে ! (সখার আগমনে)

(ঘ) তুমি আছ, নাথ, মম হৃদয়ে, আমি দেখি না বারেক চেয়ে,
মোহে মগন নিশিদিন :
(চেয়ে দেখি না, দেখি না ; সখা, তোমার অতুল শোভা)
আমি চাহি দারা সুত পানে, চাহি ধন উপার্জ্জনে,
তাহে নহে তিরপিত মন ।
(শান্তি তাহে যে নাই হে ; শান্তি-নিলয় ছাড়ি)
যদি মধুর পিয়াসা নাথ, জলে নিবারণ হ'ত,
(তবে) ধাইত না অলি মধু পানে ।
(এত ব্যাকুলিত হ'য়ে হে ; প্রাণপণ ক'রে)
আমার প্রাণের পিয়াসা নাথ, কিছুতেই ঘুচিবে না ত,
তব প্রেম-মকরন্দ বিনে ।
(পিয়াস কিছুতেই যাবে না ; তোমায় না দেখিলে)
(ঙ) তাই বলি, হে প্রভো, হৃদয়-কানন-মাঝে বিহর, নাথ, নিশিদিন হে)
(আমার হিয়াবন আলো করি)
প্রেম-তটিনী তটে, ও-পদ-পল্লব নিকটে,
(আমি) বৈঠিব আনন্দে, নাথ, হবে কি হেন সুদিন হে !
তুলি সুললিত তান, ডাকিব তোমারে হে.
(অমনি) প্রাণ-সখা দিবে দেখা হৃদয়-মাঝারে হে ।
(আমার হিয়া-বন আলো করি)
(চ) আমি যখন ডাকি (ডাকি) প্রেম-ভরে,
দেখি আছেন হৃদয় (হৃদয়) আলো ক'রে ॥ (ভুবনমোহন রূপে)

[(ক) লোফা । (খ) খয়রা । (ঘ) দশকুশী । (ঙ) একতালা । (গ), (চ) — (ক)]

১০৩০

এই ভবের মাঝে, মা, তোর করুণা বিনা কি বা আছে !
পাপীর দুঃখ তাপে ও যে আশার বাণী,
এই ভবের মাঝে নৌকাখানি ! (তা কেমনে ভুলি !)
যখন অন্ধকারে পাপের ভারে কাঁপি,
তুমি তুলে ধর আমায় বুকে চাপি ! (তা কেমনে ভুলি) !
যখন পাপী ব'লে বিশ্বজনে ত্যজে,
তুমি তুলে নাও আমায় বুকের মাঝে ! (তা কেমনে ভুলি !)
পাপীর চক্ষের জল, তাও তোমার দয়া,
মনস্তাপের মাঝে ও যে শান্তির ছায়া ! (তা কেমনে ভুলি !)

[লোফা। সুর, "এই ত হৃদয়ে"]

১০৩১

(ক) এত দয়া কে করে, দয়াময়ী মা বিনে !
আমি না চাহিতে, আপন হ'তে, আমার সাধনের সাধ পূরান্ তিনি !
ভুলে থাকি মাকে ঘুমের ঘোরে, তিনি জাগান্ এসে আমায় বারে বারে !
(এমন কে আর আছে রে)
(খ) ও রে কি আছে মায়ের দয়ার তুলনা, তুলনা মিলে না ভবে,
আমি ছেড়ে দিতে চাই, ছাড়ে না আমায়, কি যেন সন্ধানে টানে !
(আমার প্রাণে প্রাণে)
(গ) যখন শোকে তাপে প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে,
তাঁর কৃপা এসে আমায় কোলে করে ! (এমন কে আছে রে)

[(ক), লোফা , সুর, "এই ত হৃদয়ে" । (খ), খয়রা ; সুর, "দেখি এক শাখী" । (গ) — (ক)

১০৩২

তুমি ত অন্তরে বাহিরে (আছ মা, মা গো !)
তবু দেখি না দেখি না তোমারে !
বুকে ক'রে আছই মা, পালিছ কতই আদরে,
মোহে অচেতন, হায় আমার মন, না দেখিয়ে ভাসে নয়ন-নীরে !
প্রাণের প্রাণ প্রাণারাম হ'য়েই মা আছ অবিরাম,
আমার ঘুমানো মন, দে'খে স্বপন, শান্তি শান্তি ক'রে ছুটে যায় দূরে !
ভেঙ্গে দাও দাও গো, বিকৃত এ মোহের স্বপন ;
জেগে উঠুক্ প্রাণ গেয়ে তব নাম, প্রকাশ দেখি, মা অন্তরে বাহিরে ॥

[মনোহর সাহী, লোফা]

১০৩৩

কবে সহজে মা ব'লে জুড়াব প্রাণ। (দয়াময়ী গো)
এমন কি আছে, যেমন মিষ্ট মায়ের নাম !
আমি পারি কি তোমায় ছেড়ে, থাকিতে এ সংসারে, (দয়াময়ী গো)
আছে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান !
শিশু ছেলের মত', ডাকিব নিয়ত, কবব কোলে ব'সে স্তন্য-সুধাপান ;
এবার পূজিব মায়ের চরণ, হেরিব মায়ের আনন,
(বড় সাধ গো) এবার গাইব বদন ভ'রে মায়ের নাম !

[আলাইয়া কীর্ত্তন, তেওট। সুর, "আর বলব কি যেমন"]

১০৩৪

তুমি এত মধুময়, এত প্রেমময়, কে জানিত, বল হরি !
(আমি না জেনে তোমায় ভুলে ছিলাম ;
আমি না বুঝে তোমায় ভজি নাই হে)
এখন শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, আর কি ভুলিতে পারি !
(প্রাণ-সখা, তোমায় ; জীবন থাঁকিতে হে)
(সখা) জননী-জঠরে, নিজে কোলে ক'রে, রেখেছিলে তুমি মোরে ;
(যখন আমি আমায় জানিতাম না ;
যখন চেতনা ছিল না আমার)
(তোমার) এত প্রেম, হরি, ভুলিতে কি পারি,
(প্রেমের তুলনা মিলে না হে)
বাঁধা আছি প্রেম-ডোরে।
(চির দিনের মত' ; এ জীবনের মত')
(আমার) জনম হইতে, আছ সাথে সাথে,
ছাড় না নিমেষের তরে !
(আমি ছাড়িলেও তুমি ছাড় না হে)
(এত প্রেম কোথা পেলে হে হরি)
আমি যে পথেতে যাই, যে দিকেতে চাই,
(দেখি) আছ সব আলো ক'রে। (ভুবনমোহন রূপে)
(আমার) রোগ-শয্যায়, ও হে দয়াময়, ব'সে থাক দিবানিশি,
(আমার জননীর জননী হ'য়ে ; এক তিলেকের তরে নড় না হে)

(আবার) বিপদের কালে, মাভৈঃ মাভৈঃ ব'লে,
(ও হে বিপদ-ভঞ্জন দয়াল হরি)
কোলে লও ছুটে এসে ! (কত স্নেহভরে ; ধন্য ধন্য তুমি)
আমি বুঝেছি এবার, ও হে প্রাণাধার, বিপদ বিপদ নয় ;
(আমি বিপদে তোমায় নিকটে পাই হে)
তুমি বিপদের ছলে, নিকটে যে এলে, দিলে প্রেমের পরিচয় !
(ও হে দয়াল প্রভু)

[একতালা । সুর, "ধন্য সেই জন"]

১০৩৫

ও হে, তোমার গুণের কথা বল্‌ব কত আর !
লক্ষ রসনায় বলা যদি যায়, তবু নাহি হয় শেষ কথার !
রসনার মূলে করিলে নৃত্য, বাহিরয় কত গূঢ় তত্ত্ব ;
চলে কীর্ত্তন-আলাপ নিত্য, রসনায় বহে সুধা-ধার ।
(যখন) করাও এ করে পদ-পরশন,
শত করী বল পাই হে তখন ;
কত অসাধ্য করি সাধন, উপজে বিস্ময় আমাতে আমার !
(যখন) ঢাল বচন শ্রবণে, সঙ্গীত উঠে ভুবনে,
শুধু তব বাক্ বহে পবনে, বাজে কাহিনী তব মহিমার !
নয়ন-সমুখে হও হে প্রকাশ, বিশ্বে নিরখি ও রূপ-রাশ,
বদনে বদনে তোমারি হাস, মেশামেশি রূপে একাকার !

[একতালা]

১০৩৬

(ক) অনাথের নাথ হে, দীনদয়াল প্রভু তুমি !
(যার কেহ নাই, তার তুমি আছ)
সকল মঙ্গলের মূলে তুমি, তুমি শিবং প্রেমপূর্ণং।
(এমন কে আর আছে হে)
(খ) ও হে সকলের মূলে তুমি আছ ব'লে মধুময় এ সংসার!
তোমার প্রেমের তুলনা মিলে না, মিলে না,
তুমিই তুলনা তার!

[(ক), লোফা; সুর, "এই ত হৃদয়ে"। (খ), খয়রা, সুর, "দেখি এক শাখী"]

১০৩৭

প্রাণরমণ, হৃদি-ভূষণ, হৃদয়-রতন স্বামী!
(আমি)পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত, তথাপি তোমারি আমি।
(আমার আর কেহ নাই)
(ও হে) তুমি হে আমার জীবন-আধার, চিরদিন তব আমি!
(আমার) আঁখির জ্যোতি, শ্রবণের শ্রুতি, কণ্ঠমাঝে তুমি বাণী,
শরীরে শকতি, হৃদয়ে ভকতি, মনোমাঝে চিন্তামণি।
(আমার) দর্শন শ্রবণ, পরশ মনন, সকলেরই মূলে তুমি,
(তবু) তোমায় না দেখিয়ে, মোহে অন্ধ হ'য়ে, করি শুধু 'আমি' 'আমি'!
(ও হে) দাও খুলে আঁখি, প্রাণ ভ'রে দেখি, তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী,
অন্তরে বাহিরে নিরখি তোমারে, শুনে চলি তব বাণী॥

[মনোহর সাহী, খয়রা। সুর, "প্রভো কি নিবেদিব আমি"]

১০৩৮

(ক) বিশ্বরাজ হে, আমায় কেন ডাক সখা ব'লে আর!
(আর ডেকো না, ডেকো না; অমন ক'রে সখা ব'লে)
তোমার মধুমাখা ডাকে, হরি, আমি নিদারুণ লাজে মরি!
(আর ডেকো না, ডেকো না)

(খ) কলুষ-সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে,
তার কি গুণে ভুলিয়ে, পুণ্যময় হরি, সখা ব'লে ডাক তায় হে!
(এ কি ভালবাসা)
যে জন মোহমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত, গরবে গর্ব্বিত রয় হে,
তার কি গুণ স্মরি, দেব-দুর্ল্লভ হরি, সেধে ভালবাস তায় হে!
(অবাক্ হই হে হরি)
আমি বুঝিনু এখন, পতিত পাবন, তোমার প্রেমের রীত;
যে জন চাহে না তোমারে, চাও তুমি তারে, সাধিয়ে বল সুহৃদ্!
(তোমার প্রেমের সীমা কোথায়, প্রভু)

(গ) আমি থাকি সদা ঘুমের ঘোরে, কেন ডেকে পাগল কর মোরে!
(আর ডেকো না, ডেকো না; এমন নরাধমে)
যদি ছাড়িবে না, দীনবন্ধু, দেখাতে ঐ প্রেমসিন্ধু,
তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে।
(আর ছেড়ো না, ছেড়ো না; দীনহীন পাপী ব'লে;
নৈলে আর ডেকো না, ডেকো না; অমন ক'রে বারে বারে)

[(ক) লোফা; সুর "এই ত হৃদয়ে"; (খ) খয়রা; সুর, "দেখি এক শাখী"। (গ) = (ক)]

১০৩৯

(ক) এত কাছে কাছে, হৃদয়ের মাঝে, রয়েছ হে তুমি হরি!
(কিন্তু) মনে ভাবি আমি, কত দূরে তুমি, রয়েছ আমায় পাসরি!
(আমি পাপী ব'লে)
(যেমন) ছায়াবাজীকরে, কত খেলা করে, আড়ালে লুকায়ে থেকে ;
(পাছে কেহ দেখ্‌তে পায়)
(তেম্নি) আমাদের ল'য়ে লীলামত্ত হ'য়ে তুমি রেখেছ তোমারে ঢেকে ;
(পাছে ধ'রে ফেলি)
(যেমন) কি ফুল ফুটেছে, কোন্ বনমাঝে, না জেনেও অলি ধায় ;
(ফুল-গন্ধে মত্ত হ'য়ে)
(তেমনি) না বুঝে না জেনে, তোমারি সন্ধানে,
(আমার) প্রাণ কোথা যেতে চায়! (ঘরে রইতে নারে)
(নিজ) নাভিগন্ধে মত্ত, মৃগ ইতস্ততঃ ছুটে গন্ধ অন্বেষণে,
(কোথা গন্ধ না জেনে)
(তেমনি) তোমায় বুকে ধ'রে, আকুল তোমা-তরে,
(আমি) ছুটে বেড়াই ভব-বনে! (কোথায় আছ বলে)
(যেমন) আলোক-সাগরে অন্ধ স্নান ক'রে, আলো কেমন বুঝ্‌তে নারে,
(কত অনুমান করে তবু)
(তেমনি) তোমাতে বাঁচিয়া, তোমাতে ডুবিয়া,
(তবু) বুঝ্‌তে নারি হে তোমারে! (ও হে কেমন তুমি)
(খ) দেখা যদি নাহি দিলে, দুই আঁখি কেন দিলে!
কেন দিলে এই প্রাণ মন! (হরি হে)

ধরা যদি নাহি দিলে, কেন মন মাতাইলে,
কেন প্রাণে এই আকর্ষণ! (হরি তোমার তরে হে)
খুলে দাও আঁখির ডোর, ঘুচাও এ মোহ-ঘোর,
দূর কর যত ব্যবধান। (হরি হে)
এই তুমি, এই আমি, এই ত হৃদয়-স্বামী,
দেখা দিয়ে জুড়াও পরাণ। (জীবন সার্থক কর হে)

[(ক) একতালা, সুর, "ধন্য সেই জন", (খ) কাওয়ালি, সুর, "প্রভো আশীষ কর"]

১০৪০

হৃদে হের্‌ব আর অভয়-চরণ পূজ্‌ব হে!
তোমার দরশনে, দীনবন্ধু, জীবন্মুক্ত হব।
তোমার প্রেমামৃত-পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব। (ক্ষুধা দূরে যাবে হে)
তোমায় ভ্রাতা ভগ্নী মিলে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিব।
(তোমার অভয় পদে হে)
তোমার প্রেম-সিন্ধু-নীরে তাপিত হৃদয় জুড়াইব।
(জ্বালা দূরে যাবে হে)
তোমার দয়াময় নাম সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দে মাতিব।
(মাতিব আর মাতাইব হে)
তোমার আনন্দময় রূপ হেরি আনন্দে মাতিব।
তোমায় দেখে শুনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিব।
তোমার পুত্র-কন্যাগণে প্রেম-নয়নে হেরিব ॥

[খেম্‌টা]

১০৪১

দাও খুলে জ্ঞান-আঁখি!

একবার অনিমেষে তোমায় দেখি। (বড় সাধ মনে ; ও হে জ্ঞানময়)

অজ্ঞান-আঁধারে, পাপ-নিকরে, বিপথে নিয়ে যায় ডাকি,
পথ পাই না দেখিতে, তাই তাদের হাতে চলিতেছি থাকি থাকি।
(অন্ধের দশা দেখ ; আমার দশা দেখ)
দিলে অশন বসন, প্রিয় পরিজন, কিছু না রাখিলে বাকি,
আমার রোগে কি বিপদে, ঘোর বিষাদে মাভৈঃ বল প্রাণে থাকি ;
(এত দয়া তোমার ! ও হে দয়াল প্রভু)
(আবার) কাছে কাছে থাকি, 'আয়' ব'লে ডাকি,
প্রাণ কাঁদাও কেন তব লাগি ?
প্রভু, এ যে ব্যবহার বুঝি না তোমার, অন্ধজনে সাজে এ কি !
(বিলম্ব যে সয় না প্রভু)
(ডাক শুনি, তবু দেখ্‌তে পাইনে, এ যে সয় না প্রভু)
(বল) আর কতদিন, হ'য়ে দৃষ্টিহীন, ঘুরিব আঁধারে থাকি ?
(প্রভু) আজ এ অন্ধের কর চক্ষুদান, কাতরে তোমায় ডাকি ॥

[মনোহর সাহী, খয়রা। সুর, "প্রভো কি নিবেদিব আমি"]

১০৪২

কি সুখ জীবনে মম, ও হে নাথ দয়াময় হে ;
যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ চির মগন না রয় হে !
অগণন ধনরাশি, তায় কি বা ফলোদয় হে,
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে !

সুকুমার কুমার-মুখ দেখিতে না চাই হে,
যদি সে চাঁদ-বয়ানে, তব প্রেম-মুখ দেখিতে না পাই হে !
কি ছার শশাঙ্ক-জ্যোতিঃ, দেখি আঁধারময় হে,
যদি সে চাঁদ-প্রকাশে, তব প্রেমচাঁদ নাহি হয় উদয় হে !
সতীর পবিত্র প্রেম, তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেম-কনকে তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে !
তীক্ষ্ণ-বিষা ব্যালী-সম সতত দংশয় হে,
যদি মোহ পরমাদে, নাথ, তোমাতে ঘটায় সংশয় হে !
কি আর বলিব, নাথ, বলিব তোমায় হে,
তুমি আমার হৃদয়-রতন-মণি, আনন্দ-নিলয় হে !

[আলাইয়া কীর্ত্তন, খয়রা]

১০৪৩

চঞ্চল অতি, ধাওল মতি, নাথ-তরে ভব-ভুবনে !
শশী ভাস্কর, তারা-নিকর, পুছত সলিল পবনে।
(ও কেউ দেখেছ না কি ? আমার হৃদয়-নাথে)
হে সুরধুনি, সাগর-গামিনি, গতি তব বহু দূরে ;
(সাগর সম্ভাষিতে)
হেরিলে কি তুমি ভরমিয়া ভূমি, যাঁর তরে আঁখি ঝরে ?
(তোমার ধারার মত')
মিহির ইন্দু, কোথা সে বন্ধু ? দিঠি তব বহু দূরে।
(গগন-মাঝে যে থাক ; বল্‌লে বল্‌তেও পার)
হেরিছ নগর, সরসী সাগর, নাথ মম কোন্ পুরে ?

[মনোহর সাহী, খয়রা। সুর, "প্রভো কি নিবেদিব আমি"]

১০৪৪

একটি ভিক্ষা আজ দিতে হবে হে আমায়, দীনবন্ধু হে !
ঐ অভয় চরণ, পেতে আকিঞ্চন, নিয়ে কর্‌ব হে হৃদয়ের ভূষণ ।
নিত্য ভক্তি-জলেতে ধোব, নয়ন ভ'রে দেখিব, বাসনা হে ;
বল্‌ব, "কৃতার্থ করেছেন আমায় দয়াময় ।"
কি স্বদেশে কি বিদেশে, নিয়ে রাখ্‌ব হে হৃদয়ে গেঁথে ;
পাপ-যন্ত্রণা দূরে যাবে, বিপদ সম্পদ হবে, দীননাথ হে,
তুমি কৃপা করিয়ে একবার হও সদয় ॥

[তেওট । সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"]

১০৪৫

কার তরে উদাসী, রে প্রাণ !
ভিখারী বৈরাগী বেশে ফির দেশে দেশে রে,
কার তরে ঝরে দু' নয়ান !
সুখ-শয্যা পেতে তোরে রাখিনু কত আদরে ;
(তবু) "যাই" ব'লে কেঁদে উঠে, কোথা যেতে চাও রে,
কার তুমি শুনিলে আহ্বান !
ধন মান পরিজনে, তুষিনু কত যতনে,
(তবু) "নাই" ব'লে সকল ফেলে, খুঁজিছ কাহারে রে,
কার টানে প'ড়েছে রে টান !
ভোগে সুখে পূর্ণ ধরা, কি ধনে হইলি হারা !
(বল) কার তরে বাজে সদা মরমে মরমে রে,
"নাই" "নাই" করুণ রোদন !

(তবে) যাও রে, আকুল প্রাণ ! নীরবে কর প্রয়াণ,
যাঁর পানে ছুটে যায় মর্ম্মের বেদনা রে,
তাঁরি পায়ে লভ রে বিরাম !

[ভাটিয়াল, কাহার্‌বা। সুর, "ভাই রে কি মধুর নাম"]

১০৪৬

(ক) প্রভো, কি নিবেদিব আমি হে !
গভীর তোমার প্রেম-সাগরে, নিমগন কর তুমি।
বিষয়ের কীট, অতীব বিকট, মম হৃদি প্রাণ মন,
কিরূপে নিকট হইব তোমার, ভেবে হই অচেতন !
মোহ-আঁধারে, পাপ-বিকারে, অশুচি রয়েছি আমি ;
তব পুণ্য-নীরে ধুইয়ে আমারে, কোলে লও, পিতা, তুমি।
পিতা, তব কোলে বসিয়ে বিরলে, দেখিব শ্রীমুখ-শশী ;
হ'য়ে পূর্ণকাম, গাব তব নাম, শুনিবে জগতবাসী।
তব যোগ-ধ্যানে, নাম-গুণগানে, নিয়োজিব পাপ মন ;
হাসিব কাঁদিব, নাচিব গাইব, ক্ষেপা পাগল-মতন।
(সে দিন কবে বা হবে)
লভিয়ে তোমায়, ও হে দয়াময়, পূর্ণ হবে মনস্কাম ;
সফল হইবে মানব-জীবন, যাইব তোমার ধাম।
(খ) প্রভো, আশীষ কর মোরে, যাইতে তোমার পারে,
প্রেম-সম্বল যেন পাই !
(আমায়) দাও নব জীবন, দাও নব চেতন, মাগই বর তব ঠাঁই ॥

[(ক) খয়রা। (গ) কাওয়ালি]

১০৪৭

লভিয়ে কৃপা তাঁহার, চঞ্চল মতি আমার,
ত্যজিবে পাপের প্রলোভন।

প্রেমামৃত-পানে রুচি, হইবে পাপে অরুচি, রুচি ব্রহ্মনামে অনুক্ষণ।
পবিত্র তপস্যা-বলে, কুপ্রবৃত্তি যাবে চ'লে, ব্রতী হব সত্যের সাধনে ;
ধৃতি ক্ষমা দম আদি সাধনেতে নিরবধি, নিয়োজিব এ পাপ- জীবনে।
তপ জপ নাম-গানে জীবিত রাখিব প্রাণে, না গণিব ভব-দুঃখ আর ;
আনন্দে ভাসিবে প্রাণ, নীরসতা অন্তর্দ্ধান, জন্মের মত হইবে আমার।
হ'য়ে প্রেমিক বৈরাগী, ব্রহ্মধনে অনুরাগী, ত্যজিব বিষয়-প্রলোভন।
কুবাসনা দূরে যাবে, ব্রহ্মে রতি মতি হবে, ব্রহ্মগত হবে প্রাণ মন।
কর্ম্মশীল যোগী হ'য়ে, অলস ভাব ত্যজিয়ে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধিব জীবনে ;
ইষ্ট-সেবা ইষ্ট-ভক্তি, ইষ্ট-জ্ঞান ইষ্টাসক্তি, ইষ্টে মন মগ্ন সর্ব্ব ক্ষণে।
মোহাঁধার দূরে যাবে, জ্ঞান-চন্দ্রোদয় হবে, হৃদাকাশ হইবে বিমল ;
(তায়) প্রেমাসন পাতিয়ে, প্রাণনাথে বসাইয়ে, করিব এ জীবন সফল।
কত কথা তাঁর সনে, কহিয়ে বসি গোপনে, মিটাইব সব মন-সাধ ;
অনিমেষ নয়নে দেখিব সে শোভনে, বিরহে গণিব পরমাদ।
প্রীতি-কুসুম-হারে সাজাব যতন ক'রে, প্রাণেশ-চরণ-কমল ;
তাহে ভক্তি-চন্দন-চুয়া অনুরাগে মাখাইয়া, দেখিব সে রূপ নিরমল।
নাথে দরশন করি, প্রেমে অঙ্গ হবে ভারি, নয়ন ঝরিবে অবিরল ,
হাসিব কাঁদিব কত, ক্ষেপা পাগলের মত, লোকে মোরে বলিবে পাগল।
হৃদয়েশ-শ্রীচরণ, করি এবে আলিঙ্গন, সার্থক করিব এ জীবন ;
স্পন্দহীন হ'য়ে র'ব, ভব-দুঃখ পাসরিব, পরশিয়ে নাথ-শ্রীচরণ!

আবার শুনিব তাঁর সুবচন সুধাধার, জুড়াইবে এ পাপ-শ্রবণ ;
তায় ফলিবে সুফল, আঁখি শ্রবণ যুগল, করয়িবে বিবাদ-ভঞ্জন।
শুনেছি যোগি-বচন, হ'লে ব্রহ্ম দরশন, পরম সুখেতে ভাসে প্রাণ ;
কেমনে সে সুখরাশি, ভুঞ্জিব বিরলে বসি, ছাড়য়িব নীচ সুখ আন।
(ঐ) ব্রহ্ম-স্পর্শ-পুণ্যফলে, পাপ-রিপু সকলে, জন্মের মত হইবে বিদায় ;
যাইব মঙ্গল-ধাম, গাইব মঙ্গল-নাম, লভিব মুক্তি আনন্দে তায় ॥

[ঠুংরি]

১০৪৮

রাখ চিরদিনের তরে আমায় চরণ-ছায়ায়।
এই চঞ্চল অধীর মন ছুটে যে পলায় !
সুখের আশা পায় যেখানে, চিত আমার ধায় সেখানে ;
পিয়ে পাপের গরল, প্রায় প্রতিফল, তবু কেন ধায় !
তোমায় ছেড়ে দূরে গিয়ে, মনের সাধে গরল পিয়ে,
এখন অমৃত রোচে না মুখে, এ কি হ'ল দায় !
নিজ হাতে ধ'রে এনে, বসাইলে সাধু সনে ;
ব'সে সুধার সাগর-তীরে, মরি পিপাসায় !
অতীত পাপের তরে, দিবে দণ্ড, দাও হে মোরে ;
তবু বাঁধিয়ে রাখ হে প্রভো, ছেড়ো না আমায়।
আপন স্নেহের টানে, আপনার আকর্ষণে,
রাখ তব প্রেম-প্রলোভনে, ভুলায়ে আমায় ॥

[তেতালা ; সুর, "নামে কত মধু কত সুধা"]

১০৪৯

কি আর বলিব আমি হে !

(তুমি সকলই জান ; অন্তরের কথা ; প্রাণের অন্তরালে ব'সে)

আমার শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, এ হৃদয়ে থেকো তুমি !

(আমার আর কেহ নাই : এ সংসারের মাঝে ;

ও হে প্রাণসখা, তুমি বিনে)

প্রভু, তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিব হে প্রেম-ফাঁস ;

(অতি কঠিন ক'রে ; অতি যতন ক'রে)

(আমার পালানো-রোগ আছে ভারি)

তোমায় সব সমর্পিয়ে, এক মন হ'য়ে, হইব হে তব দাস ।

(সেদিন কবে বা হবে ; দীনজন-ভাগ্যে ; আমি শ্রীচরণে বিকাইব)

[মনোহর সাহী, খয়রা । সুর, "প্রভো কি নিবেদিব আমি"]

১০৫০

তোমার প্রেম-পাথারে, যে সাঁতারে,

তার মরণের ভয় কি আছে !

ঘৃণা লজ্জা মান অভিমান, সকলি তার দূর হয়েছে !

পাগল নয় সে পাগল-পারা, দু' নয়নে বহে ধারা,

যেন সুরধুনীর ধারা, ধারায় ধারায় মিশে গেছে !

মানে না সে কোন ধর্ম্ম, বেদ বিধি কোন কর্ম্ম,

তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তোমার চরণ তার সার হয়েছে ॥

[একতালা]

১০৫১

তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব, হৃদয়-স্বামী।
কবে বসিব একান্তে, প্রাণকান্ত, তোমায় নিয়ে আমি!
মধুর নাম-গানে, ভক্তজনগণ সনে, (নবজীবন পাইব হে)
নিত্যপদ পেয়ে, প্রভু, কৃতার্থ হইব আমি।
হৃদয়ে ধরি শ্রীপদ, বিপদ ঘুচাব হে,
(প্রাণ শীতল হবে হে ; তোমায় হৃদয়ে ধ'রে)
(আমার) পাপ পরিতাপ যাবে, জুড়াবে তাপিত প্রাণী।
(তোমার) অখিল-লীলা রসে ডুবাব মানসে হে, (নীচ-বাসনা রবে না)
আমি সকলি ভুলিব, কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি॥

[ঝাঁপতাল]

১০৫২

বাসনা করেছি মনে প্রেম-মুখ নিরখিব।
(দয়াময়, হও উদয়, আজি পাপীর হৃদয়মাঝে)
আমার তাপিত হৃদয় জুড়াইব।
সংসার-মরুতে ঘুরে, এসেছি আজ তোমার দ্বারে,
ডুবিয়ে প্রেম-সাগরে শ্রান্ত প্রাণ শীতল করিব।
কল্পনা-সুখ সেবনে, চিত নাহি তৃপ্তি মানে,
(তাই) চিদানন্দ রূপ-ধ্যানে, মোহ-আঁধার ঘুচাইব॥

[ঝিঁঝিট মিশ্র কীর্ত্তন, একতালা। সুর, (দ্বিতীয় পংক্তি ভিন্ন) "সাধ মনে হরি ধনে"]

১০৫৩

যেমন ক'রে পারি, পিতা, ডাকৃতে তোমায় ছাড়্‌ব না !
ও গো তোমার কথা ছাড়া, আমি আর কোন কথা কইব না।
শিশুর আধ আধ বাণী, বুঝে না কি তার জননী ?
(তার মা বিনে আর কেউ বুঝে না)
(ও গো) তেমনি আমার অফুট ভাষা. তুমি কি গো বুঝ্‌বে না ?
তোমার কাজে, তোমার মাঝে, ডুবে রব এ সংসারে ;
(শত কোলাহল ভু'লে শান্ত মনে)
(ও গো) যে যা বলে বলুক আমায়, তোমার চরণ ভুল্‌ব না।
"স্বপ্রকাশ" বলে তোমায় ; ডেকে ফিরে কেহ না যায় ;
(তোমায় ডাকৃলে এসে দাও হে দেখা)
(আমি) সাধন-ভজন-বিহীন হ'লেও,
(তোমার) আশা কর্‌তে ছাড়্‌ব না।
সবার ভার নিয়েছ নিজে, আর আমার কি ভাবনা আছে ?
(তাই বিশ্বম্ভর তোমায় বলে)
(ও গো) আপন শিরে আপন বোঝা আর তো আমি বইব না।
আকাশে ভূতলে জলে, অযুত গগনতলে,
(তোমার অনন্ত রূপ বিশ্বব্যাপী)
তোমার সত্যং শিব সুন্দর রূপ দেখ্‌তে কারো নাই মানা।
অপরূপ মোহন সাজে, দাঁড়াও গো হৃদয়ের মাঝে ;
(একবার দেখে লই তোমায় নয়ন ভ'রে)
আমি আনন্দময় হ'য়ে রব, আর দুঃখের কথা বল্‌ব না।

এ জীবনের ধ্রুবতারা, কে আছে আর তোমা ছাড়া !
(এই সংসার-জলধি মাঝে)
(আমি) তোমা-পানে রাখ্‌ব নয়ন, আর কোন দিকে চাইব না ॥

[একতালা। সুর, "একবার দয়াময় দয়াময় দয়াময়"]

১০৫৪

প্রেমভরে নাম সাধন কর, জীবে কর প্রেম দান রে !
জীবনের এই মহাব্রত করহ সমাধান রে।
(এ ছাড়া আর কাজ কি আছে ?)
প্রভুর নামমালা, ও ভাই, গলে পর,
(নাম) সাধন কর, ভজন কর, হৃদে কর নাম ধ্যান রে।
(মুক্তিধামে যাবে যদি ; দিবানিশি)
দুঃখী পাপী জনে, ডেকে ঘরে আন,
(মোরা এক মায়ের সব পুত্র কন্যা)
সবাই মিলিয়ে, একপ্রাণ হ'য়ে, কর হরিনাম গান রে।
অপরাধী জনে, ও ভাই, ক্ষমা কর ; (দয়াল প্রভুর অনুকরণ কর)
যে তোমারে মারে, তারে বুকে ধ'রে, প্রেমে কর আলিঙ্গন রে !
(আপন ভাইয়ের মত)
সারধর্ম্ম এই জেনে সাধন কর, (জীবে প্রেম, নামসাধন)
তবে প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হবে, সফল হইবে কাম রে !
(পাপ তাপ দূরে যাবে)

[একতালা। সুর, "প্রাণ ভ'রে আজি গান কর"]

১০৫৫

ডুবিব অতল সলিলে, প্রেমসিন্ধু নীরে আজ !

(চিরদিনের মত ডুবিব হে ; ঐ সুখ-তরঙ্গে ডুবিয়ে রব ; আমি সাঁতার ভুলে ডুবে রব ; আমার ঢেউ লেগে প্রাণ কেমন করে ; আমি আর যাতনা সইতে নারি ; গভীর জলের মীনের মত ; এই মরুমাঝে থাক্‌ব না হে)

[ঝিঁঝিট কীর্ত্তন, একতালা। সুর "সাধ মনে হরি ধনে"]

ঊষা-কীর্ত্তন

১০৫৬

ব্রহ্মনামামৃত পান কর !

এ নাম ঘরে ঘরে নারী-নরে দান কর।

প্রেম-সুধা খেয়ে খেয়ে, ব্রহ্মনাম গেয়ে গেয়ে,

ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে নৃত্য কর ;

পরাণ জুড়াইবে, দুঃখতাপ ফুরাইবে, হৃদাকাশে প্রকাশিবে দিবাকর।

(নাম) শুনিতে বলিতে সুখ, স্মরণে জুড়ায় বুক,

পাষাণ-হৃদয় ভেদি গঙ্গা ঝরে ;

শিহরে শরীর মন, প্রেমে ঝরে দুনয়ন, ছুটে করে পলায়ন পাপ-ভার ॥

[মিশ্র ভৈরবী, ঠুংরি]

১০৫৭

ব্রহ্মনাম সুধারস কর পান।
(এ নাম) তাপিত-হৃদয়ে শান্তি, আনন্দ আরাম।
ত্রিতাপ-জ্বালা ঘুচাইতে, এল রে নাম ধরণীতে;
নামের মাঝে স্বয়ং ব্রহ্ম, জীবের প্রাণারাম।
(আর ভয় নাই-নাই রে; নামটি ধ'রে থাক থাক রে)
নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নামে বরাভয়, মুক্তি;
নামে এসেছে রে তাই স্বর্গের আহ্বান।
বিষণ্ণ বেদনা ভুলে, জাগ রে "জয় ব্রহ্ম" ব'লে,
(আজি) প্রভাত-গগনে শোন তাঁর জয়-গান।
(জেগে শোন শোন রে; জয় ব্রহ্ম জয় রবে)
প্রেমিক ভকত যাঁরা, নাম-রসে মাতোয়ারা,
জীবনে উড়িছে কি বা প্রেমের নিশান!
সুখী হ'তে চাও রে যদি, এ নাম জপ নিরবধি;
নাম বিনে আর মোহাঁধারে নাই রে পরিত্রাণ!
(ব্রহ্মনাম গাও রে; ভক্তিভরে নাম গাও রে)
তুমি ভুলে আছ যাঁরে, সে ত ভোলে না তোমারে;
দেহ মন প্রাণ ধন, সবি তাঁরি দান।
মজি তাঁর নাম-রসে, চল মনের হরষে,
সবে মিলে পূজি তাঁরে, হব পূর্ণকাম।
(নামগানে, নামরস-পানে)

[বিভাস মিশ্র, কাওয়ালি]—১ মাঘ ১৩২২ বাং (১৯১৯)

১০৫৮

আজি জগতে উঠিছে জয় ব্রহ্মধ্বনি ;
(ও ভাই) জাগিয়ে জয় ব্রহ্ম বল, গেল রজনী।
স্বর্গের বিভব নাম, তরাইতে ধরাধাম,
আনিলেন দয়াময় ধরায় আপনি ;
সে নাম বল রে বল, সবারে জাগায়ে বল,
ব্রহ্মনামে কেঁপে উঠুক ব্যোম মেদিনী।
যে নামের মহিমায়, মানব দেবতা হয়,
নিভায় ত্রিতাপ-জ্বালা, জুড়ায় প্রাণী ;
যে নাম-সরসী-নীরে, নিমগন যুগ ভরে,
যোগী ঋষি তপোধন দিবা-যামিনী।
যে নামের গন্ধ পেয়ে, ছুটে আসে অন্ধ হ'য়ে,
আত্মহারা ভক্তবৃন্দ দিবা-রজনী ;
(সেই) নাম-সুধা পান কর, নারী নরে দান কর,
আনন্দে মাতিয়ে কর জয়ধ্বনি ॥

[মিশ্র ভৈরবী, ঠুংরি। সুর, "ব্রহ্মনামামৃত পান কর"]

১০৫৯

ব্রহ্মনাম গাও রে আনন্দে !
শোন রে শোন রে নাম, ধ্বনিছে কি অবিরাম,
প্রভাত-গগনে ঐ মধুর ছন্দে !
দেখ রে নামিল নামে করুণার ধারা,
খুঁজিছে তাপিত প্রাণ যেই পথ-হারা ;

কি ভয় ভাবনা আর, মুছিবে নয়ন-ধার,
থেকো না থেকো না আর বিষয়-দ্বন্দ্বে।
সমীর বিমল আজ কি মধুর শান্ত ;
বহিছে দুয়ারে আজ মৃদুল মন্দ !
দেখ রে ধরণী আজ, ধরেছে মোহন সাজ,
দিক্‌ দশ আমোদিত নাম-সুধাগন্ধে।
যোগিজন জাগে আজি নাম-রূপ ধ্যানে,
জ্ঞানী গুণী নিমগন নাম-গুণ-গানে ;
তুলিয়া গুঞ্জন তান, আকুল পিয়াসু প্রাণ,
মত্ত ভকত-অলি নাম-মকরন্দে ॥

ভৈরবী, কাওয়ালি]—১০ মাঘ ১৩২৫ বাং (১৯১৯)

১০৬০

ব্রহ্মনাম সার কর রে।
এ নাম সার কর, সার কর, নামের হার পর রে।
ব্রহ্মনাম দয়াল নাম, এ নাম বড়ই মধুর,
যেই জন ব্রহ্ম ভজে, সেই সে চতুর।
বন্ধু বান্ধব দারা সুত, সকলি অসার,
অনিত্য সংসার মাঝে ব্রহ্ম নামটি সার। (পরব্রহ্মে ভজ রে)
ব্রহ্মনাম মধুর নাম, নামে হৃদয় শীতল হয়,
এই বিপদময় সংসারের মাঝে ব্রহ্মনাম সহায়।
পতিতপাবন ব্রহ্মনাম, এ নাম গাও রে সবে ভাই,
মহাপাপী তরাইতে এমন আর কিছুই নাই ॥

[গুর্জ্জরী টোড়ি, খয়রা]

১০৬১

জাগ আনন্দে আনন্দ-ভুবনে !
থেকো না আর মোহ-ঘোরে মিছে স্বপনে।
কাননে জাগিল পাখী, আনন্দ আলোকে ডাকি,
শোন সে আনন্দধ্বনি উঠে গগনে।
(জেগে শোন শোন রে ; কি বা মধুর মধুর, বড়ই মধুর)
এ আনন্দরূপে যিনি, বিশ্ব-প্রাণাধার তিনি,
আনন্দ-বারতা তাঁরি বহে পবনে ;
দেখ রে দেখ তাঁহারে উদয় অচল-দ্বারে ;
(দেখ) কি মহাপ্রাণ-তরঙ্গ প্রাণে প্রাণে !
(জেগে দেখ দেখ রে ; অন্তরে বাহিরে দেখ)
নাহি মৃত্যু, নাই শোচনা, গেছে দূরে ভয় ভাবনা,
প্রভাতে মুক্তি-ঘোষণা এসেছে নামে,—
"অমৃতের অধিকারী, জাগ জাগ নরনারী,
ব্রহ্মরূপ প্রাণে হেরি ডোব' সাধনে।
(অমর হইবে যদি ; আনন্দ অমৃত তিনি)
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরস-পান,
সকলি মঙ্গল ব্রহ্মনাম-কীর্ত্তনে।"
সুখে দুঃখে জপ রে নাম, এ নামে হবে পূর্ণকাম,
মৃতসঞ্জীবন নাম মরত-ধামে ॥
(ব্রহ্মনাম বিনে আর কি ধন আছে ; এ নাম বলরে বলরে বল)

[বিভাস মিশ্র, কাওয়ালি। সুর, "ব্রহ্মনামসুধা-রস কর পান"]—ভাদ্র ১৩৩৭ বাং (১৯৩০)

১০৬২

আবার করুণা তাঁর নামিল ধরায়।
ত্রিতাপ-তাপিত-চিত, তৃষিত আকুলিত,
জুড়াবে এ নবীন উষায়।
শীতল সমীর বহে, করুণা-বারতা কহে,
কাননে বিহগ করুণার গান গাহে;
সে গানে জগত জাগায়।
যিনি এ করুণাসিন্ধু দীননাথ দীনবন্ধু,
তাঁরই করুণা-বিন্দু অশ্রু মুছায়;
যুগে যুগে দেশে দেশে, করুণা বিচিত্র বেশে,
কত রূপে অধমে তরায়।
আর কে আছে এমন, ত্রিভুবন-তারণ,
পাপীরে দিতে বরাভয়?
তিনি শক্তি, তিনি ভক্তি, তিনি যে বন্ধন-মুক্তি,
জীবন সুন্দর শুধু তাঁর সুষমায়;
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, সখা, বন্ধু, জ্ঞান-গুরু,
ঘরে ঘরে প্রকাশিত প্রেমের লীলায়;
বল তাঁর প্রেমের জয়, গাও করুণার জয়,
জাগ রে তাঁর নাম মহিমায়।
(তাঁর নাম বিনে আর কি ধন আছে)

[মিশ্র রামকেলি, ঠুংরি] মাঘোৎসব ১৩২৬ বাং (১৯২০)

১০৬৩

বল রে বল রে মধুর ব্রহ্মনাম ;
এই নাম-গানে নাম-রস-পানে হব পূর্ণকাম।
ব্রহ্মনাম-জয়ধ্বনি ছাইল ব্যোম-মেদিনী,
(আজি) নাম-সমীরে বহে সুধা, ধরা স্বর্গধাম !
(এ নাম) ক্ষুধার অন্ন, তৃষার বারি, ভুলো না রে নরনারী,
প্রাণ জুড়াতে, এ জগতে নাই কিছু এমন ;
এ নাম-রসে মজিলে মন, ভেঙ্গে যায় রে মোহের স্বপন,
অজ্ঞানে হয় দিব্য চেতন, বাসনা বিরাম।
(দেখ) নামানন্দ-রসে ভরা, সুন্দর মধুর ধরা,
নামের গুণে মানব-জীবন সুখের নিকেতন ;
(এ নাম) আর্ত্তের ভয়-ভঞ্জন, ভক্ত-নয়ন-অঞ্জন,
প্রেমিকের প্রাণধন, যোগীর বিশ্রাম ॥

[বিভাস মিশ্র, কাওয়ালি। সুর "ব্রহ্মনাম-সুধারস কর পান"]
৫ মাঘ ১৩২২ বাং (১৯১৬)

১০৬৪

ব্রহ্মনাম বদনেতে বল অবিরাম !
ব্রহ্মানন্দে মেতে সবে কর নাম গান। ("জয় ব্রহ্ম জয়" বল রে)
জেগে দেখ, বিশ্বজন ব্রহ্মানন্দে মাতিল,
পশু পক্ষী তরু লতা ব্রহ্মনাম গাইল ;
নরনারী সবে তবে, কোন্ প্রাণে ঘুমে রবে ! ("জয় ব্রহ্ম জয়" ব'লে জাগ
হৃদয় ভরিয়ে বল "জয় প্রাণারাম !"

বল, "জয় প্রাণারাম, জয় প্রাণারাম" ; বল, "জয় জয় প্রাণারাম !"

সারানিশি যাঁর কোলে নিরাপদে ছিলে,

যাঁহার কৃপায় পুনঃ নয়ন মেলিলে,

আগে তাঁরে প্রণমিয়ে, ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে,

আনন্দে জাগিয়ে বল, "জয় প্রাণারাম !"

বল, "জয় প্রাণারাম, জয় প্রাণারাম" ; বল "জয় জয় প্রাণারাম !"

বিভাস, ঢিমেতেতালা]

১০৬৫

নমি ব্রহ্ম সনাতনে, শান্ত শুদ্ধ মনে, আয় সবে ভাই,

সবে মিলে প্রাণ খুলে ব্রহ্মনাম গাই। (হরিগুণ গাই)

ঐ দেখ) উষার আলোকে আকাশ মধুময়, ব্রহ্মময় অতুল শোভায়,

(ঐ) ত্রিজগত-বাহিনী প্রেম-মন্দাকিনী

হৃদে হৃদে বহিয়ে যায়। (আজি শতধারে)

(ঐ দেখ) ব্রহ্মনাম-সুধাধারা-পানে মাতোয়ারা

ভক্তবৃন্দ আনন্দে ধায় ;

ত্রিতাপে জ্বলিয়া সবে, পাপী জন নীরবে,

আঁখিজলে চরণে লুটায়। (ভাসি)

(ঐ দেখ) পাতকীর বন্ধু হরি, পরম যতন করি,

পাপীদের অশ্রু মুছায় ;

(আহা) এ শোভা নেহারি মরি, বলি সবে হরি হরি,

পাপী তাপী আয় আয় আয় !

প্রভাতী, ঠুংরি। সুর "ওহে দীন দয়াময়"]—মাঘ, ১৮৩১ শক (১৯১০)

[ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব]

১০৬৬

জাগ নরনারী, অমৃতের ভিখারী,
ধন্য হও প্রাণে নেহারি ব্রহ্ম-প্রাণারাম।
(দেখ) যুগযুগান্তর ধরি আঁধার আছিল ঘিরি,
ভারতের যত মন প্রাণ,
কাটিল আঁধার রাত, আসিল যে সুপ্রভাত, প্রকাশিত দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান!
(সবে জাগ জাগ রে ; মোহ-ঘোরে থেকো না রে)
(শোন) জগতের ভক্ত যোগী, স্তিমিত লোচনে জাগি,
যেই সুধারস করি পান,
(তারা) ভুলে গেল আত্মপর, মরতে হল অমর,
বদনে ধ্বনিল ব্রহ্মনাম। (কিবা মধুর মধুর, বড়ই মধুর)
(লহ) শত বরষের দান, ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্ম-ধ্যান,
ব্রহ্মানন্দ-রস কর পান,
জুড়াবে তাপিত চিত, প্রাণ মন পুলকিত,
শান্তি মিলিবে অবিরাম!
(ব্রহ্ম-জ্ঞানে ব্রহ্ম-ধ্যানে ; ব্রহ্মানন্দ-রস-পানে)
(এস) শত বরষ উৎসবে, ভেদাভেদ ভুলি সবে,
ব্রহ্ম-পদ করি ধ্যান জ্ঞান,
ও পদে হইলে মতি, ফিরে জীবনের গতি,
ক্ষুদ্র হয় মুক্ত মহীয়ান্।
(ব্রহ্ম-পদে মতি হ'লে ; ব্রহ্ম-পদে প্রাণ সঁপিলে)

(অই) রাজ-ঋষি ল'য়ে জ্ঞান, মহর্ষি ধরিয়া ধ্যান,
ব্রহ্মানন্দ নামের নিশান,
প্রেমে হ'য়ে মাতোয়ারা, আগে চলেছেন তাঁরা,
সেই পথে চল ব্রহ্মধাম।
(ব্রহ্ম-নাম গেয়ে সবে , নামের নিশান নিয়ে সবে)

[প্রভাতী, ঠুংরি। সুর, "ও হে দীন দয়াময়"]

নগর-সঙ্কীর্ত্তন

[১১ মাঘ, ১৭৮৯ শক ; ১২৭৪ বঙ্গাব্দ ; (২৪ জানুয়ারী, ১৮৬৮) শুক্রবার। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নগর-সঙ্কীর্ত্তন]

১০৬৭

তোরা আয় রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন,
পাপ তাপ দূরে যাবে, জুড়াবে জীবন।
দিতে পরিত্রাণ, করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ,
খুলে মুক্তির দ্বার, সকলেরে করেন আবাহন ;
সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত,
তথায় দুঃখী ধনী, মূর্খ জ্ঞানী, সকলে সমান।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, সে পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার।

ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল ;
কে যাবি আয়, বিনা মূলে ভব-সিন্ধু পার।
তোরা আয় রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়,
পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।
একান্ত মনেতে কর ব্রহ্ম-পদ সার,
সংসারের মিছে মায়ায় ভুলো না রে আর।
চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই, দীননাথের লই গে শরণ,
হৃদয়-মাঝে হৃদয়-নাথে কর দরশন ;
ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা,
প্রভুর কৃপাগুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধাম ॥

[তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই থাকিস্ নে"]

[১১ মাঘ, ১৭৯০ শক ; ১২৭৫ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৮৬৯) শনিবার।
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা]

১০৬৮

দয়াময় নাম, বল রসনায় অবিশ্রাম,
জুড়াবে প্রাণ, নামের গুণে।
জীবের ত্রাণ, সুখশান্তিধাম, তাঁর চরণে ;
বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাণ্ডারী বিনে ?
সেই দীননাথ পাপীর গতি, কাঙ্গালের জীবন,
নিরুপায়ের উপায় তিনি, অধমতারণ ;
দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁর নাম সংকীর্ত্তন,
নামে মুক্তি হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দধামে।

সুধামাখা দয়াল নাম কর রে গ্রহণ,
পাপীর দুঃখ দেখে, এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ ;
থাক চিরদিন ভক্ত হ'য়ে, এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে, (ছেড়ো না রে)
স্বর্গের সম্পত্তি এ ধন রেখো অতি যতনে।
দেখ দেখ চেয়ে দেখ, পিতা দাঁড়ায়ে দ্বারে,
ডাক্‌ছেন মধুর স্বরে.স্নেহভরে, প্রেমামৃত লইয়ে করে ;
পিতার শান্তি-নিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে,
চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে।
মুখে দয়াল বল, দীন দুঃখী ভাই সবে মিলে,
সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেম-সিন্ধু উথলে ;
এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,
এ নাম, নগরবাসীর ঘরে ঘরে গাও আনন্দমনে।

[তেওট ; সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"]

১০৬৯

(ক) মোদের দীন দেখিয়ে, অমিয় মাথিয়ে,
দয়াল নাম পিতা ধরাতলে কর্‌লেন প্রচার।
নামের মহিমাতে জগৎ মাতে, বহে প্রেম অনিবার।
দেখে অজ্ঞান সন্তান, প্রকাশিলেন জ্ঞান,
বিনাশিতে সব মোহ-অন্ধকার।
এ পাপ জীবনে, দয়াল পিতা বিনে,
বল কিসে হই নিস্তার ?

(খ) এস হৃদয়ে হৃদয়ে সবে বাঁধি, পিতার প্রেমডোরে হে।
হ'য়ে সবে একপ্রাণ, করি তাঁর নাম গান,
প্রেম-পরিবারের মাঝারে।
পিতা মোদের দয়ার নিধি, চরণ ধ'রে কাঁদি যদি রে,
মনোবাঞ্ছা করিবেন পূরণ রে। (দুঃখ রবে না, রবে না)

(ক) খয়রা ; (খ) দশকুশী। [সুর, "তুমি আছ নাথ"]

[১০ মাঘ, ১৮০২ শক ; ১২৮৭ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৮১) শনিবার।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা]

প্রথমার্দ্ধ

১০৭০

(ক) চল চল হে সবে পিতার ভবনে ;
শোন শ্রবণে, ডাকিছেন পিতা আজ মধুর বচনে।
(খ) ভুলিয়ে সে ধনে, এখানে এমনে,
নগরবাসী, তোরা কত দিন আর র'বি রে ভাই ?
হ'ল রে জীবন অবসান, পরিত্রাণ কেমনে পাবি রে ?
তাই বিনয় ক'রে, বলি চরণ ধ'রে,
এস রে ভাই, সেই পুণ্যময়ের ভবনে যাই।
(গ) এ সংসারের মাঝে, সে ধন বিহনে, জেনো জেনো গতি নাই ;
আর বিফলে কাটায়ো না জীবনে।
(ঘ) ও ভাই, ভেবো না, দুঃখ রবে না,
পিতার চরণে স্থান পাবি রে ভাই। (অপার কৃপাগুণে)

ও ভাই, মন প্রাণে, (প্রাণে) কাঁদ যদি,

তবে দেখা দিবেন কৃপানিধি। (দীনহীন ব'লে)

ও ভাই, বড় যে তাঁর, (তাঁর) করুণা রে !

ও ভাই, চাহিলে পাপী যে পায় সে ধনে !

(ঙ) ও ভাই মনের দুঃখ সব আজি পাসরিব ;

পূজি প্রাণ ভ'রে, প্রাণেশ্বরে, আনন্দ-নীরে ভাসিব ,

(এমন দিন আর হবে না রে)

হৃদয়-আসনে বসায়ে যতনে

আজি প্রাণ মন সমর্পিব। (ভাই ভগ্নী মিলে)

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে"। (খ), খয়রা ; সুর, "মোদের দীন দেখিয়ে"। (ঘ), খয়রা ; সুর, "দয়াল বল না"। (ঙ), একতালা ; সুর, "নাম রসে না মাতিলে"। (গ) — (ক)]

ঐ দ্বিতীয়ার্দ্ধ

১০৭১

(চ) তাই বলি হে ভাই, সকলে গাও ব্রহ্মনাম হৃদয় খুলে,

"জয় ব্রহ্ম" বল সবে বদনে।

(ছ) বড় সাধ মনে, হৃদয় রতনে, হৃদয়-মাঝারে পাই।

(আমি) সে পদে বিকাব, দাস হ'য়ে রব, পরাণ সঁপিব, ভাই।

(প্রভুর অভয় পদে)

(আমার) বল বুদ্ধি মন, জীবন যৌবন, নিজের কিছু যে নাই !

(আমি হৃদয়নাথের)

(আমি) সে প্রেম-সাগরে, জনমের তরে,মগন হইতে চাই !

(আমি সাঁতার ভুলে)

(জ) পাব কেমনে সে ধন বিনা সাধনে !

(ঝ) চল চল ত্বরা ক'রে, সে আনন্দধামে হে।

গগন কাঁপায়ে চল, মধুর ব্রহ্ম নামে হে।

নরনারী সবে আজি, মাতিব সে নামে হে।

হে'রে সে আনন্দ-ছবি, জুড়াইব প্রাণে হে।

(ঞ) এস, দেখিয়ে সবে জুড়াই নয়নে ॥

[(ছ), খয়রা ; সুর, "দেখি এক শাখী"। (ঝ), একতালা ও ঝুলন ; সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল"। (চ), (জ), (ঞ) — (ক)]

[১০ মাঘ, ১৮০৭ শক , ১২৯২ বঙ্গাব্দ, (২২ জানুয়ারী, ১৮৮৬) শুক্রবার]

১০৭২

(ক) তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে আর মোহেতে ভুলে।

পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্য এল রে দেখ্ ভূমণ্ডলে ! (ও রে নগরবাসী)

প্রচারি আশার বাণী ডাকেন সকলে,

পাপিগণে কৃপাগুণে তারিবেন ব'লে ;

শোন সে মধুর ধ্বনি স্বর্গে মর্ত্ত্যে ঐ উথলে। (ও রে শোন রে ভাই)

(খ) শোন শোন বাণী।

(আজ শ্রবণ পেতে ; আজ বধির আর থেকো না রে)

দাঁড়ায়ে হৃদয়দ্বারে, ডাকিছেন বারেবারে, (ব'লে, "আয় পাপী ত্বরা ক'রে")

যদি ত্রাণ পেতে চাও, প্রাণ তাঁরে দাও, সে পদে লুটায়ে পড় অমনি।

(গতি কর ব'লে)

বিষয়-গরল পিয়ে, জুড়াবে না কভু হিয়ে ; সেই সুধারসে যে জন মজে,

তার যে ত্রিতাপ যায় তখনি। (চির দিনের মত')

এ ছার হৃদয় দিলে, যদি রে সে ধন মিলে,

তবে সঁপি মন প্রাণে, লভ না সে ধনে, লভিলে জীবন পাবে এখনি।

(সে জীবনধনে)

গ) ভাই রে! গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয়,

বিনা তাঁরি কৃপাবারি জানিও নিশ্চয়।

(পাপের কালি ঘোচে না, ঘোচে না, ও তাঁর কৃপা বিনে)

ভাই রে! দুস্তর ভব-জলধি কে করিবে পার,

বিনা সেই কৃপাসিন্ধু ভব-কর্ণধার !

(সহায় কে আর আছে রে, ভব-পারে নিতে)

ভাই রে! মহামোহে প'ড়ে কেন ভজিলে অসার ?

প্রাণ দিলে, প্রাণ মিলে, বুঝিলে না সার !

(পাপের জ্বালা থাকে না থাকে না, প্রাণ শীতল হয় রে)

কেন বুঝিলে না রে, মহামোহে প'ড়ে)

(ঘ) আজ সকলে অতি যতনে, বাঁধিয়ে প্রেম-বন্ধনে,

(অতি কঠিন ক'রে রে)

এক প্রাণে গাইব সে নাম রে। (সবে হৃদয় খুলে রে)

প্রভুর কৃপা-প্রভাবে, পাপের বিকার যাবে,

পাপী পাবে তাঁর পুণ্যধাম রে।

(অপার কৃপাগুণে রে ; জীবন সফল হবে রে)

আর দেখ কি ! তাঁর চরণে, সঁপিয়ে হৃদয় মনে,
এ জীবনে লভ রে বিশ্রাম রে ।
(দেখ সময় গেল রে ; দুঃখ পাসরিয়ে রে)
সবে কর ব্রহ্ম-জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
জয়রবে পূর বিশ্বধাম রে ।
(সবাই হৃদয় খুলে রে ; দিক্ দশ ছেয়ে রে)
(ঙ) আনন্দে গাইয়ে চল, আর কি বা ভয় রে !
প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য এসেছে ধরায় রে !
কে যেন হৃদয়ের মাঝে বলে, "পাপী আয় রে !"
(বলে, "আয় পাপী, আয় রে !" বলে, "ত্বরা ক'রে আয় রে !")
আজি সে সুরব শুনে ব্যাকুল পরাণ রে,
(এত দিনে পাপী জনে পায় পরিত্রাণ রে !
(বুঝি যায় স্বর্গধাম রে ! বুঝি হয় পূর্ণকাম রে !)
আজি সে মধুর ধ্বনি জাগে বিশ্বময় রে,
সবে মিলে হৃদয় খুলে বল "ব্রহ্ম জয়" রে !
(বল "জয় ব্রহ্মজয়" রে ! বল "হোক্ ব্রহ্মজয়" রে ! বল "জয় দয়াময়" রে !)
(চ) ফেলিয়ে অসার সুখ, আয় তোরা চ'লে ;
গেল বেলা, মিছে খেলা ছাড় সকলে ;
জীবন সফল হবে, প্রাণ মন বিকাইলে । (ও রে নগরবাসী)

[(ক), তেওট । (খ), একতালা । (গ), লোফা । (ঘ), দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ" । (ঙ), একতালা, এবং ঝুলন । (চ)— (ক)]

১০৭৩

প্রাণ ভ'রে আজি গান কর, ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয় !
ও ভাই, শোন সমাচার, পাপীদের ভার,
লয়েছেন আপনি দয়াময়। (আর ভয় নাই)
প্রভুর প্রেমরাজ্য, দেখ, প্রকাশিল,
তাঁর করুণা নামিল ধরায়। (পাপী উদ্ধারিতে)
এমন কৃপা ফেলে, তোমরা দূরে গেলে,
বল, কোথা আর জুড়াবে হৃদয় ! (এমন কে বা আছে)
আজ নয়ন ভ'রে কৃপার লীলা দেখ,
আর, গাও রে খুলিয়ে হৃদয় ! (জয় দয়াল ব'লে)
নামের সারি গেয়ে, শান্তিধামে চল, বল বল ব্রহ্মকৃপারি জয় !
[একতালা]

১০৭৪

ত্রাণ যদি পাবে, প্রাণ দিতে হবে, নতুবা এ জ্বালা যাবে না !
(শুধু কথায় কিছু হবে না রে)
ও ভাই, প্রেমের অনলে, নিজে না দহিলে, সে দ্বারে পশিতে পাবে না !
(আহুতি না দিলে রে)
সেই শান্তিধামে, একা যায় না যাওয়া ; (সবে মিলে চল রে)
একা ডাকিলে দেখা হবে না। (জেনো জেনো মনে)
তাই প্রেম-ডোরে, বাঁধ পরস্পরে, (এক হৃদয় হ'য়ে রে)
বেঁধে কর রে সত্য-সাধনা। (যদি ত্রাণ পাইবে)
তোদের প্রাণে প্রাণে শক্তি জেগে উঠুক, (ব্রহ্মনামের গুণে রে)
দূরে যাক্ সব পাপ-বাসনা। (পতিতপাবন নামে)
[একতালা, সুর, "প্রাণ ভ'রে আজি গান কর"]

১০৭৫

প্রভু-পদসেবা সম আর কি সুখ আছে রে !
কি ছার সংসার-সুখ, সেই সুখরাশি কাছে রে !
(একবার ভেবে দেখ রে)
রসনা সে রস যদি বারেক চাখয় রে,
(তবে) অন্য রস-আশ, না থাকে পিয়াস, পরাণ মগন হয় রে ।
(সেই সুধা-হ্রদে)
সে প্রেমরসেতে মজি, আপনা পাসরি রে ;
দেখ, যত সাধুজনে, সে পদ-সেবনে রত প্রাণপণ 'করি রে ।
(এ জনমের মত')
সে প্রেম অনল সম, প্রাণে যদি লাগে রে,
তবে কু-বাসনাচয় হয় ভস্মময়, পাপ-আঁধার ভাগে রে ॥
(হৃদয়-গুহা ছাড়ি)

[খয়রা ; সুর, "হরিরস মদিরা"]

[৮ মাঘ, ১৮১৩ শক ; ১২৯৮ বঙ্গাব্দ ; (২১ জানুয়ারী ১৮৯২) বৃহস্পতিবার]

১০৭৬

(ক) শোন্ ভাই সমাচার, পাপীদের উদ্ধার,
সাধিতে প্রেমের ধারা নামিল।
(ঐ দেখ্) ব'হে যায় পুণ্যনদী, আয় তোরা তর্‌বি যদি,
কত দুরন্ত জগাই মাধাই তরিল !

(খ) আমরা চল যাই, চল যাই,
সবে মিলে প্রেমধামে আমরা চল যাই, চল যাই ;
জগত মাতিল, দেখ, মধুর ব্রহ্মনামে।
স্বর্গের বিভব এই মধুর ব্রহ্মনাম, জুড়াইতে জীবের জ্বালা এল ধরাধাম ;
(এ প্রাণ জুড়াইতে আর কি ধন আছে ; ব্রহ্মনামামৃত বিনে)
কেন আর ভুলিয়ে থাক, মোহের মায়ায়, ব্রহ্মনাম-সুধারসে ডুবিব সবায়।
(আমরা জন্মের মত', সবে ডুবে রব ; ব্রহ্মনামামৃত-রসে)
(গ) উঠ নরনারী, বলি পায়ে ধরি, পরিহরি
বিষাদ নিরাশা দুঃখ, এস ত্বরা করি। (তোরা আয় আয় রে)
তরী সাজাইয়ে, দেখ কৃপা দিয়ে, প্রভু আপনি হলেন কাণ্ডারী।
পূর্ব্ব পাপের কথা স্মরি, ফেলো না আর অশ্রুবারি.
পেয়ে সেই চরণ-তরী, (এস) ভবের জ্বালা যাই পাসরি।

(ক), রূপক। (খ), লোফা। (গ), যৎ ; সুর, "সে মা জননী"]

১০৭৭

আজ শোন রে শোন রে তাঁর বাণী! (মধুর আবাহন রে)
এমনি মধুর আহ্বান, মৃত দেহে জাগে রে প্রাণ,
ছিন্ন হয় সংসার-বন্ধন রে।
(মধুর ডাক শুনে রে ; পরাণ আকুল করে)
সে বাণীর বর্ণে বর্ণে, সুধারস পশে কর্ণে, (কি বা মধুর মধুর রে)
কাটে মোহ-নিদ্রার স্বপন রে।
(ভবের ঘুম আর থাকে না ; মৃত প্রাণ জেগে উঠে)

সে বাণী-পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে,
সঁপিবারে জীবন যৌবন রে।
(বিভু-প্রেমানলে রে ; অনলে পতঙ্গ যেমন)
বিষয়-বাসনা ফেলি, সুখ-স্বার্থ পায়ে ঠেলি, ধায় তারা মত্তের মতন রে ;
(প্রেমে পাগল হ'য়ে রে ; সুধা-মাখা ডাক শুনে)
শুনি সে মধুর বাণী, ভব-সুখে তুচ্ছ মানি, এস তবে এস ভক্তজন রে।
(জীবন দিতে যে হবে রে ; প্রেমময়ের প্রেমানলে)
বিশ্বাস-অনল জ্বালি, বৈরাগ্য-আহুতি ঢালি,
সেবা-যজ্ঞের কর আয়োজন রে ॥
(জনম সফল কর রে ; আপনা আহুতি দিয়ে)

[দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"]

[২ মাঘ, ১৮১৫ শক , ১৩০০ বঙ্গাব্দ , (১৪ জানুয়ারী, ১৮৯৪) রবিবার।
এই বৎসরের প্রথম নগর-সঙ্কীর্ত্তন]

১০৭৮

(ক) ব্যাকুল অন্তরে, ব্রহ্মনাম গাও প্রাণ ভ'রে।
ব্রহ্মনাম-গানে মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারে।
এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,
এ নাম শ্রবণে মহাপাতকী তরে।
(খ) এস, পশিয়ে পরাণে, মরমের কাণে, শুনি সে মধুর নাম।
(কি বা মধুর মধুর রে ; পরাণ আকুল করে)
ঘুচিবে যাতনা, ভয় ভাবনা, ঘুচিবে সকল কাম।
(ব্রহ্মনামের গুণে)

কাম ক্রোধ আদি যত রিপুগণ, নাম-গন্ধ যদি পায়,
কাঁপি থর থর, ভয়ে জড় সড়, আপনি দূরে পলায়।
(ব্রহ্মনামের তেজে)
মায়া-মোহ-জাল, ভবের জঞ্জাল, ছুঁইলে নামের আগুন,
আঁখির পলকে হয় ভস্মময়, এমনি নামের গুণ!
জ্ঞানের গরবে, স্ফীত যার প্রাণ, সেও যদি নাম পায়,
ত্যজি অভিমান, তৃণের সমান, সকলের পায়ে লুটায়।
(মান আর থাকে না)
আপনার প্রেমে, আপনার নামে, বাঁধা পড়ে দয়াময় ;
নরাধম জন, লইলে শরণ, আপনি এসে কোলে লয়॥

[(ক), তেওট। (খ), খয়রা ; সুর, "দেখি এক শাখী"]

১০৭৯

অপূর্ব্ব প্রেমের রীতি, কে বাখানে তায়!
(তার তুলনা নাই রে ; অতুলন প্রেম সে যে)
বলিতে রসনা হারে বলা নাহি যায়।
হৃদয়ে পশিলে সে প্রেম, মৃত প্রাণ জাগে ; (প্রেমের এম্নি গুণ রে)
পরশে হরষ কত, সুধা-সম লাগে!
মরমে রাখিলে সে প্রেম, কুবাসনা হীন ; (আর বাসনা থাকে না ;
প্রেমের পরশ পেলে) নয়নে রাখিলে সে প্রেম, দৃষ্টি হয় নবীন!
শ্রুতিযুগে রাখ সে প্রেম, নামগুণ-গানে,
মধুর আনন্দ-রস উথলিবে প্রাণে।

রসনাতে রাখ সে প্রেম, নাম-সঙ্কীর্ত্তনে,
ডুবিবে সে প্রেমামৃত-রস-আস্বাদনে !
সে প্রেম জানিও, রে ভাই, সর্ব্বরত্নসার ;
তার কাছে ধন মান সকলি অসার ॥

[লোফা ; স্থর, "পাপে মলিন মোরা"]

১০৮০

(ক) ভাই রে, কি মধুর নাম !
বলিতে বচন হারে, কে বাখানে তায় রে, সুধা-ধারা বহে অবিরাম !
পিয়ে দেখ নাম-সুধা, হরিবে আত্মার ক্ষুধা,
সে সুধা পরশে, ভাই, হৃদয় জুড়ায় রে, পাপ তাপ হয় অবসান !
দেখ রে ভাই নামে ডুবে, সে সুধা উথলে ভবে,
এ ভবে না ধরে প্রেম, উছলিয়া যায় রে, দিক্ দশ পূরে অবিশ্রাম !
সে প্রেম লাগুক জ্ঞানে, সে প্রেম পশুক প্রাণে,
লাগুক তাপিত হৃদে সে প্রেমের বায় রে,
পাপ তাপ হোক্ রে নির্ব্বাণ !
দে'খে সেই প্রেমালোক, ভুলে যাও দুঃখ শোক,
হৃদয়ে জাগুক আশা, প্রভুর কৃপায় রে,
জয় জয় গাও অবিশ্রাম !
(খ) আজি কি শুনিনু কাণে, কি আশা জাগিল প্রাণে,
দয়াল নামে পাব পরিত্রাণ রে !
(আর ভয় নাই নাই রে, মহাপাপী ত'রে যাবে)

না রবে ভয় ভাবনা, না রবে পাপ যাতনা,

দুঃখ-নিশা হবে অবসান রে !

(আঁধার রবে না রবে না ; সে জ্যোতি প্রকাশিলে)

আনন্দে হৃদয় ভরি, নাম-সুধা পান করি,

জুড়াইব তাপিত পরাণ রে !

(জ্বালা দূরে যাবে রে ; নাম-সুধা পান ক'রে)

সব দুঃখ যাও ভুলি, গাও রে হৃদয় খুলি,

জয় জয় করুণানিধান রে !

(সবে গাও গাও রে ; পাপী তাপী সবে মিলে)

(ক), ভাটিয়াল, কাহারবা। (খ) দশকুশী : সুর, "তুমি আছ নাথ"]

১০৮১

আনন্দে গাইয়ে চল "ওঁ ব্রহ্ম" নাম রে !

ব্রহ্মনামের মহাধ্বনি উঠে বিশ্বময় রে ;

একতানে একপ্রাণে (গাও) "জয় ব্রহ্ম জয়" রে !

যোগী-হৃদে প্রণবরূপে, এই ব্রহ্মনাম রে ;

ভক্ত-চিতে হয় এ নাম, লীলারসময় রে !

দুখী তাপীর চির সম্বল, এই ব্রহ্মনাম রে ;

পাপী জনে এ নাম ল'য়ে ভবপারে যায় রে।

এ নাম প্রভাবে হয় পাষণ্ড দলন রে ;

(কত) জগাই মাধাই, এ নাম ল'য়ে পায় পরিত্রাণ রে !

অমৃত-আঁধার এ নাম, আনন্দ-নিলয় রে ;

শুষ্ক প্রাণে, এ নাম পেয়ে, হয় প্রেমোদয় রে !
বাখানিব কত আর এ নামের গুণ রে ;
এ নাম পরশ পেয়ে জাগে মৃত প্রাণ রে !
নামের গুণে আমরাও (সবে) পাব পরিত্রাণ রে,
(আজ) সবে মিলে হৃদয় খুলে, (বল) "জয় ব্রহ্ম জয়" রে !

[একতালা। সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল"]

১০৮২

এ কি রে সুখের কথা, শুনিয়ে গেল ব্যথা,
পাপীদের দুঃখের দিন অবসান !
তাইতে কি ধরাধামে, বিলায়ে দয়াল নামে,
আমাদের দয়াল প্রভু করিলেন আহ্বান !
যে তাঁরে ভুলে থাকে, দয়া কি তারেও ডাকে,
একমুখে এমন দয়ার হয় না যে বাখান ;
পাপে যে প'ড়ে আছে, তারেও কি চায় গো কাছে,
তারেও কি দিতে চায় চরণে স্থান !
এ দয়া দে'খেও কেন, পড়িয়া র'লেম হেন,
কেন গো গলিল না হৃদয় পাষাণ !
এম্‌নি কি পাপের নেশা, পাপীর হয় এম্‌নি দশা,
এ বিপদে দয়াল প্রভু কর ত্রাণ !

[ঝুলন ; সুর, "তোমার ঐ নিত্যধামে প্রমত্ত ভক্তগণে"]

(১০ মাঘ, ১৮২৯ শক ; ১৩১৪ বঙ্গাব্দ ; (২৪ জানুয়ারী, ১৯০৮) শুক্রবার]

১০৮৩

(ক) এবার করি ভাই প্রেমময় নাম ঘোষণা।
সবে মিলে, ভাই, করি পবিত্র ঐ নামেতে রসনা।
(দেখ) আছে প্রেম জগৎ ঘিরে, অন্তরে কি বাহিরে, দেখ দেখ রে ;
যাবে যাবে পাপ, পেলে প্রেমের প্রেরণা।
(খ) দেখ প্রেমের পাথারে, নিখিল সংসারে, ডুবায়ে রেখেছে, ভাই।
চরাচর, পশু পক্ষী নর, সকলে ভাসিয়া যাই। (সেই প্রেমের স্রোতে)
ভুলে থাকি তাঁরে, ভোলে না আমারে, পরাণ ঘিরিয়া রয় ;
যাই পাপ-পথে, ধরে আসি হাতে ফিরায়ে সুপথে লয় !
(এ কি প্রেমের লীলা)
মোহের বিকারে, সংসার আঁধারে যখন পথ হারাই ;
ব্যাকুল অন্তরে চাই যদি ফিরে, সে জ্যোতি পরাণে পাই।
(প্রেমময়ের জ্যোতি)
অপরাধ শত সহে প্রেম কত, প্রেম পরাজিত নয় ;
পী যদি চায়, তখনি সে পায়, সে প্রেম-পথে আশ্রয়। (চিরদিনের মত)
(গ) আর থেকো না নিরাশ মনে, পড়িয়ে ভব-বন্ধনে,
জয় রবে কর রে উত্থান রে !
(প'ড়ে থেকো না থেকো না ; মহা মোহে মুগ্ধ হ'য়ে)
দেখি সে প্রেম-মাধুরী, আপনারে যাও পাসরি,
প্রেমানন্দে কর নাম গান রে !
(নব জীবন পাবে রে ; জীবনদাতার কৃপা-গুণে)

আশাতে হৃদয় ধরি, চল চল ত্বরা করি, দেখ দিবা হয় অবসান রে !
(দিন চ'লে যায় রে : বৃথা কাজে দিন যায়)
পরাণে শকতি পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে,
জেনো জেনো পাবে পরিত্রাণ রে !
(নিরাশ হ'য়ো না হয়ো না ; প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে)
(ঘ) আনন্দে উড়ায়ে চল প্রেমের নিশান রে ;
পরাণ খুলিয়া গাও প্রেমময়ের নাম রে ।
স্বর্গ হ'তে এল ধরায় মধুর আহ্বান রে,
"আয় পাপী, আয় পাপী, পাবি পরিত্রাণ রে !"
শোন শোন শোন বাণী, পাতি আজ কাণ রে ;
ডাকিছেন মুক্তিদাতা প্রভু ভগবান্ রে ।
বষয়-গরল পিয়ে কি কঠিন প্রাণ রে ;
বাণী শুনে, তবু ভোল আপন কল্যাণ রে !
চারিদিকে নরনারী করিছে উত্থান রে ;
নবযুগে নবানন্দে জাগাও মন প্রাণ রে ।
দূরে যাক্ পাপ ভয়, মান অভিমান রে ;
প্রেমময়ের প্রেম-ক্রোড়ে কর আত্মদান রে !
(ঙ) তাই আজি সকাতরে, ডাকি ভাই প্রেমভরে, নগরবাসী রে,
শোন শোন ভাই, বধির হ'য়ে থেকো না ॥

[(ক), রূপক ; সুর, "শোন্ ভাই সমাচার" , (খ) খয়রা ; সুর, "দেখি এক শাখী" (গ) দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ" । (ঘ) একতালা ও ঝুলন ; সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল" । (ঙ) —(ক)]

১০৮৪

প্রেমের নদী নামিল ধরায় !
তোরা কে যাবি রে, আয় রে আয় !
দেখ, দয়াল ব'লে, প্রেমের জলে, পাপী তাপী ভেসে যায়।
এমন সুযোগ ছেড়ো না, তোমরা দেরি ক'রো না,
গেল বেলা, ক'রে হেলা, সময় হ'রো না ;
এই নদীর জলে গা ভাসালে, অকূলে কূল পাপী পায়।
একবার পড় ঐ টানে, শক্তি পাবে রে প্রাণে,
অনায়াসে যাবে ভেসে ব্রহ্ম-সদনে ;
ঐ প্রেম-সলিলে স্নান করিলে, পাপের জ্বালা দূরে যায়।
ব'সে ভাব' কি কূলে, সময় গেল যে চ'লে,
জাতি কুলের বাঁধন-দড়ি দাও সবে খুলে ;
গেয়ে নামের সারি, নর নারী, ভেসে সবে যাই ত্বরায় !

[খেমটা ; সুর, "ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই"]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেদগান, সংস্কৃত সঙ্গীত ও স্তোত্র ;
হিন্দী ও উর্দ্দূ সঙ্গীত

বেদগান

১০৮৫

ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি,

নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।

বিশ্বানি দেব সবিত দুর্‌রিতানি পরাসুব ; যদ্‌ ভদ্রং তন্ন আসুব।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

[কল্যাণ, তেওরা। স্বরলিপি, 'হবিঃ' নামক পুস্তকে প্রাপ্তব্য]

১০৮৬

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।

সমানো মন্ত্রঃ, সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।

সমানী ব আকূতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

[ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৯১ সূক্ত ; ২, ৩, ৪, ঋক্‌]

(১) তোমরা মিলিত হও ; মিলিত হইয়া বাক্য বল ; মিলিত হইয়া একে অন্যের মন জান। (২) তোমাদের মন্ত্র এক হউক, সিদ্ধি এক হউক ; তোমাদের চিত্ত (বিচার, মীমাংসা) ও মন এক হউক। (৩) তোমাদের অধ্যবসায় এক হউক, হৃদয় এক হউক। (৪) তোমাদের মন এমন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মিলন সুন্দর হয়।

১০৮৭

শৃণ্বন্তু বিশ্বে হ্মৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্ত মাদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা তি মৃত্যু মেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্যনায়।
শোন শোন সুরলোকবাসী অমৃতের যে আছ সন্তান,
জানিয়াছি সেই অবিনাশী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহান্,
তপন-বরণ তিনি, আঁধারের পারে যিনি,
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়, নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায়।
এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ,
সংপ্রাপ্যৈন মৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তমেব বিদিত্বা তি মৃত্যু মেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্যনায়।
নিত্য যিনি রয়েছেন, আপনাতে করি ভর,
জান তাঁরে, জানিবার কি আছে তাঁহার পর!
যাঁহারে পাইয়া জ্ঞান-পরিতৃপ্ত ঋষিগণ,
কৃতার্থ, বিগতরাগ, নির্লিপ্ত, প্রশান্ত-মন।
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়, নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায়।
যশ্চায়মস্মি ন্নাকাশে তেজোময়ো হ্মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ,
যশ্চায়মস্মি ন্নাত্মনি তেজোময়ো হ্মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ,
তমেব বিদিত্বা তি মৃত্যু মেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্যনায়।
তেজোময় পুরুষ অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ মহান্,
আকাশে আত্মায় যিনি সমভাবে সদা বিদ্যমান,
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়, নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায়॥

['ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ, ১৬শ অধ্যায় (১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ শ্লোক। মিশ্র ভৈরবী, ফেরতা]

১০৮৮

যদেমি প্রস্ফুরন্নির দৃতি র্ন ধ্মাতো অদ্রিরঃ,

মৃড়া, সুক্ষত্র, মৃড়য় ॥

ক্রত্বঃ, সমহ, দীনতা প্রতীপং জগমা, শুচে ; মৃড়া, সুক্ষত্র, মৃড়য় ।

অপাং মধ্যে তস্থিরাংসং তৃষ্ণা রিদ জ্জরিতারম্ ; মৃড়া, সুক্ষত্র, মৃড়য় ।

যৎ কিঞ্চেদং, ররুণ, দৈব্যে জনে হভিদ্রোহং মনুষ্যা শ্চরামসি,

অচিত্তী যৎ তর ধর্ম্মা যুযোপিম, মা ন স্তস্মা দেনসো, দেব, রীরিষঃ ।

[ঋগ্বেদ, ৭ম মণ্ডল, ৮৯ সূক্ত ; ২, ৩, ৪, ৫, ঋক্]

(১,২) হে আয়ুধবান্ (দণ্ডদানক্ষম) বরুণ, আমি তোমার কাছে বায়ু-পূরিত চর্ম্ম-পাত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে আসিতেছি। হে শক্তিমান্, আমার প্রতি সদয় হও, আমাকে ক্ষমা কর। (৩) হে ঐশ্বর্য্যশালী, হে পবিত্র, দুর্ব্বলতা বশতঃ আমি যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিপরীত পথে গিয়াছি; হে শক্তিমান্, ইত্যাদি। (৪) তোমার উপাসক জলরাশির মধ্যে বাস করিয়াও তৃষ্ণায় আক্রান্ত, হে শক্তিমান্, ইত্যাদি। (৫) হে বরুণ, আমরা মনুষ্যমাত্র, আমরা যে তোমার স্বর্গলোকের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করি, (৬) এবং অজ্ঞানতাবশতঃ যে তোমার ধর্ম্ম লঙ্ঘন করি, সেই অপরাধ হেতু, হে দেব, আমাদিগকে দণ্ডিত করিও না।

১০৮৯

য আত্মদা বলদা, যস্য রিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ,

যস্য ছায়াহমৃতং, যস্য মৃত্যুঃ, কস্মৈ দেবায় হরিষা রিধেম ?

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্ রাজা জগতো বভূব,

য ঈশে হস্য দ্বিপদ শ্চতুষ্পদঃ, কস্মৈ দেবায় হরিষা রিধেম ?

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা, যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ,
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?
যেন দ্যৌরুগ্রা, পৃথিবী চ দৃড়্হা, যেন স্বঃ স্তভিতং, যেন নাকঃ,
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈঃ দেবায় হবিষা বিধেম ?
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে, অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে,
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা, যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান,
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতী র্জজান, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?

, ১০ম মণ্ডল, ১২১ সূক্ত ; ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯ ঋক্ । স্বরলিপি, শতগান, ২১৩]

(১) যিনি প্রাণ দিয়াছেন, যিনি বল দিয়াছেন, সকল দেবগণ যাঁহার শাসন অনুসরণ করেন, (২) অমৃত যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার ছায়া, (তিনি ভিন্ন অন্য) কোন্ দেবতাকে আমরা হবির দ্বারা অর্চ্চনা করিব ? (৩) যিনি নিজ মহিমাবলে প্রাণময় জগতের, ও (যাহারা চক্ষের পলক ফেলিতে পারে সেই) জীব-কুলের একমাত্র রাজা হইয়াছেন, (৪) যিনি দ্বিপদ-গণের ও চতুষ্পদগণের শাসনকর্ত্তা, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। (৫) হিমবান্ পর্ব্বতসকল, ও সমুদ্র, ও 'রসা' (নাম্নী নদী), যাঁহার মহিমাবলে বর্ত্তমান, (৬) এই দিক্ সকল যাঁহার বাহু, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। (৭) যাঁহার দ্বারা আকাশ উজ্জ্বল হইয়াছে, পৃথিবী দৃঢ়া হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা স্বর্গ ও উর্দ্ধতম ('নাক'-নামক) স্বর্গলোক উচ্চে ধৃত রহিয়াছে, (৮) অন্তরিক্ষের শূন্যদেশের পরিসর যিনি মাপিয়া রাখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। (৯) ভূলোক ও দ্যুলোক যাঁহার শক্তিবলে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া, কম্পিত মনে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, (১০) উর্দ্ধলোকে সূর্য্য যাঁহার মধ্যে উদিত হইয়া আলোক দান করিতেছে, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। (১১) যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা, যে সত্যধর্ম্মা দ্যুলোকের স্রষ্টা, তিনি যেন আমাদিগকে বিনাশ না করেন ; (১২) যিনি উজ্জ্বল ও বৃহৎ জলরাশির স্রষ্টা, তিনি ভিন্ন অন্য কোন্ দেবতাকে আমরা হবির দ্বারা অর্চ্চনা করিব ?

১০৯০

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।

য এত দ্বিদু রমৃতা স্তে ভবন্তি।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসম শ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে, ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং।

স কারণং করণাধিপাধিপো, ন চাস্য কশ্চি জ্জনিতা ন চাধিপঃ।

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

হৃদা মনীষা মনসা ভিক্‌ৢপ্তো, য এত দ্বিদু রমৃতা স্তে ভবন্তি॥

['ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ, ৭ম অধ্যায়, ১, ২, ৩, ৪ শ্লোক। সেখানে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত আছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।৭, ৬।৮, ৬।৯, ৪।১৭]

সংস্কৃত সঙ্গীত

১০৯১

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং, পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।

চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং, স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং॥

ভবতি যতো জগতোঽস্য বিকাশঃ, স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।

দিনকরশিশিরকরা বতিষাতঃ, যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।

যদনুভবা দপগচ্ছতি মোহঃ, ভবতি পুন র্ন শুচামধিরোহঃ।

যো ন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং, জগতি পরং শরণং শরণানাং।

[ইমনকল্যাণ, ধামার]

১০৯২

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্ব মনন্তরূপ!
নমো নমস্তে হস্তু নমো নমস্তে!
তুমিই দেবাদিদেব পুরুষ পুরাণ,
নিখিল বিশ্বের তুমি পরম নিধান,
সরবজ্ঞ, জানিবার বস্তু ও হে তুমি,
অনন্ত স্বরূপে ব্যাপ্ত স্বর্গ মর্ত্ত্যভূমি।
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরু র্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমো হস্ত্য ভ্যধিকঃ কুতো হন্যো, লোকত্রয়ে হপ্যপ্রতিমপ্রভাব।
লোকচরাচরে তুমি পিতার সমান,
তুমি হে জগত-বন্দ্য, গুরু গরীয়ান।
কেহ না সমান তব; অধিক কোথায়?
তোমার মহিমা-ভাতি ত্রিভুবনে ভায়।
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং, প্রসাদয়ে ত্বা মহ মীশ মীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য, সখেব সখ্যুঃ, প্রিয় প্রিয়ায়া র্হসি, দেব, সোঢ়ুম্।
নমো নমস্তে হস্তু নমো নমস্তে!
অতএব, নমি দেব, প্রণত শরীরে,
তোমার প্রসাদ প্রভু মাগি অশ্রুনীরে।
পিতা পুত্রে ক্ষমে যথা, প্রণয়ী প্রিয়ায়,
সখারে যেমতি সখা,—ক্ষম গো আমায়॥

[গীতা, ১১শ অধ্যায়; ৩৮, ৪৩, ৪৪ শ্লোক। মিশ্র কেদারা, ঝাঁপতাল]

১০৯৩

সকলত্রো ৱা ৱিকলত্রো ৱা, সধনাঢ্যো ৱা, ৱিধনাঢ্যো ৱা,
সংসারেঽস্মিন্ যোজিতচিত্তঃ, শোচতি শোচতি শোচত্যেৱ
যোগরতো ৱা ভোগরতো ৱা, সঙ্গরতো ৱা সঙ্গৱিহীনঃ,
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ, নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেৱ ॥

১০৯৪

পরিপূর্ণমানন্দং !
অঙ্গৱিহীনং স্মর জগন্নিধানং ।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ ৱাচং,
ৱাগতীতং, প্রাণস্য প্রাণং, পরং ৱরেণ্যং ॥

[দেশ, তেওট]

১০৯৫

পুণ্য-পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ, তস্য তুচ্ছং সকলং ।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরৱে রভ্যুদয়ে, ভাতি তত্ত্বং ৱিমলং ।
প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে, সকলং হস্ততলং ॥

[ঝিঁঝিট, যৎ]

১০৯৬

ব্রহ্মকৃপাহি কেৱলম্ ।
পাশ-নাশ-হেতুরেষ, ন তু ৱিচার-ৱাগ্বলং ।
দর্শনস্য দর্শনেন নো মনো হি নির্ম্মলং,
ৱিৱিধ-শাস্ত্র-জল্পনেন ফলতি তাত কিং ফলং ।

[বাহার, একতালা]

সংস্কৃত স্তোত্র

১০৯৭

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমো হদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ-কর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্।
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্।
বয়স্ত্বাং স্মরামো বয়স্ত্বাম্ভজামো,
বয়স্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

[মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩।৫৯-৬৩। (পরিবর্ত্তিত, ১৮৪৫)। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম', গ্রন্থ, 'ব্রহ্মোপাসনা' অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ আছে]

১০৯৮

নমো নমস্তে ভগবন, দীনানাং প্রভো,
নমস্তে করুণাসিন্ধো, নমস্তে মোক্ষদায়ক।
পিতা, পাতা, পরিত্রাতা, ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ,
গতির্মুক্তি, পরা সম্পৎ, ত্বমেব জগতাং পতিঃ।
পাপগ্রাহ-সমাকীর্ণে মোহ-নীহার-সংবৃতে,
ভবাব্ধৌ দুস্তরে, নাথ, নৌরেকা ভবতঃ কৃপা।
ত্বৎকৃপা-তরণিং দেহি, দেহি নাথ বরাভয়ং,
মৃত্যু-মায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহি মেঽমৃতং।
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা, ভক্তস্তে ভক্তবৎসল,
নির্বাণং যাতু পাপাগ্নি ত্বৎপ্রসাদাৎ, পরেশ্বর !

[জুলাই, ১৮৯২]

১০৯৯

একো হি বিশ্বস্য ত্বমস্য গোপ্তা,
একো নরাণাং সুখমোক্ষদাতা।
একো ভবাব্ধৌ তরণিস্ত্বমেব,
ত্বৎপাদপদ্মে প্রণতোঽস্মি, দেব।
ত্বমেব শান্তেঃ পরমং নিধানং,
ত্বমেব সংসার-ভয়েষু বন্ধুঃ,
ত্বমেব জীবস্য গতিঃ শরণ্য
স্ত্বৎপাদপদ্মে প্রণতোঽস্মি, দেব॥

[এপ্রিল, ১৮৯৩

১১০০

নমো ঽকিঞ্চননাথায় নমোঽমৃত নমোঽভয় ।
অন্তর্যামি ন্নন্তরাত্মন্ নমো ঽনন্তাক্ষয়ায় তে ॥
নমোঽগতিগতে তুভ্যং নমস্তে ঽখিলকারণ ।
অরূপায় নমো ঽনাথবন্ধো অধমতারণ ॥
নমস্তুভ্যং কাতরাণাং শরণায় কৃপোদধে ।
করুণানিধয়ে কল্পতরো কলুষনাশন ॥
নমো গুণনিধানায় গতিনাথায় চিন্ময় ।
চিন্তামণে চিদানন্দ নম শ্চিরসখে নমঃ ॥
নমস্তে জগদাধার জীবানাং জীবনায় চ ।
জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ জগৎপালন তে নমঃ ॥
নমস্তুভ্যং দয়েশায় দারিদ্র্যভঞ্জনায় তে ।
দীনবন্ধো দর্পহারিন্ রত্নায় দুর্লভায় চ ॥
নমো দেবায় দীনানাং পালকায় নমো নমঃ ।
দয়াময়ায় তে ধর্ম্মরাজায় ধ্রুব নিত্য চ ॥
নমস্তুভ্যং নিরুপম নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন ।
নিত্যানন্দায় নিখিলাশ্রয়ায় নয়নাঞ্জন ॥
নমস্তে নির্ব্বিকারায় পিত্রে পাত্রে নমোঽস্তু তে ।
পরাৎপর পরব্রহ্মন্ পাষণ্ডদলনায় তে ॥
নমঃ প্রস্রবণ প্রীতে র্নমঃ পতিতপাবন ।
পুণ্যালয় পরিত্রাতঃ পূর্ণপ্রাণধনায় চ ॥

নমঃ প্রেমন্ পুরাণায় পবিত্রায় পরেশ্বর ।
প্রভো প্রসন্নবদন পরমাত্মন্ প্রজাপতে ॥
নমো বিশ্বপতে ব্রহ্মন্ বিপদ্বারণ তে বিভো।
বিজয়ায় বিধাতস্তে নমো বিঘ্নবিনাশন ॥
নমো ভক্তবৎসলায় নমো ভুবনমোহন ।
ভূমন্ ভবাব্ধি-কাণ্ডারিন্ ভবভীতিহরায় চ ॥
নমস্তে মঙ্গলনিধে নমস্তে মহিমার্ণব ।
মুক্তিদাত র্মহন্ মোক্ষধাম্নে মৃত্যুঞ্জয়ায় তে ॥
নমো নমোঽস্তু যোগেশ শান্তেরাকর শুদ্ধ চ ।
শ্রীনিবাস স্বর্গরাজ স্বয়ম্ভো স্বপ্রকাশ তে ॥
নমঃ সদ্গুরবে সারাৎসারায় সুন্দরায় চ ।
সর্বব্যাপিন্ সর্বমূলাধারায়াস্তু নমো নমঃ ॥
নমোঽস্তু সর্বারাধ্যায় নমোঽস্তু সর্বসাক্ষিণে ।
সুধাসিন্ধো সিদ্ধিদাতঃ সুখস্নেহময়ায় চ ॥
নমঃ স্রষ্ট্রে নমঃ সর্ব্বশক্তিমংস্তে নমো নমঃ ।
সনাতনায় সত্যায় নমঃ সর্বোত্তমায় চ ॥
হৃদয়াভিরঞ্জনায় হৃদয়েশ নমো নমঃ ।
নামান্যেতানি গৃহ্নন্তং পতিতং মাং সমুদ্ধর ॥

[এটি ২৩৭ সংখ্যক সঙ্গীতের সংস্কৃতে অনুবাদ]

বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের সমস্বরে পাঠ ও গান করিবার জন্য
সংস্কৃত স্তোত্র ও গান

(স্তোত্র)

১১০১

নবং দিনং প্রাপ্য পদে তবাদৌ কৃতজ্ঞ সানন্দ-হৃদা নমামি।

নবে নবে দেব দিনে ভবে মে ত্বৎপাদপদ্মে নবভক্তিরাস্তাম্।
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ গুরুস্ত্বমেব,
ত্বমেব পাতা শরণাগতানাং, ত্বৎপাদপদ্মে শরণাগতোঽস্মি।
শক্তিং শরীরে, হৃদয়ে চ নিষ্ঠাং তব প্রিয়ং সাধয়িতুং প্রযচ্ছ ;
বিবেক-দীপং কুরু দেব দীপ্রং, কৃত্যে যথা মে ন ভবেৎ প্রমাদঃ।
সত্যং বদেয়ং, মধুরং বদেয়ং, শ্রমী তিতিক্ষু র্বিনয়ী ভবেয়ং,
প্রিয়ৈঃ সতীর্থৈ র্গুরুভক্তিনম্রঃ, বিদ্যালয়ে জ্ঞানসুধাং পিবেয়ম্॥

(গান)

ওঁ পিতা নো ঽসি, পিতা নো বোধি,
নমস্তে ঽস্তু, মা নঃ পরা দাঃ।
বিশ্বানি দেব সবিত র্দুরিতানি পরাসুব,
যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ, ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ, ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

(স্তোত্র) ঃ—দীপ্র=উজ্জ্বল। কৃত্যে=কর্ত্তব্যে। (গান) ঃ—মা নঃ পরা দাঃ=আমাদিগকে দূরে রাখিও না। গানের সুর ১০৮৫ সংখ্যক গানের অনুরূপ।

হিন্দী সঙ্গীত

১১০২

ভোর ভয়ো, পক্ষীগণ বোলে, উঠ জন বিভু-গুণ গাও রে !
লখ প্রভাত-প্রকৃতিকী শোভা, বার বার হর্ষাও রে ।
প্রভুকী দয়া সুমর নিজ মনমেঁ সরস ভাব উপজাও রে ।
হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমেঁ উনকে, নয়নন্ নীর বহাও রে ।
ব্রহ্ম-রূপ-সাগরমেঁ মনকো, বারম্বার ডুবাও রে ।
নির্ম্মল শীতল লহরেঁ লে লে আতম-তাপ বুঝাও রে ॥

[ভৈরব, ঠুংরী ; সুর, "জয় ভবকারণ"] (১) বোলে — ডাকিতেছে । (২, ৩) লখ্.. সুমর — লক্ষ্য করিয়া, স্মরণ করিয়া । (৬) লহর — তরঙ্গ । বুঝাও — নির্ব্বাণ কর ।

১১০৩

চলো মন জহাঁ ব্রহ্মবিশ্বাসী গাবেঁ সদা মিল জয় জয় ব্রহ্মকী ।
জহাঁ অপনত্ব খোকর্ ব্রহ্মকে হোকর্ ব্রহ্মরাজ্যকে নিবাসী,
ব্রহ্মপ্রেমসে ভরকর্ হৃদয় সেবা-সাধন করেঁ নরনারী ।
জহাঁ ব্রহ্মসেবক-দল অওরোঁকে মঙ্গলকে লিয়ে হোঁ কুরবানী,
ব্রহ্মরাজ্যকে লানেকে লিয়ে হোবেঁ ব্রহ্মকে দাস অওর দাসী ।
জহাঁ ব্রহ্ম বিরাজে সব সম্বন্ধমেঁ, সৌন্দর্য্যকী রও জারী,
পী পী অমৃত, উন্নত হোঁ নিত, বোলেঁ "জয় জয় আনন্দকারী" ॥

[ভৈরবী, যৎ ; সুর, "মজ মন বিভু চরণারবিন্দে"]

(৪) কুরবানী — বলিদান । (৬] রও — ধারা । জারী — প্রবাহিত ।

১১০৪

ভজো মধুর হরিনাম, সন্তো।

সরস ভাবসে হরি ভজে জো, পাবে অমৃতধাম।

হরি হী সুখ হ্যাঁয়, হরি হী শান্তি, হরি হী প্রাণারাম।

হরি হী মুক্ত করেঁ পাপোঁসে, জো ভজে হরি অবিরাম॥

[কাফি, ঝাঁপতাল]

১১০৫

প্রীতি প্রভু সঙ্গ জোড় রে মন।

হরি বিনা কোঁই মিত্র নহীঁ হ্যায়, ন মুখ উন্‌সে মোড় রে মন।

সুফলত জীবন, পূর্ণ মনোরথ, হোত কহাঁসে ওর, রে মন।

অমৃতরূপ হ্যাঁয়্ জগত-বিহারী, সঙ্কট কাটে তোর, রে মন।

আয়ে বসে হরি ভীতর তেরে, পকড় উন্‌হীঁ কী গোদ্ রে মন॥

[কাফি, ঝাঁপতাল]

(২) শেষাংশ—তাঁহা হইতে মুখ ফিরাইও না। (৫) শেষাংশ—তাঁহারই ক্রোড় আশ্রয় করিয়া থাক, রে মন।

১১০৬

আও ভাই আও শরণ অব হরিকী।

জো হরি সব্‌কা প্রাণ-অধারা, পল পলমেঁ সুধ লেত হ্যাঁয় সব্‌কী।

ভুলো কেঁয়া তুম অ্যায়্‌সে প্রভুকো, দেখো অনন্ত দয়া হ্যায় উন্‌কী।

অওর্ রহো নহীঁ ভুল জগৎমেঁ, নাহক তাপ বঢ়াও নহীঁ মন্‌কী।

ব্যাকুল হো তুম হরিকে কারণ, ত্যাগো সকল চিন্তা বিষয়ন্‌কী॥

[ইমনকল্যাণ, ঝাঁপতাল]

(২) সুধ লেত হ্যাঁয়্=সংবাদ লন। (৪) নাহক্=অকারণ।

১১০৭

তুঝ্- বিন প্রভু ন কোই মেরা, দিল কিস্‌সে ম্যঁয়্ লগাউঁ ?
ছোড় তুঝে হরি দীনজন-ত্রাতা, ত্রাণ কহাঁ ম্যঁয়্ পাউঁ ?
প্রেম-নাথ হরি, তুঝ-বিন কিস্‌কো দিল্‌কী প্রীতি চঢ়াউঁ,
প্রাণ-হরি ম্যঁয়্ তেরা প্রেমিক, ছোড় তুঝে কহাঁ জাউঁ ?
তুঝ-বিন্ অওর কিসীকা নহীঁ ম্যঁয়্, তেরা হী দাস কহাঁউঁ,
নিরখ নিরখ তেরী সুন্দর শোভা, বার বার বলি জাউঁ ॥

[পিলু, ঝাঁপতাল] (৩) শেষাংশ — প্রীতি উৎসর্গ করি। (৫) শেষাংশ — তোমারি দাস বলিয়া পরিচিত হই। (৬) বলি বলিহারি।

১১০৮

অন্তরযামী, মেরা স্বামী, মেরা স্বামী তূ হী হয়্।
তুঝ-বিন কিস্‌সে ম্যঁয়্ দিল্‌কো লগাউঁ,
তেরে সিবা কিস্‌কে দর্ জাউঁ,
তুঝ্‌কো হী জীবন-লক্ষ্য বনাউঁ, মেরা স্বামী তূ হী হয়্।
তুঝ্ বিন অওর নহীঁ কোই মেরা, দূর করে জো দিলকা অন্ধেরা ;
ম্যঁয়্ তেরা অওর তূ প্রভু মেরা, মেরা স্বামী তূ হী হয়্।
তূ দাতা, ম্যঁয়্ তেরা ভিখারী, তূ পূজনীয়, ম্যঁয়্ তেরা পূজারী ;
তুঝ্‌মেঁ হী মেরী আশা সারী, মেরা স্বামী তূ হী হয়্।
তুঝ্‌সে জ্যুঁহী দিল্‌কো লগায়া, হরসূ তেরা জল্‌বা নজর্ আয়া ;
তুঝ্‌কো হী ম্যঁয়নে অপ্‌না পায়া, মেরা স্বামী তূ হী হয়্॥

[পিলু ভৈরবী, ঝাঁপতাল] (৯) তোমার সহিত যখনই চিত্ত লগ্ন করিলাম, চারিদিকে তোমার প্রকাশ দেখিতে পাইলাম।

১১০৯

ক্যা সুধা হ্যয়্ নামমেঁ তেরে, অ্যয়্ মেরে প্রীতম প্যারে।
মেরা চিত্তচকোর হোয় মতৱারা, জব তেরা নাম-সুধা পান করে।
অমৃত-সরোৱর, নাম হ্যয় তেরা, ভূখ পিয়াস দুঃখ হরে,
মেরে প্রাণ তন-মন পুলকসে পূরে, সব কছুঁ হরে হরে।
নাম তেহারো পরশ-রতন, লোহেকো কাঞ্চন করে,
প্রভু, পর্শন হোতে শ্রবণমেঁ নাম, পলকমেঁ পাতকী তরে॥

[ভজন, নৃত্যতাল]

১১১০

তুমহীঁ কেৱল এক গতি।
বিন তেরী করুণা নাহীঁ কাহুকো কোই ঠিকানা এক রতি।
করুণা কর হরি দুষ্টকো তারো, দেও তিসে নিজ চরণ-মতি।
তোহে বিসরায়ে অতি দুঃখ পাৱেঁ, তুমহীঁ সুখ হো, প্রাণপতি!
প্রাণ-হৃদয় মোহে নিজ কর রাখো, চির-সেৱক জস নারী সতী।
সত্য শিৱ সুন্দর, তেরো ভিখারী জাঁচে ন কছু বিন তর ভকতি॥

[মিশ্র দেশকার, ঝাঁপতাল] (৫) জস=যেমন। (৬) কছু—কিছু।

১১১১

প্রভু দিল্‌কে দ্বারে আয়ে হ্যঁয়্, তুম্ ঘুস্‌নে দোগে ক্যা?
ৱো মুক্তি লেকে আয়ে হ্যঁয়্, তুম্ দিল্‌কো দোগে ক্যা?
ৱো জীৱন-শক্তি লায়ে হ্যঁয়্, তুম্ বঢ়্‌কে লোগে ক্যা?
ৱো মেরা মেরা কহ্‌তে হ্যঁয়্, তুম্ উন্‌কে হোগে ক্যা?

[ইমন বেহাগ, দাদ্‌রা ; সুর, "বন্দি দেব দয়াময়"] (১) ঘুস্‌নে দোগে ক্যা—প্রবেশ করিতে দিবে কি? (৩) বঢ়্‌কে—অগ্রসর হইয়া।

১১১২

প্রভু, তুমরী ইচ্ছা পূরণ হো।
তুম্ চাহো জিস্ হালমেঁ রাখো, নিজ ইচ্ছা মুঝ্‌পর্ পরকাশো,
অভিমান মেরী সবহী বিনাশো, অপনত্ব মেরী চূরণ হো।
মেরে দুঃখসে যদি তব সন্তান পাবে পাপজীবনসে ত্রাণ,
করো মোহে নিশ্চয় বলিদান, তব স্বর্গরাজ্য বিস্তীরণ হো।
(ম্যঁয়) তুম্‌হেঁ মহান্ করনা চাহুঁ, পূরা তুম্‌রা হী বন্‌না চাহুঁ,
ইস্‌হীমেঁ ম্যঁয় খুশ্ রহ্‌না চাহুঁ, মৃত্যু হোবে য়া জীবন হো॥

[মিশ্র দেশকার, ঝাঁপতাল] (২) হাল=অবস্থা।

১১১৩

তুম্‌পর অপ্‌না তন মন বারূঁ।
তুমরী মরজী মেঁ মেরী মরজী, নিজ ইচ্ছাকো মারূঁ।
দুনিয়া ইধর্‌কী উধর্ হো জাবে, তুম্‌কো ম্যঁয়্ ন বিসারূঁ।
ক্যয়্‌সা হী বড়া প্রলোভন আবে, ম্যঁয়্ বাজী নহীঁ হারূঁ।
ভীতর বাহির রোক জো হোবে, ইক ইক করকে মারূঁ।
গর দুনিয়া হো চুরণ সারী, মুখ উজ্জ্বল ন বিগাড়ুঁ।
অওরোঁকী হো পঁহুচসে উপর, "জয় জয় ব্রহ্ম" পুকারূঁ।
ব্রাহ্মধর্ম্মকী মহিমা ফয়্‌লে, উস্‌হীকী জয় উচ্চারূঁ।
তব সেবামেঁ ক্যয়্‌সা আনন্দ, পল পল উসে বিচারূঁ॥

[মিশ্র দেশকার, ঝাঁপতাল]

(১) বারূঁ—উৎসর্গ করি। (৪) বাজী নহীঁ হারূঁ=হারিয়া না যাই। (৫) রোক=বাধা। ইক ইক=এক একটি] (৬) গর্=যদি। বিগাড়ূঁ=বিকৃত করি। (৮) ফয়্‌লে=বিস্তার হউক।

১১১৪

প্রভু, তুম্হারে চরণোঁমেঁ ম্যঁয় সব কুছ অর্পণ কর্‌তা হূঁ,
ক্যা তন্, ক্যা মন্, স্বজন প্রাণ ধন, সব কুছ আগে ধর্‌তা হূঁ
পাপীকে উদ্ধারহেত ম্যঁয় আত্মসমর্পণ কর্‌তা হূঁ,
তুঝ্‌কো লেকর্ প্রাণ-পিয়ারে, অওর সভী কুছ দেতা হূঁ।
করো গ্রহণ সেৱামেঁ মুঝ্‌কো, ভারতকা উদ্ধার করো,
প্রতিদিন কর্ মুঝ্‌কো কু.রবানী, নরনারীকা পাপ হরো॥

[পিলু, ঝাঁপতাল]

(৩) উদ্ধারহেত — উদ্ধারহেতু। (৬) কুর্‌বানী — বলিদান।

১১১৫

জয় জগদীশ হরে,	প্রভু, জয় জগদীশ হরে।
প্রেমদান হমেঁ দীজে,	করুণা দৃষ্টি করে।
প্রেম-পদারথ পাকর্	মহিমা তব গাৱেঁ,
জগত-বিষয় সব ভূলেঁ,	তুম্‌সোঁ চিত লাৱেঁ।
নিত নিত হো উৎসাহিত	তেরো হী ধ্যান ধরেঁ,
নিশদিন তব গুণ গাৱেঁ,	তেরী হী শরণ পড়েঁ।
কৃপা য়েহী তুম্‌হারী,	নিজ ভক্তি দীজে,
দীনহীনকী বিনতি	ইৎনী সুন লীজে।
হম সব অতি দুর্ব্বল,	শরণ পড়েঁ তেরী,
পাপতাপসে রক্‌ষা	করো প্রভু হমরী॥

[(ভজন) মিশ্র ঝিঁঝিট, কাওয়ালি; সুর, "জয় দেব জয় দেব জয় ত্রিভুবন-করতা"]

১১১৬

জয় দেৱ, জয় দেৱ, জয় ত্রিভুৱন-করতা,
সবকে আশ্রয়দাতা, ভয়-সঙ্কট-হরতা।
জড় চেতন সব জে তে, মহিমা তৱ গাৱেঁ, (হে প্রভু)
রাজা পরজা সবহী তুম্‌কো সির নাৱেঁ ।
অতুল তুম্‌হারী করুণা, বর্ণি নহীঁ জাই, (হে প্রভু)
মঙ্গল-কীর্ত্তি তুম্‌হারী গগন গগন ছাই !
তুম্ চেতন পরমেশ্বর, পরিপূরণ স্বামী, (তুম্)
পুণ্যপাপ মম দেখো, প্রভু অন্তরযামী।
অতুল জ্ঞানকী চহুঁ দিশ জ্যোতি বিস্তারী, (তুম্)
নিরখ নিরখ হোঁ বিস্মিত জগকে নরনারী !
(হে) অনন্ত, তৱ শক্তি বর্ণন কিম কীজে, (হে প্রভু)
করো গর্ব্ব প্রভু চূরণ, নিজ আশ্রয় দীজে ।
ভিক্‌ষা য়েহী হমারী, হে মঙ্গল দেৱা, (হে প্রভু)
নিশদিন হো উৎসাহিত, করেঁ তেরী সেৱা॥

[(ভজন) মিশ্র ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

১১১৭

ধন্য হ্যয়্ প্রভু নাম তেরা ধন্য তৱ করুণা, হরি,
ধন্য পিতৱত স্নেহ তেরা, জো ন ত্যাগো তুম্ কভী।
ধন্য হো তুম্ নিত্য সত্য অওর ধন্য হ্যয়্ সত্তা তেরী,
জিস্‌কে বল্‌সে সৃষ্টি সারী জগৎমেঁ বিচরে ফিরি।

ধন্য জ্ঞান অপার তেরা জো সব জগ পরকাশ হায়্,
রাত-দিন কর্‌তা সভোঁকে অন্তঃকরণমেঁ বাস হায়্।
ধন্য হো হে অনন্ত স্বামী, হায়্ অনন্ত দয়া তেরী,
জো চহুঁদিশ নিত্য নর-পশু পালতী হায়্ সদা-পরি ।
ধন্য পরম অনাদি পূরণ, অন্ত তব নহীঁ আওঁদা,
জগত তেরে দয়াকো হায়্ সহস্র মুখসে গাওঁদা।
ধন্য আনন্দসিন্ধু হো তুম্, ধন্য হো তুম্ শুভ-গুণী,
ব্রহ্মাণ্ড-সারেমেঁ, হে দয়াময়, বজ্ রহী তব জয়-ধ্বনি।
ধন্য অমৃত-রূপ প্রভুজী, পরম শিব সুন্দর হো তুম্,
নিরখ ভক্ত অবাক্ হোবে, মহিমা-অপম্পরার তুম্।
ধন্য জগ-কৌশল হায়্ তেরা, ধন্য তব মহিমা, হরে,
কথন কোঁকর হো সকে প্রভু, মন-বচনসে জো হায়্ পরে।
ধন্য তব শান্তি হে ঈশ্বর, ধন্য তব গম্ভীরতা,
অপরাধ সও সও দেখকব্ ভী জো দয়াদৃষ্টি ন ফেরতা।
এক তুম্ ত্রিভুবনকে স্বামী, রাজরাজেশ্বর তুম্হী,
মুক্তিদাতা, প্রাণ-ত্রাতা, তেরে বিন দূজা নহীঁ।
(হে) সিদ্ধিদাতা জগতপাতা সুন লো পতিতন্‌কী পুকার,
ভক্তি প্রীতিসে আয়ু হম্‌রী হো ব্যতীত তুম্‌হারে দ্বার!
বার বার নবাঁয়ে মস্তক চরণ তব বলিহারি হায়,
বাস তুমমেঁ হো হমারী, ইসী ধনকে ভিখারী হায় ॥

(১৮) সও সও =শত শত। (২০) দূজা = দ্বিতীয়। (২১) সুন লো = শুনিয়া লও। পুকার =ডাক।

১১১৮

ধন্য ধন্য ধর্ম্ম-বিধান-বিধাতা !

ধন্য ধন্য তুম্, ধন্য শক্তি তুম্হারী, ধন্য কৃপা-সিন্ধু পিতামাতা।
তব শরণাগত গহে কৃপানিধে, পাপ-জীৱন রহ্‌নে নহী পাতা।
তুম্‌কো পায়ে অমর হো জাৱেঁ, দেৱজীবনকে তুম্ প্রভু দাতা।
কিস্ মুখসে করেঁ দয়া তব ৱরণন, হম তুচ্ছ, তুম হো অনন্ত বিধাতা।

[ইমন ভূপালী, ঝাঁপতাল]

(৩) তোমার শরণ গ্রহণ করিলে, হে কৃপানিধে, পাপজীবন রহিতে পায় না।

১১১৯

গগনময়্ থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা-মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিলো, পৱন চৱ়রো করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।
কাঁয়সী আরতি হোৱে ভৱখণ্ডনা তেরী আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।
সহস তব নয়ন, ননা নয়ন হয়্, তোহেকো,
সহস মূরতি, ননা এক তোহি ;
সহস পদ বিমল, ননা এক পদ ; গন্ধ বিন
সহস তব গন্ধ য়ূঁ চলত মোহি।
সবমেঁ জ্যোত জ্যোত হয়্ সোই,
তিস্‌কে চানন সবমেঁ চানন হোই,
গুরু-সাথী জ্যোত নিত প্রগট হোই,
জো তিস্ ভাৱৈ, সো আরতি হোই !

হরিচরণকমল-মকরন্দ-লোভিত মনো,
অনুদিনো মোহি আহী পিয়াসা ;
কৃপা-জল দেও নানক-সারঙ্গ্ কো,
হোবে জাতে তেরে নাম বাসা ॥

[জয়জয়ন্তী, তেওরা]

বিশ্বরাজের আরতিতে (১) গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপ স্বরূপ হইয়াছে, (২) তারকাগণ মোতি হইয়াছে। (৩) মলয়ানিল ধূপ হইয়াছে ; পবন চামরের কাজ করিতেছে। (৪) সকল বনরাজি ফলময় ও জ্যোতির্ম্ময়। (৫) হে ভবখণ্ডন, তোমার যে আরতি, সে কেমন আরতি! (৬) অনাহত শব্দ তাহার ভেরী বাজিতেছে। (৭) তোমার সহস্র নয়ন, কিন্তু তোমার নয়ন নাই ; (৮) তোমার সহস্র মূর্ত্তি, কিন্তু একটিও মূর্ত্তি নাই। (৯,১০) তোমার সহস্র বিমল পদ, কিন্তু একটিও পদ নাই ; গন্ধ বিনাই তোমার সহস্র গন্ধ অমনি সকলকে মোহিত করিয়া চলিয়াছে। (১১,১২) সকলের মধ্যে তিনিই জ্যোতির্ম্ময় ; তাঁহার আলোক হইতেই সকল বস্তুতে আলোক হয়। (১৩,১৪) সেই পরম গুরুর শিক্ষাতে নিত্য জ্যোতি প্রকাশিত হয়। যাহাতে তাঁহার প্রসন্নতা হয়, তাহাই তাঁহার আরতি। (১৫,১৬) আমার মন হরিচরণকমল-মকরন্দের জন্য লোভিত। অনুদিন সেই পিপাসা আমাতে জাগিয়া রহিয়াছে। (১৭,১৮) নানক-চাতককে কৃপাজল দান কর, যাহাতে তোমার নামেই তাহার বাস হয়।

১১২০

প্রভুজী তূ মেরে প্রাণ-আধারে।
নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দনা অনেকবার জাউঁ বারে।
উঠত বয়ঠত, সোবত জাগত, য়ে মন তুঝেহী চিতারে।
সুখ দুখ য়ে সব মন্‌কী বিরৃথা, তুঝ্‌হী আগে সারে।
তু মেরী ওট্ বল, বুদ্ধি ধন্ তুম্‌হীঁ, তুম হম্‌রে পরিবারে।
জো তুম করো, সোই ভলা হম্‌রা, (পেখ্) নানক সুখ চরণারে ॥

[মিশ্র সিন্ধু, ঝাঁপতাল]

(৪) বিরৃথা=ব্যথা ; অনুভব। (৫) ওট্=ঢাল। (৬) শেষাংশ=নানক দেখিয়াছে যে তোমার চরণেই সুখ।

১১২১

ঠাকুর, অ্যয়সো নাম তুম্‌হারো ।
পতিত পবিত্র লিয়ে কর অপনে, সকল করত নমস্কারো !
জাত-বরণ কউ পূছে নাহী, পূছে চরণ নিবারো ।
সাধ্‌-সঙ্গত নানক বুধ পাই, হরি-কীর্ত্তন উধারো ।

(১) হে ঠাকুর, তোমার নাম এমন যে, (২) পতিত জন ও পবিত্র জন, সকলকেই তুমি আপনার করিয়া লয়। তাহারা সকলেই তোমাকে নমস্কার করে। (৩) তোমার নিকট জাতিবর্ণ কেহ জিজ্ঞাসা করে না ; কেবল জিজ্ঞাসা করে যে সে তোমার চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে কি না। (৪) নানক সাধুসঙ্গ হইতে বুদ্ধি (জ্ঞান) লাভ করিয়াছে, এবং হরিকীর্ত্তন হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে।

১১২২

ঠাকুর, তব শরণাই আয়ো ।
উতর গয়া মেরে মনকা সন্‌শা, জব তেরা দরশন পায়ো ।
অন-বোলত মেরী বির্‌থা জানী, অপনা নাম জপায়ো ।
বাঁহ্‌ পকড়্‌ কঢ়্‌ লীনে, জন অপনে, গর্হ্‌ অন্ধকূপতে মায়ো ।
দুখ নাঠে, সুখ সহজ সমায়ে, আনন্দ আনন্দ গুণ গায়ো ।
কহো নানক, হরি বন্ধন কাটে, বিছড়ত আন মিলায়ো ॥

[মিশ্র সিন্ধু ঝাঁপতাল]

(২) প্রথমাংশ = তখন মনের সংশয় দূর হইল। (৩) আমি না বলিতেই আমার ব্যথা জানিয়া তুমি আপনার নাম জপিতে শিখাইয়াছিলে। (৪) হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া লইলে তুমি, আপনার দাস আমাকে, গভীর অন্ধকূপ হইতে। (৫) এখন আমার দুঃখ নাই ; সহজেই আমাতে আনন্দ প্রবেশ করিয়াছে, আনন্দে-আনন্দে আমি তোমার গুণ গাহিতেছি। (৬) হে নানক, সকলকে বল, হরি আসিয়া বন্ধন কাটিয়াছেন, এবং যে বিচ্ছিন্ন ছিল তাহাকে মিলিত করিয়া লইয়াছেন।

১১২৩

জূঁ জানো তূঁ তার স্বামী, কুটিল কঠোব ম্যঁয় কাপট কামী।
তু সমর্থ, শরণকে যোগ্য হ্যয়, তূ রথ অপনী, কলাধার স্বামী।
জপ তপ নিয়ম শৌচ অওর সংযম, নহীঁ ইন্-বিধ ছুটকার, স্বামী।
গাড়ত ঘোর অন্ধতে কাঢ়ো, নানক নজ.র নিহাল, স্বামী॥

(১) হে স্বামী, তুমি যেমন করিয়া জান, তেমনি করিয়া আমার ত্রাণ কর। আমি কুটিল, কঠোর, কপট, কামনার দাস। (২) তুমি শক্তিমান্, তুমিই আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। তুমি আপনার জনকে রক্ষা কর, হে সর্ব্বগুণাধার স্বামী। (৩) জপ তপ নিয়ম শৌচ সংযম, সব করিয়া দেখিলাম); এ সকল প্রণালীতে মুক্তি হইল না, হে স্বামী। (৪) নানকের প্রতি দয়া দৃষ্টি করিয়া, হে স্বামী, সে যে ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে টানিয়া তোল।

১১২৪

অব্ মেরী বেড়ী পার লঙ্ঘা, মুঝ্-বেকস্‌কা তু মল্লাহ্।
জি-তরল দেখূঁ, তূ হী নজ.র্ আৱে; হারা, তেরী হী শরণ পড়া।
শরণ-পড়েকী অব্ প্রভু রাখো, দীনবন্ধু নাম তেরা।
বহা জাত হূঁ ভৱসাগরমেঁ, জ্যয়সে বনে অব্ আয় বচা।
পাপোঁকে ভৱরমেঁ ভরমত ডোলূঁ, প্রেমকা ঝোকা এক চলা।
বিশ্বাসী তৱ দরশকা ভূখা, তেরা দর্ ছোড়্ কহাঁ অব্‌জা॥

(১) এখন আমার তরণী পার কর; এই অসহায়-আমার তুমিই কর্ণধার। (২) যে দিকে দেখি, তুমিই দৃষ্টিপথে পতিত হও। আমি হারিয়াছি; আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। (৩) শরণাপন্নের ভিক্ষা রাখ প্রভু, তোমার নাম যে দীনবন্ধু! (৪) আমি ভবসাগরে বহিয়া যাইতেছি; যেমন করিয়া হয়, এখন আসিয়া আমাকে বাঁচাও। (৫) পাপের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘূর্ণিত ও আন্দোলিত হইতেছি; প্রেম-বায়ুর একটি হিল্লোল আমার দিকে প্রবাহিত কর। (৬) বিশ্বাসী তোমার দর্শনের জন্য ক্ষুধিত; তোমার দ্বার ছাড়িয়া এখন সে কোথায় যায়?

১১২৫

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর ! তেরো চরণপর সির নাবেঁ ।
সেবক জনকে সেব সেব পর, প্রেমী জনাঁকে প্রেম প্রেম পর,
দুঃখী জনাঁকে বেদন বেদন, সুখী জনাঁকে আনন্দ এ ।
বনা-বনামেঁ সাঁবল-সাঁবল, গিরি-গিরিমেঁ উন্নিত উন্নিত,
সলিতা-সলিতা চঞ্চল-চঞ্চল, সাগর-সাগর গম্ভীর এ ;
চন্দ্র সূরজ বরৈ নিরমল দীপা, তেরো জগমন্দির উজার এ ॥

[সিন্ধুড়া, তেতালা]

(দ্বিতীয়ার্দ্ধ) বনে বনে তুমিই শ্যামল ; গিরিতে গিরিতে তুমিই উন্নত ; সরিতে সরিতে তুমিই চঞ্চল ; সাগরে সাগরে তুমিই গম্ভীর । চন্দ্র ও সূর্য্য, তোমার নির্ম্মল দীপ, জ্বলিতেছে ; তোমার জগৎ-মন্দির তাহাতে উজ্জ্বল ।

১১২৬

তূ দয়াল দীন হোঁ, তূ দানী, হোঁ ভিখারী ।
হোঁ প্রসিদ্ধ পাতকী, তূ পাপপুঞ্জহারী ।
তূ ব্রহ্ম, হোঁ জীব, তূ ঠাকুর, হোঁ চেরো ;
তাত মাত গুরু সখা, তূ সববিধ হিত মেরো ।
নাথ তূ অনাথকো, অনাথ কওন মো-সওঁ ;
মো-সমান আর্ত্ত নহীঁ, আর্ত্তিহর তূ-সওঁ ।
তোহে-মোহে নাত অনেক, মানিয়ে জো ভাবে,
জিসসে তুলসী, কৃপালু, চরণ-শরণ পাবে ॥

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, একতালা]

(৩) চেরো=শিষ্য, দাস । (৫) মো-সওঁ—আমার সম । (৭) নাত=সম্বন্ধ । শেষাংশ =তন্মধ্যে হে প্রভু, যে সম্বন্ধটি তোমার ভাল মনে হয়, তাহাই স্থাপন করিয়া লও ।

১১২৭

গ্রহ চন্দ্র তপন জ্যোত বরত হ্যয়্,
সুরত রাগ, নিরত তাল বাজৈ।
নওবতিয়া ঘুবত হ্যয়্ রয়্‌ন-দিন শূন্যমেঁ,
কহৈ কবীর, পিব গগন গাজৈ।
ক্ষণ অওর পলককী আরতি কওন্‌সী!
রয়্‌ন-দিন আরতি বিশ্ব গাবৈ।
'ঘুরত নিশান, তহঁ গ.য়্‌বকী ঝালরা,
গ.য়্‌বকী ঘণ্টকা নাদ আবৈ।
কহৈ কবীর, তহঁ রয়্‌ন-দিন আরতি,
জগতকে তখ্‌.ত পর জগত-সাঁঈ।
কর্ম্ম অওর ভর্ম্ম সংসার সব্ করত হ্যয়্,
পিবকী পরখ্ কোই প্রেমী জানৈ।
সুরত অওর নিরত ধার মনমেঁ পকড়্‌কর্
গঙ্গ অওর জমন্‌কে ঘাট আনৈ॥

(বিশ্বের আরতি)—(১) গ্রহ চন্দ্র তপন আলোকরূপে জ্বলিতেছে। (২) প্রেমের রাগ ও বৈরাগ্যের তাল বাজিতেছে। (৩) রজনী-দিন শূন্যে (বিশ্বেশ্বরেব) প্রহরীগণ ঘুরিতেছে। (৪) কবীব বলেন, প্রিয় (পরমেশ্বরের) ধ্বনি গগনে উঠিতেছে। (৫) মনুষ্য-কৃত ক্ষণিকের ও পলকের আরতি কি-তুচ্ছ! (৬) রজনী দিন বিশ্ব আরতি গান করিতেছে। (৭) সেখানে অদৃশ্য পতাকা ঘুরিতেছে, অদৃশ্য চন্দ্রাতপ বিস্তৃত আছে; (৮) ইন্দ্রিয়ের অগোচর ঘণ্টার নাদ আসিতেছে। (৯) কবীর বলেন, তথায় রজনী দিন আরতি চলিয়াছে; (১০) জগতের সিংহাসনে জগত-স্বামী আসীন। (১১) সব সংসার কর্ম্ম করিয়া ও ভ্রমণ করিয়া চলিয়াছে; (১২) তার মধ্যে বিরল সেই প্রেমিক, যিনি প্রিয় পরমেশ্বরের পরিচয় জানেন। (১৩) তিনি প্রেম ও বৈরাগ্যের দুই ধারা আপন অন্তরে ধারণ করিয়া, (১৪) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-ঘাট অন্তরের মধ্যেই আনয়ন করেন।

১১২৮

তোহি মোহি লগন লগায়ে, রে ফকীরবা !
সোবত হী মঁ্যয়্ অপ্‌নে মন্দিরমেঁ ;
শব্দ মার জগায়ে, রে ফকীরবা !
বূড়ত হী মঁ্যয়্ ভবকে সাগরমেঁ,
বঁহিয়া পকড়্ সুল্‌ঝায়ে, রে ফকীরবা !
এঁকৈ বচন, দূজে বচন নাহীঁ,
তুম্ মো-সে বন্ধ্ ছুড়ায়ে, রে ফকীরবা !
কহৈঁ কবীর, সুনো ভাই সাধো,
প্রাণন্ প্রাণ লগায়ে, রে ফকীরবা !

(১) হে আমার প্রেমভিখারী (পরমেশ্বর), তুমি তোমার ও আমার মধ্যে কি বাঁধন বাঁধিয়াছ ! (২) আমি আপন ঘরে মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম, (৩) তুমি তোমার গানের আঘাতে আমাকে জাগাইলে, হে আমার ভিখারী ! (৪) আমি ভবসাগরে মগ্ন হইতেছিলাম, (৫) তুমি হাত ধরিয়া আমাকে মুক্ত করিলে, হে আমার ভিখারী ! (৬) তোমার একটি মাত্র বাক্য, ("আমি তোমায় চাই"), দ্বিতীয় বাক্য নাই ; তাহাতেই (৭) তুমি আমার সকল বন্ধন ছাড়াইয়া লইলে, হে আমার ভিখারী ! (৮) কবীর বলেন, (আমার এই নিবেদন) শোন ভাই সাধু। (৯) তুমি তোমার প্রাণে আমার প্রাণ যুক্ত করিলে, হে আমার ভিখারী !

১১২৯

অঘ মিটৌ অঘ-মোচন স্বামী, অন্তর ভেটৌ অন্তরযামী।
গত-লোচন অন্ধ অচল অনাথা, গতি দে স্বামী, পকড়ো হাথা
সরণ তুম্‌হারা, তুম্-সির ভারা, জন রজ্জবকী সুনহঁ পুকারা ॥

[স্বরলিপি, "পঞ্চপুষ্প," কার্ত্তিক ১৩৩৬] (১) হে পাপ-মোচন স্বামী, পাপ বিনষ্ট কর; হে অন্তর্যামী, অন্তরে আসিয়া দেখা দাও। (৩) তোমার শরণ লইলাম ; এখন তোমারি মস্তকে আমার ভার ; দাস রজ্জবের ক্রন্দন শ্রবণ কর।

১১৩০

রাগকী চোট্ লগী হ্যয়্ তন্‌মেঁ,

ঘর নহীঁ চয়্‌ন্, চয়্‌ন্ নহীঁ বন্‌মেঁ।

ঢ়ূঁড়ত ফিরূঁ, পির নহীঁ, পাউঁ, ঔষধ মূল খায় গুজ্ রাউঁ।

তুম্‌সে বৈদ্য, ন হম্‌সে রোগী, বিন দীদার কোঁ্যা জীয়ে বিয়োগী?

কহেঁ কবীর, কোই গুর-মুখ পাবে, বিন নয়নন্ দীদার দিখাবে॥

১) (তুমি বিশ্বভুবন পূর্ণ করিয়া যে প্রেম-গান গাও তাহার) সুরের আঘাত আমাতে লাগিয়াছে। (২) এখন আমার ঘরেও শান্তি নাই, বনে গিয়াও শান্তি নাই। (৩) আমি কত অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি কিন্তু প্রিয়কে পাইতেছি না। আমার বেদনার উপশমের জন্য নানা ঔষধ ও ওষধি-মূল সেবন করিয়া দিন যাপন করিতেছি। (৪) তোমার অপেক্ষা বড় বৈদ্যও কেহ নাই, আমার অপেক্ষা বড় রোগীও কেহ নাই। (প্রিয়ের) দর্শন বিনা বিরহী কিরূপে বাঁচে? (৫) কবীর বলেন, যদি কেহ মুখ্য গুরুকে পায়, তবে তিনি বিনা নয়নেই (প্রিয়ের) দর্শন মিলাইয়া দেন।

১১৩১

তন্-মন্‌সে জো ঈশ্বরকো জানে, মূঁহ্‌মেঁ প্রেম্‌কী বাণী,

কহে কবীরা, সুনো ভাই সাধু, বহী সচ্চা জ্ঞানী।

মান্‌কা ফিরাকে জনম গঁবাই, ন গয়া মন্‌কা ফের,

হাথ্‌কে মান্‌কা ডারকে অব্ মন্‌কা মান্‌কা ফের!

মালা ফিরাকে হরিকো পাবে, তো ম্যঁয় ফিরাবা ঝাড়,

জেড়া পথল্ পূজ্‌কে হর্ মিলে, তো ম্যঁয় পূজ্যাঁ পহাড়।

(৩) মান্‌কা=মণিকা, অর্থাৎ জপমালার গুটিকা। মালার গুটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গেল, কিন্তু মনের প্যাঁচ্ দূর হইল না। (৪) হাতের গুটি ফেলিয়া দিয়া এখন মনের গুটি ঘুরাও। (৫) যদি অক্ষ-গুটিকা ঘুরাইয়াই হরিকে পাওয়া যায়, তবে আমি (অক্ষ-গুটিকার গাছের) ঝাড় শুদ্ধ ঘুরাইতে প্রস্তুত আছি। (৬) যদি পাথরের পূজা করিয়া হর মিলে, তবে আমি আস্ত পাহাড়ের পূজা করিতে প্রস্তুত আছি।

১১৩২

আজ মেরে প্রীতম ঘর আয়ে।

রহস্ রহস্‌মে অঙ্গ্‌না বহারু, মোতিয়ন্ আঁখ ভরায়ে।

চরণ পথার প্রেমরস করিকৈ সব সাধন বর্‌তাউঁ,

পাঁচ সখী মিল মঙ্গল গাবৈঁ রাগ সুরত লির লাউঁ।

করু আরতি প্রেম-নিছাবর, পল পল বলি বলি জাউঁ,

কহৈঁ কবীর, ধন্য ভাগ হমারা, পরম পুরুখ বর পাউঁ ॥

(১) আজ আমার প্রিয়তম আমার ঘরে আসিয়াছেন। (২) আনন্দে আমি আজ আমার (হৃদয়) অঙ্গন ঝাঁট দিতেছি; অশ্রুতে আমার চক্ষু ভরিয়া যাইতেছে। (৩) প্রেমজলে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া আমার সব সাধন উদ্‌যাপন করি। (৪) আমার পঞ্চেন্দ্রিয় সখীগণ মঙ্গল-গীতি গাহিতেছে। সেই প্রেমের রাগিণীতে আমি আপনাকে মিলিত করি। (৫) প্রেমের অর্ঘ্য লইয়া আমি তাঁহার আরতি করি, পলে পলে আমি তাঁহার কাছে আপনাকে উৎসর্গ করি। (৬) কবীর বলেন, ধন্য আমার ভাগ্য; আজ আমি আমার পরমপুরুষ স্বামীকে পাইয়াছি।

১১৩৩

তুম্‌হারে কারণ সব সুখ ছোড়েয়া,

অব মোহি ক্যোঁ তরসাও ?

অব ছোড়েয়া নহী বনে প্রভুজী, চরণকো পাস বুলাও।

বিরহ-বিথা লাগী উর-অন্দর, সো তুম আয়্ বুঝাও।

মীরাঁ দাসী জনম-জনমকী, চিত্তসু চিত্ত লগাও ॥

[স্বরলিপি, "বিচিত্রা," চৈত্র, ১৩৩৬] (১) তোমারি কারণে আমি সব সুখ ছাড়িয়াছি। এখনও কেন আমাকে (বিরহের) ক্লেশ দিতেছ ? (২) এখন আর তো ছাড়িয়া থাকিলে চলিবে না, প্রভু; আমায় চরণের সন্নিধানে ডাকিয়া লও। (৩) বিরহ-ব্যথা হৃদয়ের ভিতর লাগিয়াছে; তাহা তুমি আসিয়া নির্ব্বাণ কর। (৪) মীরা তোমার জন্মজন্মের দাসী; তোমার চিত্তে তাহার চিত্ত লগ্ন কর।

১১৩৪

চরণামৃত পরসাদ চরণ-রজ অপ্‌নে সীস্‌ চঢ়াও,
লোক-লাজ কুল-কান ছাড়িকৈ অভয় নিশান উড়াও।
কথা, কীর্ত্তন, মঙ্গল, মহোৎসব, কর সাধনকী ভীড়্‌,
কভী ন কাজ বিগড়ী হ্যয় তেরো, সত সত কহত কবীর॥

(১) ঈশ্বরের চরণামৃত, প্রসাদ, চরণধূলি নিজ শিরে তুলিয়া লও। (২) লোকলজ্জা ও কুলের বন্ধন ত্যাগ করিয়া অভয় পতাকা উড়াও। (৩) তাঁর কথা, তাঁর নাম, তাঁর মঙ্গল-অনুষ্ঠান, তাঁর মহোৎসব,—এইরূপে সাধনার ভিড় জমাইয়া তোল। (৪) কবীর সত্য সত্য বলিতেছেন, এইরূপ সাধন হইলে) তোমাদের কাজ কখনও নষ্ট হইবে না।

১১৩৫

মেরে মন হরি কৃপাল, দূসরা ন কোই।
প্রেমকী মথনিয়া মাথী ভক্তিসে বিলোই,
দুধ মথ্‌ ঘৃত কাঢ লিও, ছাছ পিয়ে কোই।
আঁসুবন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম-বেল বোই;
সন্তন ঢিগ্‌ বয়্‌ঠ বয়্‌ঠ লোক-লাজ খোই।
ম্যঁয়্‌ তো চলী ভগত জান্‌, জগত মোহে দেত তান্‌,
আয়ী প্রভু শরণ তেরী, হোনী হো সো হোই॥

(মীরাবাইর উক্তি)—(১) আমার মনে হরি কৃপালু আছেন, দ্বিতীয় আর কেহ নাই। (২) প্রেমের মন্থন-পাত্র লইয়া মন্থন করিতেছি, তাহাতে ভক্তি ঢালিয়াছি। (৩) এইরূপে দুগ্ধ (ধর্ম্ম) মন্থন করিয়া তাহার ঘৃতটুকু (সারাংশ) আমি বাহির করিয়া লইয়াছি, এখন ঘোলটুকু (অসার অংশ) যাহার ইচ্ছা সে পান করুক। (৪) আমি অশ্রুজল সেচন করিয়া করিয়া প্রেমলতা রোপণ করিয়াছি। (৫) সাধুদের নিকটে বসিয়া বসিয়া লোক-লজ্জা নষ্ট করিয়াছি। (৬) ভক্ত জানিলেই আমি তথায় চলিয়া যাই; তাই জগৎ আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে। (৭) হে প্রভু, তোমার শরণাপন্ন হইলাম, যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে।

১১৩৬

সাচী প্রীতি হম তুম সঙ্গ জোড়ী,
তুম সঙ্গ জোড়্ অওর সঙ্গ তোড়ী।
জো তুম বাদল, তো হম্ মোরা,
জো তুম্ চন্দ্র, হম ভয়ে জী চকোরা।
জো তুম দীবা, তো হম বাতী, জো তুম তীরথ, তো হম যাত্রী।
জহঁা জহঁা জাউ, তহঁা তেরী সেবা, তুম্‌সা ঠাকুর অওর ন দেবা
তুম্‌রে ভজন কটে ভয়-ফাঁসা, ভক্তি-হেতু গাবে রবিদাসা॥

[দেশকার, ঝাঁপতাল] (৩) প্রথমাংশ=তুমি যদি মেঘ হও তবে আমি ময়ূর হই। (৪) দীবা—দীপ।

১১৩৭

ম্হারে জনম-মরণকে সাথী,
থানে নহী ঁ বিসরূঁ দিনরাতি।
তুম্ দেখ্যা-বিন কল ন পড়ত হৃয়্, জানত মেরী ছাতী।
ঊঁচী চঢ়্ চঢ়্ পন্থ নিহারূঁ, রোয়্ রোয়্ আঁখিয়ঁা রাতী।
মীরঁাকে প্রভু পরম মনোহর, হরিচরণা চিত রাতী।
পল পল তেরা রূপ নিহারূঁ, নিরখ নিরখ সুখ পাতী॥

[স্বরলিপি, "বিচিত্রা," জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭] (১,২) হে আমার জন্ম-মরণের সাথী, তোমাকে যেন দিবারাত্রিতে কখনও বিস্মৃত না হই। (৩) তোমার দর্শন বিনা শান্তিলাভ হয় না, আমার অন্তর ইহা জানে। (৪) উচ্চে উঠিয়া উঠিয়া আমি তোমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছি; ক্রন্দন করিয়া করিয়া আমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। (৫) মীরার প্রভু তুমি পরম মনোহর; তোমার চরণেই আমার চিত্ত অনুরক্ত। (৬) আমি পলে পলে তোমার রূপ দর্শন করি; দেখিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করি।

১১৩৮

দয়া করো প্রভু অন্তরযামী! মহা মলিন ম্যঁয় কাপট কামী।
মানুষ জনম দিও তুম্ উত্তম, অওর কিও সুখসম্পদধামী;
তদপি ত্যাগ তব নাম দয়াময়, রহ্যো সদা বিষয়ন্-অনুগামী।
পাপতাপসে ভয়ো অতি পীড়িত, অব্ মেরী পীড় থমত নহীঁ থামী;
হোয়্ হতাশ নিরাশ জগৎসে, আয়ো শরণ তুম্হারী. স্বামী।

[মল্লার, কাওয়ালি] (৫) শেষাংশ=এখন আমার পীড়া থামিয়াও থামিতেছে না।

উর্দ্দূ সঙ্গীত

১১৩৯

মেরে দিল্ কা মালিক তূ হী হো, তূ হী হো,
তূ হী এক রাহৎ, তূ হী জিন্দগী হো।
মেরা জিস্ম দুনিয়ামে রহ্তা কহীঁ হো,
হো বীমার, য়া কে সলামৎ-সহী হো;
পর্ হর্জা মেরী আঁখ তুঝ্ হী সে লগী হো,
তেরে বীন্ ন দিল্দার মেরা কোই হো।
হো ইজ্জ.ৎ য়হাঁ, য়া কে বে-ইজ্জ তী হো,
খু.শী হো, মুসীবৎ, য়া জাঁ-কন্দনী হো;
ন তুঝ্সে মেরী বে-বফাই কভী হো,
রহী হো খু.দা, জিস্মে তেরী খুশী হো।

[ঝিঁঝিট, ঝাঁপতাল]

(২) রাহৎ—শান্তি। জিন্দগী—জীবন। (৩) জিস্ম্—শরীর। (৪) সলামৎসহী—নীরোগ। (৫) হর্জা—সর্ব্বত্র। (৬) দিল্দার—প্রাণপ্রিয়। (৭) ইজ্জ.ৎ, বেইজ্জ.তী—মান, অপমান। ৮ মূসীবৎ—বিপদ জাঁ-কন্দনী—প্রাণের যাতনা। (৯) বে-বফাই—অবিশ্বস্ততা।

১১৪০

তূ কি.ব্‌লা, ম্যঁয়্‌ হূঁ কি.ব্‌লা-নুমা, আরজূ. মেরী,
তূ সূরজ হো, ম্যঁয় সূরজ.-মুখী, আরজূ মেরী।
দুনিয়া মুঝে ফিরায়ে, মগর্‌ তূ রহে মর্‌কজ.,
ফির্‌ ফির্‌কে ম্যঁয়্‌ তুঝ্‌কো হী তকূঁ, আরজূ. মেরী।
ম্যঁয়্‌ খু.দ্‌ কহীঁ রহূঁ ব্‌ কিসী কামমেঁ রহূঁ,
চিত্‌বন্‌ মেরী তুঝ্‌-পব্‌ হী রহে, আরজূ মেরী।
ম্যঁয়্‌ খু.দ্‌ নহীঁ রহূঁ, ন রহেঁ খ.াহিশেঁ মেরী,
অপ্‌নেকো তুঝ্‌মেঁ ভূল সকূঁ, আরজূ. মেরী।

[ঝিঁঝিট, দাদ্‌রা] (১) তুমি ধ্রুবতারা হও, আমি দিগ্‌দর্শনের শলাকা হই, এই আমার প্রার্থনা। (২) তুমি সূর্য্য হও, আমি সূর্য্যমুখী হই, এই আমার প্রার্থনা। (৩) সংসার আমাকে ঘৃণিত করুক, কিন্তু তুমি কেন্দ্র হইয়া থাক ; (৪) ঘুরিতে ঘুরিতে যেন আমি তোমাকেই দেখিতে থাকি, এই আমার প্রার্থনা। (৫) আমি নিজে যেখানেই থাকি, এক কার্য্যেই নিযুক্ত থাকি, (৬) আমার চিত্ত যেন তোমাতেই লগ্ন থাকে, এই আমার প্রার্থনা। (৭) আমি আপনি যেন আর না থাকি, আমার বাসনা সকল যেন আর না থাকে ; (৮) যেন আমি আমাকে তোমার মধ্যে ভুলিয়া যাইতে পারি, এই আমার প্রার্থনা।

১১৪১

জিন্‌হ্‌ প্রেমরস চ্যাখা নহীঁ, অমৃত পিয়া তো ক্যা হুয়া ?
জিস্‌ ই.শ্‌কমে সির্‌ ন দিয়া, জুগ জুগ জিয়া তো ক্যা হুয়া ?
মশহূর পন্থোমেঁ হুয়া, সাবিৎ ন কিয়া আপ্‌কো,
আ.লিম অওর ফ.াজিল হোয়্‌কে, দানা হুয়া তো ক্যা হুয়া ?
অওরন্‌ নসীহৎ তূ করে, পর খু.দ্‌ অ.মল্‌ কর্‌তা নহীঁ,
দিল্‌কা কুফ.র্‌ টূটা নহীঁ, হাজী হুয়া তো ক্যা হুয়া ?

দেখী গুলিস্তাঁ বোস্তাঁ, মৎলব ন পায়া শেখ্ কা,
সারী কিতাবাঁ য়াদ্ কর্, হাফি জ. হুয়া তো ক্যা হুয়া ?
জব ই.শ্ক্.কে দরিয়ামেঁ য়ে, গ.র্ক্-আব্-দিল্ হোতা নহীঁ,
গঙ্গা জমন্ অওর দ্বারকা, নহাতা ফিরা তো ক্যা হুয়া ?
জব -লগ্ প্যালা প্রেমকা, ভর কর্ ছলক্ জাতা নহীঁ,
রাগ তার মণ্ডল বাজ তে জ.াহর সুনা তো ক্যা হুয়া ?
জোগী ও জংগম সর্ মূরে, লাল রঙ্গ কে কপ্‌ড়ে পহন্‌তে,
বাকি ফ্ নহীঁ উস্ হালকে, কপ্‌ড়ে রঙ্গে তো ক্যা হুয়া ?
বলি জো পুকাবে হয় পিয়া পিয়া, পিয়াই পুকারতে জিয়া দিয়া,
মৎলুব হাসিল ন হুয়া, রো রো মুয়া তো ক্যা হুয়া ?

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর ২২ পরিচ্ছেদ, ও পত্রাবলীর ১০৫ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য]
(১) যে প্রেমরস আস্বাদন করিল না, সে অমৃত পান করিলে কি ফল হইল ? (২) যে প্রেমের জন্য মস্তক দিতে (মরিতে) পারিল না, সে বহু যুগ বাঁচিয়া থাকিলে কি ফল হইল ? (৩) যে নানা ধর্ম্মমার্গে (ধর্ম্ম তত্ত্বে) প্রসিদ্ধি লাভ করিল, কিন্তু আপনাকে কোন পথেই প্রতিষ্ঠিত করিল না, (৪) সে বিদ্বান্ ও পণ্ডিত হইয়া মহাজ্ঞানী হইলে কি ফল হইল ? (৫) তুমি অন্যদের উপদেশ দাও, কিন্তু নিজে তাহা কার্য্যে পরিণত কর না; (৬) যদি তোমার অন্তরের অবিশ্বাস দূর না হইল, তবে তীর্থ করিয়া তোমার কি ফল হইল ? (৭) তুমি গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ (নামক উপদেশ-গ্রন্থদ্বয়) পাঠ করিয়াছ, কিন্তু গ্রন্থকারের (শেখ সাদীর) মর্ম্ম কিছুই ধরিতে পার নাই। (৮) এইরূপে সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া শ্রুতিধর হইলে কি ফল হইল ? (৯) যতক্ষণ কেহ প্রেমনদীতে মগ্ন-চিত্ত না হয়, (১০) ততক্ষণ সে গঙ্গাতে যমুনাতে ও দ্বারকাসমুদ্রে স্নান করিয়া ফিরিলে কি ফল হইল ? (১১) যতক্ষণ কাহারও প্রেম-পাত্র পূর্ণ হইয়া ও প্লাবিত হইয়া না যায়, (১২) ততক্ষণ সে বাহিরের (প্রেমসঙ্গীত) নানা সুরে ও নানা যন্ত্রে শ্রবণ করিলে কি ফল হইল ? (১৩) ত্যাগী যোগী ও পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, ইহারা মস্তক মুণ্ডন করে, ও রক্তবর্ণ (গৈরিক) বস্ত্র পরিধান করে; (১৪) কিন্তু যদি প্রেমভাবের মর্ম্ম কিছু না জানিল, তবে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া কি ফল হইল ? (১৫) কোন কোন সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরকে "হে প্রিয়, হে প্রিয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকে; যদি কেবল সেই চীৎকার করিতে করিতেই তাহাদের জীবন যায়, (১৬) কিন্তু যদি তাহারা বাঞ্ছিতকে লাভ করিতে না পারে, তবে তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া গেলেই বা কি ফল হইল ?

১১৪২

"ফ.জর্‌মে জব্‌ আয়া, য়ল্‌চী, পুষাক্‌ সুনহ্‌লী তেরী।
গমক্‌ ভর জব্‌ শ্বাস্‌ লগায়া, চিত জগায়া মেরী।
ধূপমেঁ হম্‌কো কিয়া উদাসা, ক্যা পীড় দূর সমায়া।
গায়া গেরুয়া সুর মগ্‌ রবী, মরণসা রয়্‌ন্‌ আয়া।
কাগ.জ্‌ কালা, হরফ্‌ উজ্জালা, ক্যা ভারী খ.ত পায়া।
ইত্তী র'ওনক্‌ কোঁ রে য়ল্‌চী, তূ হী য়াদ্‌ ভুলায়া।"
"ভারী জল্‌সা, আজম্‌ দাৱৎ, তূ হী ইক মেহ্‌মান্‌।
খ.ল্‌ক খ.ল্‌কমেঁ খ.ত হয়্‌ ফ.য়লী, মগ্‌.রূর হম্‌ ফর.মান্‌।"

জীবাত্মা অনন্তের দূতকে (বিশ্বচরাচরকে) জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (১) "হে দূত, প্রভাতে তুমি যখন আসিলে, তখন তোমার পোষাক স্বর্ণবর্ণ ছিল। (২) পুষ্পগন্ধে ভরিয়া তোমার নিঃশ্বাস যখন তুমি ফেলিলে, তখনই আমার চিত্তকে জাগাইয়া তুলিলে। (৩) মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আমাকে তুমি উদাস করিয়া তুলিলে: কি এক ব্যথা যেন দূর (দিগন্ত পর্য্যন্ত) প্রবেশ করিল। (৪) সূর্য্যাস্তকালে তুমি যেন গৈরিকের (উদাস ভাবের) সুর গাহিলে, ক্রমে মরণ-সমান অন্ধকার রজনী আসিল। (৫) তখন (তোমার হাত হইতে প্রিয় পরমেশ্বরের) একখানি বৃহৎ পত্র পাইলাম, তার কাগজ কৃষ্ণবর্ণ (আকাশ), অক্ষরগুলি উজ্জ্বল (নক্ষত্র)। (৬) হে দূত, তোমার কেন এত জাঁকজমক? তোমাকে দেখিয়া আমি সখাকে ভুলিয়া যাই যে!" বিশ্বরূপী দূত জীবাত্মাকে উত্তর দিতেছেন, (৭) "অনন্তের এই বিরাট সভায় ও এই বিপুল নিমন্ত্রণে তুমিই যে একমাত্র নিমন্ত্রিত! (৮) (তিনি যে তোমাকে চাহেন, তাহারই) নিমন্ত্রণ-পত্র এই জগতে জগতে বিস্তীর্ণ। (এমন অপূর্ব্ব নিমন্ত্রণের বার্ত্তাবহ আমি,) তবে আমি কি গর্ব্ব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি?"

১১৪৩

প্রভু-প্রেম ইক্‌ শর্‌বতে-দিল্‌কুশা হয়্‌,
গুনহ কে মরীজোঁ কো নাদির-দৱা হয়্‌

জ.রা দিল্‌সে ইক্‌বার পী কর্ তো দেখো,
খুদাকে লিয়ে মেরী য়ে ইল্‌তিজা হ্যয়্।
জো প্রেম একবারী ভী তুম্ দিল্‌সে পীও,
গুনহ্‌কে মরজ্ সে তো হুক্‌মন্ শফা হ্যয়্।
জো নিক্‌লা নফ্‌স্‌কী গু.লামী সে সাবিহ্,
উসে মর্‌হবা মর্‌হবা মরহবা হ্যয়্।
ফঁসা জো গুনহ্‌মেঁ নিকল্‌না হ্যয়্ মুস্কিল,
য়ে জা.লিম বুরী রুহ্‌কে হক্‌মেঁ ব্‌বা হ্যয়্।
ফিদা হুঁ হর্ অন্দাজ্. পর উস্‌কে ম্যয়্ ভী,
প্রভুহীকো জীস্‌নে দিল্ অপনা দিয়া হ্যয়্।
গনী হো গয়া জব্ মিলা জিস্ গদাকো,
প্রভু-প্রেম ক্যা নুস্‌খ.া-এ-কীমিয়া হ্যয়্।
ফি.দা তু ভী বিশ্বাসী অব্ হো খুদা পর,
ন লা কাম গ.ফ্.লৎকো, অব্ দের ক্যা হ্যয়্?

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল]

(১) প্রভু-প্রেম এমন এক শরবৎ, যাহা প্রাণ খুলিয়া দেয়। (২) পাপ-রোগগ্রস্তদের পক্ষে ইহা চূড়ান্ত ঔষধ। (৩) একবার একটু হৃদয় দিয়া ইহা পান করিয়া দেখ, (৪) ঈশ্বরের নামে আমার এই অনুরোধ। (৫ একবার যদি হৃদয় দিয়া প্রেমরস পান কর, (৬) তবে পাপ-রোগ হইতে তো নিশ্চিত আরোগ্যলাভ হইবে। (৭) যে জন প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে নির্গত হইয়াছে, (৮) তাহাকে ধন্য ধন্য ধন্য বলি। (৯) যে একবার পাপে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার নির্গত হওয়া অতি কঠিন, (১০) এই ঘোর নিষ্ঠুর রিপু আত্মার পক্ষে মহামারী স্বরূপ। (১১) তাঁহার সকল আচরণে আমি বলিহারি যাই, (১২) যিনি প্রভুকেই আপন হৃদয় অর্পণ করিয়াছেন। (১৩) যে ভিখারী প্রভু-প্রেম লাভ করিয়াছে, সে-ই ধনী হইয়া গিয়াছে, (১৪) প্রভু-প্রেম যেন কীমিয়ার (স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার শাস্ত্রের) একটি অপূর্ব্ব ব্যবস্থাপত্র। (১৫) হে বিশ্বাসী, তুমিও এখন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর; (১৬) আর অবহেলা করিও না; এখনও বিলম্ব করিতেছ কিসের জন্য?

১১৪৪

প্রভু তূ মেরা প্যারা হৃয়্, তূ মেরে দিল্‌কা নূর্ !
অব্ তূ হী এক সহারা হৃয়্, অ্যয়্ মেরে দিল্-মনজ়ূর্ ।
জব্ পাপ-পিশাচ্‌কে বসমে থা, অওর্ খুদীসে থা মামূর্,
ওহ হালৎ তূ ন দেখ্ সকা, অ্যয়্ মেরে দিল্-মনজ়ূর্ !
ম্যঁয়্ বেকস্ দুখিয়া থা লাচার্, অওর্ হোতা থা ম্যঁয়্ খ়ার্,
তব্ তূ নে মুঝে বচা লিয়া, অ্যয়্ মেরে দিল্-মনজ়ূর্ ।
পস্, অব্ প্রভু ম্যঁয়্ তেরা হূঁ, ম্যঁয়্ তেরা হূঁ জ়রূর্,
অওর্ রহূঙ্গা তেরী সেৱামেঁ, অ্যয়্ মেরে দিল্ মনজ়ূর্ ॥

[ইমন-বেহাগ, দাদ্‌রা : সুর, "বন্দি তব দয়াময়"] (১) প্রভু, তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমার হৃদয়ের আলো। (২) এখন তুমিই আমার একমাত্র সহায়, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত ! (৩) আমি যখন পাপ-পিশাচের বশবর্ত্তী ছিলাম এবং আত্ম-ইচ্ছাতেই মত্ত ছিলাম, (৪) আমার সে অবস্থা দেখিয়া তুমি সহিতে পারিলে না, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত ! (৫) আমি মনুষ্যত্বহীন দুঃখী ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলাম, এবং আমি সর্ব্বনাশের পথে যাইতেছিলাম ; (৬) তখন তুমি আমাকে বাঁচাইয়া লইলে, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত ! (৭) তাই এখন, হে প্রভু, আমি তোমারই, আমি নিশ্চয় তোমারই ; (৮) এবং তোমারই সেবাতে (আজীবন) থাকিব, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত !

১১৪৫

তুঝ্-বিনা অপ্‌না মেরা পর্‌ৱর্দিগারা কওন্ হৃয়্ ?
ম্যঁয়্ হূঁ তেরা, তূ হৃয়্ মেরা, অওর্ কিস্‌কা কওন্ হৃয়্ ?
তেরা হোকর্ ভী নহীঁ তেরা রহা ম্যঁয়্, য়া অ়লীম্,
পর্ তূ সদা য়কসাঁ রহা, রহ্‌মান্ তুঝ্‌সা কওন্ হৃয়্ ?
তেরা দিল্ তুঝ্‌কো ন দেকর্ বে-ধড়ক্ গ়য়্‌রোঁকো দূঁ,
বেসৱা বেলাজ্ অ্যয়্‌সা জগ্‌মেঁ বঢ়্‌কর্ কওন্ হৃয়্ ?

বেবফা মঁ্যয় ক্যয়্সা হূঁ, তূ গ.য়্ব-দাঁ, সব্ জানতা,
সখ্ৎ নফ্.রৎকী জগ্হ, বে-শর্ম মুঝ্সা কওন্ হ্যয়্?
ফের্ দিল্ মেরা অভী মাবূদ্ তূ অপ্নী তরফ.,
গর্ তূ নহীঁ রহ্মৎ করে, তো অওর্ মেরা কওন্ হ্যয় ?
মঁ্যয় পশেমাঁ হূঁ বহুৎ, অওব অব্ নহীঁ মঁ্যয় ভাগতা,
কর্ লে তূ অপ্না মুঝে, গ.ফ্ফার তুঝ্সা কওন্ হ্যয়্ ?
জানো-দিল্ সব কুছ তুঝে মঁ্যয় সিদ্ক দিলসে দেতা হূঁ,
দিলদার সচ্চা তুঝ্-বিনা মেরা খু.দায়া কওন্ হ্যয় ?

[পিলু বারোঁয়া, ঝাঁপতাল]

(১) তোমা বিনা আর আমার আপনার কে আছে? আর আমার প্রতিপালক কে আছে? (২) আমি তোমার, তুমি আমার; আর কে বা কার? (৩) হে সর্ব্বজ্ঞ, আমি তো তোমার হইয়াও তোমার রহি নাই; (৪) কিন্তু তুমি সদা আমার প্রতি এক ভাবেই রহিয়াছ; তোমার সমান দয়ালু কে আছে? (৫) আমার এ প্রাণ তোমারই; কিন্তু তাহা আমি তোমাকে না দিয়া, বিবেচনা শূন্য হইয়া অন্যকে অর্পণ করি, (৬) আমার মতন এত বড় কলঙ্কী ও লজ্জা-হীন এ জগতে কে আছে? (৭) হে অন্তর্দর্শী, আমি যে কত অবিশ্বস্ত, তাহা তুমি সবই জান। (৮) আমার সমান এমন দারুণ ঘৃণার পাত্র ও নির্লজ্জ আর কে আছে? (৯) হে দেবতা, আমার এই হৃদয়কে এখনই তোমার দিকে ফিরাইয়া লও, (১০) তুমি যদি দয়া না কর, তবে আর আমার কে আছে? (১১) আমি এখন অতিশয় অনুতপ্ত; এবং আর আমি তোমা হইতে দূরে চলিয়া যাইব না। (১২) তুমি আমাকে তোমার আপনার করিয়া লও; তোমার ন্যায় ক্ষমাশীল আর কে আছে? (১৩) আমি সরল চিত্তে আমার প্রাণ হৃদয় ও সর্ব্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি; (১৪) হে পরমেশ্বর, তুমি বিনা আমার সত্য প্রাণ-প্রিয় আর কে আছে?

১১৪৬

অ্যয়্ দিল্-রুবায়া, দিল্‌কা দিল্, দিল্‌দার্ মেরা তূ হী হ্যয়্।
দওলৎ মেরী অওর্ জি.ন্দগী অওর্ জান মেরী তূ হী হ্যয়্।
বাই.স্ তূ হী, হস্‌তী তূ হী, আউব্বল্ তূ হী, আখির্ তূ হী,
লা-ইন্তিহা অওর্ মস্‌দরে-খূবী খূ দায়া তূ হী হ্যয়্।
কু.দ্‌রৎ তূ হী, অ.জ.মৎ তূ হী, রহ্‌মৎ তূ.হী, রাহৎ তূ হী,
পাকীজ্‌গী অওর্ ই.শ্‌কে.-কামিল্, বে-নিয়াজ.া তূ হী হ্যয়্।
লা-ইন্তিহা অ.ালম্‌মেঁ রওশন্ হ্যয়্ তেরা হুস্‌নো জমাল্,
অ.ক্.লে-কুল্ অওর্ ই.ল্‌মে-কুল্, মাবূদ সব্‌কা তূ হী হ্যয়্।
জ.াহির্ তূ হী, বাতিন্ তূ হী, হ্যয়্ হুকুম রঁা সব্ পর্ তূ হী,
রহ্‌মে-কুল্ অওর অ.দ্‌লে-কুল্ অ্যয়্ বাদশাহা তূ হী হ্যয়্।
সব্ অওলিয়া জোগী ভগত্ পয়্‌গ.ম্বরঁা অওর্ দেবতা,
হোতে রহে হুঁ্যয়্ তুঝ্‌পয়্ কু.র্‌বাঁ, জ.ীস্ত উন্‌কা তূ হী হ্যয়্।
গ্রন্থ অওর্ ইঞ্জিল্ কু.রান্, শাস্ত্র অওর্ কায়েনাৎ,
সব্‌ গা রহে তেরা হী গুণ, বে-মিস্‌ল অ্যয়্‌সা তূ হী হ্যয়্।

[কল্যাণ, ঝাঁপতাল]

(১) হে চিত্তহারী আমার প্রাণের প্রাণ ও প্রাণাধার তুমিই ; (২) তুমিই আমার সম্পদ, জীবন, প্রাণ। (৩) তুমিই সকলের কারণ ও অস্তিত্ব ; তুমিই আদি, তুমিই অন্ত ; (৪) হে পরমেশ্বর, তুমিই অনন্ত, তুমিই সৌন্দর্য্যের উৎস। (৫) শক্তি তুমিই, মহিমা তুমিই, দয়া ও শান্তি তুমিই ; শুদ্ধতা তুমিই ; পূর্ণ প্রেম তুমিই, তুমিই স্বতন্ত্র। (৭) অনন্ত ভুবনে তোমার রূপ ও শোভা প্রদীপ্ত। (৮) তুমি জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় ; সকলের স্রষ্টা তুমিই। (৯) তুমিই ব্যক্ত, তুমিই অব্যক্ত ; তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা ; (১০) হে সম্রাট, তুমি একাধারে করুণাময় ও ন্যায়-স্বরূপ। (১১) সকল ধর্ম্মগুরু, সকল যোগী, ভক্ত, পয়গম্বর এবং সকল দেবগণ, (১২) তোমারই নিকটে আত্মাহুতি প্রদান করিতেছেন ; তুমিই তাঁহাদের সকলের জীবন। (১৩) (শিখ) গ্রন্থ, বাইবেল, কোরান, ও (হিন্দু) শাস্ত্র, এবং এই নিখিল বিশ্ব, (১৪) সকলে তোমারি গুণ গান করিতেছে,—এমনি তুমি অতুলন !

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

১১৪৭

প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে,

অলস রে ওরে জাগ জাগ !

শোন রে চিত-ভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে,

" অলস রে ওরে জাগ জাগ !

[ললিত, আড়াঠেকা। গীতলিপি ৫।১]

১১৪৮

সত্য জ্ঞানময় শিব শান্ত অনাদি অনন্ত বিশ্ব কান্ত।

শুদ্ধ বুদ্ধ পরম সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় জগতনির্ভর

নিখিল চিত্তে সদা বিরাজ হৃদয়ানন্দ চির প্রশান্ত ॥

১১৪৯

তব চরণতলে সদা রাখিও মোরে।

দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু, শান্তিসুধা দিও চিত্ত-চকোরে।

কাঁদিছে চিত নাথ নাথ বলি, সংসার-কান্তারে সুপথ ভুলি ;

তোমার অভয় শরণ আজি মাগি, দেখাও পথ অন্ধ তিমিরে।

মন্দ ভাল মম সব তুমি নিও, দুঃখী-জনে হিত সাধিতে দিও ;

হে নিরঞ্জন, দীন রূপে আসিও, বাঁধিও সবে মম প্রেম-ডোরে ॥

[ভজন (জৌনপুরী টোড়ি), তৃতাল। স্বরলিপি, "উত্তরা", কার্ত্তিক ১৩৩৮]

১১৫০

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখ চ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেল্‌ব যবে,
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে।
ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা,
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচ্‌লে পরে ॥

১১৫১

প্রেমময়, তুমি আমার প্রিয় হবে কবে!
আমার বাসনা কামনা যত, সবি কেড়ে লবে!
অনেকের সেবা ক'রে, আছি জীবন্তে ম'রে,
(এক) তোমার সেবায় রত রেখে, এবার বাঁচাও মোরে।
শুনেছি যা ঋষি হ'তে, প্রিয় তুমি পুত্র হ'তে,
বিত্ত হ'তে প্রিয় তুমি, আর সকল হ'তে।
জীবনে তা হউক সত্য, বেঁচে যাই আমি মর্ত্ত্য ;
(কবে) তোমাকেই বেসে ভাল, জীবন সফল হবে!

[মিশ্র সাহানা, দাদ্‌রা। সুর, "হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে"]

১১৫২

আমায় মাতিয়ে দাও আনন্দময়ী, একেবারে মেতে যাই।
তোমার প্রেম-সুধা পান করিয়ে সদানন্দে নাচি গাই।
যে সুধা পান করিলে, বিষয়বুদ্ধি যায় চ'লে,
হয় মহা ভাবের উদয়, সেই সুধা পান করতে চাই।
যুগে যুগে ভক্তজনে মাতাও যে সুধাদানে,
আমরা সেই সুধাপানে মাতিয়ে সবে মাতাই।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নামসুধা-পানে,
মাতুক সব নর নারী, দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই॥ *

[খেমটা]

১১৫৩

আইল আজি প্রাণসখা, দেখ রে নিখিল জন।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগনতলে গ্রহ তারা সভা ঘেরিয়া দাঁড়াইল,
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া, থামাইল ধরা দিবস-কোলাহল॥

[কেদারা, আড়াঠেকা]

১১৫৪

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর!
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু, প্রেম-বিন্দু কাতরে কর দান।
ক'রো না সখা ক'রো না চির নিষ্ফল এই জীবন,
প্রভু জনমে মরণে তুমি গতি, চরণে দাও স্থান॥

[সিন্ধু, একতালা]

* মূলের পাঠ :—সর্ব্বত্র "সুধা" স্থানে "সুরা" ; এবং শেষ কলিটি এইরূপ, "তোমার নববিধানে নবপ্রেমসুধাপানে, মাতুক সব জগতবাসী, দেখে পরলোকে যাই।"

১১৫৫

চলেছে তরণী প্রসাদ-পবনে, কে যাবে এস হে শান্তি-ভবনে!
এ ভব-সংসারে ঘিরেছে আঁধারে, কেন রে ব'সে হেথা ম্লানমুখ?
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না, হেথায় কোথা প্রেম, কোথা সুখ?
এ ভব-কোলাহল, এ পাপ-হলাহল, এ দুখ শোকানল দূরে যাক্;—
সমুখে চাহিয়ে, পুলকে গাহিয়ে, চল রে শুনি চলি তাঁর ডাক।
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না, তুচ্ছ সুখদুখ প'ড়ে থাক্!
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘন ঘোরে, তখন কার মুখ চাহিবে?
সাধের ধন জন দিয়ে বিসর্জ্জন, কিসের আশে প্রাণ রাখিবে?

[মিশ্র মল্লার, রূপক]

১১৫৬

কে যাবে অমৃতধামে!
মুছিয়া বিষাদ তাপ, ভুলি শোক পরিতাপ,
শুভ্র সুন্দর হয়ে মধুময় প্রাণে!
কবে সে জগতে ভাই! পড়িয়াছে সাড়া
এ নহে নিত্য নিবাস পথযাত্রী মোরা,
সঙ্গী সহায় যাঁরা, ঐ যে চলেছেন তাঁরা;
পথে বসে কাটে দিন কিসের সন্ধানে!
দুয়ারে লেগেছে এসে পারের তরী,
প্রেম যাঁর আছে তাঁর লাগে না রে কড়ি,
এস প্রাণে প্রাণে মিলি, প্রেমে হয়ে গলাগলি,
সবে মিলে পারে যাই মাতি ব্রহ্মনামে॥

["ব্রহ্মনাম গাওরে আনন্দে" সুর]

১১৫৭

আঁধার এল ব'লে, তাই ত ঘরে উঠ্‌ল আলো জ্ব'লে।
ভুলেছিলেম দিনে, রাতে নিলেম চিনে ;
জেনেছি কার লীলা আমার বক্ষ-দোলায় দোলে।
ঘুমহারা মোর বনে বিহঙ্গ-গান জাগ্‌ল ক্ষণে ক্ষণে।
যখন সকল শব্দ হয়েছে নিস্তব্ধ,
বসন্ত-বায় মোরে জাগায় পল্লব-কল্লোলে ॥

১১৫৮

সখা, তুমি আছ কোথা ?
সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা !
কত মোহ কত পাপ, কত শোক কত তাপ,
কত যে সহেছি আমি, তোমারে কব সে কথা।
যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে, সখা,
দেখ, আজি কত তাহে পড়েছে কলঙ্ক-রেখা !
এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা দাও মুছে,
নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি, পিতা।
দেখ দেব চেয়ে দেখ, হৃদয়েতে নাহি বল,
সংসারের বায়ু-বেগে করিতেছে টলমল ;
লহ সে হৃদয় তুলে, রাখ তব পদ-মূলে,
সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে সে রহে সেথা ॥

[টোড়ি, একতালা]

১১৫৯

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে, অমৃত-সদনে চল যাই,
চল চল চল ভাই !
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে, আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই !
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল, কি আনন্দ উথলিল,
চল চল চল ভাই !
দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান, গাহ সবে একতান,
বল সবে জয় জয় !

[কর্ণাটি খাম্বাজ, ফেরতা]

১১৬০

লহ লহ তুলি লও হে, ভূমিতল হ'তে ধূলিম্লান এ পরাণ ;
রাখ তব কৃপা-চোখে, রাখ তব স্নেহ-করতলে !
রাখ তারে আলোকে, রাখ তারে অমৃতে,
রাখ তারে নিয়ত কল্যাণে, রাখ তারে কৃপা-চোখে,
রাখ তারে স্নেহ-করতলে ॥

[আড়ানা, কাওয়ালি]

১১৬১

কি দিব তোমায় !
নয়নেতে অশ্রুধারা, শোকে হিয়া জর জর হে !
দিয়ে যাব হে তোমারি পদতলে আকুল এ হৃদয়ের ভার ॥

[আসোয়ারী, আড়াঠেকা]

১১৬২

মা আমি তোমারে চাই, প্রতিদিন চাই, প্রতিক্ষণ চাই।
জগতের জীবনের পরশ যত, সকলের সাথে তোমারে চাই।
দুঃখ সুখের যত বেদন, দেহ মনের যত চেতন,
পূর্ণ করি সব জাগো তুমি, তোমারে চাই, তোমারে চাই।
জাগরণে চাই, সুপ্তিতে চাই, রোগের চৈতন্য-লুপ্তিতে চাই,
সংগ্রাম মাঝে চাই, তৃপ্তিতে চাই, তোমারে চাই, তোমারে চাই।
প্রেমে প্রেমে মোর প্রেম তব, তোমারি বাণী মম কর্ম্মে সব,
আদর শোক দুঃখে নিত্য তব, ধন্য আমি ; তবু তোমারে চাই।
এই জগতে তব যত মাধুরী, করিলাম পান আমি জীবন ভরি,
ডেকে লবে কি তুমি এখন মোরে ? তোমারে চাই, তোমারে চাই।
আমি প্রস্তুত, আমি উৎসুক, হেরিতে সমুখে তব শ্রীমুখ,
ডুবে যেতে শীতল কোলে তব, তোমাবে চাই, তোমারে চাই॥

১১৬৩

গভীর-বেদনা-অস্থির প্রাণ, কর হে আমারে শান্তি দান!
মোচন কর হে পাপ তাপ, ঘুচাও রোদন বিলাপ।
কেবলি তোমারি আশ্রয়ে, তরিব সাগর নির্ভয়ে,
যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক।
তরঙ্গ ঘোর কর হে পার, মন-তরীর হর হে ভার,
তুমি বিনা কর্ণধার কেহ নাহি আর আমার॥

[কুকব, ঠুংরি]

১১৬৪

একা আমি ফিরব না আর এমন ক'রে—
নিজের মনে কোণে কোণে মোহের ঘোরে।
তোমায় একলা বাহুর বাঁধন দিয়ে ছোট ক'রে ঘির্‌তে গিয়ে,
শুধু এ আপ্‌নারেই বাঁধি আপন ডোরে।
যখন আমি পাব তোমায় নিখিল মাঝে,
সেইখানে হৃদয়ে পাব হৃদয়-রাজে।
এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল, তারি 'পরে বিশ্ব কমল,
তারি 'পরে পূর্ণ প্রকাশ দেখাও মোরে॥

১১৬৫

হায়, কে দেবে আর সান্ত্বনা!
সকলে গিয়েছে হে, তুমি যেও না;
চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভু, দীন অধীন জনে।
চারিদিকে চাই, হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে!
হের হে শূন্য ভবন মম!

[দশ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪৫]

১১৬৬

দুয়ারে ব'সে আছি প্রভু সারা বেলা, নয়নে বহে অশ্রুবারি।
সংসারে কি আছে হে, হৃদয় না পূরে।
প্রাণের বাসনা প্রাণে ল'য়ে, ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে, বিমুখ হ'য়ো না দীনহীনে;
যা কর হে, রব প'ড়ে!

[কামোদ, ধামার]

১১৬৭

ফিরো না ফিরো না আজি, এসেছ দুয়ারে।
শূন্য হাতে কোথা যাও, শূন্য সংসারে?
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও?
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চ'লে যাও?
তোমাব কথা তাঁরে ক'য়ে, তাঁর কথা যাও ল'য়ে,
চ'লে যাও, তাঁব কাছে রেখে আপনারে॥

[টোড়ি ভৈরবী, আড়াঠেকা]

১১৬৮

দরশন দাও হে প্রভু, এই মিনতি।
তব-পদ-আশে হৃদয় সদাই আকুল অতি।
তুমি মম জীবন, প্রাণের প্রাণ, তোমা বিনা প্রভু নাহি কোন গতি॥

[সুরট, তেওট]

১১৬৯

অসীম কাল-সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে,
অমৃতভবন কোথা আছে তাহা কে জানে ?
হের আপন হৃদয়-মাঝে ডুবিয়ে,
এ কি শোভা ! অমৃতময় দেবতা সতত বিরাজে ।
এই মন্দিরে সুধা-নিকেতন ॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

১১৭০

দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন ;
জগত-পতি হে কৃপা করি হেথা কি করিবে আগমন ?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয় করেছি যতনে প্রক্ষালন ।
বাহিরের দীপ রবি তারা ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু দেব, সেথায় কিরণ বরিষণ ।
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ-কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান করেছে সুদূরে পলায়ন ।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সে সেবক প্রভু, করিবে তোমার আরাধন ।
নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা, মুদিয়া সজল দুনয়ন ॥

[ধুন, কাওয়ালি]

১১৭১

তুমি যে আমারে চাও, আমি সে জানি !
কেন যে মোরে কাঁদাও, আমি সে জানি !
এ আলোকে এ আঁধারে, কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও, আমি সে জানি !
সারাদিন নানা কাজে, কেন তুমি নানা সাজে,
কত সুরে ডাক দাও, আমি সে জানি !
সারা হ'লে দেয়া-নেয়া, দিনান্তের শেষ খেয়া,
কোন্ দিক্ পানে বাও, আমি সে জানি !

[ভুপালী, কাওয়ালি]

১১৭২

প্রভু দয়াময়, কোথা হে দেখা দাও,
বিপদ মাঝে বল কারে ডাকি আর ! তুমিই এক মম ভরসা।
প্রিয়জন একে একে কে কোথা চ'লে যায়, একেলা ফেলি আঁধারে ;
শূন্য হৃদয় মম পূর্ণ কর নাথ, পূরাও এই আশা ॥

[রামকেলি, কাওয়ালি। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৮৩১ শক]

১১৭৩

ঘোর দুঃখে জাগিনু, ঘন ঘোরা যামিনী,
একেলা হায় রে, তোমার আশা হারায়ে।
ভোর হ'ল নিশা, জাগে দশ দিশা, আছে দ্বারে দাঁড়ায়ে,
উদয় পথ পানে দুই বাহু বাড়ায়ে ॥

[বিভাস, কাওয়ালি। গীতলিপি ৫।৩]

১১৭৪

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন ।
আবার চোখে নামে আবরণ !
আবার এ যে নানা কথাই জমে, চিত্ত আবার নানা দিকে ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে উঠে ক্রমে, আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ !
তব নীরব বাণী হৃদয়তলে, ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে !
সবার মাঝে আমার সাথে থাক, আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাক,
নিয়ত মোর চেতনা পরে রাখ আলোকে ভরা উদার ত্রিভুবন ॥

[টোড়ি, ঝম্পক । গীতলিপি ২।১০]—১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

১১৭৫

করযোড়ে মোরা চাহি ভগবান্, শক্তি দাও !
হৃদয়ে ও দেহে শক্তি দাও, অন্তরে চিরভক্তি দাও !
জ্ঞানের আলোকে ঘুচাও আঁধার, প্রেমের আলোকে ছাও চারিধার,
সকল রকম বন্ধন হ'তে মুক্তি দাও ।
নির্ম্মল হব উজ্জ্বল হব, শক্তি দাও ।
বিশ্ববাসীরে করব আপন, শক্তি দাও,
বিশ্ব-মাঝারে তোমায় হেরিব, ভক্তি দাও ।
ঢালি দিব প্রাণ কল্যাণ-কাজে, ফিরিব বিশ্বে বিজয়ীর সাজে,
অসত্য যাহা, দলিব দু পায়ে, শক্তি দাও ।
জীবনে মরণে ও-চরণে অনুরক্তি দাও ॥

[ভূপকল্যাণ, দাদ্‌রা]

১১৭৬

আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম ?
আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি !
রবি যায় অস্তাচলে, আঁধারে ঢাকে ধরণী,
কর কৃপা অনাথে, হে বিশ্বজন-জননী !
অতৃপ্ত বাসনা লাগি ফিরিয়াছি পথে পথে,
বৃথা খেলা, বৃথা মেলা, বৃথা বেলা গেল ব'হে ;
আজি সন্ধ্যা-সমীরণে লহ শান্তি-নিকেতনে,
স্নেহ-কর-পরশনে, চিরশান্তি দেহ আনি ॥

[হাম্বীর, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩৫]

১১৭৭

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ !
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান, সুখ দুখ ভাবনা,
মাঝে রয়েছে আবরণ, কত শত, কত মত,
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।
যাহা রেখেছি তাহে কি সুখ ?
তাহে কেঁদে মরি, তাহে ভেবে মরি !
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই,
(জানি না) কেন তা দিতে পারি না ;
আমার জগতের সব তোমারে দিব, দিয়ে তোমায় নিব, বাসনা ॥

[দেশ সিন্ধু, একতালা]

১১৭৮

চলিয়াছি গৃহ-পানে, খেলা ধূলা অবসান ;
ডেকে লও, ডেকে লও, বড় শ্রান্ত মন প্রাণ !
ধূলায় মলিন বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস,
মিটাতে প্রাণের তৃষা, বিষাদ করেছি পান !
খেলিতে সংসারের খেলা, কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি ব'হে যায় ;
ধূলা-ঘর গড়ি যত, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তত,
চলেছি নিরাশ মনে, সান্ত্বনা কর গো দান !

[ললিত, আড়াঠেকা]

১১৭৯

আমি দীন, অতি দীন !
কেমনে শুধিব নাথ হে তব করুণা-ঋণ ।
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদি-মাঝে ঝরিছে নিশিদিন !
হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম, দিব তোমারে ;
চিরদিন তব কাজে, রহিব জগত-মাঝে ;
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন ॥

[রামকেলি, ঝাঁপতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬]

১১৮০

আঁধার সকলি দেখি, তোমারে দেখি না যবে।
ছলনা চাতুরী আসে, হৃদয়ে, বিষাদ বাসে,
তোমারে দেখি না যবে, তোমারে দেখি না যবে।
এস এস প্রেমময়, অমৃত হাসিটি ল'য়ে,
এস মোর কাছে ধীরে, এই হৃদয়-নিলয়ে ;
ছাড়িব না তোমায় কভু জনম মরণে আর,
তোমায় রাখিয়া হৃদে যাইব ভবের পার ॥

[কানাড়া, আড়াঠেকা]

১১৮১

আজি এ ভারত লজ্জিত হে! হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে!
নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্য সাধনা,
অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে সকলি ব্রহ্ম-বিবর্জ্জিত হে!
ধিক্‌কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বীপরে, ধূলি-বিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে,
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে কর তারে সহসা তর্জ্জিত হে!
পর্ব্বতে প্রান্তরে, নগরে গ্রামে, জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্য্যে অভয়ে অমৃতে, হইবে পলকে সজ্জিত হে!

[ভূপালী, কাওয়ালি]

১১৮২

আজি এনেছি তাঁহারি আশীর্ব্বাদ প্রভাত-কিরণে।
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে, ধরণী লুঠিছে তাঁহারি চরণে।
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা, কুসুম ফুটাইছে শতবরণে!
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে ; কি ভয়, কি ভয় দুঃখ তাপ মরণে!

[টৌড়ি, ঝাঁপতাল]

কীর্ত্তনে উপাসনা

[উদ্বোধন]

১১৮৩

(ক) অনলেতে যে দেবতা দাহিকা শকতি,
সলিলে শীতলরূপে যাঁহার বসতি,
জল স্থল নভতল বিশ্ব চরাচর
ব্যাপিয়া করেন যিনি স্থিতি নিরন্তর,
ওঁষধি ও বনস্পতি জীবিত যাঁহায়,
নমি সেই দেব-দেবে, প্রণমি তাঁহায় ।

[বেলোয়ার ; মধ্যম একতালা]

(খ) "আনন্দ" স্বরূপ যাঁর, প্রাণ-উৎস প্রাণাধার,
যাঁহে সবে লভয়ে জনম,
জনমিয়া যাঁহে রহে, জীবন যাঁহাতে বহে,
স্থিতি যাঁহে করে জীবগণ,
জীবনের অবসানে, চ'লে যায় যাঁর পানে,
তিনি ব্রহ্ম, কর প্রণিধান ।
আদি অন্ত মধ্য ধাম, পরিধি ও কেন্দ্রস্থান,
জ্ঞানাতীত অরূপ মহান্ ।
(নিরাধার নিরাকার, মুলাধার সবাকার)
মন সহ ভ্রমি, যাঁয় বাক্য না ধরিতে পায়,
তৃপ্তি-হেতু রসময় সেই ;

তাঁহাতে হইলে স্থিতি, মনাতীতে চিত্ত-রতি,
ভবার্ণবে ভয় নাহি, ভাই।
(ভয় আর থাকে না ; অভয় পদে স্থিতি হ'লে ;
প্রাণাধারে প্রাণ সঁপিলে)
এই ত পরম লোক, হেথা জীব বীত শোক,
পরা গতি, লভয়ে সম্পৎ ;
লভি সে পরমানন্দ, ঘুচে যায় সব দ্বন্দ্ব,
পূর্ণানন্দে পূরয়ে জগৎ ॥
(নিরানন্দ রয় না রে ; সে পরমানন্দে হেরে ; আনন্দময় লোক হেরে)

[ভাটিয়ারী ; ধামালী]

[আরাধনা]

(গ) সারাৎসার পরাৎপর ব্রহ্মসনাতন,
সৃজন-পালন হেতু, জীবের জীবন,
প্রাণাধার সবাকার নিত্য **সত্য** তুমি,
অনিত্য সংসার মাঝে তুমি স্থির ভূমি।

[করুণ সুহই ; মধ্যম একতালা]

(ঘ) দর্শন শ্রবণ আর পরশ মনন,
ইন্দ্রিয় সবার তুমি কারণ-কারণ।
ভেদ করি জল স্থল, গগন-মণ্ডল,
"আমি আছি" ধ্বনি তব উঠিছে কেবল।

পর্ব্বত শিখর আর জলধির তল,
গহন অরণ্য যত, মরুময় স্থল,
সকলেরি মাঝে, দেব, আবির্ভাব তব
তোমার প্রকাশ বিনা হয় অসম্ভব ।
(আছ হে তুমি ; সবার মাঝে আছ হে তুমি ; তোমার মাঝে
বিশ্ব রাজে, বিশ্বমাঝে আছ হে তুমি ; প্রাণরূপে বিশ্বমাঝে—)

[ধানসি : জপতাল]

(ঙ) ওহে জ্ঞানময়, ওহে প্রাণময়, বিশ্ব রচিলে জ্ঞানে ;
(করি) জ্ঞানেতে পালন, শাসন, চালন, পূর্ণ করিলে প্রাণে ।
তরু লতা তৃণে, জীবের জীবনে, প্রাণের প্রবাহ তব ;
মানব-সমাজে যুগে যুগে রাজে কত বিধি নব নব ।
বিবেক-বাণীতে আদেশ শুনিতে ডাকিছ তনয়ে তুমি ;
সে বাণী শুনিয়া, সে পথে চলিয়া, ধরা হয় স্বর্গভূমি ।

[শ্রীরাগ, খয়রা]

(চ) নীলাকাশে ভায় তোমারি প্রভায় রবি শশী গ্রহ তারা ;
চিদাকাশে তুমি অন্তর্যামী স্বামী, হৃদয়ের ধ্রুবতারা ।
হৃদি-অন্তস্তলে তব আঁখি জ্বলে, হেরে লাজে মরে যাই ;
সকলি দেখিছ, সকলি জানিছ, গোপন কিছুই নাই ।
(সব দেখিছ তুমি ; অনিমেষ আঁখি দিয়ে)

[শ্রীরাগ মিশ্র, জপতাল]

(ছ) অনন্ত মহিমা তব, হে **অনন্ত** স্বামী,

(বর্ণিতে নারে ; বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেল—)

ধরিতে বুঝিতে নাথ, পরাভূত আমি।

অগম্য অপার তুমি, জ্ঞানের অতীত.

রাখিয়াছ এই বিশ্ব ক'রে আচ্ছাদিত।

[তুড়ী ; মধ্যম একতালা]

(জ) সবারে রাখিয়া তুমি নিজ অধিকারে,

ওত-প্রোত ভাবে আছ সবার মাঝারে।

দেশকালাতীত তুমি, সীমা অন্ত নাই,

সীমা-মাঝে পাতিয়াছ অসীমের ঠাঁই।

বাঁধা আছি তোমা-সনে অনন্তের টানে,

ছুটিয়া চলেছি মোরা অনন্তের পানে।

নদী যথা সিন্ধুপানে চলে ধীরে ধীরে,

ছুটিছে জীবন-নদী ধরিতে তোমারে।

[বিহাগড়া ; ঝপতাল]

(ঝ) (ঐ) মহাসিন্ধু মাঝে জননীর সাজে খুলিয়া **আনন্দধাম,**

ডাকিছ সবারে সুমধুর স্বরে, জুড়াইতে মন প্রাণ।

(আয় আয় আয় ব'লে, ডাকিছ সবে ; জুড়াবে ব'লে,—

তাপিত হৃদয়। আর কে বা আছে ? তপ্ত চিতে শান্তি দিতে ;

তোমা বিনা কে বা আছে ?)

শান্তি অনুপম জুড়ায় মরম, শীতল সুধা-নিলয় ;

আনন্দ-বরণ মূরতি মোহন, প্রাণারাম রসময়।

[শ্রীললিত, ঝপতাল]

(ঞ) অমৃত সদন ! আমার জীবন ভরিয়া র'য়েছ তুমি ;
মরণের পারে লোক-লোকান্তরে অমর হইনু আমি।
আনন্দে জনম লভিয়া ভুবন কেবলি আনন্দময় !
আকাশের তারা, হাস্যময়ী ধরা, আনন্দ-বারতা কয়।
কুসুমিত বনে বিহগ-কূজনে, আনন্দ বহিয়া যায় ;
পূর্ণানন্দ তুমি, হে জীবন-স্বামী, এই জীবন-ধারায়।

[সুহই ; ঝপতাল]

(ট) প্রেম-সুধা-ধারে তুষিতে সবারে, পাঠাইলে এ সংসারে ;
দিয়ে অন্নজল, জ্ঞান বুদ্ধি-বল, পালিছ কত আদরে।
(বিচার তুমি কর না হে ; সাধু পাপীর ভেদাভেদ)
আমি জনম অবধি কত অপরাধী, বিরোধী তোমার দ্বারে ;
(সেই) পাপাচার স্মরি, দয়াময় হরি, তুমি ত ছাড় না মোরে।
(কত ভালবাস ; অধম দীন সন্তানে)
জীবনে মরণে সুখে দুখে মম তব প্রেম-পরিচয় ;
সকলের মূলে সে প্রেম হেরিলে বিশ্ব হয় মধুময়।
(সকলি মধু ; তোমার পরশ পেয়ে ; অনল অনিল জল)
(এই) সৃজন প্রসঙ্গ লীলারসরঙ্গ প্রেমেরি তরঙ্গ তব ;
(শুধু) আপনার প্রেম করিতে পূরণ ফুটায়ে তুলিছ সব।
(নিজ প্রেম পূরাইতে, চাহ যে আমারে ; জনম দিলে তাই)

[মিশ্র খাম্বাজ ; দোঠুকি]

(ঠ) **একমেবাদ্বিতীয়ম্** নিত্যসত্য নিরুপম,
একমাত্র তুমি বন্দনীয় ; (হে নাথ)
(তোমার) নাহি অংশী, নাহি অংশ চিহ্নিত মানব-বংশ,
সম ভাবে সবে তব প্রিয়। (হে নাথ)
(তুমি) এক পিতা, এক মাতা, একমাত্র পরিত্রাতা,
সবারে রেখেছ এক কোলে (হে নাথ)
(দিয়ে) এক ধর্ম্ম, এক জ্ঞান, এক ভক্তি, এক প্রাণ,
(এক) পরিবারে বাঁধিছ সকলে। (হে নাথ)
(তোমার) এক কোলে পাশাপাশি ইহপরলোকবাসী,
যুগ-যুগ লোক-লোকান্তর ; (হে নাথ)
লুপ্ত সব ভেদ-চিহ্ন, তোমাতে সবে অভিন্ন,
এক তুমি সত্তার সাগর। (হে নাথ)

[ঝিঁঝিট মিশ্র, ঝাঁপতাল]

(ড) **পতিতপাবন** তুমি মোক্ষদাতা পুণ্যভূমি,
গতি মুক্তি তুমি সবাকার হে ;
জগতের নরনারী শরণ লহে তোমারি,
ঘুচাইতে পাপের বিকার হে।
অনুতাপী পাপী তরে করুণা অজস্র ঝরে,
কাঁদাইয়া পাষাণে গলায় হে ;
যুগে যুগে কত ধর্ম্মে জাগায়ে মানব-মর্ম্মে,
উথলিয়া জগতে ভাসায় হে।

[সুহই ; ছোট দশকুশী]

(ঢ) ধন্য দেব তুমি পুণ্যাধার !

(তুমি) পাপীর অবলম্বন, ভক্তজন-প্রাণধন,

যোগি-চিত্তে সুধার নিঝর।

জগতের পরিত্রাতা, চিরসুন্দর দেবতা,

রূপে তব শোভে চরাচর।

[মায়ুর কল্যাণ ; তেওট]

[ধ্যান]

(ণ) জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যময়, চিদানন্দ-ঘন,

জাগ্রত জীবন্ত দেব, ব্রহ্মসনাতন।

সকল স্বরূপ এক ঘন আবির্ভাবে,

উজ্জ্বল করুক হিয়া **ধ্যানের** প্রভাবে।

[বারোঁয়া মিশ্র ; ঝপতাল]

[প্রার্থনা]

(ত) (হরি) মোচন কর বন্ধন মোর, ভেঙ্গে দাও যত ফাঁকি,

(আমি) মুক্ত জীবনে, মুগ্ধ পরাণে, চরণে পড়িয়া থাকি। (অভয় চরণে)

বাসনা কামনা হইয়ে প্রবল, অন্ধ করে যে আঁখি ;

(তখন) সুখের লালসে মোহনিদ্রাবশে সে আঁখি খুলে না দেখি।

(আঁখি খুলে দাও ; জ্ঞানের আঁখি,—ভক্তির অঞ্জন দিয়ে)

[শ্রীরাগ ; ঝপতাল]

(খ) ঘুচাও দুর্ম্মতি, দাও শুভমতি, দীন দয়াল হরি ;
থাক দয়া ক'রে দাসের অন্তরে, চরণে মিনতি করি।
(দয়া কর হে ; অধম দুর্ব্বল জনে ; দীন হীন কাঙ্গাল জনে ;
পতিতপাবন অধমতারণ)
হ'য়ে আজ্ঞা-বশ, প্রেমেতে সরস, খাটিব জগতে তব ;
সফল হইবে মানব জনম, স্বরগ হইবে ভব।
(সেদিন কবে বা হবে হে ; দীনজনের ভাগ্যে সে শুভদিন কবে হবে ; শকতি দাও প্রাণে, ভকতি দাও মনে : বড় আশা ক'রে এসেছি হে)
[সুহই : জপতাল]।

বিবিধ তথ্য

[ঈশানচন্দ্র বসু প্রকাশিত "ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত", মহর্ষির আত্মজীবনী, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" ও প্রসন্নকুমার সেন সংগৃহীত "বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত" হইতে অধিকাংশ তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।]

"ব্রহ্মসঙ্গীত" এই নামটী রাজা রামমোহন রায় প্রদত্ত। তাঁহার জীবিতকালে তিনি নিজের ও বন্ধুগণের রচিত শতাধিক গান সংবলিত ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক দুই তিন বার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮২৮ সালের ২০শে আগষ্ট (১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র) বুধবার ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই দিনের উপাসনাতে "শাশ্বতমভয়মশোকং" "বিগতবিশেষং" ও "ভাব সেই একে" এই তিনটি সঙ্গীত ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়বাসকালে (১৮৫৭ সালে) "যোগী জাগে" গানটি গভীর রাত্রিতে গান করিতেন। তিনি ১৮৪৫ সালে "নমস্তে সতে" স্তোত্রটির নূতন আকার দান করেন। তিনি ১৮৪৯ সালের মাঘোৎসবের জন্য "পরিপূর্ণমানন্দম" গানটি রচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে রচিত "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে" গানটি শ্রবণ করিয়া মহর্ষি প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

১৮৬০ সালের শারদীয় অবকাশে তিনজন যুবা (তখন রেলওয়ে কর্ম্মচারী) প্রধানতঃ গানের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে বর্দ্ধমান জেলার গুসকরা ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামে অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত "পুরবাসি রে তোরা যাবি যদি" প্রভৃতি কয়েকটি সঙ্গীত গান করেন। তাঁহারা কলিকাতা ফিরিয়া আসিলে, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ঐ গানটির "উত্তর" স্বরূপ "কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু" সঙ্গীতটি রচনা করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পর তাহার ভাব লইয়া (আনুমানিক ১৮৬৭ সালে) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় "এত দিনে পোহাইল" ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "কত আর নিদ্রা যাও" এই গান রচনা করেন। ১৮৬৭ সালের ৫ই অক্টোবর ব্রাহ্মসমাজে প্রথম দুই কীর্ত্তন, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রচিত "পাপে মলিন মোরা" ও "পতিতপাবন ভকত-জীবন" গীত হয়। ১৮৬৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ) ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন দিনে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নগর সংকীর্ত্তন ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল রচিত "তোরা আয় রে ভাই" গীত হয়।

১৮৬৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ) ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিনে "দয়াময় নাম বল রসনায় অবিশ্রাম" এই নগর সংকীর্ত্তন, ও "চল ভাই সবে মিলে যাই"

এই গান গীত হয়। ১৮৭৩ সালের ২৮শে আগষ্ট ভারতাশ্রমের ভাব লইয়া "পিতা এই কি হে সেই শান্তিনিকেতন" গানটি রচিত হয়।

১৮৬৩ সালের শ্রাবণ মাসে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচার-ব্রত গ্রহণ দিনে, "জানিতেছ হৃদয় বাসনা' গানটি এবং ১৮৬৬ সালের ৩০শে নভেম্বর (১৬ই অগ্রহায়ণ), সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের প্রচার ব্রত গ্রহণ দিনে "প্রাণ কাঁদে মোর বিভু ব'লে" গানটি ব্যবহৃত হয়। ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমন উপলক্ষে "তাঁরে রেখো রেখো তব পায়" গানটি রচিত হয়।

১৮৮১ সালের ২২শে জানুয়ারী (১০ মাঘ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে "চল চল হে সবে পিতার ভবনে" এই নগর সংকীর্ত্তন গীত হয়। সাধনাশ্রমের (স্থাপিত, ১ ফেব্রুয়ারী ১৮৯২) দৈনিক উপাসনায় ব্যবহারের জন্য আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক এই সকল সঙ্গীত ও স্তোত্র রচিত হয় : জুলাই ১৮৯২,—স্তোত্র "নমো নমস্তে ভগবন্", গান "পাপীগণে আজ" ; ১ আগষ্ট ১৮৯২,—"তুমি ব্রহ্মসনাতন বিশ্বপতি" ও "পাপী তাপী নরে" ১৮৯৩ সালে নগর সংকীর্ত্তনের গান বিশেষ ভাবে সাধনাশ্রমের ভাব লইয়া রচিত হয়।

(একাদশ সংস্করণ হইতে গৃহীত।)

সংযোজন

যে সকল স্বরলিপির উল্লেখ বহিতে দেওয়া যায় নাই সেই গানগুলির প্রথম ছত্র ও স্বরলিপির বহির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

গানের ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম ছত্র	স্বরলিপি গ্রন্থ
৫	মন জাগো মঙ্গললোকে	বৈতালিক ৬২
৩৮	কার মিলন চাও, বিরহী	গীতলিপি ১।১
৭৫	পেয়েছি অভয়পদ	ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৩।৮
৭৯	নিবিড় ঘন আঁধারে	স্বরবিতান ৪।২২
৯২	তুমি আপনি জাগাও মোরে	ঐ ৪।৯০
৯৫	আঁধার রজনী পোহাল	ঐ ৮।৫৯
১৬৩	আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে	ঐ ৪।৮৭
১৭৩	তুমি বন্ধু তুমি নাথ	ঐ ৪।৩৫
২১৮	গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে	ঐ ৪।২৮
২৫০	মহা সিংহাসনে বসি	ঐ ৮।৩৩
২৫৬	মধুর তোমার শেষ যে নাই	ঐ ৩।৫৯
২৭৫	ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে	ঐ ৭।১৫
২৭৮	দিন অবসান হোল	নবগীতিকা ১।৭০
২৭৯	দিন যদি হল অবসান	ঐ ১।৭৩
২৮৩	মধুররূপে বিরাজ	ঐ ৪।৪৭
২৮৭	সুধা-সাগর তীরে হে	স্বরবিতান ৪।৭৪
২৮৮	হৃদয়শশী হৃদিগগনে	ঐ ৪।৬৪
৩০৩	কেমনে ফিরিয়া যাও	ঐ ৪।৫১
৩০৪	অরূপ তোমার বাণী	ঐ ৩।৬৩
৩২০	অসীম ধন তো আছে	গীতলেখা ২।৫৯
৩৩৬	বাজাও তুমি কবি	স্বরবিতান ৪।১৯
৩৩৯	যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি	গীতমালিকা ১।৯৯

গানের ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম ছত্র	স্বরলিপি গ্রন্থ
৩৫৭	আমারে কর তোমার বীণা	গীতমালিকা ২।২৪
৩৫৮	লহ লহ তুলে লহ	ঐ ২।২৭
৩৯৪	বড় আশা করে এসেছি	স্বরবিতান ৮।২৬
৪১৯	এ কি করুণা করুণাময়	ঐ ৪।৮০
৪৬৮	পথে চলে যেতে যেতে	ঐ ৩।৭৯
৪৬৯	হে চিরনূতন, আজি এ	স্বরবিতান ৫।৮১
৪৭৭	নাই নাই ভয়, হবে	ঐ ৩।৫৫
৪৭৮	তোমারি রাগিনী জীবনকুঞ্জে	ঐ ৪।৬২
৪৭৯	সংসারে তুমি রাখিলে	ঐ ৪।৮
৪৮০	মন তুমি নাথ লবে	ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।৯৩
৪৯৮	চিরসখা ছোড়ো না	স্বরবিতান ৪।৮২
৫৪২	দুয়ারে দাও মোরে	ঐ ৪।১৬
৫৭৩	বাঁচান বাঁচি মারেন মরি	ঐ ৯।১০
৫৭৪	ও হে জীবনবল্লভ	ঐ ৪।৮৪
৫৯৭	আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা	ঐ ৩।৪১
৬৪৪	ঘাটে ব'সে আছি	ঐ ৪।৬
৬৭২	মোরে বারে বারে ফিরালে	ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৪।২৮
৬৭৯	শুনেছে তোমার নাম	স্বরবিতান ৪।৯৩
৭১৭	সকাতরে ওই কাঁদিছে	ঐ ৮।২৮
৭৪০	আছে দুঃখ আছে মৃত্যু	বৈতালিক ৬
৭৪৪	অল্প লইয়া থাকি তাই	স্বরবিতান ৪।১১
৭৪৬	তোমার অসীমে প্রাণমন	ঐ ৪।২৬
৭৪৮	হে মহাজীবন, হে মহামরণ	ঐ ৫।৭
৭৮৬	তোমার আমার এই বিরহের	ঐ ১।৬১
৭৯৮	মরণসাগর পারে তোমরা	ঐ ৩।৪৭
৮০৬	তোমারি সেবক কর হে	ঐ ৪।৪৪
৮০৯	কি গাব আমি কি শুনাব	ঐ ৪।৭৬
৮১৫	এ ভারতে রাখ নিত্য	ঐ ৪।১৪
৮২৭	পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া	ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৪।৪০
৮৭৭	শান্তি কর বরিষণ	স্বরবিতান ৪।১৩

গানের ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম ছত্র	স্বরলিপি গ্রন্থ
	নবজীবনের যাত্রাপথে	সঙ্গীত-বিজ্ঞানপ্রবেশিকা ৬।১৩৪৭।২৫৪
	প্রেমের মিলন দিনে সত্য	ঐ ৩।১৩৪৭।১০০
	পরবাসী, চলে এস	স্বরবিতান ১।৪৬

পৃষ্ঠা	সংখ্যা		যোগ করিতে হইবে
৪১০	৮২৭	শেষ দুই পঙ্ক্তি	"রতন বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁবি, পিতার অসীম ধন-রতনের সকলেই অধিকারী"।
৪৯৩	৯৮৫	; ষষ্ঠ পঙ্ক্তি	"ওরে প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া"।